ধর্ম্মপাল।

প্রকাশকের নিবেদন।

যে আশা করিয়া দুই মাস পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের পাঠকবর্গের সম্মুখে আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ উপস্থিত করিয়াছিলাম—ইতিমধ্যে আমরা তাহার অতিরিক্ত ফল পাইয়াছি। বাঙ্গালা দেশের পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও অনুগ্রহ দেখিয়া এই সংস্করণের দ্বিতীয় গ্রন্থ "ধর্ম্মপাল" তাঁহাদিগের সমীপে উপস্থিত করিলাম। শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সুতরাং তাঁহাদিগের গ্রন্থের অন্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। আগামী মাঘ মাসে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "পল্লীসমাজ" আট-আনা-সংস্করণের তৃতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বৈশাখ
১৩২২

ভূমিকা।

"ধর্ম্মপাল" ১৩২১ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২২ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। "শশাঙ্ক" লিখিবার সময়ে যে উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মপালও রচিত হইয়াছিল। "শশাঙ্ককে" লইয়া গৌড় দেশের স্বতন্ত্র ইতিহাসের সূচনা হইয়াছে এবং ধর্ম্মপাল হইতে মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়; এইজন্য "শশাঙ্কে"র পরে "ধর্ম্মপাল" লিখিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদে উত্তরভারতে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে বহুকাল যাবৎ কোন রাজবংশই উত্তরাপথে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইয়াছিল এবং নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিল্লমালের গুর্জ্জর প্রতীহার বংশীয় প্রথম ভোজদেব সমগ্র উত্তরাপথ জয় করিয়া পুনরায় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই চারিশত বৎসরের মধ্যে হূণজাতীয় সেরমল মিহিরকুল, মালবের যশোধর্ম্মদেব, মৌখরি বংশীয় ঈশানবর্ম্মা ও শর্ব্ববর্ম্মা, স্থাণ্বীশ্বরের হর্ষবর্দ্ধন, গৌড়ের শশাঙ্ক, হর্ষের মাতুলপুত্র ভণ্ডী,

ভিল্লমালের বৎসরাজ ও নাগভট, গৌড়ের ধর্ম্মপাল ও দেবপাল কিয়ৎকালের জন্য সার্ব্বভৌম পদলাভ করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধের গুপ্ত রাজবংশ লোপ হইলে গৌড়দেশ বারবার বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র বপ্যটের পুত্র গোপালদেব প্রজাবৃন্দ কর্ত্তৃক রাজপদে বৃত হইয়াছিলেন। গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যে আশ্রয়ভিখারী চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে সার্ব্বভৌম পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত প্রকৃত ইতিহাস। যাঁহারা ঐতিহাসিক সার সত্য অনুসন্ধান করেন তাঁহারা গৌড়ীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত "গৌড়রাজমালায়" এবং আমার লিখিত "বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগের" সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন। "ধর্ম্মপাল" উপন্যাসাকারে বঙ্গবাসী পাঠক সাধারণের জন্য লিপিবদ্ধ হইল। ধর্ম্মপাল, বাক্‌পাল, প্রধান সচিব গর্গদেব, কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ, গুর্জ্জররাজ নাগভট, গুর্জ্জর মহামণ্ডলেশ্বর বাহুকধবল, রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি; আখ্যায়িকার অপর চরিত্রগুলি কাল্পনিক। তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৌড়ীয় প্রজাপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজলক্ষ্মীর করধারণ করাইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে যে গৌড়ীয় কৃষকবৃন্দ গোপালদেবকে রাজপদে নির্ব্বাচন করিয়া-

ছিল এবং পরাক্রান্ত সামন্ত রাজগণ তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন তাহা সম্ভব নহে। সম্ভবতঃ ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইলে সামন্ত রাজগণ তাঁহাদিগের মধ্যে রণনীতিকুশল কোন ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে জাপানের পুনরভ্যুদয়কালে দায়িমিও নামধেয় সামন্তরাজগণ স্বেচ্ছায় স্বকীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া মিকাডোকে পুনরায় সম্পূর্ণ রাজশক্তি প্রদান করিয়া যে মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, গৌড় রাষ্ট্রে অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে বোধ হয় সেইরূপ অভিনয়ই হইয়াছিল। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে ধর্ম্মপালের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত হয় নাই।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহারই অনুরোধে পরিশিষ্ট, বর্ত্তমানকালে অব্যবহৃত শব্দের অর্থ ও ভূমিকার ঐতিহাসিক অংশ লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত। গ্রন্থকার এই সকল কারণে উক্ত ভদ্র মহোদয়গণের নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ।

ধর্ম্মপাল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীর্ণ দেউল।

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভাগীরথীর অবস্থা এত শোচনীয় ছিল না, ভাগীরথীর বক্ষে মরুভূমির ন্যায় বিস্তৃত বালুকারাশি ৎসরের মধ্যে নয় মাস ধূ ধূ করিত না, কারণ তখনও গঙ্গার জলরাশি ভাগীরথী দিয়াই বহিয়া আসিয়া মহাসমুদ্রের সহিত মিলিত হইত। তখন সমুদ্রগামী পোতসমূহ এই ভাগীরথী দিয়া াতায়াত করিত। আর্য্যাবর্ত্তের বাণিজ্য, গঙ্গা ও ভাগীরথী বক্ষে হন করিয়া আনিয়া দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন আকারের জলযানে নদীবক্ষ পরিপূর্ণ থাকিত। এখনও ানে স্থানে বালুকাস্তূপ খনন করিতে করিতে অর্ণবপোতের বংসাবশেষ, বৃহদাকার লৌহশৃঙ্খল, নঙ্গর প্রভৃতি পাওয়া যায়।

পদ্মার উৎপত্তিস্থানের অনতিদূরে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, প্তগ্রাম হইতে গৌড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে কটি প্রাচীন দেবমন্দির ছিল। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে মন্দিরটি র্ম্মিত হইয়াছিল; কালে তাহা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং

তাহাতে যে দেবমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও বহুপূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে মন্দিরের ভগ্ন চূড়ার উপরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছিল। কাহার মন্দির, তাহাতে কোন্ দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা তখনও কেহ বলিতে পারিত না, তথাপি মন্দিরটি দেশবিখ্যাত ছিল। গৌড় হইতে সপ্তগ্রামের পথে ইহা পথিকদিগের বিশ্রামের স্থান ছিল; গঙ্গা পার হইয়া এই মন্দির পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত, সেই জন্য পথিকগণ এই ভগ্ন মন্দিরে অথবা অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নে রাত্রিতে আশ্রয় লইত।

মন্দির-নিম্নে ভাগীরথী প্রবাহিত। প্রাচীন কালে মন্দির হইতে নদীগর্ভ পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী বিস্তৃত ছিল; কালবশে তাহাও জীর্ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও ব্যবহারের যোগ্য ছিল। বহুদিন যাবৎ গৌড়ের পথে "ভাঙ্গা দেউল" পান্থগণের বিশ্রামস্থল ছিল; পরিবর্ত্তনশীলা ভাগীরথী কেন যে তাহা গ্রাস করেন নাই, ইহাই, লোকে আশ্চর্য্য ভাবিত। শত শত বৎসর পূর্ব্বে "ভাঙ্গা দেউল," অশ্বত্থ-বৃক্ষ, এমন কি গৌড়ের রাজপথ পর্য্যন্ত নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। যেখানে জীর্ণ মন্দিরটি ছিল এক কালে সেই স্থান দিয়া ঘোর রবে ভাগীরথীর জলরাশি ছুটিয়া যাইত; আবার সেই স্থানেই এখন শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কালের গতি সত্য সত্যই কুটিলা।

সে সময়ে দেশভ্রমণের পক্ষে জলপথই প্রশস্ত ছিল। তবে

যাহারা দ্রুতগমন আবশ্যক বোধ করিতেন তাঁহারা রথে অথবা অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেন।

প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দুইজন অশ্বারোহী এই রাজপথ অবলম্বন করিয়া সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। ভাদ্রমাস। ভাগীরথী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছেন। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় পথ অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। সূর্য্যদেব অস্তাচলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন, চারিদিক ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। অশ্ব দুইটিকে দেখিলে বোধ হয় যে তাহারা বহুপথ অতিক্রম করিয়াছে। আরোহিগণও তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া ধীরে ধীরে চালাইতেছিলেন। অশ্বারোহিদ্বয়ের মধ্যে একজন যুবাপুরুষ, তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রৌঢ়, তাঁহার কেশরাশি শুক্ল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশৎ বর্ষ। উভয়েই সশস্ত্র, লৌহবর্ম্মে উভয়ের দেহ আবৃত, মস্তকে বৃহৎ উষ্ণীষ। প্রত্যেকের সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠের আসনের সহিত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ এক একটি লৌহ-নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ। যুবক অগ্রে চলিতেছিলেন; প্রৌঢ়ের অশ্ব ধীরে ধীরে অনুগমন করিতেছিল। পুরাতন মন্দিরের নিকটে আসিয়া যুবক প্রৌঢ়কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "কোন স্থানেই ত মনুষ্যের আবাসের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না, অন্ধকারও গাঢ় হইয়া আসিতেছে, কি করিব?" প্রৌঢ় উত্তর করিলেন "পুত্র, সত্য সত্যই দেশের অবস্থা অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছে। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে রাজপথের উভয় পার্শ্বে শত শত

গ্রাম দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থিত শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখিলে যে কি আনন্দ হইত তাহা আর কি বলিব! দেখিতে দেখিতে সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া গেল। দেখ, পঞ্চদশ ক্রোশের মধ্যে একখানি গ্রাম দেখিতে পাই নাই, একটি মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাই নাই, দেখিতেছি কেবল ভীষণ অরণ্য। রাত্রি কালে লোকালয়ে আশ্রয় পাইলে ভাল হইত। দূরে একটা অশ্বত্থ-বৃক্ষ দেখা যাইতেছে না? দেখ ধর্ম্ম, এই স্থানে একটি জীর্ণ দেবালয় ছিল, আমি একাকী এই পথে চলিবার সময়ে তাহাতে কতবার রাত্রিকালে আশ্রয় লইয়াছি।" "পিতা! অশ্বত্থ-বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি বটে, কিন্তু দেবালয়ের ত কোন চিহ্ন দেখিতেছি না?" "তবে চল অশ্বত্থ-তলেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে।" ক্লান্ত অশ্বদ্বয় ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। প্রৌঢ় চারিদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিকটে আসিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "ধর্ম্ম, এই স্থানই বটে, দেখ চারিদিকে প্রস্তর ও ইষ্টকখণ্ড পতিত রহিয়াছে। এই বৃক্ষের পশ্চাতে বনমধ্যে বোধ হয় সেই দেবালয় আছে।" উভয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন ও বৃক্ষকাণ্ডে অশ্ব দুইটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে নিবিড় বন, বোধ হয় বহুকাল সেই স্থানে লোকসমাগম হয় নাই, ক্ষুদ্র বৃক্ষসমূহে ভূমি আচ্ছন্ন, বেতসী লতা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে আশ্রয় লইয়া দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি করিয়াছে। অস্ত্র দ্বারা পথ পরিষ্কার না করিলে বনে প্রবেশ করিবার উপায় নাই দেখিয়া উভয়েই অসি হস্তে পথ

রিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। অল্পদূর গমন করি-
ার পরই মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের সম্মুখে
তক স্থান পরিষ্কার ছিল। প্রৌঢ় কণ্টকাঘাতে জর্জ্জরিত
ইয়াছিলেন, তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন
মন্দির শূন্য। তুমি অশ্ব দুইটিকে এইখানে লইয়া আইস।”
পিতা মন্দিরদ্বারের শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন, পুত্র
শ্বত্থ-বৃক্ষাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক অশ্ব
ইয়া ফিরিয়া আসিলে প্রৌঢ় তাঁহাকে কহিলেন “নিকটেই নদী
াছে, তুমি অশ্ব দুইটিকে জল পান করাইয়া লইয়া আইস।”
দীর দিকে অগ্রসর হইয়া যুবক দেখিলেন, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে
ক যেন পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। যুবক বিস্মিত
ইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন পথ সেই দিনই পরিষ্কৃত হই-
াছে, বেতসী লতার ছিন্ন শীর্ষ সরস রহিয়াছে, কর্ত্তিত বৃক্ষ-
াখাগুলি শুষ্ক হয় নাই, আর্দ্র ভূমিতে অস্পষ্ট মনুষ্য-পদচিহ্ন।
ান্ধকার তখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং পদচিহ্ন কোন্
িকে গিয়াছে তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। নিকটেই
াট, বর্ষায় স্ফীত হইয়া নদীর জলে সোপানাবলী মগ্ন হইয়া
িয়াছে। ঘাটের উপরে একটি বৃহৎ আম্র-বৃক্ষ, তাহার তলে
ান্ধকারে শ্বেতবর্ণ একটি পদার্থ পতিত আছে। অল্পক্ষণ পরে
াতি ক্ষীণস্বরে কাতরতাজড়িত কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল “জল।”
কটি ক্ষুদ্র বৃক্ষে অশ্ব দুইটিকে বাঁধিয়া যুবক অসি হস্তে
গ্রসর হইলেন। দেখিলেন বৃক্ষতলে একজন মনুষ্য পতিত

রহিয়াছে। সে বোধ হয় পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, ধীরে ধীরে বলিল "যাই—কে আছে—জল।" যুবক দেখিলেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত। বোধ হইল যেন তাহার অন্তিম সময় উপস্থিত। যুবক ব্যস্ত হইয়া নদী হইতে উষ্ণীষ ভিজাইয়া আনিলেন এবং আহত ব্যক্তির মুখে একটু একটু করিয়া জল দিতে আরম্ভ করিলেন। জল পান করিয়া সে একটু সুস্থ হইল। তাহার পর বলিল "আমি যাই, আমার অধিক সময় নাই—তুমি বড় উপকার—জল।" যুবক পুনরায় তাহার মুখে জল দিলেন। আহত ব্যক্তি তাহা পান করিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল "আমি মণিদত্ত—গৌড়ে আমার গৃহে দেবতার নিম্নে বহু ধন—জল।" আহত ব্যক্তি পান করিয়া একটু বিশ্রাম করিল, তাহার পর পুনরায় বলিল "তুমি লইও—জল।" যুবক আবার জল দিলেন, আহত ব্যক্তি অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। যুবক বুঝিলেন যে তাহার শেষ হইয়া আসিতেছে। তাহার পর আহত ব্যক্তি বলিয়া উঠিল "রাজা নাই—অরাজক—ধর্ম্ম নাই—তুমি রাজা—জ—" যুবক মুখে আবার জল দিলেন, কিন্তু তাহা গড়াইয়া পড়িল। তখন উত্তরীয়খণ্ডে শব দেহ আচ্ছাদিত করিয়া যুবক অশ্বদ্বয়কে জলপান করাইলেন ও মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন। বনমধ্য হইতে দেখিতে পাইলেন মন্দির-মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা অগ্নির পার্শ্বে বসিয়া তাহাতে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করিতেছেন। পুত্রকে দেখিয়া পিতা

কহিলেন "দেখ ধর্ম্ম, আমাদিগের পূর্ব্বে বোধ হয় আর একজন এই মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। সে মন্দিরের পার্শ্বে শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া গিয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই ফিরিবে।" যুবক তখন পিতাকে মৃত ব্যক্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রৌঢ় কহিলেন "সত্যই রাজার অভাবে, ধর্ম্মের অভাবে, দেশের সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে। এরূপে যে কতদিন কাটিবে তাহা বলিতে পারি না। ক্রমে দেখিতেছি আর্য্যাবর্ত্ত হইতে গৌড় দেশের নাম লুপ্ত হইবে। রাত্রিকাল, দস্যু তস্করের অভাব নাই, চল অশ্ব দুইটি লইয়া মন্দিরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি, কালি প্রাতে মণিদত্তের দেহের সৎকার করিব।" পুত্র নীরবে অশ্ব দুইটি লইয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর অসি হস্তে পুত্র মন্দিরের দ্বার রক্ষা করিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন।

অতি প্রত্যূষে উভয়ে অশ্ব লইয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। নদীতীরে আসিয়া দেখিলেন ঘাটের উপরে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন। তাঁহার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ও কৃষ্ণ কেশ দেখিয়া যুবাপুরুষ বলিয়া প্রতীতি হয়। পার্শ্বে লৌহ-নির্ম্মিত ত্রিশূল ও অলাবুপাত্র পড়িয়া আছে। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন; প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর, আপনি কখন এইস্থানে আসিয়াছেন?" উত্তর হইল "গোপালদেব, আমি তোমার অপেক্ষায় সমস্ত রাত্রি বসিয়া আছি।" প্রৌঢ় অধিকতর

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি আমার পরিচয় অবগত আছেন? আমি ত আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না?" সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি আমাকে পূর্ব্বে দেখ নাই বলিয়া চিনিতে পারিতেছ না, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। মণিদত্তের দেহ দাহ করিবে ত?" "আমরা পিতাপুত্রে তাহাই স্থির করিয়াছিলাম। আপনি তাহা কি করিয়া জানিলেন?" "বাধ্য হইয়া আমাকে অনেক অনাবশ্যক কথা জানিতে হইয়াছে, ক্রমে সমস্তই জানিতে পারিবে। মন্দিরের পশ্চাতে অনেক শুষ্ক কাষ্ঠ সঞ্চিত আছে, তাহা লইয়া চিতা প্রস্তুত কর।" মন্দিরের পশ্চাতে রাশি রাশি শুষ্ক কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। উভয়ে তাহা হইতে কাষ্ঠ লইয়া ঘাটের উপরে চিতা রচনা করিলেন। তাহার পরে মণিদত্তের মৃতদেহ তাহাতে স্থাপন করিয়া কাষ্ঠরাশিতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে না, চিতার অদূরে ঘাটের উপরে বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে মণিদত্তের দেহ ভস্মে পরিণত হইল! চিতা জ্বলিয়া উঠিলে উভয়ে সন্ন্যাসীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন। গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর, নিকটে কি কোন গ্রাম আছে? আমরা গ্রামান্তর হইতে যে আহার্য্য আনিয়াছিলাম তাহা কল্যই শেষ হইয়াছে।" "তোমাকে গ্রামে লইয়া যাইবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি।" "আপনি কিরূপে জানিলেন যে আমি এই স্থানে আসিয়াছি?" "সে কথা পরে বলিব।"

মণিদত্তের মৃতদেহ প্রায় ভস্মীভূত হইয়াছিল, চিতাও

নির্ব্বাপিতপ্রায়। পিতা ও পুত্র উভয়ে ভাগীরথী হইতে জল উঠাইয়া চিতা ধৌত করিলেন ও কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ জলে নিক্ষেপ করিলেন। সন্ন্যাসী তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহাদিগকে কহিলেন "আমার সঙ্গে আইস।" পিতাপুত্র অশ্বারোহণে সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাৎস্যন্যায়।

রাজপথের অনতিদূরে জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি আম্রবৃক্ষ দেখা যাইতেছিল। সেই স্থানে পূর্ব্বে আর একটি পথ নির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা তৃণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে, দুই একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ স্থানে স্থানে জন্মিয়াছে। সন্ন্যাসী রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র পথ অবলম্বন করিলেন। সে পথটি আম্রবনের ভিতর দিয়া পশ্চাৎস্থিত একটি গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। রাজপথ হইতে গ্রামটি দেখা যাইত না, এখনও দেখা যাইতেছিল না। পথিকগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগের বোধ হইতেছিল যে পূর্ব্বে সে পথে বহু শকট যাতায়াত করিত, কিন্তু কোন কারণে অনেক দিন এ পথে শকট চলে নাই। আম্রবন পার

হইয়া তিনজনে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামের প্রান্তে সর্ব্বপ্রথমে ইষ্টক-নির্ম্মিত একটি অট্টালিকা তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল। অট্টালিকা পুরাতন নহে, তথাপি তৃণগুল্মে প্রাচীর ও ছাদগুলি ভরিয়া গিয়াছে; সম্মুখের উদ্যানে এত বন হইয়াছে যে তাহাতে দুই একটি হিংস্র জন্তু অনায়াসে লুক্কায়িত থাকিতে পারে। অট্টালিকার প্রবেশদ্বারে কপাট নাই, তিনজনে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাও বনে ভরিয়া গিয়াছে। প্রাঙ্গণের পার্শ্বে পূজার মণ্ডপ, তাহা হইতে দুইটি শৃগাল মনুষ্যের পদশব্দ পাইয়া পলায়ন করিল। মণ্ডপের মধ্যে দুইটি নরকঙ্কাল পতিত রহিয়াছে। আগন্তুকত্রয় অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, নরকঙ্কাল ব্যতীত আবাসের কোন চিহ্নই নাই। সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "গোপালদেব, কি দেখিলে?" গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "অধিবাসীরা কি গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে?" উত্তর হইল "মণ্ডপে ও কক্ষে কক্ষে ত অধিবাসীদের দেখিতে পাইয়াছ?" আগন্তুকত্রয় অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া পথে আসিলেন। সন্ন্যাসী পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, পথের উভয় পার্শ্বে উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীর ছাদশূন্য, স্থানে স্থানে বংশদণ্ডের ভস্মাবশেষ প্রাচীরে সংলগ্ন রহিয়াছে। পথের বামপার্শ্বস্থিত একটি গৃহে অথবা গৃহের ধ্বংসাবশেষে কয়েকটা নারিকেল-বৃক্ষ তখনও অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল; সন্ন্যাসী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অশ্বারোহিদ্বয়ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

তাঁহারা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে নর-মুণ্ডের একটি স্তূপ রহিয়াছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বহু নরকঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য কুটীরের মৃন্ময় প্রাচীর; সন্ন্যাসী তাহার একটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহের ছাদ নাই। স্থানে স্থানে দুই একটি অর্দ্ধদগ্ধ মাংসখণ্ড পতিত আছে। গৃহতলে অসংখ্য পশুর দগ্ধ কঙ্কালের স্তূপ রহিয়াছে। গোপালদেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর! অগ্নিদাহের সময়ে গ্রামের লোক কি পশুগুলি রক্ষা করে নাই?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "যাহারা রক্ষা করিবে তাহাদিগের ছিন্ন মস্তকগুলি তখন প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত হইতেছিল।" তিন জনে নীরবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে আসিলেন। পথে আসিয়া গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর, এই গ্রামে কি এখন আর মানুষ আছে?" "আছে, দুই একজন মাত্র।" "আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চলুন, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি।" "গ্রামে প্রবেশ করিলে, গ্রাম্য দেবতায় দর্শন না করিয়াই চলিয়া যাইবে?" "দেবতার মন্দির কোথায়?" "আমার সহিত আইস।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী পথ দেখাইয়া চলিলেন, জন-মানবশূন্য গ্রাম্যপথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গ্রামের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে শ্যামল তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্রের মধ্যস্থানে একটি মন্দির; মন্দিরের কবাট নাই, দূর হইতে পাষাণ-নির্ম্মিত চতুর্ভুজ বাসুদেব-মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। পিতাপুত্র অগ্রসর হইয়া দেখিলেন বহু নরকঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাঁহারা

দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, দুই তিনটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল দেবমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, মরণের আশঙ্কায় তাহারা গ্রাম্য দেবতার আশ্রয় লইয়াছিল। স্তম্ভিত হইয়া পিতাপুত্র মন্দির-মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী মন্দিরের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন "গোপালদেব, কি দেখিতেছ ? নির্ব্বোধ গ্রামবাসিগণ ভাবিয়াছিল যে মন্দিরে শত্রু আসিবে না, আসিলে স্বয়ং বাসুদেব তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। বাসুদেব কেমন রক্ষা করিয়াছেন তাহা দেখিতে পাইতেছ ত ?" "ঠাকুর, যথেষ্ট দেখিয়াছি, আর দেখিতে চাহি না। আমরা খাদ্য বা আশ্রয় চাহি না, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, আমি এখনই এই স্থান পরিত্যাগ করিব।" এই বলিয়া গোপালদেব মন্দিরের বাহিরে আসিলেন, তখন সন্ন্যাসী তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন "ব্যস্ত হইও না, তুমি বিচলিত হইলে দেশ রক্ষার কোন উপায়ই থাকিবে না। আমার সহিত আইস।" গোপাল ও ধর্ম্মপাল সন্ন্যাসীর পশ্চাতে পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীতীরে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী ডাকিলেন "গৌর !" কেহই উত্তর দিল না। দুই তিন বার ডাকিবার পরে বেণুকুঞ্জের অন্তরাল হইতে কে একজন উত্তর দিল "কে ডাকে ? ঠাকুর ?" সন্ন্যাসী তখন হাসিয়া বলিলেন "গৌর, ভয় নাই, আমিই বটে। তুমি পার হইয়া আইস।"

গোপালদেব লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন স্থানটি দুর্ভেদ্য, ক্ষুদ্র নদীটি বাঁকিয়া তাহার তিন দিক বেষ্টন করিয়াছে। অপর দিকে

নদীর পুরাতন গর্ভ, বর্ষার জলে তাহাও কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই দ্বীপটির কূলে কূলে ঘন বেণুকুঞ্জ, দেখিলে মনুষ্যের অবস্থান বলিয়া বোধ হয় না। ইতিমধ্যে গৌর তাল-বৃক্ষকাণ্ড-নির্ম্মিত ডোঙ্গা চড়িয়া নদী পার হইয়া আসিল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল, গোপালদেব বা তাঁহার পুত্রের দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। সে ব্যক্তি ক্ষীণকায়, খর্ব্বাকৃতি, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; কোনও পরিহাস-রসিক বোধ হয় ব্যঙ্গ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন গৌর। তাহার সমস্ত অবয়বের মধ্যে নাসিকাটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ তাহা শরীরের মাংসহীনতার অভাব পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। গৌর স্থির হইয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে দাঁড়াইল, সন্ন্যাসী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "গৌর, কি দেখিতেছ?" "প্রভু যাহা দেখিতেছেন তাহাই দেখিতেছি।" "তোমার সম্মুখে যে দুইজন অতিথি উপস্থিত তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না?" "অতিথি? প্রভু, আমি অতি দীন, অতিথি-সেবার সৌভাগ্য কি আমার হইবে?" "আরে পাগল, দুইজন ক্ষুধার্ত্ত অতিথি সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।" "ঠাকুর, তবে কি হইবে?" গৌরচন্দ্র এই বলিয়া ক্রন্দনের উপক্রম করিল। সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "কি হে গৌর, ব্যাপার কি? কাঁদিতে আরম্ভ করিলে কেন?" গৌরচন্দ্র তখন ঈষৎ অনুনাসিক ক্রন্দনমিশ্রিত স্বরে কহিল "প্রভু, আমার সহিত ছলনা করিতেছেন?" সন্ন্যাসী অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ?" "প্রভু, ঘরে মুষ্টিমাত্র চাউল নাই দেখিয়া ভিক্ষায় বাহির হইব মনে করিতেছিলাম, এমন সময়ে প্রভু কি না দুইটি ক্ষুধার্ত্ত অতিথিদেবতা লইয়া আমার দুয়ারে উপস্থিত !" গৌরচন্দ্র পুনরায় ক্রন্দনের চেষ্টা করিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন "সে কি হে! এক পক্ষ পূর্ব্বে যে তোমাকে এক নৌকা চাউল আনাইয়া দিয়াছি! তাহা কি করিলে ?" "সে সমস্তই প্রভু শেষ করিয়াছেন !" "আমরা তিন জনে একপক্ষে এক নৌকা চাউল খাইয়াছি ?" "আজ্ঞা !"

সন্ন্যাসী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। গোপালদেব সপুত্র আম্রবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া এই অভিনয় দর্শন করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহাদিগের জন্য অন্নহীন গৌরচন্দ্র বিপদে পড়িয়াছে। তিনি অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীর নিকটে গেলেন এবং করযোড়ে কহিলেন "প্রভু, ইহাকে বিপন্ন করিয়া কাজ নাই। এখনও সময় আছে, আমাদিগের দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় শীঘ্রই আমাদিগকে গ্রামান্তরে পৌঁছাইয়া দিবে।" সন্ন্যাসী তাঁহার কথা শুনিয়া পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "গোপালদেব, গৌরচন্দ্রের কথায় বিশ্বাস করিলে চলিবে না; গৃহে যথেষ্ট তণ্ডুল আছে, কিন্তু সে ভাবিতেছে এই দীর্ঘকায় পুরুষদ্বয় নিশ্চয়ই দুই তিন সের চাউল আহার করিয়া ফেলিবে, সেইজন্যই সহজে তোমাদিগকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে।" গৌরচন্দ্র অত্যন্ত

প্রতিভ হইয়া নত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া কহিলেন "গৌর, ইঁহাদিগকে বিদায় করিলে চলিবে না, হাদিগের জন্য কিছু তণ্ডুল ব্যয় করিতেই হইবে।" গৌরচন্দ্র তাহা শুনিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "যে আজ্ঞা।" ন্ন্যাসী ও গোপালদেব তাহার ভাব দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বনমধ্যে শৃগালের পদশব্দ শুনিয়া অশ্ব দুইটি অস্থির হইয়া উঠিল। এতক্ষণে গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহার মুখ শুখাইয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল দুই তিন সের চাউল ব্যয় করিলেই সে পার পাইবে, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিল যে আজ তাহার ঘোর দুর্দ্দিন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তীর ন্যায় বলবান্ অশ্ব দুইটি নিশ্চয়ই দশ সের তণ্ডুল আহার করিবে। স ব্যাকুল হইয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল "প্রভু!" সন্ন্যাসী তখন গোপালদেবের সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি মুখ ফিরাইয়া কহিলেন "কেন?" গৌর সভয়ে একপদ অগ্রসর হইয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "প্রভু, ইঁহারাও কি আহার করিবেন?" ন্ন্যাসী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহারা?" "আজ্ঞা, এই চতুষ্পদ অতিথি দুইটি?" সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "ইহারা খাইবে না ত কোথায় যাইবে?" গৌরচন্দ্র পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।" তণ্ডুলব্যয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া গৌর আলস্য ত্যাগ করিল ও ডাঙ্গাখানি তীরে লাগাইয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী কহিলেন "গৌর, তুমি আমাদিগকে পার করিয়া আসিয়া ঘোড়া

দুইটির নিকট দাঁড়াইয়া থাক।” গৌর উত্তর করিল “যে আজ্ঞা। সকলে পার হইয়া আসিলে সন্ন্যাসী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোপালদেব ও ধর্ম্মপাল তাঁহার অনুসরণ করিলেন উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন যে বনমধ্যে বেণুকুঞ্জসমূহের অন্তরালে একটি বৃহৎ অট্টালিকা রহিয়াছে, নদীর পরপার হইতে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অট্টালিকার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী ডাকিলেন “কাত্যায়নী, দুয়ার খোল, আমি আসিয়াছি।” অল্পক্ষণ পরে একটী অবগুণ্ঠনাবৃতা প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া দ্বার মুক্ত করিল। সন্ন্যাসী অতিথিদ্বয়কে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অট্টালিকার মধ্যস্থলে বিস্তৃত অঙ্গন, তাহার চারি পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ। সন্ন্যাসী প্রথম দুই. তিনটি গৃহ পার হইয়া চতুর্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গোপালদেব আশ্চর্য্য হইয়া গৃহগুলির সজ্জা দেখিতেছিলেন। প্রথম গৃহটি নানাবিধ বর্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় গৃহে নূতন ও পুরাতন পরিধেয় বস্ত্রাদি সজ্জিত আছে, চতুর্থ গৃহে বিস্তৃত কাষ্ঠাসনের উপরে দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিস্তৃত ছিল। সন্ন্যাসী তাহার উপরে বসিয়া পড়িলেন ও গোপালদেবকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। সপুত্র গোপালদেব উপবিষ্ট হইয়া বর্ম্ম ও অস্ত্রাদি মোচন করিয়া শয্যার উপরে রক্ষা করিলেন। পূর্ব্বপরিচিতা প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া পাদপ্রক্ষালনের জল দিয়া গেল। হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া পুনরায় তিন জনে শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন। গোপালদেব

জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, এই গৃহ কাহার?" সন্ন্যাসী হাসিয়া উত্তর করিলেন "উপস্থিত আমার।" অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার গৃহ! আপনার গৃহে এত অস্ত্র শস্ত্র কেন?" "সময়োপযোগী গৃহসজ্জা মাত্র। আপনি আহার করুন, তাহার পর সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব। বলিবার জন্যই ত আপনাকে এখানে আনিয়াছি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আর্ত্তত্রাণে।

অপরাহ্নে সন্ন্যাসী তাঁহার অতিথিদ্বয়কে লইয়া বিশ্রামের জন্য পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা পালঙ্কের উপরে উপবিষ্ট হইলে সন্ন্যাসী গোপালদেবকে বলিলেন, "গোপালদেব! তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে—এ গৃহ কাহার? ইহা দেখিয়া তোমার কি মনে হয় যে, ইহা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর আবাস?" "না। যেরূপ দুর্ভেদ্য স্থানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া বোধ হয় ইহা যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর গৃহ। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জলবেষ্টিত স্থানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রভু! ইহা ত গৃহ নহে, একটি সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গ।" "গোপালদেব! সত্য সত্যই ইহা যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর

গৃহ। ইহা এই অঞ্চলের ভূস্বামীর দুর্গ। প্রভাতে যে গ্রাম দেখিয়া আসিয়াছ, তাহা এই দুর্গস্বামীর অধিকারভুক্ত ছিল।” “দুর্গস্বামী জীবিত থাকিতে তাহার অধিকারে দস্যু তস্করে অত বড় বৃহৎ গ্রামখানিকে শ্মশান করিয়া গেল, দুর্গস্বামী তাহা নির্ব্বিকার চিত্তে দুর্গে বসিয়া দেখিল?” “এ কথা স্বীকার করিতে হইলে মহাবীর নরবর্ম্মার প্রতি অবিচার করা হইবে। দস্যুগণ যখন গ্রাম লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিল, তখন নরবর্ম্মা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বে দুর্গ স্বামীহীন হইয়াছে। দুর্গস্বামিগণের সহিত ‘ঢেক্করী’র সামন্ত রাজগণের বহুবর্ষব্যাপী বিবাদ ছিল। যতদিন দেশে রাজা ছিলেন, রাজশক্তি অপ্রতিহত ছিল, ততদিন দুর্ব্বল দুর্গস্বামিগণ প্রবলের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশ যখন অরাজক হইল তখন ঢেক্করী-রাজ অনায়াসে দুর্গস্বামীর অধিকার গ্রাস করিলেন। পৈত্র্যভূমি রক্ষা করিতে গিয়া বৃদ্ধ নরবর্ম্মা প্রাণ হারাইলেন তদবধি এই গৃহ জনশূন্য ছিল।” “তবে গ্রাম লুণ্ঠন করিল কে?” “ঢেক্করী-রাজ অবশ্য গ্রাম লুণ্ঠন করিতে আসেন নাই। দস্যু তস্করে গ্রাম ধ্বংস করিয়াছে।” “গ্রামের নূতন অধিকারী কি প্রজারক্ষা করিতে চেষ্টা করেন নাই?” “তখন গ্রামের অধিকারী কে গ্রামবাসিগণই তাহা জানিত না। ঢেক্করীর রাজা নরসিংহ তখন সুদূর দক্ষিণে সপ্তগ্রাম বন্দরে লুণ্ঠনে ব্যস্ত। তাঁহার সৈন্যগণ যখন রাজস্ব গ্রহণ করিতে আসিত, তখন গ্রামবাসিগণ রাজস্ব প্রদান করিত। কিন্তু স্বেচ্ছায় তাহারা কাহাকেও কর দিত না।

তরাং বিপদের সময়ে কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে
াগ্রসর হয় নাই।" "এত বড় গ্রাম, ইহার অধিবাসিগণ কি
াত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই?" "এখন দস্যুগণ সুশিক্ষিত
না লইয়া গ্রাম বা নগর আক্রমণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের
াক্রমণ হইতে"—

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দূরে সজোরে বংশীরব
ইল, তাহা শুনিয়া সন্ন্যাসী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।
নরায় বংশীরব হইল, তাহা শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "গোপাল-
ব! কি বিপদ হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। আমি দেখিয়া
াসি।" গোপালদেবও গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন "আমিও
াপনার সহিত যাইতেছি।" কিন্তু তাঁহারা কক্ষ হইতে বাহির
ইবার পূর্ব্বেই গৌর আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। সে সন্ন্যাসীকে
ণাম করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সন্ন্যাসী তাহাতে বাধা দিয়া
জ্ঞাসা করিলেন "গৌর, কি হইয়াছে?" গৌর বলিল "প্রভু!
্যম প্রভু আসিয়াছেন, আমি তাঁহাকে পারে রাখিয়া আপ-
াকে সংবাদ দিতে আসিতেছি।" "তাঁহাকে পারে রাখিয়া
াসিলে কেন?" "আপনি যদি কিছু মনে করেন?" "তুই
ত্র তাঁহাকে লইয়া আয়।" গৌর বাহির হইয়া গেল।
ন্যাসী অন্যমনস্ক হইয়া গৈরিক বসনের উপরে বর্ম্ম পরিধান
রিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা দেখিয়া গোপাল ও ধর্ম্মপালও স্ব
বর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে আর একজন সন্ন্যাসী
সিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন "অমৃত, কি সংবাদ?" "প্রভু! বড়ই বিপদ। গোক
র্ণের গ্রাম-স্বামিনী সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, অদ্য রাত্রিতে গ্রামে
দস্যু আসিবে, তাহারা সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছে। গ্রাম-স্বামী
রঘুসিংহ দুই বৎসর পূর্ব্বে"—"সে সংবাদ আমাকে দিতে আসি
য়াছ কেন?" "প্রভু! উপায়ান্তর না দেখিয়া। আমাদিগের গ্রামে
এখন কেহ নাই। সমস্ত সেবক লইয়া অচ্যুতানন্দ ভাগীরথী-পারে
শস্য সংগ্রহ করিতে গিয়াছে, দুই তিন দিন পরে ফিরিবে।
"গোবর্দ্ধনে তোমরা কয়জন আছ?" "একা আমিই ছিলাম
সেই জন্যই আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। গোকর্ণে স্বামী
পুত্রহীনা দুর্গস্বামিনী ব্যতীত আর বড় একটা কেহই নাই। অধি
কাংশ গ্রামবাসী দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে মরিয়া গিয়াছে। যাহারা
অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও দেশ অরাজক দেখিয়া, গ্রাম স্বামীহীন
দেখিয়া, দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে। গ্রামে স্ত্রী ও শিশুর
ভাগই অধিক। যে কয়জন পুরুষ আছে তাহারা দস্যুদলের
সম্মুখে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিবে না।" সন্ন্যাসী মস্তকে হস্তা
র্পণ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন
"অমৃত, তবে উপায়?" সপুত্র গোপালদেব কক্ষের পার্শ্বে
দাঁড়াইয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া সন্ন্যা
সীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রভু! যুদ্ধ ব্যবসায়ে জীবন
অতিবাহিত করিয়াছি, পুত্রকেও এই ব্যবসায়ে শিক্ষিত করি
য়াছি, সুতরাং আমরা থাকিতে আর্ত্তত্রাণের জন্য আপনার
লোকাভাব হইবে না।"

সন্ন্যাসী মস্তক অবনত করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তিনি গোপালদেবের দিকে চাহিয়া কহিলেন "গোপালদেব! যাহারা সংবাদ দিয়া দুর্গ আক্রমণ করিয়া থাকে, তাহারা সাধারণ দস্যু বা তস্কর নহে। দেশ অরাজক হইলে, চিরকালই প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিয়া থাকে, ইহাই মাৎস্যন্যায়। রঘুসিংহের বিধবাকে অনাথা ও আশ্রয়হীনা দেখিয়া তাহার অধিকারের প্রতি প্রতিবশী বহু সামন্তরাজের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহারাই দেশের দস্যু তস্কর। হীনবল রাজশক্তি যখন অত্যাচারী ভূস্বামিগণকে আর নিবৃত্ত রাখিতে পারে না, তখন সকল দেশেই এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। অমৃত! কে গোকর্ণ লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে?" "শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ।" "বসুদেব ঘোষের পুত্র?" "হাঁ।" "গোপালদেব, শত শত সুশিক্ষিত বর্ম্মাবৃত সৈন্য লইয়া নারায়ণ ঘোষ গোকর্ণ লুণ্ঠন করিতে আসিবে। আমরা চারিজনে কতক্ষণ তাহাদিগকে বাধা দিব?" "প্রভু! আর কিছু করিতে পারি আর না পারি, একবার ত বাধা দিব। গোকর্ণে কি দুর্গ আছে?" "আছে। কিন্তু তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, সে দুর্গ রক্ষা করিতে হইলে বহু সৈন্যের আবশ্যক।" "গ্রামে কত লোক অস্ত্র ধারণ করিতে জানে?" "পঁচিশ জনের অধিক হইবে না।" "তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। নিকটে আর কোন স্থানে সাহায্য পাওয়া যাইবে কি?" "উদ্ধারণপুরে সংবাদ দিতে পারিলে হয়, কিন্তু কে সেখানে সংবাদ দিতে যাইবে?" "কেন, গৌর?" "সে ভয়ে পথেই

মরিয়া থাকিবে।” “তবে আপনার শিষ্যকেই উদ্ধারণপুরে প্রেরণ করুন, আমরা তিন জনে গ্রামবাসীদিগের সাহায্যে সমস্তরাত্রি দুর্গ রক্ষা করিব।” “পারিব কি?” “পারিতেই হইবে। বিলম্বে প্রয়োজন নাই। গোকর্ণ এখান হইতে কতদূর হইবে?” “প্রায় তিন ক্রোশ হইবে।” “উত্তম। গাত্রোত্থান করুন, এখনই যাত্রা করিব।”

গৌর ভেলায় তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিল। গোপাল-দেব পার হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের অশ্ব দুইটি সহিত আরও দুইটি অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে। চারি জনে অশ্বারোহণ করিয়া জনমানবহীন গ্রাম্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন। রাজপথে উপস্থিত হইয়া নূতন সন্ন্যাসী তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা তিনজনে দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন। এক ক্রোশ পথ চলিয়া সন্ন্যাসী সপ্তগ্রামের রাজপথ পরি-ত্যাগ করিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে আম্র পনসের নিবিড় বন, তাহার ভিতর দিয়া একটি বক্র সঙ্কীর্ণ পথ পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, তিন জনে সেই পথ অবলম্বন করিলেন। গোপালদেব বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সুদীর্ঘ পথের কোন স্থানে মনুষ্য-আবাসের চিহ্নমাত্রও নাই; স্থানে স্থানে তাল, তমাল, তিন্তিড়ীর ঘন আবরণ ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছে। পথ বনমুক্ত হইয়া একটি পুরা-তন নদীগর্ভের পার্শ্ব দিয়া চলিতেছে, সন্ন্যাসী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ

করিয়া কহিলেন "গোপাল, দেখ, ইহাই ভাগীরথীর পুরাতন গর্ভ।" পথের উভয় পার্শ্বে নিবিড় বন, বেতসী লতার ঘন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" গোপালদেব বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, কাহার সহিত কথা কহিতেছেন?" সন্ন্যাসী কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলেন। গোপালদেব দেখিলেন, লৌহফলকযুক্ত দ্বিহস্ত পরিমিত শর সন্ন্যাসীর উষ্ণীষ ভেদ করিয়াছে। তিন জনেরই শিরস্ত্রাণ আসনের সম্মুখে আবদ্ধ ছিল, বাক্যব্যয় না করিয়া সকলে উষ্ণীষের পরিবর্ত্তে শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিলেন। তরুচ্ছায়াঘন আম্রকুঞ্জের মধ্য হইতে উত্তর আসিল "তোমরা কে?" সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন "ভয় নাই, আমি বিশ্বানন্দ।"

তখন অন্ধকার হইতে একটি বর্ম্মাবৃত মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল, সন্ন্যাসী শিরস্ত্রাণ খুলিয়া তাহাকে আপনার মুখ দেখাইলেন। সে ব্যক্তি প্রণাম করিয়া কহিল "প্রভু! অপরাধ মার্জ্জনা করুন, গ্রামস্বামিনী আপনারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" সে ব্যক্তি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বংশ নির্ম্মিত বংশী বাহির করিয়া তাহা বাদন করিল। তাহা শুনিয়া তাহারই ন্যায় চারি পাঁচজন বর্ম্মাবৃত পুরুষ ধনুহস্তে বৃক্ষকাণ্ড হইতে অবতরণ করিল। প্রথম বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাহাদিগের মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিল "কেদার! গোবর্দ্ধন হইতে প্রভু আসি-

য়াছেন, তুমি ইহাদিগকে দুর্গে লইয়া যাও।” যোদ্ধা পথ প্রদর্শন করিয়া চলিল, তিন জনে তাহার অনুসরণ করিলেন।

আম্রকুঞ্জের অনতিদূরে নদীগর্ভে ক্ষুদ্র দুর্গটি অবস্থিত। ভাগীরথী যখন এই পথে প্রবাহিত ছিলেন, তখন নদী বক্রগতি হইয়া এইস্থানে একটি কোণ সৃষ্টি করিয়াছিল, এই কোণের উপরই এই দুর্গটি নির্ম্মিত। দুর্গের চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাকার, প্রাকারের দুই দিকে নদী, অপর দুই দিকে পরিখা এবং পরিখার পরপারে আম্র ও বেণুকুঞ্জবেষ্টিত গোকর্ণ গ্রাম। পরিখার উপরে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র সেতু, দুর্গবাসিগণ শত্রু আগমনের প্রতীক্ষায় তাহা উঠাইয়া রাখিয়াছে, সেতুর পরিবর্তে দুইটি বংশদণ্ড পরিখার উপর পতিত রহিয়াছে। অশ্বারোহী দেখিয়া দুর্গাভ্যন্তর হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল “কে যায়?” পথপ্রদর্শক উত্তর করিল “আমি কেদার, গোবর্দ্ধন হইতে প্রভু বিশ্বানন্দ আসিয়াছেন, সেতু নামাইয়া দাও।” সে ব্যক্তি দুর্গাভ্যন্তর হইতে উত্তর করিল “মহারাণীর অনুমতি ব্যতীত পারিব না, তোমরা ঐ স্থানে দাঁড়াও।” অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল “সেতু নামাইতেছি।” লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ সেতু ধীরে ধীরে অবতরণ করিল। সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পরে অশ্বারোহীত্রয় গোকর্ণ দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অগ্নিদাহে।

আগন্তুকত্রয় দুর্গে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে পথের উভয় পার্শ্বে বহু বর্ম্মাবৃত সুসজ্জিত যোদ্ধা দাঁড়াইয়া আছে। তোরণের সম্মুখে একজন বর্ষীয়ান্ যোদ্ধৃপুরুষ দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রথমে সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারেন নাই, কারণ সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহা বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া একপদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আমি বিশ্বানন্দ, গোবর্দ্ধন মঠ হইতে আসিতেছি।" বৃদ্ধ তাঁহার নাম শুনিবামাত্র প্রণাম করিয়া কহিলেন, "প্রভু, মার্জ্জনা করিবেন, আপনাকে কখনও বর্ম্ম পরিধান করিতে দেখি নাই, সেই জন্যই চিনিতে পারি নাই।" সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "তাহাতে আর কি হইয়াছে? তুমি বোধ হয় উদ্ধব ঘোষ?" বৃদ্ধ বলিল "আজ্ঞা হাঁ।" "দেশের যে রকম অবস্থা হইয়াছে, যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সন্ন্যাসীর অস্ত্রধারণ কিছুই বিচিত্র নহে। অনেক সন্ন্যাসীই বর্ম্ম ধারণ করিয়াছে, আত্মকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেবকার্য্যের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আজি আমাকেও এই বৃদ্ধ বয়সে বর্ম্ম ধারণ করিতে হইয়াছে। উদ্ধব, আজি গোবর্দ্ধন মঠে এমন কেহ নাই যাহাকে প্রাতঃস্মরণীয় রঘুসিংহের আশ্রয়হীন

পরিবারের সাহায্যে লইয়া আসি। আমি বিশ্বানন্দ, আমি বড় অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলাম যে, গোবর্দ্ধন মঠের অস্তিত্ব থাকিতে দেশে আর্ত্তত্রাণের জন্য লোকাভাব হইবে না। কিন্তু আজি আমিও নিরুপায়, নিঃসহায়। অমৃত আসিয়া বলিল যে, গোকর্ণে দস্যু আসিতেছে, সে দস্যু অপর কেহ নহে, বাসু-ঘোষের পুত্র নারায়ণ ঘোষ। নারায়ণ ঘোষের পরিবর্ত্তে তাহার পিতা যদি আসিত তাহাতেও আমি বিচলিত হইতাম না, কিন্তু আজ আমি বলহীন। মঠে কেহই নাই, সকলেই ভাগীরথীপারে শস্য সংগ্রহের চেষ্টায় গিয়াছে।" "প্রভু! আমরা যে আপনার ভরসায় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা লইয়া আসিয়া দুর্গে আশ্রয় দিয়াছি! তাহাদিগের উপায় কি হইবে? আপ-নার শিষ্যগণের ভরসায় মহারাণী স্বয়ং দুর্গরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু দুর্গেও ত্রিশজনের অধিক অস্ত্রধারী সৈন্য নাই। কি উপায় হইবে প্রভু?" "উদ্ধব, উপায় নারায়ণ। কোন চিন্তা নাই, আমি অমৃতকে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে উদ্ধারণপুরে পাঠাইয়াছি, ঢেক্করীয় রাজের সেনা লইয়া সে শীঘ্রই আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিবে। যতক্ষণ তাহারা না আসে ততক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে হইবে। তোমাদিগের রক্ষার জন্য একজন মহাপুরুষের সাহায্য পাইয়াছি। বরেন্দ্র মণ্ডলের সামন্তচক্রচূড়ামণি গোপালদেবের নাম শুনিয়াছ কি? মহারাজ গোপালদেব স্বয়ং ও যুবরাজ ধর্ম্মপালদেব তোমার সম্মুখে উপস্থিত। ইঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা কর।" গোপালদেব বাধা দিয়া কহিলেন,

প্রভু, অভ্যর্থনার আবশ্যক নাই, ইহা অভ্যর্থনার সময়ও নহে। ত্রধর্ম্মপালনে ক্ষত্রিয় কখনও পরাঙ্মুখ থাকিতে পারে না। জনী আগতপ্রায়, হয়ত দেখিতে দেখিতে শত্রুসৈন্য আসিয়া ড়িবে, সর্ব্বাগ্রে দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।” উদ্ধব ঘাষ অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, “মহানুভব, গৌড়বঙ্গে এমন কে াঁছে যে আপনার বলবীর্য্যের কথা শুনে নাই? আপনি যখন াসিয়াছেন তখন আর গোকর্ণের ভয় নাই। প্রভু! আপনি য়ং দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করুন, আমি মহারাণীকে আপনাদের াগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসি।”

বৃদ্ধ উদ্ধব ঘোষ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। আগ-কত্রয় দুর্গের চারিপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা াখিলেন যে, দুর্গপ্রাকারের সংস্কার হইয়াছে, প্রাচীরের পার্শ্বে ানে স্থানে বৃহৎ কটাহে শত্রুসৈন্যের অভ্যর্থনার জন্য তৈল ত্তপ্ত হইতেছে, বর্ম্মাবৃত এক একজন সৈনিক সমান্তরালে াড়াইয়া পরিখার পরপার লক্ষ্য করিতেছে এবং প্রাকারের ার্শ্বে অস্ত্রশস্ত্র সাজাইয়া রাখিতেছে। দেখিয়া গোপালদেব অত্যন্ত ন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে উদ্ধব ঘোষ ফিরিয়া আসিয়া বলি-লেন “প্রভু, মহারাণী আপনাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।” র্গের মধ্যস্থলে দুর্গস্বামীর গৃহ, গৃহদ্বার যবনিকায় আবৃত, দ্বারের ম্মুখে একজন দাসী প্রজ্বলিত উল্কা হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দ্ধব ঘোষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপালদেব, ধর্ম্মপাল ও সন্ন্যাসী রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উদ্ধব বলিলেন “মহারাণি,

প্রভু বিশ্বানন্দ ও বরেন্দ্রপতি মহারাজ গোপালদেব সপুত্রক উপস্থিত হইয়াছেন।” যবনিকার অন্তরাল হইতে উত্তর আসিল “প্রভু, আপনার ভরসায় আমরা এখনও উত্তর রাঢ়ে বাস করিতেছি। আমার অবস্থার কথা আপনাকে আর কি বলিব? শুনিলাম বরেন্দ্ররাজ স্বয়ং আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া আমর নিশ্চিন্ত হইলাম। যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে রঘুসিংহের বিধবা, পিতৃহীনা কল্যাণী ও গোকর্ণের সমস্ত কুলবধূ ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিবে।” সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন “মা, কোন চিন্তা নাই, রঘুসিংহের দুর্গে পুরুষাভাব, গোবর্দ্ধন মঠে লোকাভাব, সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা; কিন্তু বৃদ্ধ বিশ্বানন্দ জীবিত থাকিতে আপনাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে না।” গোপালদেব কহিলেন “উদ্ধবদেব, মহারাণীকে নিবেদন করুন যে, গোপাল বা ধর্ম্মপাল জীবিত থাকিতে গোকর্ণদুর্গে শত্রু-সৈন্য প্রবেশ করিতে পারিবে না।” উদ্ধবকে কিছু বলিতে হইল না, যবনিকার অন্তরাল হইতে উত্তর আসিল “ভগবান আপনাদিগকে জয়যুক্ত করুন।” দাসী উল্কা লইয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসীর সহিত উদ্ধব, গোপালদেব ও ধর্ম্মপাল দুর্গদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন “উদ্ধবদেব, শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য, দুর্গের বাহিরে আপনাদের লোক আছে দেখিতে পাইলাম। আর কোন স্থানে কি লোক রাখিয়াছেন?” “রাখিয়াছি

রণগ্রামের ঘাটে পাঁচজন যোদ্ধা লুকাইয়া আছে, তাহারা শত্রুসেনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে,না বটে, কিন্তু সৈন্য পার হইতে দেখিলে শীঘ্র আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিবে।" "আর কোন দিক্ হইতে আসিবার পথ নাই?" "উত্তর হইতে আসিতে হইলে রণগ্রাম ব্যতীত আর কোন স্থানে ভাগীরথীগর্ভ পার হওয়া যায় না।" "উত্তম। রণগ্রামে কি মনুষ্যের আবাস নাই?" "আবাস আছে, তবে মনুষ্য নাই।" দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল, দুর্গের স্থানে স্থানে উল্কা জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু গোপালদেব তাহা নির্ব্বাপিত করিতে আদেশ করিলেন। গাঢ় অন্ধকারে নিস্তব্ধ হইয়া গোকর্ণবাসী শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আগন্তুকত্রয় শত্রুসৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ দূরে আম্রকুঞ্জে একটি উল্কা জ্বলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই পরিখার পারে দাঁড়াইয়া একজন বলিয়া উঠিল "দুয়ারে কে আছ?" উত্তর হইল "কে?" "আমি কেদার।" "কি সংবাদ?" "রণগাঁয়ের লোক ফিরিয়াছে।" "ভিতরে আসিতে ল।" "বাহিরে ঘাটি থাকিবে, না উঠাইয়া আনিব?" "এখন াক্।" "বংশদণ্ডদ্বয়ের সাহায্যে চারি পাঁচজন লোক পরিখা পার হইয়া তোরণের কপাটের ছিদ্রপথে দুর্গে প্রবেশ করিল। উদ্ধব, গোপালদেব ও সন্ন্যাসী তোরণের পশ্চাতেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোপালদেব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন "কত লোক আসিল?" "আট নয় শত।"

"সকলে পার হইয়াছে?" "শেষ নৌকা রণগাঁয়ের ঘাটে লাগিলে আমরা চলিয়া আসিয়াছি।" "তখন বেলা কত?" "সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে।" "উত্তম। তোমরা কয়জন এইখানেই থাক। উদ্ধবদেব! বাহিরের ঘাটি উঠাইয়া আসুন।" একজন সেনা বংশদণ্ড অবলম্বনে পরিখা পার হইয়া চলিয়া গেল ও মুহূর্ত্তের মধ্যে আর পাঁচজন সেনা লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। গোপালদেব তখন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ধর্ম্ম! এই পাঁচজন সেনা লইয়া তুমি অন্তঃপুর রক্ষায় চলিয়া যাও।" ধর্ম্মপাল কহিলেন "এখন অন্তঃপুরে সেনা পাঠাইবার কোন প্রয়োজন আছে?" "অন্তঃপুর অরক্ষিত, তুমি ইহাদিগকে লইয়া দুর্গস্বামিনীর গৃহদ্বারে অপেক্ষা কর। প্রাকার রক্ষার জন্য যদি ইহাদিগকে আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে সংবাদ দিয়া পাঠাইব।" পিতাকে প্রণাম করিয়া পাঁচজন সেনা লইয়া ধর্ম্মপাল তোরণ পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে দূরে উজ্জ্বল আলোক দেখা গেল, দুর্গবাসীরা বুঝিতে পারিল যে, শত্রুসৈন্য আসিয়া পড়িয়াছে। আলোক নিকটে আসিল, গোপালদেব উল্কার আলোকে দেখিতে পাইলেন যে, প্রায় সহস্র বর্ম্মাবৃত সেনা দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে একজন অশ্বারোহী এবং তাহার পশ্চাতে সারি সারি বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা। বিবাহের বরযাত্রার মত এই সৈন্যশ্রেণী অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তাহারা উৎসবে যোগদান করিতে যাইতেছে, যুদ্ধ করিতে নহে।

তোরণের সম্মুখে পরিখার পাড়ে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "দুর্গে কে আছ? তোরণ মুক্ত কর। উদ্ধব ঘোষ কোথায়?" উদ্ধব ঘোষ তোরণের পশ্চাতেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন "প্রভু, দুর্গস্বামিনীর আদেশে তোরণদ্বার রুদ্ধ আছে।" "শীঘ্র দুয়ার খুলিয়া দে, নতুবা তোকে এবং তোর দুর্গস্বামিনীকে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইব। তোরা ভাবিয়াছিস্ যে, গোবর্দ্ধন-মঠের সন্ন্যাসী আসিয়া তোদের রক্ষা করিবে? তোরা জানিস্ না, বৃদ্ধ শৃগাল বিশ্বানন্দ এখন দেশে নাই?" সন্ন্যাসী প্রাকারের উপরে উঠিয়া বলিলেন "নারায়ণ, দন্তহীন বৃদ্ধ শৃগাল দেশেই আছে, যদি মঙ্গল চাও গৃহে ফিরিয়া যাও।" সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অশ্বারোহী ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল, বলিল "বৃদ্ধ, তোকে অনেক দিন মার্জ্জনা করিয়াছি, এইবার তোকে সদলে গোবর্দ্ধন মঠে পোড়াইয়া মারিব।" "নারায়ণ, বৃদ্ধ শৃগালের গতি অপ্রতিহত, তাহাকে উত্তেজিত করিও না।" এই সময়ে গোপালদেব নিম্নে দাঁড়াইয়া কহিলেন "প্রভু! বাক্যযুদ্ধের আবশ্যক নাই, আপনি নামিয়া আসুন।"

বাধা পাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া নারায়ণ ঘোষ দুর্গ আক্রমণের আদেশ প্রদান করিল। বংশদণ্ডের সাহায্যে সেতু নির্ম্মিত হইল, কিন্তু সেতু অবলম্বনে শত্রুসৈন্য দুর্গের নিম্নে আসিবামাত্র কটাহের পর কটাহ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত তৈল তাহাদিগের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, শত্রুসেনা ভঙ্গ দিয়া পলা-

ইল। ইহার পরে একই সময়ে চারি স্থানে চারিটি সেতু লাগাইয়া নারায়ণ ঘোষের সেনা পরিখা পার হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উত্তপ্ত তৈল ও দুর্গবাসিগণের শরসমূহ তাহাদিগকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিল। এইরূপে চতুর্থবার প্রতিহত হইয়া নারায়ণ ঘোষ আর দুর্গ আক্রমণ না করিয়া সরিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে গ্রামে অগ্নিশিখা দেখা গেল। বিদ্যুদ্বেগে গৃহ হইতে গৃহান্তরে আগুন লাগিয়া গেল, কোথা হইতে প্রবল বায়ু আসিয়া অগ্নির সহায় হইল। গ্রাম হইতে শত শত পশুর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল, তাহা শুনিয়া দুর্গবাসিগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। দুর্গবাসিগণ যখন গৃহদাহ ও গৃহপালিত পশুগুলির নিধনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন সুযোগ বুঝিয়া শত্রুসেনা পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিল। নানাস্থানে আক্রান্ত হইয়া দুর্গরক্ষী সেনা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী, গোপালদেব ও উদ্ধবঘোষ তিনস্থানে থাকিয়া তাহাদিগকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। শত্রুসেনা বার বার দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিয়াও দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিল না।

গ্রামের গৃহগুলি জ্বলিয়া উঠিবার সময়ে প্রবল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়া সমস্ত গ্রাম ভীষণ চিতায় পরিণত করিয়াছিল। দুই একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ক্রমে দুর্গমধ্যে আসিতে আরম্ভ করিল; রমণী ও শিশুগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে লাগিল। কিন্তু গ্রামের অগ্নি যখন দুর্গের নিকটে

সিয়া পড়িল তখন তাহাদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া
াভ্যন্তরে পর্ণশালাগুলি জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে
ট্টালিকার কপাটে ও বাতায়নে অগ্নি লাগিয়া গেল। ব্যস্ত
ইয়া পুরমহিলাগণ অঙ্গনে বাহির হইয়া আসিলেন। পাঁচজন
না লইয়া ধর্ম্মপাল তখন দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে
খিয়া দুর্গস্বামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" "মা!
ামি ধর্ম্মপাল, গোপালদেবের পুত্র।" "এখানে কেন?" "পিতা
ামাকে অন্তঃপুর-রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন।" "অন্তঃপুর ত
ার রহিল না বাপু, তুমি সেনা পাঁচজনকে প্রাকারে পাঠাইয়া
ও।" ধর্ম্মপালের আদেশে সেনাগণ প্রাকারাভিমুখে ধাবিত
ইল। দুর্গস্বামিনী কহিলেন "পুত্র! আমরা আত্মরক্ষা করিতে
ারিব, কিন্তু এই বালিকা ভয়ে আকুল হইয়া পড়িয়াছে, তুমি
হাকে যে প্রকারে পার রক্ষা করিও।" এই বলিয়া তিনি
াহার পশ্চাতে লুক্কায়িতা ভয়-বিহ্বলা কন্যার দিকে অঙ্গুলি
র্দ্দেশ করিলেন। ধর্ম্মপাল অভিবাদন করিয়া সম্মতি জানা-
লেন। এই সময়ে শত্রুপক্ষের ভীষণ জয়ধ্বনিতে ক্ষুদ্র দুর্গ
াঁপিয়া উঠিল, তিন স্থানে অবতরণিকার সাহায্যে তাহারা দুর্গ-
াকার অধিকার করিল, মুষ্টিমেয় দুর্গরক্ষী সেনা তাহাদিগকে
ানচ্যুত করিতে পারিল না।

যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া, গোপালদেব দুর্গ-
ক্ষী সেনা একত্র করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন।
র্গের নানাস্থান হইতে বৃদ্ধ বালক ও রমণীগণ দুর্গস্বামিনীর গৃহের

ধ্বংসাবশেষের দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দুর্গস্বামিনী ধর্ম্মপালকে বলিলেন, "পুত্র! এখন তুমি কল্যাণীকে রক্ষা কর। নদীতীরে আম্রকুঞ্জে সুসজ্জিত অশ্ব আছে, শত্রুসেনা সেদিকে যায় নাই। যদি পরিখা পার হইতে পার তাহা হইলে রক্ষা পাইবে। আমাদিগের জন্য চিন্তা করিও না।"

ধর্ম্মপাল কালবিলম্ব না করিয়া মূর্চ্ছাগতা কল্যাণী দেবীকে স্কন্ধে লইয়া পরিখার পার্শ্বে একটি বাতায়নে গিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন—গ্রামে তখনও অগ্নি জ্বলিতেছে, কিন্তু সে স্থানে শত্রু-সেনা নাই। এই সময়ে দুর্গমধ্যে শত্রুসেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, ধর্ম্মপাল ভাবিলেন দুর্গরক্ষী সেনা বোধ হয় আত্মসমর্পণ করিল। তিনি কটিবন্ধ দৃঢ় করিয়া, স্কন্ধে কল্যাণীর দেহ লইয়া, বাতায়নপথে লম্ফ প্রদান করিলেন। তিনি যখন শূন্যে, তখন শুনিতে পাইলেন কে যেন পরিচিত স্বরে চীৎকার করিয়া বলি-তেছে "ভয় নাই, ভয় নাই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিপদুদ্ধারে।

নারায়ণ ঘোষের সেনা যখন জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া লুণ্ঠন করিতেছে, তখন দুর্গের বাহিরে দুই তিন বার বংশীধ্বনি হইল, শত্রুসেনা তাহা শুনিয়াও শুনিল না। তাহারা দুর্গ অধিকার

করিয়া সেতু নামাইয়া দিয়াছিল, বাহিরে অধিক লোক ছিল না। সন্ন্যাসী, গোপালদেব ও উদ্ধবঘোষ রমণী ও শিশুগণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে নয়-দশ জন দুর্গরক্ষী সেনাও যুদ্ধ করিতেছিল। শত্রুসেনা তাহাদিগের প্রতি মনোযোগ না করিয়া লুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিল এবং সেই জন্যই তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তৃতীয় বারের বংশীরব ক্ষান্ত হইবামাত্র দুর্গের বাহিরের শত্রুসেনা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদিগের কণ্ঠস্বর ডুবাইয়া শত শত অশ্বের পদশব্দ দুর্গবাসিগণের কর্ণে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, জেতা ও পরাজিত এক নিমিষের জন্য নবাগত সেনার দিকে চাহিয়া দেখিল; তাহার পর জেতৃগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ও পরাজিত-গণ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। অশ্বারোহীদলের সম্মুখে একজন গৈরিক-বসন-পরিহিত যোদ্ধা অশ্বের উপরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন "ভয় নাই, ভয় নাই, দুর্গ রক্ষা হই-য়াছে।" বাতায়ন হইতে লম্ফ-প্রদানকালে ধর্ম্মপাল ইঁহারই কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "অমৃত! কেহ যেন না পলাইতে পারে, দুর্গের তোরণ রক্ষা কর।" অশ্বারোহী তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিকটে আসিলেন ও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া প্রণাম করিলেন। আগন্তুক সন্ন্যাসীকে জানাইলেন যে, সহস্র অশ্বারোহীর তৃতীয়াংশ মাত্র দুর্গে প্রবেশ

করিয়াছে, অবশিষ্ট সেনা লইয়া উদ্ধারণপুরের কমলসিংহ দুর্গের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। মঠের সেনা ভাগীরথী-পার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা পদব্রজে আসিতেছে।

অসম দ্বন্দ্ব তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। অতর্কিত আক্রমণে নারায়ণ ঘোষের সেনা মুহূর্ত্ত-মধ্যে পরাজিত হইয়াছে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ-ভিক্ষা চাহিয়াছে, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত অশ্বারোহিগণ তাহাদিগকে অস্ত্রহীন অবস্থায় হত্যা করিতেছে। গোপালদেব, উদ্ধবঘোষ, অমৃতানন্দ ও সন্ন্যাসী স্বয়ং তাহাদিগকে বহুকষ্টে নিবারণ করিতেছেন। হতাবশিষ্ট সেনার সহিত নারায়ণ ঘোষও বন্দী হইলেন।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক্ উষার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, গোপালদেব বর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষতস্থানগুলি বন্ধন করিতে করিতে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু! ধর্ম্ম কোথায়?" সন্ন্যাসী চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "কই তাহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না?" "যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহাকে অন্তঃপুর রক্ষা করিতে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহার পর আর তাহাকে দেখি নাই।" "অন্তঃপুরে ত কেহ নাই। অগ্নি লাগিলে পুরমহিলাগণ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। আমি উদ্ধবকে ডাকিয়া আনি।" সন্ন্যাসী উদ্ধবঘোষের সন্ধানে গেলেন। গোপালদেব নানাবিধ দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী অমৃতানন্দ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন,

তিনি গোপালদেবের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?" "আমার পুত্র ধর্ম্মপালকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।" "তিনি কি যুদ্ধের সময়ে উপস্থিত ছিলেন?" "যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে পুরমহিলাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়াছিলাম, এখন আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।" "আমি তাঁহার সন্ধানে যাইতেছি। প্রভু আসিলে বলিবেন যে দুর্গদ্বারে কমলসিংহ, অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত দুর্গে প্রবেশ করিবেন না।" "আপনি কি আমার পুত্রকে চিনিতে পারিবেন?" "আমি ত তাহাকে দেখিয়াছি।" "সে কেবল দুই এক মুহূর্ত্তের জন্য। তাহার বর্ম্মে স্নবর্ণ রেখায় ধর্ম্মচক্র অঙ্কিত আছে।" "আপনার বক্ষে যেরূপ ধর্ম্মচক্র দেখিয়াছি এইরূপ কি?" "হাঁ, ইহাই পালবংশের লাঞ্ছন।"

সন্ন্যাসী অমৃতানন্দ ধর্ম্মপালের অন্বেষণে চলিয়া গেলেন, গোপালদেব নিশ্চেষ্টভাবে সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন "ধর্ম্মপালদেব ত অন্তঃপুরে নাই!" তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া গোপালদেবের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন "প্রভু! চলুন একবার মৃতদেহগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখি।" সন্ন্যাসী উত্তর না দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ। আপনা-যুদ্ধান্তে হতাবশিষ্ট দুর্গরক্ষীসেনা মৃতদেহগুলি একত্রত্তর করিলেন তীরে চিতা প্রস্তুত করিতেছিল, উভয়ে দুর্গদ্বারে আপনার কথার

লেন যে অমৃতানন্দ শবগাত্র হইতে বর্ম্ম মোচন করিয়া বর্ম্মগুলি পরীক্ষা করিতেছেন। পরিখার পরপারে বহু অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তাহারা সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন দূর হইতে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "কে, কমলসিংহ?" "আজ্ঞা হাঁ।" "তুমি দুর্গে প্রবেশ করিলে না কেন?" "প্রভু! সিংহবংশীয় কোন ব্যক্তির মিত্রভাবে গোকর্ণ দুর্গে প্রবেশনিষিদ্ধ, তাহা ত প্রভুর অবিদিত নাই।" "কমল! এখন পূর্ব্ববিবাদ বিস্মৃত হও। দেশের এখন বড়ই বিপদ, আত্মবিরোধেই দেশের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। দুর্গ-রক্ষা করিতে আসিলে, দুর্গরক্ষা করিলে, অথচ দুর্গে প্রবেশ করিবে না কেন?" "প্রভুর আদেশে দুর্গ রক্ষা করিতে আসি-য়াছি, প্রভু আদেশ করিলে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারি, নতুবা নহে।" "আমি আদেশ করিতেছি দুর্গে প্রবেশ কর। রঘু-সিংহের যদি পুত্র থাকিত তাহা হইলে সে বংশগত কলহ জীবিত রাখিত। কিন্তু কমল! রঘুসিংহের বিধবা স্ত্রী বা কুমারী কন্যার সহিত তোমার কি কলহ থাকিতে পারে? ইহা ক্ষত্রোচিত বাক্য নহে, কমলসিংহ! তুমি বীর, বীরবংশজাত, তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। তুমি পতিহীনা বিধবাকে রক্ষা

গেলেন। আসিয়াছ, ভবিষ্যতে ইহাদিগের রক্ষার ভার তোমা-

লেন। সন্ন্যা কে করিতে হইবে জানিয়া রাখ, ক্ষাত্রধর্ম্মে পরাঙ্মুখ

তিরস্কৃত হইয়া কমলসিংহ অবনত মস্তকে তোরণের নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গোপালদেব তখন চিন্তামগ্ন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত, বর্ম্মের স্থানে স্থানে ভগ্ন শরফলক লাগিয়া রহিয়াছে। কমলসিংহ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু। ইনি কে?" সন্ন্যাসী লজ্জিত হইয়া কহিলেন "কমল! আমি দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তোমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ইনি বরেন্দ্রমণ্ডলের অধীশ্বর গোপালদেব।" "প্রভু! আর অধিক পরিচয়ে আবশ্যক নাই, বাল্যকালে উদ্ধারণপুরে বহুবার মহারাজকে দেখিয়াছি।" "আমি ত আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না?" "আমি উদ্ধারণপুরের অধীশ্বর স্বর্গীয় পুরুষোত্তমসিংহের পুত্র।" "আপনি—তুমি পুরুষোত্তমের পুত্র?" এই সময়ে অমৃতানন্দ আসিয়া কহিলেন "প্রভু! ধর্ম্মপালদেব নিশ্চয়ই নিহত হন নাই, মৃতদেহের মধ্যে তাঁহার শরীর নাই।" সন্ন্যাসী কহিলেন "অমৃত! ধর্ম্মপালদেবের মৃত্যুর বহু বিলম্ব আছে, তোমাকে তাহার মৃতদেহের সন্ধান করিতে বলিল কে?" "আমি গোপালদেবকে চিন্তাকুল দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম।" গোপালদেব বলিলেন "প্রভু, আমিও ধর্ম্মের মৃতদেহের সন্ধানেই বাহিরে আসিতেছিলাম। আপনাকেও সে কথা নিবেদন করিয়াছি।" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন "আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া আপনার কথার

প্রতিবাদ করি নাই। দেব! গণনা কখন মিথ্যা হয় না, ধর্ম্মপালদেবের মৃত্যুর এখনও বহু বিলম্ব আছে।”

এই সময়ে উদ্ধবঘোষ দ্রুতবেগে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে কহিলেন “প্রভু! ধর্ম্মপালদেবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, মহারাণী আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।” তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সন্ন্যাসী পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, কমলসিংহ অবনত মস্তকে সকলের পশ্চাতে দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন। গোকর্ণ দুর্গে অন্তঃপুরের অঙ্গাররাশির মধ্যে বিধবা দুর্গস্বামিনী তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী দূর হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন “মা, তুমি কি যুবরাজ ধর্ম্মপালের সংবাদ পাইয়াছ? যুদ্ধাবসানে পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া গোপাল অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন।” দুর্গস্বামিনী মস্তকে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া উদ্ধবঘোষকে কহিলেন “উদ্ধব! প্রভুকে নিবেদন কর যে, যুদ্ধের সময়ে যুবরাজ অন্তঃপুররক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, যুদ্ধে তিনি আহত হন নাই। দস্যুসেনা যখন দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে, তখন আমি কল্যাণীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে তাহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। নারায়ণ ঘোষের সেনা অন্তঃপুরে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া যুবরাজ কল্যাণীকে স্কন্ধে লইয়া দক্ষিণের বাতায়নপথে পরিখায় লম্ফ প্রদান করিয়াছেন।” সন্ন্যাসী কহিলেন

'গোপালদেব! পুত্রের জন্য আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমি এখনই তাহার অনুসন্ধান করিতেছি। অমৃত! দুর্গের দক্ষিণে একজন লোক প্রেরণ কর, তাহাকে পরিখার তীরে মনুষ্যপদচিহ্নের অনুসন্ধান করিতে আদেশ কর।" দুর্গস্বামিনী উদ্ধব ঘোষকে কহিলেন "উদ্ধব, প্রভুকে নিবেদন কর, কেদার ও দুই জন বৃদ্ধ সৈনিক পরিখার অপর পারে দুই তিনটি অশ্ব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।" সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! পরিখার পারে কাহার জন্য অশ্ব রাখিয়াছিলে?" "প্রভু! স্থির করিয়াছিলাম যে যদি দুর্গরক্ষা না হয় তাহা হইলে কেদারের সহিত কল্যাণীকে গোবর্দ্ধনে পাঠাইয়া দিব।" "আর তুমি?" "আমি কোথায় যাইব প্রভু? আমি আমার শ্বশুরগৃহ, স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?" "মা! ইহা তোমার উচিত কথা বটে, কিন্তু রমণীর কথা! তুমি মরিলে কি গোকর্ণদুর্গ রক্ষা হইত?" "পিতা, আমি সামান্যা রমণী, আমি ইহার অধিক বুঝিতে পারি না।" "মা! তর্ক করিয়া তোমার সহিত পারিব না। সম্প্রতি তোমার গৃহে একজন নূতন অতিথি উপস্থিত, উদ্ধারণপুরের দুর্গস্বামী কমলসিংহ তোমার দুর্গরক্ষা করিবার জন্য সসৈন্যে আগমন করিয়াছেন! তাঁহার অশ্বারোহী সেনাই শেষ রক্ষা করিয়াছে। তিনি না আসিলে এতক্ষণ নারায়ণ ঘোষের সেনা কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিত না।" "পিতা! ভরসা করি পুরুষোত্তম সিংহের পুত্র জ্ঞাতি-বিরোধ বিস্মৃত হই-

য়াছেন। আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার বৈরীভাব দূর হইয়াছে, আমার শ্বশুরবংশের আর কেহ নাই গোকর্ণ-দুর্গ তাঁহারই।" সন্ন্যাসী ডাকিলেন, "কমল!" কমলসিংহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বিধবাকে প্রণাম করিলেন, রঘুসিংহের পত্নী নীরবে তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন নদীতীরে বিশাল চিতা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, অসংখ্য নরনারীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতেছে গোপালদেব, কমলসিংহ, অমৃতানন্দ ও উদ্ধব ঘোষ ধীরে ধীরে দুর্গের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "গোপালদেব! কি দেখিতেছ?" "নরদেহের পরিণাম।" "আর কিছু দেখিতেছ না কি?" "আর কি প্রভু?" "মাৎস্যন্যায়ের দ্বিতীয় প্রকরণ?" "কোথায়?" "কেন, দুর্গের অভ্যন্তরে! দুর্গের বহির্দ্দেশে! যে দিকে দুনয়ন ফিরাইবে সেই দিকেই!" "সত্য! প্রভু! ইহার কি প্রতীকার নাই?" "অবশ্যই আছে। ভগবান্ যখন ব্যাধির সৃষ্টি করেন, প্রতীকারও সেই সময়ে সৃষ্ট হয়।" "কি প্রতীকার?" "প্রতীকার স্বয়ং তুমি।" "আমি?" "তুমি। তুমি ব্যতীত গৌড়বঙ্গের আর উপায়ান্তর নাই"—

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই একজন সৈনিক আসিয়া সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া কহিল "প্রভু! দুর্গের দক্ষিণে পরিখার তীরে এই শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্ম পাইয়াছি। পরিখার অপর পারে অশ্বের পদচিহ্ন আছে, কিন্তু অশ্ব বা মনুষ্য নাই।" "ইহ

ধর্ম্মপালের বর্ম্ম। গোপালদেব! আপনি দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন, আপনার পুত্র কুশলে আছেন। অমৃত?” “প্রভু!” “চারিজন অশ্বারোহী সেনা লইয়া যুবরাজ ধর্ম্মপাল ও কল্যাণী-দেবীর অনুসন্ধানে চলিয়া যাও।” অমৃতানন্দ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৌড় রাজ্য।

মহানন্দাতীরে গৌড় নগরের অনতিদূরে একটি প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া এক ব্রাহ্মণ এক মনে খরস্রোতা মহা-নদীর জলপ্রবাহ দেখিতেছিল। তখন দিবসের দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, প্রখর সূর্য্যরশ্মি অশ্বত্থবৃক্ষের পত্রপল্লবের ঘন আবরণ ভেদ করিয়া তাহার ছায়া ক্ষীণ করিয়া তুলিতেছে। স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন, নিকটে মনুষ্যের বসতি নাই। বৃক্ষের অনতিদূরে একটি মন্দির, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে সম্প্রতি নির্ম্মিত হই-য়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মন্দিরটি প্রাচীন, কেহ তাহার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছে। পূর্ব্বে মন্দিরের চারিদিকে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল, কালবশে তাহা ভগ্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি মন্দিরের সংস্কার করাইয়া দিয়াছে, সে মন্দির-বেষ্টনী সংস্কার করে নাই। অশ্বত্থ-বৃক্ষটি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের উপরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,

ইহার শাখা প্রশাখা বহুদূরবিস্তৃত, মূলদেশে কতকগুলি শিবলিঙ্গ অর্ঘপট্ট পতিত আছে।

মন্দিরের ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে কে ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিল "ঠাকুর! বেলা যে বহিয়া যায়, পূজা করিবে কখন?" ব্রাহ্মণ মুখ না ফিরাইয়াই বলিল "ব্যস্ত হইতেছ কেন?" রমণী পুনরায় বলিল "তোমার পেটের আগুন কি নিভিয়া গিয়াছে? অন্য দিন যে বেলা হইয়া গেলে লাফাইয়া বেড়াও?" "আজ যে একাদশী।" "তোমার মুণ্ড! রাজা আর দেশে ব্রাহ্মণ পায় নাই, তাই তোমাকে এই মন্দিরের পুরোহিত করিয়া গিয়াছে। আজ সবে তৃতীয়া, বলে কি না আজ একাদশী।" রমণী এই বলিতে বলিতে মন্দির হইতে বাহির হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট আসিল। ব্রাহ্মণ তাহার দিকে ফিরিয়া হাসিল এবং কহিল "ছি মাধবি, রাগ করিতে আছে কি? পূর্ব্বে মাসে দুইবার একাদশী হইত, কিন্তু এখন একাদশীর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে।" "কেন? তোমার কি পীড়া হইয়াছে?" "পীড়া তোমার হউক—থুড়ি—কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি, যকৃতের পীড়া তোমার শত্রুর হউক।" ব্রাহ্মণ পুনরায় বলিল "দেখ মাধবি, তুমি আমার রামায়ণের শকুন্তলা! তোমাকে যখন মন্দিরে দেখিতে পাই তখন আমার মনে হয় যে তোমাকে লইয়া পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে আসিয়াছি।" রমণী ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল এবং কহিল "ঠাকুর, এমন রামায়ণখানি কোথায় পাইয়াছিলে?" "কেন, গুরুর নিকটে?

পঞ্চদশবর্ষ অধ্যয়ন করিয়া তবে উপাধি পাইয়াছি।” “গুরু কোথায় পাইলে?” “বহুদূরে, যমুনাতীরে কৈলাসপর্ব্বতে। শকু মনে বড়ই ভয় হয় কোন্ দিন দুর্য্যোধন আসিয়া তোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে।” রমণী ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। তাহাতে ব্রাহ্মণ উৎসাহিত হইয়া আরও নানাবিধ রহস্য জুড়িয়া দিল। রমণী বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে বলিল—“দেখ ঠাকুর! তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছ আমাকে একা পাইয়া তুমি যখন-তখন অকথা কুকথা কেন বল বল দেখি? আমি আজই মহারাণীকে সমস্ত কথা বলিয়া দিব।” “ছি মাধবি! এমন কাজ করিও না, তাহা হইলে তোমার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবে, কারণ আমি ভয়েই মরিয়া যাইব।” “আর কখন এমন করিবে না প্রতিজ্ঞা কর।” “কি করিব না?” “যাহা করিতেছিলে?” “কি?” “অভিনয়।” “সে কি প্রকার?” “তোমার মুণ্ডের প্রকার। এখন পূজা করিতে যাইবে কি?” “ব্যস্ত কেন? দেখ দেখি কেমন নদীর জল কল্ কল্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে?” “নদীর জল দেখিলে ত আমার পেট ভরিবে না? তুমি বসিয়া বসিয়া নদীর জল দেখ, আমি গৃহে চলিলাম। মন্দিরে পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। প্রভুর যখন অভিরুচি হইবে তখন উঠিয়া পূজায় বসিও।” রমণী এই বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ হতাশ হইয়া ডাকিল “মাধবি! বলি শকুন্তলে! যাই না—মাধবি—বলি ও মাধবি!” রমণী মুখ ফিরাইল না দেখিয়া

ব্রাহ্মণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "তবে যাও, কালি ত আবার আসিতে হইবে!" ব্রাহ্মণ মুখ ফিরাইয়া নদীর জল স্রোত দেখিতে বসিল। এইরূপে অর্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইল এমন সময়ে দূরে কে চীৎকার করিয়া উঠিল "ঠাকুর, শীঘ্র এস দস্যু আসিয়াছে—ওগো বাবা গো—কে আছ গো—।" ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দেখিল রমণী উর্দ্ধশ্বাসে তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে। সে আর কাল বিলম্ব না করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষে আরোহণ করিয়া বসিল। রমণী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ বৃক্ষ শাখা হইতে দেখিল যে একজন অশ্বারোহী দ্রুতপদে মন্দিরের দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া সে ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল।

অশ্বারোহী মন্দিরের নিকটে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইল। মন্দিরের চারিদিক ঘুরিয়া দ্বারের সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল ও রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল শব্দ শুনিয়া মন্দিরাভ্যন্তর হইতে রমণী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। আগন্তুক কহিল "তোমার কোন ভয় নাই, আমি শত্রু নহি, গৌড়ের লোক।" কিন্তু রমণী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আর্ত্তনাদের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আগন্তুক হতাশ্বাস হইয়া মন্দিরের ছায়ায় উপবেশন করিল। সে বসিয়া বসিয়া দেখিতে পাইল যে অশ্বত্থবৃক্ষের উচ্চশাখায় এক ব্যক্তি আত্মগোপন করিয়া আছে। সে তখন বৃক্ষতলে

গিয়া ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "তুমি কে?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিল না। আগন্তুক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তুমি গাছের উপরে কি করিতেছ শীঘ্র বল।" ব্রাহ্মণ তথাপি কথা কহিল না। আগন্তুক তখন বিরক্ত হইয়া পৃষ্ঠ হইতে ধনু ও শর গ্রহণ করিয়া কহিল "শীঘ্র উত্তর দাও, নতুবা তোমাকে শরবিদ্ধ করিব।" ব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণ দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং ক্রন্দনজড়িত স্বরে বলিল—"আমি কেহ নহি বাবা, আমি—আমি—।" আগন্তুক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" ব্রাহ্মণ নীরব। আগন্তুক ধনুতে শর যোজনা করিল, তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভয়ে বলিয়া উঠিল "বলিতেছি—বাবা বলিতেছি, মারিও না, আমি ব্রাহ্মণ।" আগন্তুক তীব্রস্বরে বলিল "শীঘ্র নামিয়া আইস।" ব্রাহ্মণ কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বৃক্ষশাখাতেই বসিয়া ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, পড়িয়া মরে আর কি। তাহার অবস্থা বুঝিয়া আগন্তুক কহিল "তোমার মরিতে বড়ই সাধ হইয়াছে দেখিতেছি।" ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল "মারিও না বাবা, দোহাই তোমার। আমার নিকটে পরিধেয় বস্ত্রখানি ছাড়া আর কিছুই নাই।" আগন্তুক তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু হাস্য দমন করিয়া কহিল "শীঘ্র নামিয়া এস—নতুবা—" ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হইয়া বৃক্ষ হইতে নামিতে আরম্ভ করিল এবং কহিল "নতুবায় কাজ নাই, যাইতেছি।" কিয়দ্দূর নামিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল "আরও নামিতে হইবে কি?" আগন্তুক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল

"থাক্, তোমাকে আর নামিতে হইবে না, আমিই নামাইতেছি।" এই বলিয়া পুনরায় শরাসন উত্তোলন করিল। ভয়ে ব্রাহ্মণের পদস্খলন হইল, সে সশব্দে ভূমিতে পতিত হইল ও মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

আগন্তুক ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া বলিল "ঠাকুর, বড় লাগিয়াছে কি?" ব্রাহ্মণ নীরব। আগন্তুক পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে ব্রাহ্মণের অধিক আঘাত লাগে নাই, ভয়ে অজ্ঞানতার ভান করিয়া পড়িয়া আছে, পরীক্ষাকালে একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিয়া আবার চক্ষু মুদিয়াছে। সে তখন কহিল "ঠাকুর, ভয় নাই, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ, আমি নন্দলাল।" ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ পড়িয়া রহিল। নন্দলাল বুঝিল যে ব্রাহ্মণের ভয় ভাঙ্গে নাই। তখন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল "ও পুরুষোত্তম ঠাকুর, আমায় চিনিতে পারিতেছ না?" ব্রাহ্মণ চাহিয়া বলিল—"কই—না।" "সে কি ঠাকুর!—ফলাহারে এক এক দফায় যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছ!" "সে আমি নয় বাপু—আর কেহ হইবে।" "তুমি কি পুরুষোত্তম ঠাকুর নহ?" "আমার চতুর্দ্দশ পুরুষেও কাহারও পুরুষোত্তম নাম ছিল না। আমাকে ছাড়িয়া দাও বাবা, আমার কাছে কিছুই নাই।" "ঠাকুর, তুমি আনাইতে দেখিতেছি, আমি যে নন্দলাল, কৌশাম্বীগুল্মের নায়ক। এখনও চিনিতে পারিলে না?" "ঠিক চিনিয়াছি বাবা। এই এক বৎসরে তোমার মত দশ বিশ হাজার দেখি-

লাম, আর চিনিতে পারিব না? একবার কামরূপ হইতে আসিয়াছিলে, আর একবার গুর্জ্জরদেশ হইতে আসিলে, এখন কি দ্রবিড় রাজ্য হইতে আসিলে? কিন্তু আমায় ছাড়িয়া দাও বাবা, দোহাই তোমার, আমার কাছে কিছুই নাই।" "ভাল· তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি। তুমি উঠিয়া দাঁড়াও।" ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িল, তাহার পর বলিল "তোমার জয় হউক বাপু, তবে এখন আসি?" আগন্তুক হাসিয়া বলিল "কোথায় যাও?" ব্রাহ্মণ পলায়নের উপক্রম করিতেছিল, তাহার কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল ও অত্যন্ত কাতর ভাবে কহিল "এই যে বলিলে ছাড়িয়া দিবে?" "দাঁড়াও এতদিন পরে দেখা হইল, দুইটা সুখ-দুঃখের কথা কহিব না?" ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। নন্দলাল তাহার ভাব দেখিয়া আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না, সে বলিল "ঠাকুর, আজ কি আহার হয় নাই?" ব্রাহ্মণ মস্তক সঞ্চালন করিল। নন্দলাল পুনরায় কহিল "ভাল, আমার গৃহে আজ তোমার নিমন্ত্রণ, তোমাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইব।" ব্রাহ্মণ আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আর ফলাহার করিব না বাবা, এই যাত্রা ছাড়িয়া দাও।" নন্দলাল তাহাকে আশ্বস্ত করিতে বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না।

মাধবী মন্দিরে থাকিয়া ইহাদিগের কথোপকথন শুনিতে- । সে বারবার নন্দলালের নাম শুনিয়া বাতায়নে আসিয়া

দাঁড়াইল। নন্দলাল গৌড়ের একজন বিশ্বস্ত সেনানায়ক, সে তাহাকে ভাল রকম চিনিত। সে বাতায়নে দাঁড়াইয়া দেখিল যে আগন্তুক নন্দলালই বটে। তখন সে মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং ব্রাহ্মণকে কহিল "ও ঠাকুর, ভয় নাই, এ সত্য সত্যই নন্দলাল।" ব্রাহ্মণ তখন চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিল এবং কহিল "তাইত, এ ত সত্যই নন্দলাল!" নন্দলাল হাসিয়া বলিল "ভাল, তবু এতক্ষণে চিনিতে পারিলে! মহারাজ কোথায়?" "তাহা তুমিই জান।" "তিনি কি ফিরিয়া আসেন নাই?" "তিনি ফিরিলে ত গৌড়ের সকলকে রামকবচ লইতে হইবে?" "মহারাজ মরেন নাই, জীবিত আছেন।" মাধবী বলিল "সে কি? নাবিকেরা আসিয়া বলিয়াছে যে ঢোলসমুদ্রের ঝড়ে নৌকা ডুবিয়াছে, মহারাজ ও কুমার রক্ষা পান নাই।" "নৌকা ডুবিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা রক্ষা পাইয়াছেন। এক বণিকের নৌকায় মহারাজ, যুবরাজ ও আমি সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলাম। বন্দর হইতে স্থলপথে আসিবার কথা ছিল। আমি বন্দরে তাঁহাদিগের সঙ্গ ছাড়িয়া আর তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া পাই নাই।" "মহারাজ ও যুবরাজ তবে জীবিত আছেন?" "নিশ্চয়ই।" "নন্দলাল, তোমার আর বিশ্রাম করিয়া কাজ নাই। এখনই মহারাণীকে সংবাদ দিতে হইবে।"

সকলেই মন্দির ত্যাগ করিয়া নগরাভিমুখে চলিল। সে দিন আর মহাদেবের পূজা হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রোষিত সংবাদে।

গৌড় নগরের প্রধান রাজপথ দিয়া বেলা তৃতীয়প্রহরে রাজপুরোহিত পুরুষোত্তমদেবকে দ্রুতপদে চলিতে দেখিয়া নাগরিকগণ বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার পর যখন রাজ্ঞীর দাসী মাধবীকে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিল তখন গৌড়বাসী ভীত হইল, দুই একজন বণিক ব্যস্ত হইয়া বিপণির দ্বার রুদ্ধ করিল, দুই একজন নাগরিক গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া পুত্র কলত্র রক্ষার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিল এবং সকলেই সাগ্রহে পুরুষোত্তমদেবকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ঠাকুর, কি হইয়াছে?" রাজপুরোহিত ঘর্ম্মাপ্লুতদেহে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে প্রাসাদাভিমুখে ছুটিতেছিলেন, নাগরিকগণের প্রশ্নের উত্তর দিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা তখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; কারণ দ্রুত গমনের জন্য তাঁহার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। গৌড়বাসিগণ সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখিল একজন ধূলিধূসর অশ্বারোহী একটি জীর্ণ পথশ্রান্ত অশ্বের বল্গা আকর্ষণ করিয়া পুরোহিত ও মাধবীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে সকলে দস্যু আসিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, যে যেখানে ছিল রাজপথ

পরিত্যাগ করিয়া পলাইল, গৃহস্থগণ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া গৃহ-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি ভূগর্ভে লুক্কা-ইতে ব্যস্ত হইল। এই গোলমালের মধ্যেও দুই একজন চিন্তা-শীল নাগরিক আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ?" আগন্তুক উত্তর করিল "আমি গৌড়বাসী, সপ্তগ্রাম হইতে আসিতেছি। তোমরা উতলা হইতেছ কেন? কোন ভয় নাই।" কিন্তু গোলমাল না থামিয়া উত্তরো-ত্তর বাড়িতে লাগিল।

রাজপুরোহিত পুরুষোত্তমদেবকে রাজপথে দ্রুতপদে চলিতে দেখিয়া একটি তাম্বূলের বিপণি হইতে বিপণিস্বামী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি ঠাকুর, অত ব্যস্ত হইয়া কোথায় যাও?" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া ব্রাহ্মণ বিষম বিপদে পড়িল, সে সর্ব্বাগ্রে রাজ্ঞীর নিকট এই মঙ্গলসংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য দ্রুতপদে ছুটিতেছিল, মনে করিয়াছিল যে এমন শুভ সংবাদ দিতে পারিলে মহারাণী অবশ্যই অতি বৃহৎ ফলাহারের আয়োজন করিবেন। সেই জন্যই শত শত নাগরিকের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে এক মনে প্রাসাদের দিকে ছুটিতেছিল; কিন্তু এইবার তাহাকে ফিরিতে হইল, কারণ তাম্বূলিক তাহাকে বড়ই অনুগ্রহ করে, নিত্যই বিনামূল্যে তাম্বূল যোগাইয়া থাকে এবং কখনও মূল্যের জন্য ব্যস্ত করে না। ব্রাহ্মণ অগত্যা ফিরিল, তাহা দেখিয়া তাম্বূলিক জিজ্ঞাসা করিল "অত দ্রুতপদে কোথায় যাইতেছিলে?" "প্রাসাদে, মহারাণীকে সংবাদ দিতে

"কি সংবাদ, আমাদিগকে বলিয়া যাও।" "অতীব শুভ সংবাদ, তুমি ভাল করিয়া গোটা দুই পান সাজিয়া রাখ, সর্ব্বপ্রথমে সংবাদটা দিতে পারিলে উত্তমরূপ ফলাহার পাওয়া যাইবে।" "ভাল, পান সাজিয়া রাখিতেছি, সংবাদটা কি তাহা বল।" "শুভ সংবাদ হে, শুভ সংবাদ। মহারাজ আছেন।" "বল কি? তোমাকে কে বলিল?" "সেনানায়ক নন্দলাল, সে এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে।" ব্রাহ্মণ অপেক্ষা না করিয়া প্রাসাদের দিকে ছুটিল। এক লম্ফে বিপণি হইতে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "জয়, মহারাজের জয়।" সেই জয়-ধ্বনি শুনিয়া দেখিতে দেখিতে শত শত নর নারী তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "হরিনাগ, কি হইয়াছে?" হরিনাগ কেবল উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল "জয় মহারাজের জয়, জয় গোপালদেবের জয়। নাগরিকগণ, আর ভয় নাই।" তাহা শুনিয়া সহস্র সহস্র নাগরিক নাগরিকা উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সংবাদ গৌড়-নগরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। ভীতিবিহ্বল নরনারী সকলে গৃহের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। গৌড়নগর কোলাহলে কম্পিত হইয়া উঠিল।

প্রাসাদের তোরণে উপস্থিত হইয়া পুরুষোত্তম দেখিল যে দ্বার রুদ্ধ, প্রতীহারগণ বিশ্রাম করিতেছে। বারংবার বিদেশীয় শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রতিহাররক্ষিগণ প্রাসাদের তোরণ

উন্মুক্ত রাখিতে ভরসা পাইত না। ব্রাহ্মণ তোরণের কপাে সজোরে আঘাত করিল। একজন প্রতীহারী অন্তরালে থাকি জিজ্ঞাসা করিল "কে ?" ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠি "আমি, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও।" "তুমি কে ?" "আমি ে াপু !" "নাম না বলিলে কি করিয়া চিনিব ?" "জ্বালাত ারলে দেখিতেছি, আমি পুরুষোত্তম শর্ম্মা, রাজপুরোহিত। "কি ঠাকুর, এত ব্যস্ত কেন ? দাঁড়াও দ্বার খুলিয়া দিতেছি।" "দাঁড়াইবার সময় নাই।" প্রতিহার তোরণ উন্মুক্ত করিল, ব্রাহ্মণ ঝড়ের মত তাহার পার্শ্ব দিয়া ছুটিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল। মহারাণী দেদ্দদেবী বোধিসত্ত্ব লোকনাথের মন্দিরে পূজা করিতেছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মহাকুমার বাক্‌পাল মন্দিরের সম্মুখে ছায়ায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। পুরুষোত্তম রাজ্ঞীকে তাঁহার কক্ষে না পাইয়া পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, মন্দিরের বাহিরে মহাকুমারকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কুমার মহারাণী কোথায় ?" কুমার তাহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয় জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর,—কি হইয়াছে ? মাতা এইখানেই আছেন।" ব্রাহ্মণ তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া ছুটিয়া আসিয় মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইল এবং রাজ্ঞীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বে বলিয়া উঠিল "মা, শুভ সংবাদ, মহারাজ জীবিত আছেন।' রাজ্ঞী তাঁহার কথা শুনিয়া পূজা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড় ইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর, কি বলিলেন ?" অনভ্যাস হেতু দ্রুতগমনে ব্রাহ্মণের শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্র

হইয়াছিল, সে বহু কষ্টে বলিল "মহারাজ——জীবিত——।" "তোমাকে কে বলিল ?" "নন্দলাল।" "নন্দলাল কে ?"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাধবী বেগে ছুটিয়া আসিয় হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিয়া উঠিল "মহারাজের জয় হউক"। মা, মহারাজ জীবিত আছেন!" পুরুষোত্তম তাঁহার ক শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "মহারাণীর হউক, আমি সর্ব্বপ্রথমে সংবাদ আনিয়াছি।" মহারাণ মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাধবি, তুই কাহার নিকট সংবাদ পাইলি ?" "গৌল্মিক নন্দলালের নিকট।" "নন্দলাল কে ?" মন্দিরের দ্বারে কোলাহল শুনিয়া পুরবাসিগণ রাণী ও পুরুষো- ত্তমকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহারাণীর প্রশ্ন শুনিয় পশ্চাৎ হইতে কে উত্তর করিল "নন্দলাল মহারাজের একজন সেনানায়ক, সে মহারাজ ও যুবরাজের সহিত নীলাচলে গিয়া ছিল।" বক্তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া পৌরজন সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়া ইল, মহারাণী দেখিলেন যে সে ব্যক্তি গৌড়রাজ্যের মহামন্ত্রী গর্গদেব শর্ম্মা। মহারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব, এই সংবাদ কি সত্য ?"—"আপনি উতলা হইবেন না, আমি অনুসন্ধান করিয়া আসি। নন্দলাল কোথায় ?" মাধবী বলিল "সে পশ্চাতে আসিতেছে।"

গর্গদেব প্রাসাদের বাহিরে চলিয়া গেলেন। তিনি তোরণে গিয়া দেখিলেন যে নাগরিকগণ প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া তুমুল জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। গর্গদেব তিনচারি জ

প্রতীহার সঙ্গে লইয়া নন্দলালের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। ইত্যবসরে মাধবী রাজ্ঞীকে জানাইল যে মহারাজের নৌকা সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে তিনি ও যুবরাজ এক বণিকের পোতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, বণিক তাঁহাদিগকে সপ্তগ্রামের বন্দরে নামাইয়া দিয়াছিল, সেই স্থান হইতে তাঁহারা স্থলপথে গৌড়ে ফিরিতেছেন। মহারাণী তাহার কথা শুনিয়া আশ্বস্তা হইয়া হইতে বহুমূল্য মুক্তাহার লইয়া মাধবীকে প্রদান করিলেন। তাহা দেখিয়া পুরুষোত্তম আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল "আর আমি?" "আপনার কি?" "আমি সর্ব্বাগ্রে সংবাদ দিয়াছি, আমার—পুরস্কার?" "আপনাকে কি দিব?" "ভোজন এবং স্বর্ণ দক্ষিণা।" "ভাল, তাহাই হইবে।" ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইয়া ভূমিতে উপবেশন করিল।

যে ব্যক্তি গোপালদেবের জীবন রক্ষার সংবাদ লইয়া গৌড়ে আসিয়াছিল, সে তখন অতি ধীরে ধীরে রাজপথের জনতা ভেদ করিয়া প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সে পথশ্রমে ক্লান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সেই বিশাল জনসঙ্ঘ ভেদ করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতেছিল। এই সময় প্রাসাদের দিক্ হইতে একটি নূতন কলরব উত্থিত হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল; নাগরিকগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "নন্দলাল কে? নন্দলাল কোথায়?" তাহাদিগের মধ্যে একজন নন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল "নন্দলাল কোথায় বলিতে পার?" নন্দলাল একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল "আমিই

নন্দলাল।” তখন সে ব্যক্তি সত্যাসত্য বিচারের অপেক্ষা না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল “এই যে নন্দলাল, নন্দলাল এইখানে।” জনসঙ্ঘ বিদ্যুদ্বেগে এই সংবাদ প্রাসাদের দিকে প্রেরণ করিল। গর্গদেব নন্দলালকে পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া তোরণ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, নাগরিকগণ সসম্ভ্রমে পথ মুক্ত করিয়া দিল। তিনি নন্দলালের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমিই কি নন্দলাল?” নন্দলাল মহামন্ত্রীকে চিনিত, সে প্রণাম করিয়া কহিল “আজ্ঞা হাঁ।” “তুমিই কি মহারাজের সংবাদ লইয়া আসিয়াছ?” “হাঁ।” “তুমি মহারাজের সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলে নয়?” “হাঁ।” “তাহার পর কি হইল?” “ঢোল-সমুদ্রে ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল, এক বণিক তাঁহার নৌকায় মহারাজকে, যুবরাজকে ও আমাকে আশ্রয় দিয়া আমাদিগকে সপ্তগ্রামে পৌছাইয়া দিয়াছে।” “মহারাজ কি তোমাকে সংবাদ দিতে পাঠাইয়াছেন?” “না; সপ্তগ্রামে আসিয়া মহারাজ আমাকে একটি অশ্ব কিনিয়া দিয়াছিলেন। সেই অশ্বে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছিলাম। কিন্তু জনতার মধ্যে তাঁহাদিগের সঙ্গছাড়া হইয়া আর তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া পাই নাই। আমি মনে করিলাম যে মহারাজ হয়ত আমার আগেই চলিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য আমিও বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম।” “মহারাজ কোন্ পথে আসিবেন কিছু বলিয়াছিলেন কি?” “তিনি বলিয়াছিলেন যে রাঢ়ের পুরাতন রাজপথ দিয়া গৌড়ে ফিরিবেন।” “তুমি কোন্ পথে আসিয়াছ?”

"আমি কিয়দ্দূর ভাগীরথীর পশ্চিমতীর ধরিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পরে এক বণিক, জলদস্যুর ভয়ে আমাকে তাহার নৌকা রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহার নৌকায় রাঢ়ের উত্তর-সীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছি। শেষের বিশক্রোশ ঘোড়ায় আসিয়াছি।" "পথে মহারাজের কোন সংবাদ পাও নাই।" "না।" "তুমি আমার সহিত অন্তঃপুরে আইস। ও-হে, তোমরা কেহ ইহার ঘোড়াটা ধরিয়া রাখ।"

এক সঙ্গে দশজন নাগরিক অশ্বের বল্গা গ্রহণ করিল। নন্দলাল গর্গদেবের সহিত প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মহারাণী তখনও লোকনাথের মন্দিরের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গর্গদেব নন্দলালকে সেইস্থানে লইয়া আসিলেন। নন্দলাল তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া শুনাইল, এবং প্রসাদস্বরূপ হীরকমণ্ডিত স্বর্ণবলয় পুরস্কার পাইল। তাহা দেখিয়া পুরুষোত্তম বলিয়া উঠিল "আর আমি?" গর্গদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আবার কি?" "আমি যে সর্ব্বপ্রথমে সংবাদ দিয়াছি।" "আপনি কি চান?" "নন্দলালের ন্যায় স্বর্ণ বলয়।" মহারাণী বাক্যব্যয় না করিয়া অপর হস্তের বলয় খুলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন, পৌরজন জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মহারাণী গর্গদেবকে কহিলেন, "দেব, মহারাজের অনুসন্ধানে কাহাকে প্রেরণ করিবেন? আপনি কিম্বা বাক্পাল যেন নগর পরিত্যাগ করিবেন না।" "দেবি, আমি ভাগীরথীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে এবং জলপথে মহারাজের সন্ধানে লোক প্রেরণ করিতেছি।" গর্গদেব

বিদায় হইলে, মহারাণী পুরুষোত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, অদ্য কি আহার করিবেন?" "দধি, চিপিটক এবং শর্করা, অভাবে মধু, ইহাই প্রশস্ত ফলাহার।" মহারাণী প্রস্থান করিলে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর, আজ ফলাহার করিবে কি? আজ যে তোমার একাদশী?" ব্রাহ্মণ কহিল, "শকুন্তলে, ... না। এ মাসে আবার দুইবার করিয়া একাদশী হইবে। ... মহারাজ ফিরিয়া আসিতেছেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গহন কাননে।

কল্যাণীদেবীকে স্কন্ধে লইয়া যুবরাজ ধর্ম্মপাল যখন বাতায়ন-পথে লম্ফ প্রদান করিলেন, তখনও অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে। দুর্গপ্রাকারের নিম্নে পরিখার জল শুকাইয়া ভূমি কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার দেহে আঘাত লাগিল না। তিনি অনুভবে বুঝিলেন যে ভয়ে কল্যাণীদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। ধীরে ধীরে স্কন্ধ হইতে কুমারীর দেহ ভূমিতে নামাইয়া রাখিয়া ধর্ম্মপাল ক্ষিপ্রহস্তে বর্ম্মের বন্ধনী খুলিয়া শিরস্ত্রাণ, অঙ্গরক্ষ, জানুত্র প্রভৃতি বর্ম্মের অংশগুলি খুলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর পরিখার জল লইয়া

কল্যাণীর জ্ঞান সঞ্চারণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কুমারীর চৈতন্য হইল না দেখিয়া পুনরায় তাঁহার দেহ স্কন্ধে লইয়া জলে নামিলেন। নিকটে দুই একখানি কাষ্ঠখণ্ড ভাসিতেছিল, তাহার কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করিয়া পরিখার পারে আসিলেন। বেণুকুঞ্জের অন্তরালে তিনটি অশ্ব লইয়া একজন পরিচারক দাঁড়াইয়া ছিল, ধর্ম্মপাল তাহার নিকট হইতে একটি অশ্ব লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন ও মূর্চ্ছিতা কল্যাণীদেবীর দেহ লইয়া অশ্ব চালাইয়া দিলেন।

চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, পথ নাই বা পথ চিনিবার উপায় নাই। ধর্ম্মপালদেব নিরুপায় হইয়া অশ্বের বল্গা শ্লথ করিয়া দিলেন, অশ্ব ইচ্ছামত চলিতে লাগিল। গোকর্ণ ছাড়িয়া এক ক্রোশ অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই রজনী শেষ হইয়া গেল। উষালোকে ধর্ম্মপাল দেখিতে পাইলেন যে অশ্বটি ভাগীরথীর পুরাতন খাদের পার্শ্ব দিয়া চলিতেছে। প্রভাতের শীতল বায়ু মস্তকে লাগিয়া কল্যাণীদেবীর চৈতন্য হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" ধর্ম্মপালের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন "দেবি, আপনার ভয় নাই, আমি ধর্ম্মপাল।" কল্যাণীদেবীর চক্ষুর্দ্বয় পুনরায় মুদ্রিত হইল, তিনি মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। ধর্ম্মপালদেব অশ্বের মুখ ফিরাইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সূর্য্যোদয়ের সময়ে একটি জনমানবশূন্য গ্রামের সীমায় উপস্থিত হইলেন। গ্রামের বহির্দ্দেশে একটি বিশাল দীর্ঘিকা;

তাহা কুমুদবনে পরিপূর্ণ; দীর্ঘিকার চারিদিকে চারিটি পুরাতন ঘাট, তাহা ব্যবহার অভাবে শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মপালদেব অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কল্যাণী-দেবীকে নামাইয়া লইলেন। দীর্ঘিকায় অশ্বকে জলপান করাইয়া তাহাকে তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিলেন। কল্যাণীদেবী দীর্ঘিকায় হস্তমুখ ধৌত করিয়া আসিলেন। ধর্ম্মপাল-দেব জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবি, আমি গ্রামে আশ্রয়ের সন্ধানে যাইব কি? আপনি একা থাকিতে পারিবেন?" কল্যাণী উত্তর না দিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। ধর্ম্মপাল কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি যাইব কি?" অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে অস্ফুটস্বরে উত্তর হইল "না।"

বেলা বাড়িয়া গেল, তথাপি দীর্ঘিকায় কোন কুলাঙ্গনা কলসকক্ষে জল লইতে আসিল না, রাখাল গো মহিষের পাল লইয়া মাঠে চারণ করিতে গেল না। ধর্ম্মপালদেব ঘাটের উপরে শ্যামল তৃণশয্যায় বসিয়া রহিলেন। ঘাটের পার্শ্বে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে কল্যাণীদেবী বসিয়া ছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে কল্যাণীদেবী বৃক্ষতলে শুষ্ক পত্ররাশির উপরে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। বহুক্ষণ অনাহার হেতু তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, তিনি কল্যাণীদেবীকে নিদ্রিতা দেখিয়া অতি সন্তর্পণে উঠিয়া আহা-রান্বেষণে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে গ্রামে মনুষ্যাভাব। বোধ হয়

অতি অল্পদিন পূর্ব্বে অধিবাসিগণ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে কারণ মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি তখনও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নাই। তৃণাচ্ছাদিত গৃহগুলি অগ্নিদাহে বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু ইষ্টকনির্ম্মিত কয়েকটি গৃহের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই ধৰ্ম্মপাল একটি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে দুই একটি নরকঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, কিন্তু কক্ষান্তরে মনুষ্যের আহারোপযোগী সমস্ত দ্রব্যই সঞ্চিত আছে কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করে নাই। অঙ্গনে দুই তিনটি কদলী বৃক্ষ আছে, তাহারা সুপক্ব ফলভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি গৃহ হইতে একটি মৃৎভাণ্ডে তণ্ডুল ও লবণ এবং বৃক্ষ হইতে এক ভার কদলী লইয়া দীর্ঘিকার দিকে ফিরিলেন ঘাটের নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে কল্যাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু ভীতিবিহ্বলা কুমারী কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অশ্বত্থতলে দাঁড়াইয়া আছেন। ধৰ্ম্মপাল তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দূর হইতে ডাকিয়া কহিলেন "ভয় নাই, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।" ধৰ্ম্মপাল নিকটে আসিলে কল্যাণীদেবী অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন, তাহা দেখিয়া ধৰ্ম্মপাল কহিলেন "দেবি, আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে আপনার লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমার সহিত কথা কহিতে হইবে, নতুবা বড়ই অসুবিধা হইবে।" কল্যাণী কোন কথা না কহিয়া মস্তক অবনত করিলেন। ধৰ্ম্মপাল পুনরায় কহিলেন "আমি একটা হাঁড়ি ও কিছু চাউল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। আপনার কোন ভয় নাই

আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আনি।” কল্যাণী মস্তক তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন “আপনি আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না, আমার বড় ভয় হয়।” ধৰ্ম্মপাল দেখিলেন, আকর্ণবিশ্রান্ত সুন্দর নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তিনি কহিলেন “ভয় কি? আমি শীঘ্র আসিব।” কল্যাণী তথাপি বলিলেন “না, আপনি যাইবেন না।”

ধৰ্ম্মপাল নিরুপায় হইয়া ভূমিতে উপবেশন করিলেন এবং কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “রাত্রি হইতে আহার হয় নাই, দিবসেও কি উপবাস করিবেন?” কল্যাণীদেবী কোন উত্তর দিলেন না। ধৰ্ম্মপালদেব দীর্ঘিকা হইতে দুইটি পদ্মপত্র সংগ্রহ করিয়া কদলীগুলি দুইভাগ করিয়া রাখিলেন এবং তাহার এক ভাগ কল্যাণীর সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে খাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি লজ্জায় অবগুণ্ঠন টানিয়া ফিরিয়া বসিলেন। ধৰ্ম্মপাল তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন “তবে আমি অন্তরালে যাই?” তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল “না।” “আমি থাকিলে আপনি বোধ হয় আহার করিবেন না?” উত্তর নাই। ধৰ্ম্মপাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন “তবে আমি অন্তরালেই যাই।” একখানি সুগোল চম্পকবর্ণ হস্ত বস্ত্রের আবরণ হইতে বাহির হইয়া পদ্মপত্রের উপরে পতিত হইল। ধৰ্ম্মপাল তাহা দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু হস্ত আর উঠিল না, পাত্রের উপরে পড়িয়াই রহিল। তাহা দেখিয়া ধৰ্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি খাইতেছেন কৈ? আমি তবে যাই।” একটি

কদলী চম্পককলিকা সদৃশ অঙ্গুলিগুলি কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বস্ত্রাবরণের মধ্যে প্রবেশ করিল। ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে একটি কদলী যথাস্থানে গিয়াছে বটে কিন্তু আর যাইতেছে না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ, কি হইল?" অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে উত্তর হইল "আমার ক্ষুধা নাই।" "ক্ষুধা নিশ্চয়ই আছে, আপনি যদি আহার না করেন তাহা হইলে আমি চলিয়া ।" আর একটি কদলী বস্ত্রাভ্যন্তরে অদৃশ্য হইল। এইরূপে ধর্ম্মপালদেবের বহুচেষ্টায় কল্যাণীদেবী কিছু আহার করিলেন, কিন্তু তাহা যৎসামান্য। ধর্ম্মপাল স্বয়ং কতকগুলি কদলী ভক্ষণ করিয়া বিশ্রামার্থ অশ্বত্থতলে শয়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িয়া উঠিল, ক্রমে ধর্ম্মপালদেবের নিদ্রাকর্ষণ হইল, তিনি বৃক্ষের ছায়ায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া কল্যাণীদেবীর মনে ভয় হইল। তিনি ধর্ম্মপালের পৃষ্ঠের নিকটে আসিয়া বসিলেন। ক্রমে বৃক্ষের ছায়াতেও উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল, কল্যাণীদেবীর পুনরায় নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল ও ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তক ঢুলিয়া পড়িল, অবশেষে তিনিও ধর্ম্মপালেদেবের পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

দিবসের তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, তথাপি ক্লান্ত পথশ্রান্ত পান্থযুগলের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। জনশূন্য গ্রামের নির্জ্জন তৃণমণ্ডিত পথে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল, তথাপি যুবক-যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। অল্পক্ষণ পরেই যোদ্ধৃবেশধারী দুইজন মনুষ্য গ্রাম্যপথ অবলম্বন করিয়া ঘাটের নিকটে আসিয়া উপস্থিত

হইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন কহিল "ভাই, এই ত গ্রামের শেষ দেখিতেছি, কিন্তু মানুষের ত চিহ্নও দেখিলাম না।" দ্বিতীয় সৈনিক বলিল "তাই ত, ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইতেছে।" "আহারের ত কোন আয়োজনই দেখিতেছি না।" "ঘরগুলার ভিতরে কিছু পাওয়া যায় কি না একবার দেখিলে হইত না?" "তোর বুদ্ধিটি হস্তীর মত সূক্ষ্ম। যাহারা ঘর জালাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহারা তোর জন্য পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে আর কি?" "কোঠা বাড়ীও ত দুই একটা আছে।" "তোর ইচ্ছা হয় তুই যা ভাই, আমি আর যাইতে পারিতেছি না, এই অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় একটু বসি—ওরে!"

সৈনিক বৃক্ষতলে ধর্ম্মপাল ও কল্যাণীদেবীকে দেখিতে পাইয়া দশহাত পিছু হটিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া দ্বিতীয় সৈনিক ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কিরে, বাঘ না কি?" সৈনিক ওষ্ঠে অঙ্গুলিস্থাপন করিয়া তাহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিল এবং অতি ধীরে কহিল "গাছের তলায় বোধ হয় দুইটা মানুষ আছে।" তাহার সঙ্গী তাহার কথা শুনিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল, উভয়ে অশ্বত্থতল হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। দ্বিতীয় সৈনিক বলিল "তোকে ত তখনই বলিয়াছিলাম যে ভূতের দেশে বনে ঢুকিয়া কাজ নাই।" "বনে না ঢুকিলে যে না খাইয়া মরিতে হইত।" 'বনে ঢুকিয়া ত শুধু হাওয়া খাইতেছি।" "দেখ্ ভাই, দূর হইতে উহাদিগকে দেখিয়া আয়"—"তোর কথা শুনিয়া আমি কাঁচা

মাথাটা দিই আর কি! উহারা কখনই জীবন্ত মানুষ নহে।” “তোর যদি এত ভয় তাহা হইলে যুদ্ধ করিবি কি করিয়া?” “জীয়ন্ত মানুষ হইলে যুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার কর্ম্ম নহে।” “তবে আমি গিয়া দেখিয়া আসি, তুই এখানে দাঁড়াইয়া থাক্।” “ভাই, আমিও তোর সঙ্গে যাইব।” “কেন?” “যদি ভূত আসে তাহা হইলে দুইজনেরই ঘাড় ভাঙ্গিবে।” “তবে আয়।”

উভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। ধৰ্ম্মপাল ও কল্যাণী তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূত, ক্ষীণ পদ-শব্দে কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না। সৈনিকদ্বয় অগ্রসর হইয়া দেখিল যে ঘাটের উপরে একটি মৃৎভাণ্ড রহিয়াছে। প্রথম সৈনিক অতি সন্তর্পণে উঠাইয়া লইয়া দেখিল যে উহা তণ্ডুলে পরিপূর্ণ এবং আনন্দে অধীর হইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ সঙ্গীকে দেখাইল। দ্বিতীয় সৈনিক বাক্যব্যয় না করিয়া তাহার এক-মুষ্টি বদনে নিক্ষেপ করিল। তাহা দেখিয়া তাহার সঙ্গী ভ্রুকুটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “খাইলি যে?” উত্তর হইল “ভৌতিক কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি।” প্রথম সৈনিক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল “সেনাপতির দুইদিন আহার হয় নাই স্মরণ আছে?” তাহার সঙ্গী বলিল “আপনি বাঁচিলে বাপের নাম।” প্রথম সৈনিক ভাণ্ডটি লইয়া অশ্বত্থবৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, যাহারা শয়ন করিয়া আছে তাহারা জীবিত বটে মৃত নহে, কারণ উভয়েরই নিশ্বাস বহিতেছে। সে নিকটে সরিয়া গিয়া

দেখিল যে ঘাটের প্রথম সোপানের উপরে পদ্মপত্রে একরাশি পক্ক কদলী রহিয়াছে। দেখিয়া সে আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাটের কতকটা স্থানে তৃণ জন্মায় নাই, সেই স্থানে কতকগুলি কদলীর ত্বক্ পড়িয়াছিল। সৈনিক তাহার উপর পদার্পণ করিবামাত্র পা পিছলাইয়া ধরাশায়ী হইল। পতনশব্দে ধর্ম্মপাল ও কল্যাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহা দেখিয়া দ্বিতীয় সৈনিক "বাবারে" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সৈনিক উঠিবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মপাল তাহার গলদেশে অসি সংলগ্ন করিয়া কহিলেন "সাবধান, উঠিও না, উঠিলেই মরিবে।" সৈনিক অগত্যা মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে, যদি সত্য বল তাহা হইলে মারিব না।" সৈনিক কহিল "আমি গৌড়রাজ গোপালদেবের সেনাদলভুক্ত পদাতিক।" ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে?" সৈনিক ভাবিল যে তিনি তাহার কথায় অবিশ্বাস করিতেছেন, সে কহিল "প্রভু, আমি সত্য বলিতেছি, আমি গৌড়বাসী এবং গৌড়রাজ গোপালদেবের সেনা।" ধর্ম্মপাল তাহার স্কন্ধ হইতে অসি উঠাইয়া লইয়া কহিলেন "তুমি উঠিয়া বস।" সৈনিক উঠিয়া বসিয়া কহিল "প্রভু, আমি মিথ্যা বলি নাই, দেখুন আমার শূলের ফলকে ও অসিতে ধর্ম্মচক্র অঙ্কিত আছে, ইহা গৌড়রাজবংশের লাঞ্ছন।" ধর্ম্মপাল শূল-ফলক ও অসি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন "তোমরা কোথায় যাইতেছিলে?" "আমরা প্রভুর অন্বেষণে গৌড় হইতে সপ্তগ্রামে যাইতেছি। আমাদিগের দলে তিনশত অশ্বারোহী ও দুইশত পদাতিক আছে। রাঢ়দেশ এমন জনশূন্য হইয়াছে যে কোন স্থানে আহার মিলে না, সেই জন্য সেনাপতি দলে দলে পদাতিক সেনা আহার্য্যের অন্বেষণে প্রেরণ করিয়াছেন।" "তোমাদিগের সেনাপতি কে?" "অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ প্রভুদত্ত, আমাদিগের অধ্যক্ষ বিমলনন্দী।" "তাঁহারা কতদূরে আছেন?" "প্রাচীন রাজপথের নিকটে।" "তুমি ভাল করিয়া দেখ, আমাকে চিনিতে পার?"

সৈনিক যখন পড়িয়া যায়, তখন ভাণ্ডটি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তণ্ডুলগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষুধার্ত্ত সৈনিক তাহার এক মুষ্টি কুড়াইয়া লইয়া এই অবসরে মুখে ফেলিয়া দিল। ধর্ম্মপাল তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে?" সৈনিক উত্তর করিল "প্রভু, দুইদিন আহার হয় নাই।" "চাউল খাইতেছ কেন? কদলী খাইবে?" সৈনিক আনন্দে হাসিয়া ফেলিল। ধর্ম্মপাল কদলী সহিত পদ্মপত্রটি সৈনিকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে এক নিমিষে কদলীগুলি ভক্ষণ করিয়া ফেলিল এবং দীর্ঘিকা হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিয়া আসিল। তখন ধর্ম্মপালদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ কি?" সৈনিক উত্তর না দিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ধর্ম্মপাল

কোষ হইতে দীর্ঘ অসি বাহির করিয়া তাহার ফলক সৈনিকের হস্তে স্থাপন করিলেন। রজতশুভ্র খড়্গগাত্রে হৈমরেখায় ষড়্-ভূজ ধর্ম্মচক্র অঙ্কিত ছিল, সৈনিক তাহা দেখিয়া নিজের অসি মস্তকে স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল এবং কহিল "প্রভু, আপনি নিশ্চয়ই একজন গৌড়ীয় মহাসামন্ত, কিন্তু আমি আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না।" ধর্ম্মপাল মস্তকের উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিলেন, দীর্ঘ কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি তাঁহার পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এইবার দেখ দেখি।" সৈনিক অসি ফেলিয়া দিয়া নতজানু হইয়া করজোড়ে কহিল "দেব, এইবারে চিনিয়াছি, আপনি মহাকুমার যুবরাজ ধর্ম্মপালদেব। আমরা আপনার ও মহারাজের সন্ধানেই আসিয়াছি।" "তুমি শীঘ্র আমাকে বিমলনন্দীর নিকটে লইয়া চল, মহারাজের বড় বিপদ্।" "মহারাজ কোথায়?" "তিনি গোকর্ণ-দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া দস্যুহস্তে বন্দী হইয়াছেন।" সৈনিক গাত্রোত্থান করিয়া কহিল "আসুন, কিন্তু মহাদেবী যাইবেন কি করিয়া?" ধর্ম্মপাল কল্যাণীর মহাদেবী আখ্যা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন কিন্তু বলিলেন "মহাদেবীকে অশ্বে উঠাইয়া আমি হাঁটিয়া যাইব।" "রাজপুত্রবধূ কি অশ্বে যাইতে পারিবেন?" "পারিবেন।"

ধর্ম্মপাল ও সৈনিকের শেষ কথা শুনিয়া কল্যাণীদেবীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। অশ্বটি দীর্ঘিকার পাড়ে চরিয়া বেড়াইতেছিল, ধর্ম্মপাল তাহাকে

ধরিয়া আনিয়া কল্যাণীকে আসনে স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং পদব্রজে অশ্বের বল্গা ধরিয়া চলিলেন। সৈনিক অগ্রসর হইয়া পথ দেখাইয়া চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ.

পুনর্ম্মিলনে।

গৌড়সপ্তগ্রামের রাজপথ জনশূন্য,—সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়, পথের উভয়পার্শ্বে বন হইতে অসংখ্য ঝিল্লীরব নীরব নির্জ্জন প্রদেশটিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। বন হইতে একজন মনুষ্য বাহির হইয়া একবার চারিদিক দেখিল এবং পরক্ষণেই পুনরায় বনের মধ্যে লুকাইল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই কয়েকজন অশ্বারোহী রাজপথ অবলম্বন করিয়া সেই দিকে আসিল। তাহারা সেইস্থানে আসিবামাত্র দলে দলে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহির হইয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। আগন্তুকগণের নিকট অস্ত্র থাকিলেও তাহারা বিনাযুদ্ধে বন্দী হইল। অশ্বারোহী ও পদাতিকের দল তাহাদিগকে লইয়া পুনরায় বনে প্রবেশ করিল। বনমধ্যে বস্ত্রাবাসের সম্মুখে কাষ্ঠাসনে বসিয়া একজন প্রৌঢ় অপর কয়েকজনের সহিত কথালাপ করিতেছিল, সৈনিক বন্দী-পঞ্চককে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। প্রৌঢ়ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে? কোথায় যাইতে-

ছিলে?" বন্দীপঞ্চক সমস্বরে উত্তর করিল "আমরা নারায়ণী সেনা।" প্রৌঢ়ব্যক্তি তাহা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "বাপুহে, দ্বাপরের শেষে ত নারায়ণী সেনা শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আবার নারায়ণী সেনা আসিল কোথা হইতে? সে যাহা হউক, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ এবং কোথায় যাইতেছ?" বন্দীগণের মধ্যে একজন উত্তর করিল "আমরা সচরাচর কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিই না, কিন্তু এখন আমরা বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, যদি সত্য কথা বলিলে ছাড়িয়া দাও তবে বলিতে পারি।" "ভাল, ছাড়িয়া দিব।" "আমরা গৌড়েশ্বর গোপালদেবের আদেশে যুবরাজ ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মপালের সন্ধানে গিয়াছিলাম।"

প্রৌঢ়ব্যক্তি বন্দীর কথা শুনিয়া একলম্ফে কাষ্ঠাসন পরিত্যাগ করিয়া বন্দীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে পুনরায় বল।" বন্দী যাহা বলিয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তি করিল। প্রৌঢ়ব্যক্তি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ কোথায়?" "গোকর্ণদুর্গে।" "গোকর্ণদুর্গে? তোমাদিগের মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি যে তোমরা মিথ্যা বলিতেছ না। ইহাদিগের বন্ধন মুক্ত কর।" "অমৃতানন্দ কখনও মিথ্যা কহে না, এখন আমরা যাইতে পারি কি?" "অপেক্ষা করুন, আমরা গৌড় হইতে মহারাজ গোপালদেবের সন্ধানে আসিয়াছি, আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলুন। এই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগের দুইদিন আহার মিলে

নাই, আমাদিগকে কিছু আহার্য্য দিতে পারেন?" "আহার্য্য মিলা কঠিন, গোকর্ণে অথবা গোবর্দ্ধনে না পৌছিলে মিলিবার উপায় নাই।" অমৃতানন্দকে দেখিয়া প্রৌঢ়ের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু তাহা নিবিয়া গেল। তিনি কাষ্ঠাসনের উপরে বসিয়া পড়িলেন। অমৃতানন্দ কহিলেন "এখানে বিলম্ব করিয়া ফল কি?" "দলে দলে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা আহার্য্যের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে, তাঁহারা ফিরিয়া না আসিলে যাইব কি করিয়া?" "তবে আমরা চলিয়া যাই, আমাদিগের একজনকে এইখানে রাখিয়া যাইতেছি, সে আপনাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।" "উত্তম।"

তিনজন সহচর লইয়া অমৃতানন্দ গোকর্ণদুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার সময় চারিদিক্ হইতে গৌড়ীয় সেনা ফিরিয়া আসিতে লাগিল. কেহ দুইটী বার্ত্তাকু, কেহ একটি অলাবু, কেহ বা কতকগুলি কচু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। সৈনিকগণ স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তাহা রন্ধন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রজনীর প্রথমদণ্ড অতীত হইলে, একজন সেনা আসিয়া সংবাদ দিল যে দুইজন সেনা একটি রমণীকে লইয়া আসিতেছে। প্রৌঢ়ব্যক্তি আদেশ করিলেন "তাহাদিগকে এইস্থানে লইয়া আইস।" অনতিবিলম্বে ধর্ম্মপালদেব, সৈনিক ও কল্যাণীর সহিত সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপাল জনৈক সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে কে আছেন?" সৈনিক উত্তর করিল "সেনা-

নায়ক প্রভুদত্ত।” ধর্ম্মপাল অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন “প্রভুদত্ত!” প্রৌঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন “কে?” উত্তর হইল “আমি, ধর্ম্মপাল।” প্রভুদত্ত ব্যগ্রভাবে ছুটিয়া গিয়া ধর্ম্মপালের স্কন্ধ ধারণ করিলেন, একবার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পর তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে বাঁধিয়া ফেলিলেন। প্রথম সম্ভাষণ শেষ হইলে, প্রভুদত্ত ধর্ম্মপালকে বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া কহিলেন “ভুলিয়া গিয়াছি ধর্ম্ম, তুমি এখন আর শিশু নও, তুমি এখন যুবরাজ, তোমাকে যথারীতি অভিবাদন করিতে হইবে।” “পাগলের মত বকিও না। তোমার বস্ত্রাবাসে একটি অতিথি আনিয়াছি।” “কে? শুনিলাম তোমাদিগের সহিত একটি রমণী আসিতেছেন।”

যে সৈনিক ধর্ম্মপালকে শিবিরে আনিয়াছিল সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল “নায়ক, ইনি রাজপুত্রবধূ।” প্রভুদত্ত সৈনিকের কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন “ধর্ম্ম, বিবাহের সময়ে বুড়াকে নিমন্ত্রণটাও করিলে না?” ধর্ম্মপাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন প্রভুদত্ত পুনরায় কহিলেন “দাঁড়াইয়া থাকিও না, মহাদেবী কোথায়? তাঁহাকে লইয়া আইস।” ধর্ম্মপাল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কল্যাণী-দেবীকে ভূমিতে নামাইয়া দিলেন। প্রভুদত্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন “দেবি, আমি আপনার ভৃত্য, আপনার শ্বশুরকুলের বহুদিনের পরিচারক। এখানে আপনার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করি এমন শক্তি আমার নাই। আপনি

বোধ হয় পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন, এই বস্ত্রাবাসের মধ্যে বিশ্রাম করুন।” ধর্ম্মপাল কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন “প্রভু, কি করিতেছ? পাগলের মত যাহা-তাহা কি বলিতেছ?” প্রভুদত্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং ধর্ম্মপালদেবকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন “দেখ্ ধর্ম্ম, তুই যুবরাজই হ’স্ আর যাহাই হ’স্, আমার নিকট সেই ধর্ম্মই আছিস্। আমাকে এই জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে তোর বধূর মুখ দর্শন করিতে হইল, এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না।” তাহার পর কল্যাণী-দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “দেবি, আমাদিগের সহিত রমণী নাই, পরিচর্য্যা অভাবে আপনার বড়ই ক্লেশ হইবে। আপনি বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করুন, যুবরাজ আপনাকে বস্ত্রাদি দিয়া আসিবেন।” কল্যাণী বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন।

শিবিরের সম্মুখে কাষ্ঠাসনে বসিয়া ধর্ম্মপাল প্রভুদত্তের সহিত কথালাপে মগ্ন হইলেন। ধর্ম্মপাল বলিলেন যে, নারায়ণ যখন প্রায় দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন তিনি কল্যাণী-দেবীকে লইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পিতার যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা তিনি অবগত নহেন। প্রভুদত্ত কহিলেন “এই মাত্র একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া গেলেন যে মহারাজ গোকর্ণদুর্গে আছেন, কিন্তু তিনি ত কোন বিপদের কথা বলিলেন না?” “সে সন্ন্যাসীর নাম কি?” “অমৃতানন্দ। আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তিনি তাঁহাদিগের দলের একজন সেনা রাখিয়া

গিয়াছেন।” “সে ব্যক্তি কোথায়?” প্রভুদত্তের আদেশে একজন গৌড়ীয় সৈনিক অমৃতানন্দের অনুচরকে ডাকিতে গেল। ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন “শুনিলাম, তোমার সহিত বিমলনন্দী আসিয়াছে।” “হাঁ। তোমাকে কে বলিল?” “যে সৈনিক আমাদিগকে লইয়া আসিয়াছে সেই বলিয়াছে। নন্দী কোথায়?” “সে জঠরজ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া শিকারে গিয়াছে।” “উত্তম, তাহা হইলে কিছু আহার মিলিবে।” “তোমাদেরও কি আমাদিগের দশা?” “কল্য মধ্যাহ্নে অন্ন জুটিয়াছিল; অদ্য প্রাতে চাউল, লবণ ও হাঁড়ি পাইয়াছিলাম। কিন্তু কাষ্ঠের অভাবে অন্ন জুটে নাই।” “বনে কি কাষ্ঠ খুঁজিয়া পাইলে না?” “না —তাহা নহে, দেবী বলিলেন যে তিনি একাকী থাকিতে পারিবেন না।” “যুগলে গেলে না কেন?” “তোমার সকল কথাতেই বিদ্রূপ। সত্য বলিতেছি, কল্যাণীদেবীর সহিত আমার বিবাহ হয় নাই, কল্য রাত্রিতে গোকর্ণের দুর্গস্বামিনী আমাকে দেবীর রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন মাত্র।” “ভায়া হে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই বিবাহই যথেষ্ট। দুর্গস্বামিনী কন্যার ভার সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা হইলেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া গিয়াছে।” “যাও, তুমি বড় দুষ্ট।” “মনের গোপন কথাটি বাহির করিয়া বলিলেই লোকে দুষ্ট হয়। যাহা করিয়াছ ভালই করিয়াছ। মহারাণীর নিকট বধূসমেত পুত্র উপস্থিত করিতে পারিলে রত্ন উপহার পাইব। ধর্ম্ম, কোথায় চাউল পাইয়াছিলে বলিতেছিলে? সেখানে কত চাউল আছে?” “অনেক।” “সে স্থান এখান

হইতে কতদূর ?" "তিন চারি ক্রোশ হইবে।" "কোন্ দিকে ?" "ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় উত্তরপশ্চিম।"

প্রভুদত্ত একজন সৈনিককে ডাকিয়া যুবরাজের পথ-প্রদর্শককে সেইস্থানে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সৈনিক আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যে স্থানে যুবরাজকে দেখিতে পাইয়াছিলে, তাহা এখান হইতে কতদূর হইবে ?" "প্রায় তিন ক্রোশ।" "রাত্রিতে পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে ?" "হাঁ।" "তোমরা একজন সেই সন্ন্যাসীর অনুচরকে ডাকিয়া আনিতে পার ?" ইতিমধ্যে অমৃতানন্দের অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভুদত্তের আদেশে সৈনিক তাহাকে জনশূন্য গ্রামের কথা বলিলে সে বলিল যে সেই পথেই গোকর্ণ যাইতে হইবে। তাহা শুনিয়া প্রভুদত্ত কহিলেন "ধর্ম্ম, নন্দী ফিরিলেই আমরা যাত্রা করিব। অদ্য আহার না পাইলে সৈন্যগণ পথ চলিতে পারিবে না। মহারাজের সন্ধান পাইয়া আর বিলম্ব করাও উচিত নহে; আরও দুইদল তাঁহার সন্ধানে ফিরিতেছে।" "নন্দিপুত্র কি লইয়া আসে দেখা যাউক।" অবিলম্বে একজন সৈনিক সংবাদ দিল যে বিমলনন্দী দুইটি বৃহৎ মহিষ মারিয়া লইয়া আসিতেছেন। তাহা শুনিয়া ধর্ম্মপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, বৌদ্ধ কি মহিষ-মাংস খায় ?" "বৌদ্ধের কথা আর বলিও না ভাই, স্বয়ং বুদ্ধদেব বুড়া বয়সে শূকর-মাংস খাইয়া মরিয়াছিলেন।"

বিমলনন্দী পথেই যুবরাজের আগমনসংবাদ শুনিয়াছিলেন।

তিনি আসিয়া যুবরাজকে অভিবাদন করিলেন। তিনজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে তখনই গোকর্ণাভিমুখে যাত্রা করা বিধেয়। গৌড়ীয় সেনাদল দ্বিপ্রহর রজনীতে স্কন্ধাবার উঠাইয়া যাত্রা করিলেন। পরদিন প্রভাতে জনশূন্য গ্রামে পৌঁছিয়া ক্ষুধার্ত্ত সৈন্যগণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আহার করিয়া বাঁচিল। আহার করিয়া উঠিয়া তাহারা রাজপুত্রবধূর জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিয়া দিল, কারণ তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, শিবিরে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হওয়ায় তাহাদিগের অন্ন জুটিয়াছে, নতুবা কখনই জুটিত না।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিচার ও দণ্ড।

দুই দিনের মধ্যে ধর্ম্মপালদেবের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যাহারা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গিয়াছিল, তাহাদিগের অনেকেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু অমৃতানন্দ তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। প্রভাতে দুর্গদ্বারের সম্মুখে বৃক্ষতলে গোপালদেব, সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ, উদ্ধবঘোষ ও কমলসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন। গোপালদেব চিন্তাকুল, অপর সকলেই বিষণ্ণ। কিয়ৎক্ষণ পরে গোপালদেব কহিলেন "প্রভু, আর কতদিন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব।

পর্ম্ম নাই। সে জীবিত থাকিলে ফিরিয়া আসিত, না হয় সংবাদ দিত।” সন্ন্যাসী কহিলেন “মহারাজ! আর এক দিন অপেক্ষা করুন, অমৃত ফিরিয়া আসুক।” গোপালদেব অত্যন্ত হতাশ-ভাবে কহিলেন “তবে তাহাই হউক।” এবং পরক্ষণেই গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তাহা দেখিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন “মহারাজ! একটি কার্য্য স্থগিত রাখা উচিত হইতেছে না।” গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন “কি?” “নারায়ণ ঘোষের বিচার।” “কিসের বিচার প্রভু? কেমন করিয়া বিচার হইবে?” “এই অরাজকদেশে রাজশক্তি অবসন্ন দেখিয়া দুর্ব্বৃত্ত ভূস্বামিগণ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে তাহার ফল স্বচক্ষে বার বার দেখিয়াছেন। দুরাচার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমরা সুযোগ পাইলেই ইহাদিগকে দণ্ড দিয়া থাকি। অপরাধীর সমপদস্থ দুই তিনজন ভূস্বামী বিচার করিয়া থাকেন এবং সাধারণের সমক্ষে দণ্ডবিধান হইয়া থাকে। নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও দেশে শান্তি-স্থাপন করিতে পারি নাই। দক্ষিণে ঢেক্করীয়রাজ ও উত্তরে বনবাসী বর্ব্বরজাতি অপরাধিগণকে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করে। বিলম্ব হইলে নূতন বিপদ আসিতে পারে, অতএব অনুমতি করুন অদ্যই বিচার হউক।” “আমার অনুমতির কি আবশ্যক প্রভু? আমি অতিথি মাত্র।” “মহারাজ, আপনি একজন প্রধান সাক্ষী।” “দেব, যাহা দেখিয়াছি তাহা বিচারকের সম্মুখে জানাইব।”

সন্ন্যাসীর আদেশে গঙ্গাতীরে অশ্বত্থবৃক্ষতলে আসন বিস্তীর্ণ

হইল। কমলসিংহ, বিশ্বানন্দ ও উদ্ধবঘোষ তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে দ্বিতীয় আসনে গোপালদেব উপবেশন করিলেন। কয়েকজন সেনা দুর্গমধ্য হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ নারায়ণ ঘোষকে লইয়া আসিল। বন্দী আসিলে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নারায়ণ, আমরা তোমার বিচার করিব। তুমি শপথ কর মিথ্যা কহিবে না।" নারায়ণঘোষ বিকট হাস্য করিয়া কহিল, "তুই বিচার করিবার কে?" কমলসিংহ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "শপথ করিবে কি না বল।" নারায়ণ ঘোষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত দেখাইয়া কহিল, "শিকল ছুঁইয়া শপথ করিব না কি?" সন্ন্যাসীর আদেশে নারায়ণ ঘোষ বন্ধনমুক্ত হইল, কিন্তু শপথ করিল না। তখন গোপালদেব কহিলেন, "আমরা ত গঙ্গাগর্ভে বসিয়া রহিয়াছি, শপথ করিবার আবশ্যকতা কি?" নারায়ণ ঘৃণার সহিত নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল। গোপালদেব তাহার রকম দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, এই ব্যক্তি কি পাগল?" সন্ন্যাসী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "পাগল নহে, কৃষ্ণসর্প।" "গঙ্গাজলের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে কেন?" "নারায়ণ বজ্রযানীয় বৌদ্ধ।" "আমরা কি বৌদ্ধ নহি?" "তোমরা যে মহাযান-মতাবলম্বী।" "তবে বোধ হয় এই ব্যক্তি শপথ করিবে না।" "না করুক।"

অতঃপর সন্ন্যাসী নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জন্য গোকর্ণে আসিয়াছিলে?" "কল্যাণীকে ধরিয়া লইয়া

যাইবার জন্য।” “কি জন্য ধরিয়া লইয়া যাইতে চাহ?” “তাহাকে দাসী করিব বলিয়া।” “তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে না কেন?” “ইচ্ছা।” সন্ন্যাসী গোপালদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, আপনি কি দেখিয়াছেন?” গোপালদেব কহিলেন, “এই ব্যক্তি প্রায় সহস্র সেনা লইয়া গোকর্ণদুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল।” “দুর্গমধ্যে কত সেনা ছিল?” “ষষ্টি কি সপ্ততিজন।”

এই সময়ে দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল, অবিলম্বে তিনজন অশ্বারোহীর সঙ্গে অমৃতানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী ও গোপালদেব ব্যস্ত হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “অমৃত, সংবাদ কি?” অমৃতানন্দ প্রণাম করিয়া কহিলেন, “যুবরাজের সন্ধান পাই নাই।” গোপালদেব হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া অমৃতানন্দ কহিলেন, “মহারাজ, গৌড় হইতে একজন সেনানায়ক বহু সেনা লইয়া আপনার অন্বেষণে ফিরিতেছে।” গোপালদেব নিরুত্তর, কিন্তু সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহারা কোথায়?” “পার্থসারথি মন্দিরের নিকটে।” “তাহাদিগকে লইয়া আসিলে না কেন?” “দুইদিন আহার না পাইয়া তাহারা বিকল হইয়াছে, তাহাদিগের দলের বহু সৈন্য আহারান্বেষণে নির্গত হইয়াছিল, সকলে ফিরিয়া আসিলে তাহারা এখানে আসিবে। পথ দেখাইবার জন্য আমাদিগের একজনকে রাখিয়া আসিয়াছি। বোধ হয়, সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা উপস্থিত হইবে।” সন্ন্যাসীর

আদেশে অমৃতানন্দ সেইস্থানে উপবেশন করিলেন, তিনিও এক-জন সাক্ষী। তিনি কহিলেন যে, একদিন পূর্ব্বে নারায়ণঘোষ গোকর্ণদুর্গ আক্রমণের কথা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু দূতমুখে কল্যাণীদেবীর কথা বলিয়া দেন নাই। তখন সন্ন্যাসী কহি-লেন, "বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে।" কমলসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দণ্ডবিধান করিবেন?" "এই অপরাধে প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্য দণ্ড নাই। তুষানল, এবং তাহাতে অসম্মত হইলে উদ্বন্ধন।" গোপালদেব বিষণ্ণবদনে বসিয়া ছিলেন, তিনি দণ্ডের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "আপনারা কি সামান্য দস্যু তস্করের ন্যায় নারায়ণঘোষকে হত্যা করিবেন? ক্ষাত্রধর্ম্মের বিধিবদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিলে কি ভাল হইত না?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "মহারাজ, নারায়ণঘোষ রাজা হইয়াও দস্যু। নিরপরাধের উচ্ছেদসাধন কি রাজধর্ম্ম? রমণী ও বালক, অসহায় ও বৃদ্ধের প্রতি নৃশংস অত্যাচার কি ক্ষাত্রধর্ম্ম?" গোপালদেব নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী নারায়ণঘোষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নারায়ণ, তুমি কি তুষানলে প্রবেশ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে?" নারায়ণঘোষ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তুষানলে প্রবেশ করিব কি দুঃখে? বৃদ্ধ শৃগাল, তোর যদি সাহস থাকে তাহা হইলে বাসুদেবঘোষের পুত্রকে হত্যা কর্। কিন্তু জানিয়া রাখিস্ যে তাহা হইলে শ্রীপুরের সেনা তোর গোবর্দ্ধনের একখানি ইষ্টকও রাখিবে না।" সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "যাহা করিতে হয় পরে করিও, এখন ভগবানের নাম

স্মরণ কর।" গঙ্গাতীরে বৃক্ষশাখায় রজ্জুবন্ধনে নারায়ণঘোষ স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিল। গোপালদেব নদীতীর পরিত্যাগ করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কেদার আসিয়া উদ্ধবঘোষকে জানাইল যে, বহু অশ্বারোহীসেনা নদীতীরের পথ অবলম্বন করিয়া দুর্গের দিকে আসিতেছে, একজন সন্ন্যাসী তাহাদিগের সহিত আসিতেছেন। উদ্ধবঘোষ গোপালদেবকে জানাইলেন যে, গৌড়ীয়সেনা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গোপালদেব তখন পরিখা-তীরে সেতুর উপরে বসিয়া ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধর্ম্মপাল, প্রভুদত্ত ও বিমলনন্দী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মপালকে দেখিয়া গোপালদেব প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহার পরেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্ধবঘোষ আনন্দিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "যুবরাজ আসিয়াছেন—ধর্ম্মপালদেবকে পাওয়া গিয়াছে—মঙ্গলধ্বনি করিতে বল।"

পিতাপুত্রের মিলনের প্রথম আবেগ প্রশমিত হইলে প্রভুদত্ত বিনীতভাবে গোপালদেবকে কহিলেন, "মহারাজ, ধর্ম্মের বিবাহ হইয়াছে তাহা আমি জানিতাম না। বনমধ্যে নববধূ লইয়া ধর্ম্ম যখন আমার নিকটে আসিল, তখন বধূ অশ্বপৃষ্ঠে। জনশূন্যদেশে শিবিকা কোথায় পাইব? সেইজন্য তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে এতদূর আসিতে হইয়াছে।" গোপালদেব বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "বিবাহ!—বধূ! প্রভু, তুমি কি বলিতেছ?" "মহারাজ, ধর্ম্ম নববধূ লইয়া যাইতেছিল, পথে

আমাদিগের সন্ধান পাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে।” “ধর্ম্ম, তুমি কি দুর্গ ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিয়াছ?” লজ্জায় ধর্ম্মপাল অধোবদন হইয়া রহিলেন। গোপালদেব প্রভুদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, বধূ কোথায়?” “দুর্গদ্বারে।” “তাঁহাকে শীঘ্র লইয়া আইস, তোমরা চলিয়া আসিলে আর তাঁহাকে রাখিয়া আসিলে কি বলিয়া?” প্রভুদত্ত অবিলম্বে অবগুণ্ঠনাবৃতা কল্যাণীদেবীকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং কহিলেন, “দেবি, ইনি তোমার শ্বশুর, ইঁহাকে প্রণাম কর।” কল্যাণী লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ধর্ম্ম, ইনি কাহার কন্যা?” ধর্ম্মপাল অবনত বদনে মৃদুস্বরে কহিলেন, “পিতা, ইনি কল্যাণীদেবী।” উদ্ধবঘোষ ইহা শুনিয়া কল্যাণীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া কহিলেন, “কল্যাণীই ত বটে।” গোপালদেব কহিলেন, “আমরা ত কল্যাণীর কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।” উদ্ধবঘোষ কল্যাণীকে লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। প্রভুদত্ত ও বিমলনন্দীকে গোপালদেব গৌড়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে উদ্ধবঘোষ ফিরিয়া আসিয়া গোপালদেবকে কহিলেন, “মহারাজ, কল্যাণী সত্য-সত্যই আপনার পুত্রবধূ। দুর্গস্বামিনী বলিলেন যে, তিনি যুদ্ধের রাত্রিতে যুবরাজের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার বৈবাহিককে বধূ লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।” গোপালদেব হাসিয়া উঠিলেন, ধর্ম্মপাল লজ্জায় সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গৌড়ে অতিথি।

গৌড়ে আজি মহা সমারোহ, বহুদিন পরে রাজা গোপালদেব দেশে ফিরিয়াছেন। নগরের তোরণে তোরণে মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে, নাগরিকগণ রাজপথে বৃক্ষশাখা ও পল্লব দিয়া বহু তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছে। চিত্র-বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া দলে দলে লোকে রাজপ্রাসাদের দিকে চলিয়াছে। দেবতুল্য গোপালদেবের দর্শন দুর্লভ ছিল না, প্রজাবৃন্দ সেইজন্য প্রবাস-প্রত্যাগত রাজাকে দর্শন করিতে চলিয়াছে।

প্রাসাদের অঙ্গনে বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপ-তলে রাজসভা বসিয়াছে। মধ্যস্থলে উচ্চ রৌপ্যসিংহাসনে গোপালদেব বসিয়া আছেন। তাঁহার পদতলে একখানি চন্দনকাষ্ঠের আসনে যুবরাজ ধর্ম্মপালদেব উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার পার্শ্বে ভূতলে মহাকুমার বাক্‌পাল, মহাসৈন্যাধ্যক্ষ, দণ্ডপাশিক, চৌরোদ্ধরণিক, নাকাধ্যক্ষ, তরিক প্রভৃতি রাজপুরুষগণ আসনে উপবিষ্ট আছেন। বামদিকে দূরে কুশাসনে গর্গদেব বসিয়া আছেন। পথশ্রান্ত গোপালদেবের মুখে ক্লান্তির চিহ্ন দেখা যাইতেছে। সচিব গর্গদেব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই সময়ে

মণ্ডপের তোরণ হইতে মহাপ্রতীহার আসিয়া গর্গদেবের কর্ণমূলে অস্পষ্টস্বরে কি বলিয়া গেলেন। সচিবপ্রধান তাহা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া গোপালদেবের নিকটবর্ত্তী হইলেন। রাজা ও মন্ত্রী বহুক্ষণ ধরিয়া অস্ফুটস্বরে পরামর্শ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গোপালদেবের আদেশে ধর্ম্মপালদেব ও মহাসেনাপতি সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিলেন। কি হইয়াছে জানিবার জন্য সভাস্থ জনসঙ্ঘ উৎসুক হইয়া উঠিল। দুই দণ্ড পরে, সভার কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই, মহা-প্রতীহার আসিয়া জানাইলেন যে যুবরাজের সহিত একজন সন্ন্যাসী আসিয়া মণ্ডপের তোরণে অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি রাজদর্শন প্রার্থনা করেন। গোপালদেব তখন একজন সামান্য প্রজার সহিত কথা কহিতেছিলেন, মহাপ্রতীহারের উক্তি সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ, তিনি অন্যমনস্ক থাকিয়াই কহিলেন "লইয়া আইস।" মহাপ্রতী-হার অভিবাদন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যুবরাজের সহিত একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ গৈরিকধারী সন্ন্যাসী সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রভু-দত্ত ও বিমলনন্দী আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। গোপাল-দেব প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই; তিনি যাহার সহিত আলাপ করিতেছিলেন সে বিদায় হইলে, তোরণের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন যে সন্ন্যাসী সিংহাসনের দিকে অগ্র-সর হইতেছেন। গোপালদেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াই-

লেন, তাহা দেখিয়া সভাস্থ সকলেই আসন ত্যাগ করিল। রাজা অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। তিনি আশীর্ব্বাদ না করিয়া গোপালদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। সন্ন্যাসী গোবর্দ্ধন মঠের বিশ্বানন্দ।

গর্গদেবের আদেশে সেদিনকার মত প্রজাগণের রাজদর্শন বন্ধ হইল। যাহারা দর্শন পায় নাই তাহারা মণ্ডপের বাহিরে দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। অবশেষে ধর্ম্মপাল তাহাদিগকে বলিয়া আসিলেন যে সন্ধ্যাকালে রাজা পুনরায় সভায় আসিবেন, তাহারা তাঁহার দর্শন পাইবে। প্রজাবৃন্দ কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। সন্ন্যাসী গর্গদেবের পার্শ্বে কুশাসনে উপবেশন করিলেন। গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, যদি গৌড়ে পদার্পণ করিলেন, তবে পূর্ব্বাহ্ণে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন?" সন্ন্যাসী কহিলেন "কেন মহারাজ, গোকর্ণে ত আপনাকে বলিয়াছিলাম যে গৌড়ে আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" গোপালদেব ক্ষুন্নস্বরে কহিলেন "প্রভু, আপনি কবে আসিবেন তাহা জানিতে পারিলে দাস আপনাকে গৌড়ের প্রান্তে দর্শন করিয়া নগরে লইয়া আসিত।" "মহারাজ, ক্ষুণ্ণ হইবেন না, আজি আমি গৌড়পতির সকাশে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আজি আমার মাননীয় অতিথিরূপে আসা কি উচিত হইত?" "প্রভু, আপনাকে অদেয় আমার কি আছে? আপনি বার বার আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।" "কে কাহার জীবনরক্ষা

করিয়াছে তাহার বিচার ভগবান্ করিবেন. মহারাজ, সম্প্রতি নগরের দুয়ারে ও রাজ্যের সীমান্তে বহু অতিথি আপনার দর্শন মানসে অপেক্ষা করিতেছেন।” “প্রভু, আপনার সহিত কে কে আসিয়াছেন?” “নগর-তোরণে গোবর্দ্ধন মঠের সহস্র সন্ন্যাসীর সহিত অমৃতানন্দ অপেক্ষা করিতেছে।” “ধর্ম্ম, তুমি তাঁহাদিগকে আন নাই কেন?” “দেব! প্রভু আমাকে তাঁহাদিগের কথা ত বলেন নাই; আমি এখনই তাঁহাদিগকে আনিতে যাইতেছি।” “যুবরাজ, অপেক্ষা কর। মহারাজ, গৌড়রাজ্যের সীমায় পট্টবন্নারাজ জয়বর্দ্ধন, দণ্ডভুক্তিরাজ রণসিংহ, ঢেক্করীয়রাজ প্রমথসিংহ, উদ্ধারণপুররাজ কমলসিংহ, দেবগ্রামের বীরদেব ও উদ্দণ্ডপুরের ভীষ্মদেব অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা সামান্য সেনা লইয়া রাজদর্শনে আসিয়াছেন। আপনার অনুমতি ব্যতীত গৌড়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না।”

বিশ্বানন্দের কথা শুনিয়া গোপালদেব স্তম্ভিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া গর্গদেব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং সিংহাসনের নিকট গিয়া কহিলেন “মহারাজ! এখনই ইঁহাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করা আবশ্যক।” গোপালদেবের চমক ভাঙ্গিল, তিনি অমাত্যের কথার উত্তর না দিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভু! ইঁহারা কি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন?” সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন “আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি,

তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যেই গৌড়ে আসিয়াছেন।” “আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৌড়ে আসিবার আবশ্যক কি প্রভু? সংবাদ দূতমুখে প্রেরণ করিলেই ত হইত! আমি কিছু ত বুঝিতে পারিতেছি না।” “আমি ইহার অধিক আর কিছুই জানি না।”—“প্রভু! দেশের এই দুর্দ্দিনে, এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া আবার কি চক্রান্তে আবদ্ধ হইব তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না!” “চক্রান্ত চক্রীর, তুমি আমি সামান্য মানুষ মহারাজ! আমরা তাহার কি বুঝিব?” এই সময়ে গর্গদেব পুনরায় কহিলেন “মহারাজ! আর বিলম্ব করিবেন না, ইহাদিগের অভ্যর্থনার আয়োজন করুন।” গোপালদেব কহিলেন “কিরূপ অভ্যর্থনা করিব কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।” “রাজগণ সামান্য সেনা লইয়া মিত্রভাবে আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করা আবশ্যক।” গোপালদেব কহিলেন “গুর্জ্জরপতি মিত্রভাবে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ফিরিয়া গিয়াছিলেন তখন প্রজাবৃন্দের শোণিতস্রোত ও দগ্ধ গ্রামসমূহ ধরিত্রীবক্ষে পথের রেখাঙ্কন করিয়া গিয়াছিল। তবে প্রভু বিশ্বানন্দ আছেন এই ভরসা।”—“মহারাজ! অদ্য এ-সকল কথা মুখে আনিবেন না, দ্রবিড় গুর্জ্জরপতির মিত্রতার কথা বিস্মৃত হউন।”—“অমাত্য! আপনি ধর্ম্মকে লইয়া প্রান্তে যাত্রা করুন, আমি নগরে অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছি। প্রভু! সর্ব্বসমেত কত সেনা আসিয়াছে?” “দুই সহস্রের অধিক হইবে না।”

গর্গদেব ও ধর্ম্মপাল যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া কহিলেন, "অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদিগের সহিত যাইব।" গোপালদেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি যাইবেন কেন?"—"আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।" গোপালদেব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। গর্গদেব, বিশ্বানন্দ ও ধর্ম্মপাল সভামণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সে দিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই সভামণ্ডপ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গৌড়বাসিগণ নানা দেশের রাজগণের আগমনসংবাদ শুনিয়া কৌতূহলী হইয়া সভামণ্ডপে আসিয়াছে। মণ্ডপের মধ্যস্থলে উচ্চ বেদীর উপরে আটখানি স্বর্ণসিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে, চারিদিকে রাজামাত্য ও রাজপুরুষগণের জন্য বহু বিচিত্র আসন সভাক্ষেত্রে সজ্জিত হইয়াছে। গর্গদেব, মহাপ্রতীহার ও নগরপালের সহিত ত্রস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সুসজ্জিত হইয়া রাজপুরুষ মহত্তর ও মহত্তমগণ একে একে আসিয়া পৌঁছিতেছেন।

সভামণ্ডপের বাহিরে সহস্র সহস্র নাগরিক সমবেত হইয়াছিল, দলে দলে গৌড়ীয় সেনা আসিয়া দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল, প্রতীহারগণ রাজপথের উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জনতা সরাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সময়ে সময়ে এক একদল বিদেশীয় সেনা আসিয়া গৌড়ীয় সেনার পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছিল, গৌড়ীয় নাগরিকগণ বিস্মিত হইয়া তাহাদিগকে দেখিতেছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া নাগরিকগণ ভাবিতেছিল যে বোধ হয় কোন বিদেশীয় রাজা আসিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে শান্ত ভাবে গৌড়ীয় সেনার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিতে দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছিল।

সূর্য্যোদয়ের একদণ্ড পরে গোপালদেব সভামণ্ডপের তোরণে পৌছিলেন, নাগরিকগণ ও সৈনিকগণ তাঁহাকে দেখিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি গজপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তোরণে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দলের পর দল দেশীয় ও বিদেশীয় সেনা আসিয়া সভামণ্ডপের চারিপার্শ্বে দাঁড়াইতে লাগিল। গোপালদেব তাহা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি গর্গদেবকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর! রাজগণের সহিত কত সেনা আসিয়াছে?" "দুই সহস্রের অধিক নহে।" "গোবর্দ্ধনের সন্ন্যাসী সেনা কত?" "এক সহস্র।" "আমাদিগের কত সেনা উপস্থিত আছে?" "অশ্বারোহী ও পদাতিক সর্ব্বসমেত পঞ্চদশ সহস্রের অধিক হইবে।" "প্রত্যন্তের সংবাদ আসিয়াছে?" "আসিয়াছে,

চারিদিক্ হইতে দূত সংবাদ লইয়া আসিয়াছে যে কোন দিকে সৈন্য সমাবেশের চিহ্ন নাই। মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত হউন। রাজগণের আগমনের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু ইহা স্থির যে তাঁহাদিগের মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই। যে সামান্য সেনা আসিয়াছে, আমাদিগের সেনা অনায়াসে তাহাদিগকে টিপিয়া মারিতে পারিবে। নন্দলাল ও প্রভুদত্তকে লইয়া বাক্‌পাল সৈন্য পরিচালনা করিতেছেন। বিমলনন্দী নগরপ্রাকার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। ইহা ব্যতীত অস্ত্রধারণক্ষম গৌড়বাসী মাত্রেই সশস্ত্র হইয়া আসিয়াছে।” গোপালদেব নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর হইল না। গর্গদেব পুনরায় সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তোরণের নিকটে অবতরণ করিল। গোপালদেব তাহাকে দেখিয়াই চিনিলেন—সে অমৃতানন্দ। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন “সংবাদ কি?” অমৃতানন্দ কহিল “মহারাজ, আপনি তোরণে দাঁড়াইয়া কেন?” “রাজগণের আগমন-প্রতীক্ষায়।” “প্রভু বলিয়া দিলেন যে আপনি হয়ত রাজগণের জন্য তোরণে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহার আবশ্যক নাই। তাঁহাদিগের আসিতে বিলম্ব হইবে। সভায় আসন গ্রহণ করুন। যুবরাজ সেখানে উপস্থিত আছেন, রাজগণের সভাগমনের সময় হইলে আপনাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন।” অমৃতানন্দ এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। গোপালদেব মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সিংহা-

সনে উপবেশন করিলেন। কল্য যাহারা রাজদর্শন পায় নাই তাহারা একে একে প্রবেশ করিয়া মহারাজের দর্শনলাভ করিল। দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইল, মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। নাগরিকগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। গোপাল-দেব ব্যস্ত হইয়া কারণ জানিবার জন্য গর্গদেবকে মণ্ডপের বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

মন্ত্রী তোরণে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সভাসদ্গণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঢেক্করীয়রাজ প্রমথসিংহ ও দণ্ডভুক্তিরাজ রণসিংহ সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। গোপালদেব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমথসিংহ ও রণসিংহের পশ্চাতে বৃদ্ধ ভীষ্মদেব ও অসুরতুল্য বলশালী জয়বর্দ্ধন, তরুণবয়স্ক কমলসিংহ ও ক্ষীণকায় বীরদেব এবং সর্ব্বশেষে বিশ্বানন্দ ও ধর্ম্মপালদেব মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। গোপালদেব দ্রুতপদে বেদী হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, মহারাজ প্রমথসিংহ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন "মহারাজাধিরাজ! আপনি আসন ত্যাগ করিবেন না।" গোপালদেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মহারাজ?" "বিশেষ কারণ আছে।" গোপালদেব নিম্নে দাঁড়াইয়া কহিলেন "তাহাও কি সম্ভব, মহারাজ! আপনারা অনুগ্রহ করিয়া অধীনের গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া সিংহাসনে বসিয়া থাকিব?" প্রমথসিংহ উত্তর না দিয়া বেদীর নিকটে আসিলেন এবং ভীষ্মদেবের সাহায্যে গোপালদেবের

হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে বেদীতে আরোহণ করাইলেন। কিন্তু গোপালদেব কোনমতেই সিংহাসনে উপবেশন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন রাজগণ বেদীর নিম্নে সমরেখায় দাঁড়াইয়া কোষ হইতে অসি মুক্ত করিলেন এবং তাহা ললাটে স্পর্শ করিয়া গোপালদেবের চরণতলে রক্ষা করিলেন। গোপালদেবও অসি কোষমুক্ত করিতেছিলেন, কিন্তু বিশ্বানন্দ তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। তখন সপ্তজন সামন্তরাজ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "মহারাজাধিরাজের জয়।" সভাসদ্‌গণ কারণ না বুঝিয়া বলিয়া উঠিল "মহারাজাধিরাজের জয়।" মণ্ডপের বাহিরে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল "মহারাজাধিরাজের জয়।" দেশীয় বিদেশীয় যত সেনা মণ্ডপের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারাও জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রাজগণের পশ্চাতে ধর্ম্মপাল ও গর্গদেব স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। জনকোলাহল ঈষৎ প্রশমিত হইলে বিশ্বানন্দ ধর্ম্মপালদেবকে কহিলেন "যুবরাজ, ছত্র লইয়া আইস।" ধর্ম্মপাল সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন "ছত্র কোথায়?" বিশ্বানন্দ কহিলেন "তোরণে, অমৃতের নিকটে, শীঘ্র যাও।" ধর্ম্মপালদেব মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেন।

গোপালদেব পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় বেদীর উপরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভীষ্মদেব অগ্রসর হইয়া করযোড়ে কহিলেন "মহারাজাধিরাজ, আমি গৌড়বঙ্গের সামন্তরাজগণের পক্ষ হইতে আপনার

আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি, দেশ অরাজক, প্রাচীন রাজবংশ নির্ম্মূল, দণ্ডধরাভাবে দরিদ্র প্রজাবৃন্দ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আপনি রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই।” বৃদ্ধ মস্তক হইতে উষ্ণীষ লইয়া গোপালদেবের চরণতলে স্থাপন করিলেন। তাহা দেখিয়া অপরাপর রাজগণ উষ্ণীষ খুলিয়া সিংহাসনতলে স্থাপন করিলেন। গোপালদেব কাঁপিতে কাঁপিতে সিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন এবং ক্ষীণস্বরে কহিলেন “ভীষ্মদেব, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানবৃদ্ধ, আপনি এ কি করিতেছেন?” ভীষ্মদেব কহিলেন “মহারাজাধিরাজ, আমি বৃদ্ধ, আত্মরক্ষায় অশক্ত, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছি।” সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ বেদীর পাদমূলে অগ্রসর হইয়া কহিলেন “মহারাজাধিরাজ, রাজগণ আপনার আশ্রয়ভিখারী, ইঁহাদিগের প্রার্থনা কি পূর্ণ করিবেন না?” গোপালদেব কহিলেন “প্রভু, একি স্বপ্ন? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” “স্বপ্ন নহে গোপালদেব, ধ্রুব সত্য।” “গোপালদেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, “আপনারা আসন গ্রহণ করুন।” ভীষ্মদেব কহিলেন “আপনি যদি আশ্রয় প্রদান করেন তাহা হইলে আসন গ্রহণ করিতে পারি।” গোপালদেব উত্তর করিলেন “ভীষ্মদেব, আপনি অন্যায় কথা বলিতেছেন। আপনারা সকলেই প্রবল পরাক্রান্ত, পদমর্য্যাদায় কেহই আমা অপেক্ষা হীন নহেন; আমি আপনাদিগকে কি আশ্রয় প্রদান করিব?” “মহারাজাধিরাজ, আমরা গৃহবিবাদে পটু, কিন্তু

আত্মরক্ষায় অসমর্থ। আমরা প্রতিবেশীর গৃহ লুণ্ঠন করিতে পারি বটে, কিন্তু বিদেশীরা যখন আক্রমণ করে তখন আত্মরক্ষা করিতে পারি না। দেশে রাজা নাই, রাজশক্তির অভাবে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে।" "আমি কি করিব?" "আশ্রয় দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" "আমার কি সে শক্তি আছে?" পশ্চাৎ হইতে বিশ্বানন্দ বলিয়া উঠিলেন "আছে।" গোপালদেব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন "আপনারা সমবেত হইলে কি দেশরক্ষা হয় না?" সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন "বিলক্ষণ হয়,—কামরূপের সেনা আসিয়া যখন বরেন্দ্রমণ্ডল, উত্তররাঢ়া ও দক্ষিণরাঢ়া জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছিল তখন জয়বর্দ্ধন ও প্রমথসিংহ যে ভাবে রাজ্য রক্ষা করিয়াছিল, সেইভাবে রক্ষা হইতে পারে।" জয়বর্দ্ধন ও প্রমথসিংহ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "হর্ষদেব যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, তখন গৌড়বঙ্গের সমস্ত সামন্ত রাজা কেমন একত্র হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা গোপালদেব দেখিয়াছেন। গুর্জ্জরগণ যখন আর্য্যাবর্ত্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাম, নগর ধ্বংস করিয়া গেল, তখন কে তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিল?" কেহই সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তর দিল না দেখিয়া সন্ন্যাসী স্বয়ং বলিয়া উঠিলেন "যে বাধা প্রদান করিয়াছিল, রাজগণ আজি তাঁহারই আশ্রয় লইয়াছেন।" সভাসদ্‌গণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোলাহল প্রশমিত হইলে গোপালদেব কহিলেন "আমি চিরকাল

গৌড়ীয়সেনার সেনাপতিত্ব করিয়াছি, সেইভাবে আমার অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে পারিলে সুখী হইব।" সন্ন্যাসী কহিলেন "তাহা অসম্ভব। আপনার অদ্ভুত বীরত্ব সত্ত্বেও বীরদেব সৈন্য লইয়া পলায়ন করিলে গুর্জ্জরের হস্তে গৌড়বঙ্গের সেনা পরাজিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব দয়া করিয়া রক্ষা না করিলে এতদিন গৌড়বঙ্গ মরুভূমি হইয়া উঠিত। ভূমিতে আপনার অধিকার না জন্মাইলে সামন্তগণ আপনার আদেশ পালন করিবে না এবং তাহা না করিলে দেশ রক্ষা অসম্ভব।" "প্রভু, সম্রাট্-বংশের কি কেহই জীবিত নাই?" "গোপালদেব, প্রাচীন গুপ্ত-বংশের পিণ্ডলোপ হইয়াছে। যশোবর্ম্মা যখন পাটলিপুত্র ধ্বংস করে, তখন সে সমুদ্রগুপ্তের বংশধরগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া গিয়াছে। শ্বেতছত্রদ্বয় এতদিন গদাধরের মন্দিরে পড়িয়াছিল। মণিমুক্তা ও সুবর্ণের লোভে চন্দ্রাত্রেয়রাজ গরুড়ধ্বজ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, সিংহাসন শূন্য, প্রাসাদ শূন্য, পাটলিপুত্র শূন্য।" "প্রভু, আর কি কেহ নাই?" ভীষ্মদেব কহিলেন "মহারাজাধিরাজ, আমরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, আমরা আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি।" গোপালদেব নীরব নিরুত্তর।

এই সময়ে ধর্ম্মপাল ছত্র লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রমথসিংহ জীর্ণ শ্বেতছত্রদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া গোপালদেবের শিরে ধরিয়া দাঁড়াইলেন, জয়বর্দ্ধন ও বীরদেব দাসগণের হস্ত হইতে চামর লইয়া ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বানন্দ ভৃঙ্গার হইতে গঙ্গোদক লইয়া গোপালদেবের মস্তকে সিঞ্চন করিলেন,

সভাসদ্গণ মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন, অন্তঃপুরে শত শত শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। গোপালদেব সম্রাট্ পদবী লাভ করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মণিদত্তের গুপ্তগৃহ।

রাত্রিশেষে ধর্ম্মপাল অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিষেকের উৎসবে সমস্ত দিন এবং রজনীর অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছিল। যুবরাজ পরিশ্রান্ত হইয়া অন্তঃপুরে শয়ন করিতে যান নাই, সভামণ্ডপের অলিন্দে শয্যা রচনা করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চারিদিকে পরিচারক, প্রতীহার, দণ্ডধর প্রভৃতি রাজসেবকগণ ভূমিশয্যায় ঘুমাইতেছিল। রাজপুরী নীরব, নিস্তব্ধ, সুষুপ্তিমগ্ন, প্রাসাদের অধিকাংশ আলোক নিবিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে সভামণ্ডপ পার হইয়া একজন দীর্ঘাকার পুরুষ তাঁহার খট্টার নিকটে আসিল এবং তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া ডাকিল। ধর্ম্মপাল তখন গভীর নিদ্রামগ্ন, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। দীর্ঘাকার পুরুষ তখন তাঁহার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, যুবরাজ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" অস্ফুটস্বরে উত্তর হইল

"ধর্ম্ম, আমি।" যুবরাজ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ক্ষীণ দীপালোককে দেখিতে পাইলেন, বিশ্বানন্দ দাঁড়াইয়া আছেন। ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, এত রাত্রিতে ডাকিতেছেন কেন? কোন বিপদ হইয়াছে কি?" সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন "ভয় নাই ধর্ম্ম, সমস্ত মঙ্গল। তোমাকে এখনই আমার সহিত নগরের বাহিরে যাইতে হইবে। তুমি নিঃশব্দে বাহির হইয়া আইস।" উভয়ে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া সুষুপ্তিমগ্ন গৌড়ের অন্ধকার রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অন্ধকারে প্রধান রাজপথ অতিক্রম করিয়া উভয়ে ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বানন্দ ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া বংশীধ্বনি করিলেন। তাহা শুনিবামাত্র নদীতীরস্থিত আম্রবৃক্ষের অন্তরাল হইতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাহির হইয়া ঘাটে আসিয়া লাগিল, সন্ন্যাসী ধর্ম্মপালকে তাহাতে আরোহণ করিতে কহিলেন। যুবরাজ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, কোথায় যাইতে হইবে?" সন্ন্যাসী কহিলেন "বলিয়াছি ত নগরের বাহিরে যাইতে হইবে।" "প্রভাতের অধিক বিলম্ব নাই, পিতা যদি অনুসন্ধান করেন?" "আমরা রাজসভা বসিবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিব।" "মাতাকে সংবাদ পাঠাইলে হইত না?" "ধর্ম্ম, তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ?" "না।" "তবে নৌকায় আইস।"

যুবরাজ ও সন্ন্যাসী নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকা

চলিতে লাগিল। গৌড় নগরের শত শত ঘাট অতিক্রম করিয়া একটি জীর্ণ পুরাতন ঘাটে গিয়া লাগিল। সন্ন্যাসী নাবিক-গণকে ঘাটে থাকিতে আদেশ করিয়া ধর্ম্মপালের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং সোপানশ্রেণী হিয়া উপরে উঠিয়া একটি জীর্ণ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ রিলেন। অট্টালিকাটি অন্ধকার ও জনমানবশূন্য, কোন কক্ষের দ্বারে বা বাতায়নে কবাট নাই। অট্টালিকাটি বোধ হয় সন্ন্যাসীর পরিচিত, কারণ তিনি ধর্ম্মপালের হস্তধারণ করিয়া বহু কক্ষ ও অলিন্দ অতিক্রম করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সন্ন্যাসীর গতিরোধ হইল, ধর্ম্মপাল স্পর্শে অনুভব করিলেন যে সম্মুখে প্রাচীর। উভয়ে পথ আবিষ্কার করিবার জন্য বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু পথ মিলিল না। তাঁহাদিগের বোধ হইল যে কক্ষের চারিদিকেই প্রাচীর, তাঁহারা যে পথে প্রবেশ রিয়াছিলেন সে পথও খুঁজিয়া পাইলেন না।

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহাদিগের শ্চাতে কে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া ধর্ম্ম-ল শিহরিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ?" অন্ধকারে আবার কে হাস্য করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী নরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" অন্ধকারে উত্তর "আমি।" "কে তুমি?" "আমি।" "তোমার নাম কি?" মার নাম আমি, তুই কে?" "আমি চক্ররাজ বিশ্বানন্দ।" হাকে সঙ্গে আনিয়াছিস্?" "মণিদত্তের উত্তরাধিকারীকে।"

"কে সে ?" "যুবরাজভট্টারক ধর্ম্মপাল দেব।" "সাক্ষী কে ?" "আমি—চক্ররাজ বিশ্বানন্দ।"

অকস্মাৎ কক্ষের অন্ধকার দূর হইল। তীব্র নীল আলোকে কক্ষ আলোকিত হইল। সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মপাল দেখিলেন, যে বিশাল কক্ষের এক কোণে তাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন সেই কক্ষের অপর প্রান্তে দেবপ্রতিমার সম্মুখে এক জরাজীর্ণ শীর্ণ কুব্জ দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিমার পশ্চাৎ হইতে উজ্জ্বল নীল আলোক বাহির হইয়া কক্ষটিকে দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। বৃদ্ধ তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং কহিল "ভয় নাই, এই দিকে আয়।" উভয়ে অগ্রসর হইয়া প্রতিমার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ কহিল "প্রণাম কর্।" উভয়ে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ তখন যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই মণিদত্তের কে ?" ধর্ম্মপালদেব কহিলেন "কেহই না।" "তবে তাহার ধনরত্ন লইতে আসিয়াছিস্ কেন ?" "সে মরিবার সময়ে আমাকে দিয়া গিয়াছে।" "কেন দিয়াছিল ?" "তাহা জানি না।" "তুমি তাহার কোন উপকার করিয়াছিলে ?" "কিছুই না।" "মিথ্যা কথা।"

অকস্মাৎ আলোক নিবিয়া গেল, অন্ধকারে পুনরায় শব্দ হইল "মিথ্যা কথা।" সন্ন্যাসী অন্ধকারে বলিয়া উঠিলেন "ধর্ম্ম, তুমি কি মৃত্যুকালে মণিদত্তের মুখে জল দিয়াছিলে ?" যুবরাজ কহিলেন "হাঁ, সে কথা স্মরণ ছিল না।" অন্ধকারে শব্দ হইল "তবে ?" যুবরাজ কহিলেন "আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম।" পুন-

রায় নীল আলোক জ্বলিয়া উঠিল। উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন বৃদ্ধ সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া আছে। তাহার আহ্বানে উভয়ে দেবপ্রতিমার পশ্চাতে গমন করিলেন। বৃদ্ধ দেবপ্রতিমা সম্মুখে ঠেলিয়া দিল; ধর্ম্মপাল ও বিশ্বানন্দ দেখিলেন যে কক্ষতলের একখানি প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়া সরিয়া গিয়াছে ও সোপানশ্রেণী নিম্নাভিমুখে নামিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ নিম্নে নামিয়া গেল এবং তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। ধর্ম্মপাল সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলেন। সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে তাঁহাকে আসিতে বলিয়া স্বয়ং অবতরণ করিলেন। উভয়ে সোপান অবলম্বন করিয়া অবতরণ করিবামাত্র প্রস্তরখণ্ড নিঃশব্দে স্বস্থানে সরিয়া আসিল।

তাঁহারা দেখিলেন যে, তাহারা যে স্থানে আসিয়াছেন তাহা পাষাণনির্ম্মিত একটি নাতিক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, সোপানশ্রেণী ব্যতীত তাহাতে প্রবেশ করিবার আর কোন পথ নাই। কক্ষের পার্শ্বে বোধ হয় জলপ্রবাহ আছে, কারণ কক্ষের প্রাচীরের সন্ধিস্থল দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে ও কক্ষ হইতে স্রোতের কল কল শব্দ শুনা যাইতেছে। উপরের কক্ষের ন্যায় প্রকোষ্ঠটিও তীব্র নীল আলোকে উজ্জ্বল। বৃদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে।

বৃদ্ধ ধর্ম্মপালদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিল "ইহাই মণিদত্তের ভাণ্ডার।" যুবরাজ ও বিশ্বানন্দ প্রকোষ্ঠের চারিদিকে চাহিলেন, কিন্তু ধনরত্নের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।

বৃদ্ধ তাঁহাদিগের অবস্থা বুঝিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল "কি ভাবিতেছ? ভাবিতেছ মণিদত্ত মিথ্যা কথা কহিয়াছে? এখানে এত ধনরত্ন আছে যে তাহাতে রাজার রাজত্ব ক্রয় করা যায়।" সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া কহিলেন "আমরা ত কিছু দেখিতে পাইতেছি না?" বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিল এবং কহিল "মণিদত্ত বণিক্, সে তাহার বহুপুরুষের সঞ্চিত ধন লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া গিয়াছে। তোমরা দেখিতে পাইবে কি করিয়া?" যুবরাজ বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তবে আমাদিগকে এখানে আনিলে কেন?" বৃদ্ধ কহিল "দেখাইব বলিয়া।" বৃদ্ধ প্রকোষ্ঠের প্রাচীরের নিকট গিয়া একখানি প্রস্তরে আঘাত করিল, প্রাচীরে লুক্কায়িত একটি লৌহ নির্ম্মিত দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে দ্বারের পশ্চাতে একটি পুরাতন লৌহ পেটিকা রহিয়াছে। বৃদ্ধ অনায়াসে তাহার আবরণ উঠাইল, সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মপাল তাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন যে তাহা স্বর্ণ মুদ্রায় পরিপূর্ণ। বৃদ্ধ প্রাচীরের আরও তিন চারি স্থান হইতে গুপ্তদ্বার মুক্ত করিয়া তিন চারিটি বৃহৎ লৌহাধার দেখাইল, কোনটিতে স্বর্ণ, কোনটিতে হীরক, কোনটিতে বা নানাবর্ণের মণিমুক্তা মরকত পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিশ্বানন্দ ও ধর্ম্মপাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, বৃদ্ধ সেই অবসরে গুপ্তদ্বারগুলি বদ্ধ করিয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ধর্ম্মপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "এত ধনরত্ন

এখন লইয়া যাইব কি করিয়া ?” বৃদ্ধ বলিল “কোথায় লইয়া যাইবে ?” “কেন গৃহে ?” “এখন ত পাইবে না।” “কেন মণিদত্ত ত আমাকে দিয়া গিয়াছে ?” “তুমি এখনও ইহার যোগ্য হও নাই।” “কি করিলে যোগ্য হইব ?” “যখন সর্ব্ব-সত্ত্বহিতার্থের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে, তখন ইহার অধিকার পাইবে।” “কেমন করিয়া বুঝিব ?” “আপনিই বুঝিতে পারিবে, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।” যুবরাজ সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “আমরা যদি বলপূর্ব্বক মণিদত্তের ভাণ্ডার হইতে ধনরত্ন লইয়া যাই, তাহা হইলে এই বৃদ্ধ আমাদিগের কি করিতে পারে ?” সন্ন্যাসী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ কহিল “সাবধান যুবরাজ! বলপ্রকাশ করিলে সূর্য্যালোকে জীবন্ত ফিরিবে না।” অকস্মাৎ আলোক নির্ব্বাপিত হইল। অন্ধকারে বিশ্বানন্দ ধর্ম্মপালের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন “ধর্ম্ম, চপলতা পরিত্যাগ কর, ইহা অতি ভীষণ স্থান, বৃদ্ধের সাহায্য ব্যতীত দিবালোকে ফিরিবার ভরসা নাই।” তখন ধর্ম্মপালদেব অতি বিনীতভাবে কহিলেন “আমরা বলপ্রকাশ করিব না।”

আবার আলোক জ্বলিয়া উঠিল। উভয়ে দেখিলেন বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া আছে। সে কহিল “এখন ফিরিয়া চল। ফিরিয়া গিয়া বলপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলে এই গুপ্ত গৃহ খুঁজিয়া পাইবে না।” বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উভয়ে উপরে উঠিলেন। সে প্রতিমা স্বস্থানে পুনস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে কহিল। তাঁহারা দেখিলেন যে কোণে তাঁহারা

দ্বার খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, সেই কোণেই দ্বার রহিয়াছে। উভয়ে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন, তরুণ উষার ক্ষীণ আলোকে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহাদিগের পশ্চাতে দ্বারের চিহ্নমাত্রও নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়ভিখারী।

বারাণসীতে বরুণাসঙ্গমে আদি-কেশবের ঘাটে বসিয়া এক ব্রাহ্মণ স্নানান্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিল। তখন দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে, তপন-তাপে ঘাটের উপরের পাষাণ-আচ্ছাদন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আদি-কেশবের মন্দিরে অনবরত ঘণ্টানিনাদ হইতেছে, শত শত যাত্রী পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পঙ্কিল সলিলে অবগাহন করিয়া দেবদর্শন মানসে মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। ব্রাহ্মণের পশ্চাতে ঈষৎ দূরে একজন দণ্ডধর দাঁড়াইয়া আছে, সে যাত্রিগণকে সতত সাবধান করিয়া দিতেছে। তাহার পার্শ্বে রজতদণ্ডবিশিষ্ট ছত্র লইয়া একজন পরিচারক দাঁড়াইয়া আছে। ঘাটের উপরে অশ্বত্থবৃক্ষতলে প্রস্তরনির্ম্মিত বেদীর উপরে একজন যোদ্ধা বসিয়া আছে।

ব্রাহ্মণের অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, আর কতক্ষণ জপ করিবে? সত্বর সারিয়া লও, আমার জুতা জোড়াটা বোধ হয় এতক্ষণ চুরি হইয়া গেল।" ব্রাহ্মণ উত্তর দিল না, কেবল রোষকষায়িত নেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হইল। যোদ্ধা বিরক্ত হইয়া অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিল "ব্রাহ্মণের কাশীতে আসিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে, দেশে থাকিলে এতক্ষণ তিনবার ভোজন হইয়া যাইত।"

এই সময় জনৈক প্রৌঢ় ও একটি যুবক বৃক্ষতলে আসিল। প্রৌঢ় কহিল, "আপনি এখনই নদী পার হইয়া যান, তাহা হইলে আর কোন বিপদ থাকিবে না।" যুবক কাতর কণ্ঠে কহিল "জয়সিংহ, এখন নদী পার হইয়া কোথায় যাইব? আমি সহায়সম্পদহীন, নিরাশ্রয়, আমাকে আর এক দিন বারাণসীতে থাকিতে দাও।" "যুবরাজ, আমি তোমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত। আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য তোমাকে বারাণসী পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি। তুমি নগরে থাকিলে তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ। তোমার খুল্লতাতের আজ্ঞা ত স্বকর্ণে শুনিয়াছ; তুমি নগরে আছ জানিয়া এবং তোমাকে স্বচক্ষে দেখিয়া তোমাকে বন্দী করি নাই শুনিলে ইন্দ্ররাজ আমাকে বধ করিবে। পরপারে কান্যকুব্জের অধিকার নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে সেনা সংগ্রহ করিতে পারিবে।" "তবে কি আমার পিতৃরাজ্যে বাস করিবার অধিকার আমার নাই?" "কি করিব যুবরাজ, বিধাতা

বিমুখ।” “তবে যুবরাজ বলিয়া আমাকে আর পরিহাস করিও না। জয়সিংহ, আমি একবস্ত্রে প্রতিষ্ঠান দুর্গ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি, আমার অর্থ নাই, লোকবল নাই, কেমন করিয়া বিদেশে যাইব? ভাবিয়াছিলাম তুমি আশ্রয় দিবে, সেই জন্যই বারাণসী আসিয়াছিলাম।” “যুবরাজ, আমি সামান্য নগরপাল, আমি ধনী নই। আমার কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ আছে, তাহার কিয়দংশ তোমাকে দিতে পারি। তুমি তাহা লইয়া শীঘ্র কান্য-কুব্জের অধিকার পরিত্যাগ কর।” “একাকী যাইব কি করিয়া?” “চক্ররাজ, তুমি রাজপুত্র, অস্ত্রধারণ করিতে শিখি-য়াছ, বালকের ন্যায় ভীত হইও না।” “জয়সিংহ, শুনিয়াছি বারাণসী বিশ্বনাথের নগর, সেখানে অন্য রাজার অধিকার নাই, দেবাদিদেবের নগরে কেহ উপবাস করে না, কেহ আশ্রয়হীন হয় না, সে সমস্ত কি তবে মিথ্যা কথা? এই বিশাল নগরে সহস্র সহস্র ভিক্ষুক ও লক্ষ লক্ষ যাত্রীর স্থান আছে, কিন্তু আমার ন্যায় অসহায় অনাথের স্থান নাই?”

ব্রাহ্মণের জপ শেষ হইয়া গিয়াছিল, তিনি ঘাটের উপরে আসিয়া দেখিলেন যে যোদ্ধা একমনে যুবক ও প্রৌঢ়ের কথোপ-কথন শুনিতেছে। যুবক কহিতেছে, “শুন জয়সিংহ, আমি পিতৃ-রাজ্য ছাড়িয়া যাইব না, আমি বিশ্বনাথের পাষাণমূর্ত্তি জড়াইয়া থাকিব, তুমি আমাকে বন্দী করিয়া কান্যকুব্জে পাঠাইয়া দিও। বিশ্বনাথের পাষাণদেহে সত্যসত্যই যদি প্রাণ থাকে তাহা হইলে তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন।” জয়সিংহ কহিলেন “চক্রায়ুধ,

পাগল হইও না, বারাণসীতে থাকিলে কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ; আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, যত শীঘ্র পার বারাণসী পরিত্যাগ কর।” এই সময়ে ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন “বাপু হে, তুমি কে, তোমার কি হইয়াছে?” যুবক কাতরকণ্ঠে কহিল “আমি আশ্রয়-ভিখারী, এই বিশাল কান্যকুব্জরাজ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া পাইতেছি না।” “কেন?” “একদিন আমি এই রাজ্যের যুবরাজ ছিলাম। আমি যখন শিশু তখন পিতৃব্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, এখন রাজ্যে আর আমার স্থান নাই।” ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া যুবকের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন “ভয় নাই, আমি তোমাকে আশ্রয় দিব।” যুবক ও জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল “আপনি কে?” “আমার নাম পুরুষোত্তম শর্ম্মা, আমি গৌড়ের মহাপুরোহিত।” “আপনি আশ্রয় দিলে গৌড়েশ্বর যদি ক্রুদ্ধ হন?” “আমার গৌড়েশ্বর যেমন-তেমন গৌড়েশ্বর নহেন, তিনি গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল। গোপালদেবের নাম শুনিয়াছ কি?” জয়সিংহ কহিলেন “শুনিয়াছি, গৌড়ের প্রজাবৃন্দ নাকি স্বেচ্ছায় তাঁহাকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল, তিনি বার বার গুর্জ্জরগণকে পরাজিত করিয়াছেন।” যুবক অবনত মস্তকে চিন্তা করিতেছিল, সে এই সময়ে বলিয়া উঠিল “ধর্ম্মপাল পিতৃব্যের কথা শুনিয়া আমাকে ধরাইয়া দিবে না ত?” ব্রাহ্মণ তাঁহা শুনিয়া সরোষে কহিল “শুন যুবক, মহারাজ ধর্ম্মপালদেব লঘুচেতা নহেন, তিনি

তোমাকে আশ্রয় ত দিবেনই, অধিকন্তু তোমাকে তোমার সিংহাসনে স্থাপন করিবেন।” যুবক তাহা শুনিয়া বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল, “তাহা অসম্ভব ব্রাহ্মণ, আর্য্যাবর্ত্তে আমার এমন বান্ধব কেহ নাই যে ইন্দ্ররাজের বিরুদ্ধে আমার হইয়া যুদ্ধ করে।” ব্রাহ্মণ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া ঘাট হইতে জলে নামিল এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিল “শুন যুবক, আমি পুরু-ষোত্তম শর্ম্মা গৌড়ের মহাপুরোহিত, জাহ্নবীজলে দাঁড়াইয়া, বারাণসীক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর আদি-কেশবকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেব দ্বারা তোমার অপহৃত পিতৃরাজ্য তোমাকে প্রত্যর্পণ করাইব।”

যুবক শপথ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন পূর্ব্বোক্ত যোদ্ধা ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল “ঠাকুর, করিলে কি? এতবড় শপথটা করিয়া ফেলিলে? মহা-রাজ কি বলিবেন? আমি জানি যে তুমি ভোজনে দড়, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে তুমি বচনেও বিলক্ষণ! শপথ রাখিবে কি করিয়া?” ব্রাহ্মণ অতি গম্ভীরভাবে কহিল “দেখ নন্দলাল! সকল সময়ে পরিহাস ভাল লাগে না।” যোদ্ধা অপ্রস্তুত হইয়া আর কথা কহিল না।

ব্রাহ্মণ ও যোদ্ধা উভয়েই পাঠকবর্গের পূর্ব্বপরিচিত। গোপালদেবের সম্রাট্-পদবীলাভের পরে তিন বৎসর অতি-বাহিত হইয়াছে। এই তিনবৎসরকাল নূতন সাম্রাজ্য দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে অতিবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কামরূপ,

উত্তরে হিমাদ্রির পাদমূল, দক্ষিণে মহাসমুদ্র ও পশ্চিমে শোণনদ পর্য্যন্ত নূতন সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। ধর্ম্মপালদেবের সহিত কল্যাণীদেবীর বিবাহ স্থির হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত অবসরের অভাবে বিবাহ হয় নাই। সম্প্রতি গোপালদেবের মৃত্যু হইয়াছে, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুরুষোত্তম শর্ম্মা ও নন্দলাল গৌড়-সাম্রাজ্যের প্রান্তবাসী রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিমন্ত্রণ শেষ করিয়া গৌড়ে ফিরিতেছেন, সেই সময়ে পথে বারাণসীতে তাঁহাদিগের সহিত যুবরাজ চক্রায়ুধের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁহার মাতুলপুত্র ভণ্ডি কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ তখনও কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্য নরপতির অভিষেকের অষ্টশতাব্দী পরে ভণ্ডির বংশধর ইন্দ্ররাজ গুর্জ্জরপতি বৎসরাজের সাহায্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শিশুপুত্র চক্রায়ুধের সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন। চক্রায়ুধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কান্যকুব্জ হইতে পলায়ন করেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। বৎসরাজের সাহায্যে ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধ বার বার তাঁহাকে পরাজিত করেন। অবশেষে চক্রায়ুধ গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে প্রতিষ্ঠান দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ছয়মাস অবরুদ্ধ থাকিয়া চক্রায়ুধ যখন দেখিলেন যে যুদ্ধজয়ের কোন আশাই নাই, তখন তিনি প্রতিষ্ঠান হইতে বারাণসীতে পলায়ন করেন। বারাণসীর নগরপাল জয়সিংহ

তাঁহার পিতার পুরাতন ভৃত্য। তিনি ভরসা করিয়াছিলেন যে জয়সিংহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন। তিনি যে দিন বারাণসীতে আসিলেন সেই দিনই আদি-কেশবের মন্দিরের নিকট ভাগীরথীতীরে তাঁহার সহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মার সাক্ষাৎ হয়।

যুবরাজ চক্রায়ুধ তখনও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। জয়সিংহ পুরুষোত্তমের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ! আপনি সত্যই ব্রাহ্মণ! মহত্ত্ববিহীন ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, আপনার মহত্ত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যুদ্ধ ব্যবসায়ে কেশ শুক্ল করিয়াছি, অসি হস্তে আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি; বহু রাজা, বহু বীর দেখিয়াছি; কিন্তু আপনার ন্যায় মহৎ কখনও দেখি নাই। আশ্রিত-সংরক্ষণ মহতের ধর্ম্ম। এই যুবক কান্যকুব্জের রাজপুত্র, কিন্তু আজি কান্যকুব্জ রাজ্যে এমন কেহ নাই যে একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষা দিয়া বা একরাত্রির জন্য আশ্রয় দিয়া ইঁহার প্রাণরক্ষা করে। ইঁহার পিতার অন্নে আমার দেহ পুষ্ট, কিন্তু আমার এমন ভরসা নাই যে বিশ্বনাথের নগরে একদিনের জন্য ইঁহাকে আশ্রয় দিই। সত্য, বিশ্বনাথের নগরে কেহ উপবাসী থাকে না, কিন্তু অন্নপূর্ণার প্রাসাদে অবিমুক্তক্ষেত্রে যুবরাজ চক্রায়ুধের অন্ন মিলিতেছে না। আপনি ইঁহাকে আশ্রয় দিয়া যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে বিরল, কিন্তু অস্ত্রব্যবসায়ীর পরামর্শ গ্রহণ করুন, এখনই ইন্দ্ররাজের অধিকার পরিত্যাগ করুন।"

"আপনার কথা সত্য,আমরা এখনই নগর পরিত্যাগ করিতেছি।"

বিশ্বনাথ আপনার মঙ্গল করুন। চক্রায়ুধ, আমাকে ঘৃণা করিও না, বৃদ্ধ জয়সিংহ যে লবণ আস্বাদন করিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হয় নাই। যদি আবার কখনও ইন্দ্ররাজের সহিত যুদ্ধ করিতে আইস তাহা হইলে দেখিতে পাইবে জয়সিংহ চক্রায়ুধকে বিস্মৃত হয় নাই, তাহার অসি চক্রায়ুধের অরি-নিধনেই নিযুক্ত আছে।”

বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে চক্রায়ুধকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। পুরুষোত্তম ও নন্দলাল চক্রায়ুধের সহিত বারাণসী হইতে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। উত্তরাপথের রাষ্ট্রনীতির স্থির সরোবরে যে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইল তাহা হইতে উৎপন্ন একটি তরঙ্গ গৌড়ের সিংহাসনপ্রান্তে উপস্থিত হইল, দ্বিতীয় তরঙ্গ কান্যকুব্জে ও ভিল্লমালে পৌঁছিল। মরুমাড়ে বৎসরাজ ও মহোদয়ে ইন্দ্রায়ুধ জানিতে পারিলেন যে, চক্রায়ুধ গৌড়রাজ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গৌড়-নগরে।

রজনীর চতুর্থ যামের শেষভাগে গৌড়নগরে মধুসূদন-মন্দিরের ঘাটে একখানি বৃহৎ নৌকা আসিয়া লাগিল। ইহার

পূর্ব্ব হইতেই ঘাটে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা ছিল, বৃহৎ নৌকার নাবিকেরা দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে নৌকা সরাইতে বলিল, কিন্তু ক্ষুদ্র নৌকার সমস্ত লোক তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগের কর্ণে সে শব্দ প্রবেশ করিল না। বৃহৎ নৌকা যখন ঘাটে আসিয়া লাগিল তখন তাহার আঘাতে ক্ষুদ্র নৌকা বন্ধনমুক্ত হইয়া ভাগীরথীর জলে ভাসিয়া চলিল। তখন একজন দীর্ঘাকার পুরুষ ক্ষুদ্র নৌকা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া তীরে অবতরণ করিল।

বৃহৎ নৌকা হইতে আলোক লইয়া দুইজন নাবিক নির্গত হইল, অপর দুইজন নৌকা হইতে ঘাটের সোপান পর্য্যন্ত দারু-নির্ম্মিত অবতরণিকা বিস্তৃত করিয়া দিল। একজন ব্রাহ্মণ ও দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, তাঁহা-দিগের পশ্চাৎ তিন চারিজন পরিচারক ও বহু অস্ত্রধারী সেনা নৌকা ত্যাগ করিয়া ঘাটের সোপানে আসিয়া দাঁড়াইল। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল, সে ঘাটের মণ্ডপে স্তম্ভের অন্তরালে ঘন অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ব্রাহ্মণ ও অস্ত্রধারী পুরুষদ্বয় ঘাটের উপরে উঠিলে সে ব্যক্তি মন্দিরের মণ্ডপে সরিয়া গেল।

ঘাটের উপরে মধুসূদনের মন্দির ;—বিশালকায় মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া গৌড় নগরের দশ ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত। ঘাটের সোপানশ্রেণী মণ্ডপের নিম্নে আসিয়া শেষ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও অস্ত্রধারী পুরুষদ্বয় মণ্ডপের নিম্নে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন যে ব্যক্তি মণ্ডপের অন্ধকারে লুকাইয়াছিল সে অন্ধকারের আশ্রয়ে তাঁহাদের নিকটে সরিয়া আসিয়া কথোপকথন শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ কহিলেন "মহারাজ! পূর্ব্বাহ্নে আমাদিগের মহারাজকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, সেই জন্যই তিনি আপনার অভ্যর্থনা করিতে আসেন নাই। সংবাদ পাইলে তিনি নিশ্চয়ই ঘাটে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার অভাবে কান্যকুব্জরাজের অভ্যর্থনা আমি করি। মহারাজ গৌড়পুরে স্বাগত।" তিনি একজন অস্ত্রধারী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কয়টি বলিলেন। অস্ত্রধারী পুরুষ তদুত্তরে কহিলেন "ঠাকুর! আপনি কি উপহাস করিতেছেন? কে কান্যকুব্জের রাজা? দীন হীন পথের ভিখারী জঠর-জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া গৌড় নগরের রাজপথে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট অন্নের অন্বেষণে আসিয়াছে, রাজাধিরাজ মহারাজ ধর্ম্মপালদেব কি তাহার অভ্যর্থনা করিতে আসিবেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিয়া উঠিলেন "সে কি কথা মহারাজ! আপনি গৌড়ের একজন মাননীয় অতিথি, আপনি অন্যায় কথা বলিয়া দরিদ্র গৌড়বাসীকে লজ্জা দিবেন না।"

অস্ত্রধারী পুরুষ কান্যকুব্জের যুবরাজ অথবা মহারাজ চক্রায়ুধ এবং ব্রাহ্মণ গৌড়ের মহাপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মা। চক্রায়ুধ বলিলেন "ঠাকুর! দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন, সেই জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকিব, আমাকে অযথা বাক্য বলিয়া অপরাধী করিবেন না।" এই সময়ে দ্বিতীয় অস্ত্রধারী পুরুষ—পুরুষোত্তমের

নিকটে সরিয়া আসিয়া তাঁহার কানে কানে কহিল "বলি ঠাকুর! রাজসভায় গিয়া বাক্‌চাতুরি ত বিলক্ষণ শিখিয়াছ দেখিতে পাইতেছি। এদিকে রাত্রি ত শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘরে দুয়ারে ফিরিতে হইবে না? তোমার ত তিন কুলে কেহ নাই, থাকিবার মধ্যে আছে সেই রাজবাড়ীর—।" পুরুষোত্তম ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "নন্দলাল, চুপ।" "তবে চল গৃহে ফিরি।" "গৃহে ফিরিব কেমন করিয়া? মহারাজকে কোথায় রাখিয়া যাইব?" "তাও ত বটে। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি হইবে? চল নগরে প্রবেশ করি।"

তিন জনে মণ্ডপ ছাড়িয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন বহিঃশত্রু ও দস্যুর ভয়ে রাত্রিকালে নগরতোরণ ও ঘাট-সমূহের দ্বারগুলি রুদ্ধ থাকিত। নগরপালের আদেশ ব্যতীত কেহ রাত্রিকালে নগরে প্রবেশ করিতে পাইত না। মধুসূদন মন্দিরের ঘাটে দ্বার ছিল না বটে, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া নগরে প্রবেশ করা যাইত না। মন্দিরবাসিগণ সন্ধ্যাকালে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিল। নন্দলাল মন্দিরদ্বারে ঘন ঘন করাঘাত করিয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিল। একজন প্রদীপ হস্তে দ্বারের উপরের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে তোমরা?" নন্দলাল কহিল "আমরা নগরের লোক। আমি সেনানায়ক নন্দলাল, ইনি মহাপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মা, আর ইনি কান্যকুব্জরাজ চক্রায়ুধ। আমাদিগের সহিত চারি পাঁচজন পরিচারক ও ত্রিশজন

পদাতিক সেনা আছে। দুয়ার খুলিয়া দাও, আমরা নগরে প্রবেশ করিব।" "বাপু হে, নগরপালের আদেশ ব্যতীত রাত্রিকালে এত অস্ত্রধারী পুরুষ নগরে প্রবেশ করিতে দিতে পারিব না। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন মণ্ডপে বসিয়া থাক, প্রভাতে দুয়ার খুলিয়া দিব।" "তুমি ত বেশ লোক দেখিতেছি, আমরা গৌড়ের লোক হইয়াও নগরে প্রবেশ করিতে পাইব না? বিশেষতঃ আমাদিগের সহিত কান্যকুব্জের মহারাজ রহিয়াছেন, তাঁহাকে কি করিয়া মণ্ডপে বসাইয়া রাখিব? তুমি মন্দিরস্বামীকে সংবাদ দাও।" মন্দিরবাসী গবাক্ষ হইতে সরিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে প্রদীপ হস্তে লইয়া একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী আসিয়া গবাক্ষে দাঁড়াইলেন। নন্দলাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি মন্দিরস্বামী?" উত্তর হইল "হাঁ। তুমি কে?" "আমি গৌড়ের সেনানায়ক নন্দলাল।" "কি চাও?" "আমরা নগরে প্রবেশ করিতে চাই।" "রাত্রিকালে শস্ত্রধারী পুরুষকে নগরে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না। এখন মণ্ডপে অবস্থান কর, প্রভাতে প্রবেশ করিও।" "আমাদিগের সহিত কান্যকুব্জরাজ চক্রায়ুধ আসিয়াছেন। পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার কোন আয়োজন হয় নাই। তিনি কেমন করিয়া মণ্ডপে অপেক্ষা করিবেন?" "অপেক্ষা করা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা দেখিতেছি না, মহারাজের জন্য উপযুক্ত আসন পাঠাইয়া দিতেছি।" "আমাদিগের সহিত আসন আছে, সুতরাং আসনের আবশ্যক নাই। মন্দিরদ্বার

খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করুন।” “অসম্ভব।” “আপনি কি আমাকে চিনেন না?” “চিনিলেও দ্বার খুলিতে পারিব না।” “তবে আমরা দুয়ার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব।” মন্দিরস্বামী মুখ ফিরাইয়া মন্দির মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কটাহের তৈল উত্তপ্ত হইয়াছে?” সে ব্যক্তি কহিল “হইয়াছে।” তাহা শুনিয়া পুরুষোত্তম, নন্দলাল ও চক্রায়ুধের হস্তধারণ করিয়া তাহাদিগকে টানিতে টানিতে উর্দ্ধশ্বাসে ঘাটের দিকে পলায়ন করিলেন। সেই অবসরে যে ব্যক্তি মণ্ডপের অন্ধকারে লুকাইয়া ছিল সে মন্দিরদ্বারের নিকটে আসিয়া ডাকিল “হরেশ্বর?” মন্দিরস্বামী চমকিত হইয়া বলিলেন “কে তুমি?” আগন্তুক কহিল “আমি চক্ররাজ।” “প্রভু?” “হাঁ।” “প্রভু, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। প্রমাণ?” “মন্দিরমধ্যে রজতের হরিহর মূর্ত্তি খুলিয়া দেখ।” “যথেষ্ট হইয়াছে। প্রভু, আদেশ করুন।” “দ্বার মুক্ত কর।”

অবিলম্বে মন্দিরদ্বার মুক্ত হইল, আগন্তুক মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরস্বামী দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। আগন্তুক কহিলেন “হরেশ্বর, ইহাদিগকে নগরে প্রবেশ করিতে দাও। আমি জানি ইহারা গৌড়ের লোক।” “প্রভু স্বয়ং মহারাজাধিরাজ আদেশ করিয়াছেন যে রাত্রিকালে অস্ত্রধারী পুরুষ গৌড় নগরে প্রবেশ করিতে পাইবে না।” “তোমার কোন ভয় নাই, আমি আদেশ করিতেছি, দ্বার মুক্ত কর।”

মন্দিরস্বামীর আদেশে দ্বার মুক্ত হইল, আগন্তুক ঘাটে

গিয়া নন্দলালকে কহিলেন, "আপনারা আসুন, মন্দিরস্বামী আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।" পুরুষোত্তম বলিয়া উঠিলেন "কেন, তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিবার জন্য?" "না, কোন ভয় নাই, মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।"

সকলে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরস্বামী আগন্তককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, দ্বার কি মুক্ত রাখিব?" আগন্তুক কহিলেন, "হরেশ্বর, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি ফিরিয়া আসিতেছি।" তিনি এই বলিয়া দ্রুতপদে সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া জলের নিকটে আসিলেন। ক্ষুদ্র নৌকার নাবিকেরা জাগিয়া উঠিয়া নৌকাখানি ঘাটে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। নৌকার সম্মুখে এক ব্যক্তি আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া ঘুমাইতেছিল, আগন্তুক তাহার নিকটে গিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন "গৌর!" সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "আজ্ঞা।" "তোমরা নৌকা লইয়া প্রাসাদের ঘাটে চলিয়া যাও।" "যে আজ্ঞা।" "কল্য দ্বিপ্রহর রাত্রিতে একখানা ছোট নৌকা লইয়া সিংহবাহিনী মন্দিরের নিম্নে অপেক্ষা করিও।" "যে আজ্ঞা।" আগন্তুক ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে গৌর ডাকিল "প্রভু!" "কি?" "চাউল ফুরাইয়া গিয়াছে।" আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কল্য একাদশী, উপবাস করিয়া থাকিও।" গৌর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় শয়ন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৌড়ের পথে।

নগরে প্রবেশ করিয়া পুরুষোত্তম ও নন্দলাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা চক্রায়ুধকে লইয়া কোথায় যাইবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। নগরবাসী তখনও সুষুপ্তিমগ্ন, সূর্য্যোদয়ের তখনও বিলম্ব আছে, চির প্রথানুসারে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাসাদের তোরণ মুক্ত হয় না, সুতরাং তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া যাইবারও উপায় নাই, অথচ তাঁহারা কান্যকুব্জের যুবরাজকে নিজ আবাসভবনে লইয়া যাইতেও সাহস করিতেছিলেন না। এই সময়ে আগন্তুক আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। জনশূন্য রাজপথে তাঁহাকে দেখিয়া পুরুষোত্তমদেব চমকিত হইলেন; কিন্তু নন্দলাল তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "আপনাকে এই মাত্র মধুসূদনের ঘাটে দেখিলাম না?" আগন্তুক কহিলেন "হাঁ।" "আপনি কোথায় যাইবেন?" "প্রাসাদে।" "প্রাসাদে? প্রবেশ করিবেন কেমন করিয়া?"

রাজপথের পার্শ্বে জনৈক নাগরিকের গৃহে বাতায়নপথে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহার আলোক আসিয়া আগন্তুকের মুখের উপর পড়িল। দীপালোকে তাঁহার মুখ দেখিয়া পুরুষোত্তম চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি আগন্তুকের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?"

আগন্তুক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "পুরুষোত্তম, বল

দেখি আমি কে?” রাজপুরোহিত তখন আগন্তুকের পদপ্রান্তে রাজপথে ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন “প্রভু, অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আপনাকে অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই।” “এখন চিনিতে পারিয়াছ?” “আপনি প্রভু বিশ্বানন্দ। প্রভু কখন গৌড়ে আসিলেন?” “তোমাদিগের দুই প্রহর পূর্ব্বে, রাত্রিকালে নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলাম।” “প্রভু, নারায়ণ আপনার দর্শন মিলাইয়া দিয়াছেন, আমরা রাজ-অতিথি লইয়া বিষম বিপদে পড়িয়াছি।” “রাজ-অতিথি কোথায় পাইলে?” “বারাণসীতে।” পুরুষোত্তম চক্রায়ুধকে আশ্রয় প্রদান ও তাঁহার শপথের কথা জ্ঞাপন করিলেন। তখন বিশ্বানন্দ কহিলেন, “উত্তম করিয়াছ; পুরুষোত্তম, তুমি গৌড়রাজ-পুরোহিতের উপযুক্ত কাজ করিয়াছ। তোমার দেহে যে এত দয়া আছে তাহা আমি জানিতাম না। তোমার মস্তিষ্কে যে এত চিন্তাশক্তি আছে তাহা গৌড়রাজ্যে কেহ জানিত কি না সন্দেহ।” “কিন্তু প্রভু—” “কিন্তু কি পুরুষোত্তম?” “প্রভু, আমি আর একটু কার্য্য করিয়া আসিয়াছি।” “আবার কি?” “প্রভু, আমি মনের আবেগে আবক্ষ জাহ্নবীসলিলে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি যে যেমন করিয়া পারি চক্রায়ুধের পিতৃরাজ্য তাহাকে ফিরাইয়া দিব।” “কি বলিলে?” “প্রভু, পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি। এখন রক্ষা হইবে কেমন করিয়া ঠাকুর? আমার কথা রক্ষা না হইলে কেবল যে আমার অপমান —তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে গৌড়রাজ্যের অপমান।” “পুরুষোত্তম,

শান্ত হও, তুমি কি বলিলে তাহা আমি ভাল শুনিতে পাই নাই।”

“প্রভু, আমি অবিমুক্তক্ষেত্রে আদিকেশবের ঘাটে পবিত্র জাহ্নবী-সলিলে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি যে, যুবরাজ চক্রায়ুধের পিতৃরাজ্য যেমন করিয়া পারি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিব।”

সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া উত্তর না দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তম উত্তরের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিঞ্চিদ্দূরে যুবরাজ চক্রায়ুধ ও নন্দলাল তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরিচারক ও সেনাগণ তাঁহাদিগের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। তখন পূর্ব্বদিকে আলোকের ক্ষীণরেখা দেখা দিয়াছে। রাজপথে দুই এক জন লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে পূর্ব্বদিকে নীল আকাশ উষালোকে শুভ্র হইয়া উঠিল, তৈলহীন প্রদীপের মত তারকাগুলি একে একে নিভিয়া গেল। বিশ্বানন্দ তখনও রাজপথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন।

তিনি ভাবিতেছিলেন—বুদ্ধিহীন সহৃদয় পুরুষোত্তম বারাণসীর প্রাচীনতম তীর্থ কেশবের মন্দির-ঘাটে পূত জাহ্নবী-সলিলে দাঁড়াইয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে তাহার কি উপায় হইবে। পুরুষোত্তম অবশ্য অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাহার কোমল হৃদয় অপ্রাপ্তবয়স্ক আশ্রয়-বিহীন যুবার খেদোক্তি শুনিয়া দ্রবীভূত হইয়াছিল, কিন্তু সে ত চক্রায়ুধকে আশ্রয় দিয়া নিরস্ত থাকিলেই পারিত, সে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করিতে গেল কেন? কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধকে

পরাজিত করিয়া বজ্রায়ুধের পুত্রকে পিতৃসিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করা সহজসাধ্য হইবে না। পরাক্রমশালী গুর্জ্জররাজ ইন্দ্রায়ুধের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করিতে হইলে অবন্তি ও ভিল্লমালের দর্প চূর্ণ করা আবশ্যক। কেমন করিয়া পুরুষোত্তমের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে? এই সময়ে পথিপার্শ্বস্থিত বিটপিরাজির পাদমূলে লুক্কায়িত অন্ধকার হইতে বিশ্বানন্দের মানসিক উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া কে যেন বলিল "হইবে

বিশ্বানন্দ তাহা শুনিয়াও যেন শুনিলেন না। তাঁহার চিন্তাস্রোত বাধা পাইল না, তিনি ভাবিতে লাগিলেন—গৌড়-রাজ্যে কি এমন শক্তি আছে যাহার বলে ধর্ম্মপাল রণে দুর্দ্ধর্ষ জাতির সম্মুখীন হন? এই শিশু সাম্রাজ্যের কোষে কি এমন অর্থ আছে যাহাতে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তবিজয়যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়? তখন তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াই অন্ধকার হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল "আছে।" শব্দ শুনিয়া বিশ্বানন্দ চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু দ্রুতপদে বৃক্ষতলে গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন দূর হইতে আবার কে বলিয়া উঠিল "সময় হইয়াছে, চক্ররাজ! রাত্রিতে মণিদত্তের গৃহে আসিও।"

বিশ্বানন্দ দ্রুতপদে শব্দের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তাহা দেখিয়া পুরুষোত্তম, নন্দলাল ও চক্রায়ুধ ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু অরুণপ্রভায় ক্ষীণ অন্ধকারে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তখন বিশ্বানন্দ পুরুষোত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার

সহিত কে কথা কহিল?" "কই কেহ ত কথা কহে নাই?" "আমাকে কে যেন কি বলিল?" "কই না, আমি ত কিছু শুনিতে পাই নাই?" সহসা বিশ্বানন্দের মুখ উল্লাসে দীপ্ত হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিলেন "কান্যকুব্জরাজ কোথায়?" পুরুষোত্তম চক্রায়ুধকে তাঁহার নিকট আহ্বান করিলেন, তিনি আসিয়া সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বিশ্বানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "মহারাজের জয় হউক।" চক্রায়ুধ ও নন্দলাল বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অবসর বুঝিয়া পুরুষোত্তম সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, কি হইবে?" "পুরুষোত্তম, তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইবে।" সরলচিত্ত সহৃদয় ব্রাহ্মণ রাজপথের ধূলায় সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। তখন সকলে মিলিয়া প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আশ্রিত-রক্ষণ।

প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব প্রাসাদের ঘাটে স্নান করিতেছেন। অদ্য স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ গোপালদেবের শ্রাদ্ধ। গঙ্গাতীরে একজন

পরিচারক নূতন বস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সোপানশ্রেণীর উপরে প্রতীহারগণ পথ হইতে ভিক্ষুকগণকে সরাইয়া দিতেছে। মহারাজাধিরাজ স্নানান্তে দান করিবেন, ইহা শুনিয়া দুই তিন দিন হইতে গৌড় নগরে বহু দীন, অনাথ, দরিদ্র ভিক্ষুকের সমাগম হইয়াছে। ঘাটের সোপানের উপরে মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ ও ভাণ্ডাগারাধিকৃত দাঁড়াইয়া আছেন। ঘাটের এক পার্শ্বে বহু বস্ত্রাধারে রাশি রাশি ক্ষুদ্র রজতখণ্ড সজ্জিত রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে একজন খর্ব্বাকৃতি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া আছেন। ইনি অদ্য জাহ্নবীতীরে মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে একখানি গ্রাম দানস্বরূপ গ্রহণ করিবেন। তাঁহার পার্শ্বে কিঞ্চিৎ দূরে জনৈক বৃদ্ধ মহাব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া আছেন। তখনও উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ সকল সময়ে দান স্বরূপ সুবর্ণ গ্রহণ করিতেন না, মহাব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধাদির দান গ্রহণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগের মহাব্রাহ্মণ আখ্যা হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর এই মহাব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান না করিলে অন্য কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার দান গ্রহণ করিবেন না।

একজন দীর্ঘকায় গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে জনতা ভেদ করিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার উন্নত দীর্ঘ দেহ ও তেজোব্যঞ্জক মুখমণ্ডল দেখিয়া ভিক্ষুকগণ সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিতেছিল। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে ঘাটের নিকটে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রতীহারগণ অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ঘাটে আসিলে মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ চন্দ্রনাথ শর্ম্মা

ও ভাণ্ডাগারাধিকৃত রবিদত্ত ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজের স্নান হইয়াছে ?" "রবিদত্ত উত্তর করিলেন "পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ সর্ব্বগৌড়েশ্বর শ্রীমান্ ধর্ম্মপাল দেব স্নান করিতেছেন।" ধর্ম্মপাল স্নান শেষ করিয়া ঘাটের সোপানে দাঁড়াইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। রবিদত্ত স্বর্ণমুদ্রা-পরিপূর্ণ বস্ত্রাধার তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে, মহারাজ পরিচারকের হস্ত হইতে গঙ্গাজল-পরিপূর্ণ সুবর্ণভৃঙ্গার গ্রহণ করিয়া ভূমিতে জলধারা নিক্ষেপ করিয়া মহাব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিলেন। তাহা দেখিয়া সমবেত ভিক্ষুকগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তদনন্তর চন্দ্রনাথ শর্ম্মা ভূর্জ্জপত্রে লিখিত শাসন লইয়া অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে রজত মুদ্রার বস্ত্রাধার সমূহের অন্তরাল হইতে সন্ন্যাসী ধর্ম্মপালদেবের সম্মুখে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌড়েশ্বর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসী গৌড়েশ্বরের হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়া কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, অদ্য পুণ্যাহে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ ভিক্ষার্থ গৌড়েশ্বরের সমীপে উপস্থিত।" ধর্ম্মপালদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "প্রভু, এই গৌড়রাজ্যে এমন কি আছে যাহা আপনার অধিকারভুক্ত নহে ? আপনাকে অদেয় আমার কি আছে ?" "ধর্ম্ম, যাহা চাহিতে আসিয়াছি তাহা সহজসাধ্য নহে, অথচ তোমার সাধ্যায়ত্ত।" "প্রভু, আপনি চাহিবার পূর্ব্বে তাহা

আপনার হইয়াছে।” “ধর্ম্ম, আমি তোমার নিকট একজন আশ্রয়হীনের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, প্রবলের উৎপীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে আসিয়াছি। তুমি কি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে?” “প্রভু, আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না। তবে আশ্রয়হীনকে অবশ্য আশ্রয় দিব, প্রবলের উৎপীড়ন হইতে যথাসাধ্য দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আপনি কাহার কথা বলিতেছেন?” “গৌড়েশ্বর, কান্যকুব্জরাজ স্বর্গীয় বজ্রায়ুধের পুত্র চক্রায়ুধ খুল্লতাতের চক্রান্তে সিংহাসনচ্যুত এবং অত্যাচারভয়ে পলায়নতৎপর। চক্রায়ুধ আজ আশ্রয়ভিখারী হইয়া গৌড়-নগরে উপস্থিত, তুমি কি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিবে?” “প্রভু, যুবরাজ চক্রায়ুধ লোকবিশ্রুত ভণ্ডীর বংশধর। তিনি গৌড়নগরে আসিয়াছেন, তাহা ত আমি জানিতাম না। তিনি কোথায়?” “নিকটেই আছেন, কিন্তু মহারাজাধিরাজ, তুমি আশ্রয়দানে স্বীকৃত না হইলে তাঁহাকে এই স্থানে লইয়া আসিব না।” “প্রভু, অবশ্য আশ্রয় দিব।” “কিন্তু, ধর্ম্ম, ভাবিয়া দেখ, আশ্রয় দিলে হয়ত কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধের বিরাগভাজন হইবে, এমন কি মরুমাড়ে পরাক্রান্ত গুর্জ্জররাজও তোমার বিরোধী হইবেন।” “আশ্রিত-সংরক্ষণ রাজধর্ম্ম। ইতিহাসবিশ্রুত ভরত-বংশ আশ্রিত-সংরক্ষণের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। প্রভু, নবীন গৌড়সাম্রাজ্য যদি হারাইতে হয়, চিরাগত পিতৃরাজ্য যদি পরহস্তে সমর্পণ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, কিন্তু ধর্ম্ম-

পালের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ চক্রায়ুধ আশ্রয়চ্যুত হইবেন না। স্বর্গগত পিতার পুণ্য নাম লইয়া শপথ করিতেছি, কখনও চক্রায়ুধকে পরিত্যাগ করিব না।" "সাধু, ধর্ম্ম, সাধু! ইহাই শুনিব বলিয়া তোমার নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়াছিলাম। আর একটি প্রার্থনা আছে, ভরসা করি গোপালদেবের পুত্রের নিকট বিমুখ হইব না।" "কি প্রভু?" "চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।" "প্রভু, যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। তবে এই জাহ্নবী-সলিল হস্তে লইয়া মার্ত্তণ্ডদেব ও নররূপী নারায়ণ ব্রাহ্মণকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি, যতক্ষণ ধর্ম্মপালের দেহে একবিন্দু শোণিত থাকিবে, যতদিন গৌড়রাজ্যে একমুষ্টি অন্ন থাকিবে, যতকাল আমার অধীনে অস্ত্রধারণক্ষম একজনও সেনা থাকিবে, ততক্ষণ চক্রায়ুধের জন্য যুদ্ধ করিতে বিরত হইব না। যদি বিশ্বজগৎ আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি গোপালদেবের পুত্র ভণ্ডীর বংশধরের জন্য অস্ত্রধারণ করিবে।"

সন্ন্যাসী স্তম্ভিত হইয়া ধর্ম্মপালদেবের ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জয় মহারাজাধিরাজের জয়, জয় গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের জয়। ধর্ম্ম, আমি যথার্থ অনুমান করিয়াছিলাম, তুমি সত্য সত্যই আর্য্যাবর্ত্তের গৌরব।"

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জয়ধ্বনি শুনিয়া সহস্র সহস্র ভিক্ষুক সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন গৌড়েশ্বর

জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, যুবরাজ চক্রায়ুধ কোথায়?" "তিনি মহাপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মার সহিত জনতার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।" "তাঁহাকে এই স্থানে আনিতে অনুমতি করুন।" বিশ্বানন্দের আদেশে রবিদত্ত চক্রায়ুধের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন। চক্রায়ুধের সহিত পুরুষোত্তমদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপালদেব চক্রায়ুধকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সম্মুখে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন আবার দান আরম্ভ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মরুপ্রান্তে।

শস্যশ্যামল বিস্তীর্ণ পঞ্চনদ প্রদেশের দক্ষিণে জনহীন, তৃণহীন, জনশূন্য, দিগন্তবিস্তৃত, বালুকাময় প্রান্তর; প্রাচীন কালে ইহারই নাম ছিল মরুমাড়। খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে দুর্দ্ধর্ষ গুর্জ্জর জাতি এই বিস্তৃত মরু প্রদেশের অধিবাসী ছিল। সেই সময়ে হূণাপর নামধারী গুর্জ্জরগণ চিরতুষারাবৃত গান্ধার হইতে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিল। দীর্ঘকাল আর্য্যাবর্ত্তবাসের ফলে বর্ব্বরগণ আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ কুরুবর্ষের রীতিনীতি বিস্মৃত হইতেছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মরুবাসী গুর্জ্জরগণ অত্যন্ত বলশালী হইয়া উঠে। তাহারা মরুভূমিতে বাস করিয়া অত্যন্ত বলশালী ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সে সময়ে উর্ব্বর পঞ্চনদবাসী গুর্জ্জরগণ পদে পদে তাহাদিগের নিকটে পরাজিত হইতেছিল। মালবের নিকটবর্ত্তী মরুময় প্রদেশ হইতে গুর্জ্জররাজগণ ক্রমশঃ সরস্বতীতীরস্থিত স্থাণ্বীশ্বর ও জাহ্নবীতীরবর্ত্তী সুদূর কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন গুর্জ্জররাজধানীর অপর নাম ছিল ভিল্লমাল।

মরুভূমির দক্ষিণ সীমান্তে ভিল্লমাল নগর অবস্থিত। বিশাল জনশূন্য মরুভূমি যে স্থানে পর্ব্বতমালায় শেষ হইয়াছে, সেই স্থানে পর্ব্বতমালার সানুদেশে দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী-বেষ্টিত গুর্জ্জররাজধানী শোভা পাইত। গুর্জ্জররাজধানী ক্ষুদ্র নগরী, দৈর্ঘ্যে এক ক্রোশ, ও প্রস্থে পঞ্চশত হস্ত মাত্র, কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিকে ভীষণদর্শন পাষাণ প্রাকার ও সুগভীর পরিখা, তোরণে তোরণে লৌহনির্ম্মিত দ্বারত্রয় এবং তাহার পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ।

হেমন্তের মধ্যাহ্নে ভিল্লমালের নগরপ্রাকার হইতে তিন ক্রোশ দূরে একজন পথিক পথিপার্শ্বে খর্জ্জুরকুঞ্জের স্বল্প ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। তাহার সম্মুখে দুইটি উষ্ট্র সুদীর্ঘ গ্রীবা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বালুকাক্ষেত্রে সংলগ্ন করিয়া খর্জ্জুরকুঞ্জের নিকটবর্ত্তী পঙ্কিল জলাশয় হইতে দীর্ঘকাল পরে পানীয় গ্রহণ করিতেছিল। উষ্ট্রের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু পশু বিরল; এই উষ্ট্র যখন সুদীর্ঘ গ্রীবা ভূমিতে রক্ষা করিয়া বিশ্রাম করে, তখন উষ্ট্রপাল বুঝিতে পারে

সে তাহার সহিষ্ণুতার সীমান্তে উপনীত হইয়াছে। রৌদ্রদগ্ধ বালুকাক্ষেত্র হইতে তীব্র তপ্তবায়ু ও শত শত সূচীবৎ তীক্ষ্ণ বালুকাকণা আসিয়া পথিককে দগ্ধ করিতেছিল। সে ব্যক্তি বস্ত্র-খণ্ড জলাশয় হইতে বারবার আর্দ্র করিয়া লইয়া মুখে ও মস্তকে জলসেক করিতেছিল। পশ্চাতে জলাশয়ের সম্মুখে একটি প্রাচীন দেবালয়, তাহার একটি মাত্র প্রাচীর অবশিষ্ট আছে। মধ্যাহ্নকাল, সুতরাং জীর্ণ দেবালয়ের কোন স্থানে ছায়ার চিহ্ন-মাত্রও নাই। অকস্মাৎ পথিক পদশব্দ শুনিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতে পাইল, জীর্ণ দেবালয়ের তোরণে একজন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছে। পথিক তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কারণ সে যখন জলাশয়ে আসিয়াছিল, তখন সেই স্থানে কেহ ছিল না। সন্ন্যাসী বস্ত্রমধ্য হইতে অলাবু-পাত্র বাহির করিয়া ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু পথিক মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল যে সে ভিক্ষা দিতে পারিবে না। তখন সন্ন্যাসী কহিল, "অর্থ চাহি না, খাদ্য আছে?" পথিক বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমার নিকটে নাই, দূরে ঐ নগরে আছে।" সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিল, "তাহা আমি জানি, সে কথা তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না। নগর এখনও এক প্রহরের পথ, সমস্তদিন কিছুই আহার হয় নাই, সেই জন্যই তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছিলাম। শিব শম্ভো! প্রভাতে মিলিল না, সন্ধ্যায় মিলিলেও মিলিতে পারে। তবে কি জান, অনর্থক লোকের মনে কষ্ট দিতে নাই, একদিন তোমাকেও হয়ত আমারই মত

ভিক্ষা করিতে হইবে।” সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া পথিক ক্রোধে জলিয়া উঠিল এবং কহিল “তুই আমাকে শাপ দিতেছিস্? তোকে ভিক্ষা দিলাম না বলিয়া—”

“বাপুহে, শান্ত হও, আমরা সন্ন্যাসী, কাম-ক্রোধ-লোভ মোহ-বিবর্জ্জিত, আমরা কখনও কাহাকেও অভিশাপ দিই না। তবে কি জান—” “রাখ ঠাকুর, তোমার তবে কি জান, অভিশাপ দিও না বলিতেছি।” “শুন, চক্রের পরিবর্ত্তনে আজি তুমি রাজচক্রবর্ত্তী, কিন্তু কালি দীনহীন ভিখারীরও অধম হইতে পার—” “আবার! ঠাকুর ভাল হইবে না বলিতেছি!” “বাপু, তুমি ত এখনও রাজচক্রবর্ত্তী হও নাই।” “যদি হই?” “এখনই হও, আমার কোনই আপত্তি নাই।” “ভাল।” “কিন্তু—” “আবার কিন্তু কেন?” “তুমি কখনও রাজচক্রবর্ত্তী হইবে না,—তাহাই বলিতেছিলাম।” “ঠাকুর মহাশয়ের কি সামুদ্রিক বিদ্যা অধীত আছে?” “যাহা ছিল ক্ষুধাতৃষ্ণায় এখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।” সন্ন্যাসী এই বলিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে একটি চর্ম্মনির্ম্মিত আধার বাহির করিল ও জলাশয় হইতে জল লইয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিল। পথিক উৎসুকনেত্রে তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। সন্ন্যাসী চর্ম্মাধার হইতে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ ভিক্ষাপাত্রে ঢালিয়া লইয়া তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পান করিল। তাহা দেখিয়া পথিক ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর মহাশয়, উহা কি?” সন্ন্যাসী প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ভিক্ষাপাত্র ধুইয়া বস্ত্রমধ্যে রক্ষা করিল এবং দণ্ডে ভর দিয়া উঠিল। পথিক

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর মহাশয়, কোথায় যাইতেছেন?" সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "যেখানে ভিক্ষা পাওয়া যায়,—নগরে।" "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?" "একটা ছাড়িয়া একশতটা জিজ্ঞাসা করিতে পার, কিন্তু বাপু, আমার সময় অল্প, এখনও তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইবে।" "যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার দুইটা উষ্ট্রের একটায় আরোহণ করেন, তাহা হইলে এক প্রহরের পরিবর্ত্তে দেড়দণ্ডে পৌঁছিতে পারিবেন।" "বাপুহে, তুমি একমুষ্টি অন্ন দিতেই প্রস্তুত নহ, তোমার উষ্ট্রে আরোহণ করিতে চাহিলে ত আমার মাথাটাই কাটিয়া ফেলিবে।" "দেব, অপরাধ হইয়াছে, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" "আমি তোমার কথায় ক্রুদ্ধ হই নাই, তুমি এখন কি বলিতে যাইতেছিলে বল।" "ঠাকুর কি এই ভীষণ রৌদ্রে পায়ে হাঁটিয়া নগরে যাইবেন?" "হাঁ, গুরুপ্রদত্ত যে অমৃতরস পান করিয়াছি, তাহার বলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তাপ ও ক্লান্তি সমস্তই জয় করিয়াছি।" "সত্য নাকি?" "বাপুহে, আমি কি তোমাকে মিথ্যা কথা শুনাইবার জন্য মধ্যাহ্নকালে এই প্রাচীন দেবমন্দিরে আসিয়াছি?" "না, না, আমি কি তাহা বলিতে পারি?" "তবে কি?" "এই বলিতেছিলাম কি—আমার নিবাস কান্যকুব্জে। কান্যকুব্জে নিবাস বটে, কিন্তু অবস্থান করি প্রতিষ্ঠানে—এত উত্তাপ সহ্য করা আমাদিগের অভ্যাস নাই। তাই বলিতেছিলাম কি যে, প্রভুর অনুগ্রহ হইলে—প্রভুর প্রসাদস্বরূপ—" "তুমি অমৃতরস পান করিতে

চাও?” “প্রভুর প্রসাদ পাইলে চরিতার্থ হইয়া যাই।” “এখনই দিতেছি।” সন্ন্যাসী এই বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে চর্ম্মাধার বাহির করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ তরল পদার্থ ভিক্ষাপাত্রে ঢালিয়া দিলেন এবং জলাশয় হইতে জল লইয়া ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া পথিকের হস্তে প্রদান করিলেন। পথিক তাহা এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল। পান করিয়া সে কহিল, “প্রভু, অমৃতরস বড়ই মধুর।” সন্ন্যাসী কহিল, “এইবার তুমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, উত্তাপ সমস্তই বিস্মৃত হইয়া যাইবে।” পথিক কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, “সত্য প্রভু, মনে হই-তেছে যেন কুঞ্জবন হইতে ঝির্ ঝির্ করিয়া মলয়-মারুত বহিয়া আসিতেছে, আর দেখুন—কেমন চাঁদনী রাত্রি, আমার একটু একটু শীত করিতেছে।” পথিক এই বলিয়া খর্জ্জুর বৃক্ষে ভর দিয়া উপবেশন করিল, এবং ঈষৎ হাসিয়া সন্ন্যাসীকে কহিল, “সখি, তুমি কে ভাই?” সন্ন্যাসী অগ্রসর হইয়া পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিহে, নগরে যাইবে না?” পথিক অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে চাহিয়া কহিল, “কে তুমি, এমন সময়ে রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছ? এখন সরিয়া পড়,—বড় শীত, গ্রীষ্মকালে যাইব।” পথিক এই বলিয়া ভীষণ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা-ক্ষেত্রে শয়ন করিল, এক মুহূর্ত্ত পরে তাহার নাসিকাধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

সন্ন্যাসী যখন দেখিলেন যে সে সম্পূর্ণরূপে অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, তখন ধীরে ধীরে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে তাহার যে দ্রব্যসম্ভার

ছিল তাহা ভূমিতে নামাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন দ্রব্য অপহরণ না করিয়া সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে উষ্ট্রদ্বয়ের পৃষ্ঠের আসন পর্য্যন্ত পরীক্ষিত হইল। অবশেষে সন্ন্যাসী পথিকের পরিধেয় বস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। বস্ত্র, কটিবন্ধ, উষ্ণীষ, অঙ্গরক্ষ, শিরস্ত্রাণ সমস্তই পরীক্ষিত হইল। সন্ন্যাসী হতাশ্বাস হইয়া পথিকের পদদ্বয় হইতে ছিন্ন পাদুকাদ্বয় লইয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিকা-দ্বারা তাহা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। পাদুকাদ্বয়ের তলদেশে দুই খণ্ড মসৃণ চর্ম্ম মিলিল। সন্ন্যাসী চর্ম্মের লেখন পাঠ করিয়া তাহা পুনরায় পাদুকামধ্যে সন্নিবেশ করিলেন, পথিক তখন পানীয়ে মিশ্রিত মাদকের গুণে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

সন্ন্যাসী খর্জ্জুর-কুঞ্জের বহির্দ্দেশে আসিয়া বংশীধ্বনি করি-লেন। দূরস্থিত পর্ব্বতসদৃশ বালুকাপিণ্ডের অন্তরাল হইতে একজন অশ্বারোহী আর একটি অশ্ব লইয়া তাঁহার নিকটে আসিল। সন্ন্যাসী তাহাকে কহিলেন, "নন্দ, তোমার কথাই সত্য, এই ব্যক্তি ইন্দ্রায়ুধের দূত, ইহার পাদুকাতলে ইন্দ্রায়ুধের পত্র লুক্কায়িত ছিল। সে অমৃতরসভ্রমে মাদক পানে গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়াছে।"

উভয়ে অশ্বখুরোত্থিত ধূলিমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গুর্জ্জর-রাজসভা।

হেমন্ত প্রভাতের মৃদুসূর্য্যকিরণ যখন বিন্ধ্যের উচ্চ চূড়াগুলি স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিল, তখন নগরের তোরণে তোরণে মঙ্গল-বাদ্যধ্বনিতে গুর্জ্জরপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তরুণ অরুণকিরণ যখন পর্ব্বতের পাদমূলস্থিত ভিল্লমাল নগরীর উচ্চ প্রাসাদশিখর-গুলি স্পর্শ করিল, তখন গুর্জ্জররাজ নাগভট্ট সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। বিচিত্র বসন ও বিবিধ বর্ণরঞ্জিত উষ্ণীষ পরিধান করিয়া গুর্জ্জরপ্রধানগণ সভামণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন, মণ্ডপের বহির্দ্দেশে তাঁহাদিগের অস্ত্রধারী অনুচরগণ কোলাহল করিতে-ছিল। তাহাদিগের পশ্চাতে ভিল্লমালের নাগরিক ও গুর্জ্জরদেশের কৃষকগণ রাজ-দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রাজা আসিলে প্রধানগণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাদিগের অনুচরবর্গের কোলাহল কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, কিন্তু প্রকৃতি-পুঞ্জ রাজদর্শন পাইল না।

প্রধানগণ পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিলে গুর্জ্জররাজ্যের মহাসান্ধিবিগ্রহিক কক্কুক রাজসমীপে নিবেদন করিলেন যে, কান্য-কুব্জপতি ইন্দ্রায়ুধ রাজসমীপে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। অপ্রসন্ন-বদনে নাগভট্ট কান্যকুব্জরাজের দূতকে সভায় আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। গুর্জ্জরের মহাপ্রতীহার বাউক মণ্ডপের

তোরণ হইতে পাঠকবর্গের পূর্ব্বপরিচিত পথিককে সভামধ্যে আনয়ন করিলেন। কান্যকুব্জরাজের দূতের নয়নদ্বয় তখনও মাদকের প্রভাবে রক্তবর্ণ ও নিদ্রালস, তিনি গুর্জ্জরপতিকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে ইন্দ্রায়ুধের পত্র প্রদান করিলেন। রাজাদেশে প্রধানামাত্য বাহুকধবল লিপিপাঠ করিলেন—"পরমেশ্বর পরমমাহেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌নাগভট্টদেব সমীপে, সমস্ত-আর্য্যাবর্ত্ত-ক্ষৌণীশচক্রবর্ত্তী ভণ্ডিকুলাবতংস মহোদয়াধিপতি পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ইন্দ্রায়ুধদেবের নিবেদন, 'রাজদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত স্বর্গগত মহারাজাধিরাজের পুত্র রাজাদেশে কান্যকুব্জেশ্বরের সীমান্ত হইতে তাড়িত হইয়া বংশপরম্পরানুক্রমে রাজদ্রোহী এবং সম্প্রতি সম্রাট্-উপাধিধারী গৌড়পতির আশ্রয়লাভ করিয়াছে; বারাণসীভুক্তি ও বারাণসীমণ্ডলের তরিক ও কুমারামাত্যগণ মহোদয়ে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে যে বিদ্রোহী গৌড়পতির পুরোহিত পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে পূতসলিলা জাহ্নবীজলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে গৌড়পতি আমরণ রাজদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত চক্রায়ুধকে রক্ষা করিবে এবং তাহাকে মহোদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিবে।' রাজাদেশে লিখিত মহাকুমারামাত্য তক্ষদত্ত।"

লিপিপাঠ শেষ হইলে নাগভট্ট হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "দূত, কান্যকুব্জপতি কি নিঃসহায় ভ্রাতুষ্পুত্রের ভয়ে উন্মাদ হইবেন?" দূত নিরুত্তর রহিল, তখন নাগভট্ট বাহুকধবলকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহুক, গৌড়দেশ কোথায়? সরস্বতীতীরে, না দৃশদ্বতীতীরে?" "ভট্টাবক, গৌড়দেশ মগধের পূর্ব্বসীমান্তে অবস্থিত। প্রভুর স্মরণ থাকিতে পারে, গৌড়বঙ্গের অধিবাসিগণ স্বর্গগত মহারাজাধিরাজ বৎসরাজের প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়া যুদ্ধের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে গৌড়বঙ্গের ধবল রাজচ্ছত্রদ্বয় স্বেচ্ছায় প্রেরণ করিয়াছিল।"

বাহুকধবলের কথা শুনিয়া গুর্জ্জরপ্রধানগণ প্রথমে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইলেন। গৌড়বঙ্গবাসিগণ বৎসরাজের ভয়ে যে শ্বেত রাজচ্ছত্রদ্বয় বিনা যুদ্ধে সমর্পণ করিয়াছিল, রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবধারাবর্ষ বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া তাহা মান্যক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই পরাজয় তখনও গুর্জ্জরগণের বক্ষে শেলসম বিদ্ধ ছিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া নাগভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌড়ে সম্রাট্ হইল কবে?" কান্যকুব্জরাজের দূত উত্তর করিলেন, "সম্প্রতি গৌড়ের প্রধানগণ একজন সামন্তকে সম্রাট্ পদবী প্রদান করিয়াছেন।" "সে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি কত দূর?" "লৌহিত্যতীর হইতে হিরণ্যবহা পর্য্যন্ত।" নাগভট্ট পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, "এই সাম্রাজ্যের সম্রাটের ভয়ে মহোদয়পতি যদি ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে বলিবেন।" গুর্জ্জররাজের কথা শুনিয়া গুর্জ্জরপ্রধানগণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, লজ্জারক্তনেত্রে কান্যকুব্জরাজদূত অধোবদন হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নাগভট্ট জিজ্ঞাসা

করিলেন, "আপনি কতদিন পূর্ব্বে কান্যকুব্জ হইতে যাত্রা করিয়াছেন?" "প্রায় চারিমাস পূর্ব্বে।" "ভিল্লমালে কি অদ্যই আসিয়াছেন?" "না, কল্য নগরপ্রান্তে আসিয়াছি।" "কল্যই নগরে প্রবেশ করেন নাই কেন?" "মহারাজাধিরাজ, নগরপ্রান্তে আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।" "আপনি দূত, আপনার কি বিপদ্?" "মহোদয়পতির আদেশে আমি ছদ্মবেশে আসিয়াছি।" "আপনি যে বেশেই আসুন, নগরপ্রান্তে আপনার কি বিপদ্ হইতে পারে?" "একজন সন্ন্যাসী মরুপ্রান্তে জলাশয়তীরে আমাকে মাদকমিশ্রিত পানীয় দিয়া প্রায় তিন প্রহর চেতনাশূন্য করিয়া রাখিয়াছিল।" "আপনার কোন সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে?" "কিছু নহে।" "তবে কেন মাদক সেবন করাইল?" "কিছু বুঝিতে পারিলাম না।" "আপনি বিশ্রাম করুন, কল্য প্রাতে কান্যকুব্জপতির পত্রোত্তর দিব। ইতিমধ্যে চোরের সন্ধান করিতেছি।" কান্যকুব্জদূত অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন।

নাগভট্ট তখন বাহুকধবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহুক, নগরপ্রান্তে কে রাজদূতকে মাদকমিশ্রিত পানীয় দিয়া তাঁহাকে চেতনাশূন্য করিল, অথচ কোন দ্রব্য অপহরণ করিল না?" প্রবীণ অমাত্য অবনতমস্তকে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন সভামণ্ডপের অপরপ্রান্তে বৃদ্ধ পুরোহিত প্রহ্লাদ শর্ম্মা কুশাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও রোষকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ,

বশিষ্ঠগোত্র চিরকাল গুর্জ্জরপ্রতীহারবংশের শুভাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন। চালুক্যবংশীয় অমাত্যরাজ বাহুকধবল বুঝিতে পারেন না, বিস্তৃত গুর্জ্জররাজ্যে এমন কি সমস্যা আছে? শুন, বাহুকধবল, লজ্জার অনুরোধে রাজসমীপে মিথ্যা কহিও না, আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে দেবতা ও ব্রাহ্মণের শত্রু কে আছে তাহা কি তুমি জান না? ভণ্ডীর বংশ ও অগ্নিকুল কাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান? হর্ষের মৃত্যুর পরে কাহারা দস্যুতস্করের ন্যায় অন্ধকারে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়? তাহারাই কান্যকুব্জ রাজদূতকে মাদকের প্রভাবে অচেতন করিয়া লিপিপাঠ করিয়াছে।” বৃদ্ধ পুরোহিতের কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন, কেবল বৃদ্ধ অমাত্য বাহুকধবল সিংহাসনের সম্মুখে পাষাণমুর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রোধে নাগভট্টের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি কম্পিতপদে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রহ্লাদ শর্ম্মা পুনরায় কহিলেন, “মহারাজ, পিতৃবন্ধুর উপদেশ গ্রহণ করুন, বৌদ্ধই রাজ্যের প্রকৃত শত্রু, বৌদ্ধ বিনাশ করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করুন, নৃগ নহুষ যযাতি ও অম্বরীষের ন্যায় ত্রিভুবনবাসী আচন্দ্রার্কক্ষিতি-সমকাল আপনার যশোরাশি কীর্ত্তন করিবে।”

তখন নাগভট্ট বলিয়া উঠিলেন, “ব্রাহ্মণ, তোমার কথাই সত্য, বৌদ্ধগণই আর্য্যাবর্ত্তের প্রকৃত শত্রু, বৌদ্ধবিনাশ না

করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। আমি বৎসরাজের পুত্র, তাহারা আমাকেও এমন ভাবে অপমান করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। এ অপমান অসহ্য। বাউক—" "মহারাজাধিরাজ!" "বিহার-স্বামী নাগসেন কোথায়?" "এই নগরেই আছে।" "এই দণ্ডে তাহাকে বন্দী করিয়া সভায় লইয়া আইস।"

মহাপ্রতীহার বাউক অভিবাদন করিয়া মণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন প্রবীণ অমাত্যের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তিনি গুর্জ্জরপতির হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "তাত, স্মরণ করিও, আমিও তোমার পিতৃবন্ধু; স্মরণ রাখিও যে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল ধরিয়া প্রতীহার বংশের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাত, আমি বৌদ্ধ, তাহা তুমিও জান, সকলেই জানে, কিন্তু জগতে এমন কেহ নাই যে বলিতে পারে বাহুকধবল প্রতীহার বংশের অমঙ্গল কামনা করে। পুত্র, বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেন অথবা কোন শ্রমণ বা ভিক্ষু যদি কান্যকুব্জ-রাজদূতকে মাদকমিশ্রিত পানীয় দিয়া অন্যায় উপায়ে রাজলিপি পাঠ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অবশ্য দণ্ডনীয়। তুমি রাজা, প্রকৃতিপুঞ্জের জীবনমরণের অধীশ্বর, তোমার অঙ্গুলি হেলনে আর্য্যাবর্ত্ত বৌদ্ধশোণিতে প্লাবিত হইয়া যাইবে, একজন অপরাধীর সহিত শত শত নিরপরাধ ব্যক্তির ছিন্নমুণ্ড তোমাকে অভিসম্পাত করিবে। তুমি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান; ধৈর্য্য অবলম্বন কর, ক্রোধের বশীভূত হইয়া অন্যায় আচরণ করিও না। যথারীতি বিচার করিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধান করিও,

বৃদ্ধ চালুক্যের ইহাই একমাত্র অনুরোধ।" "বাহুক, আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তোমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে বিচার না করিয়া কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিব না। মহাধর্ম্মাধিকৃত ও মহাদণ্ডনায়ক নাগসেনের বিচার করিবেন।"

গুর্জ্জররাজের উক্তি শুনিয়া মহাপুরোহিত প্রহ্লাদ শর্ম্মা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। একজন প্রতীহার আসিয়া নিবেদন করিল যে মহাপ্রতীহার বাউক বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেনের সহিত তোরণে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা শুনিয়া বাহুকধবল তদ্দণ্ডে সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিলেন। পরক্ষণেই নাগসেন ও বাউক অপর তোরণ দিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাগভট্টকে অভিবাদন করিয়া মহাপ্রতীহার বাউক বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, দাসানুদাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আচার্য্য নাগসেনকে বন্দী করিবার আদেশ পাইয়া আমি অশ্বারোহণে সর্ব্বাস্তিবাদীয় বিহারে যাইতেছিলাম, পথে আচার্য্য নাগসেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি কহিলেন যে, তিনি স্বয়ং রাজদর্শনে আসিতেছেন, সেইজন্যই তাঁহাকে বন্দী করি নাই।" নাগভট্ট তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি রাজসভায় আসিতেছিলেন কেন?" "রাজদ্বারে নগর-পালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব বলিয়া।" "কি অভিযোগ?"

“কল্য রাত্রিতে দুইজন ভিক্ষু নগরপালের আদেশে নগরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।” “তাঁহারা কোথায় গিয়াছিলেন?” “গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতে।” “উত্তম, সে বিচার পরে হইবে, সম্প্রতি আমার নিকটে বৌদ্ধসজ্যের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ আসিয়াছে।” “কি অভিযোগ, মহারাজ?” “কল্য মধ্যাহ্নে কান্যকুব্জরাজদূত মহারাজাধিরাজ ইন্দ্রায়ুধের নিকট হইতে পত্র লইয়া আমার নিকটে আসিতেছিলেন, নগর-প্রান্তে আপনি অথবা আপনার দলভুক্ত কোন ব্যক্তি রাজদূতকে মাদকমিশ্রিত পানীয় সেবন করাইয়া তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য করিয়া গোপনে সেই পত্র পাঠ করিয়াছেন।” “মহারাজ, ধর্ম্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া কহিতেছি, অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য।” “আপনারা নিরপরাধ তাহা প্রমাণ করুন।” “যিনি অভিযোগ করিতেছেন, তিনিই প্রথমে অপরাধ প্রমাণ করুন।” “উত্তম, কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সময় লাগিবে। যতদিন বিচার শেষ না হয়, ততদিন আপনা-দিগকে অবরুদ্ধ থাকিতে হইবে।” “আমাকে?” “কেবল আপনাকে নহে, গুর্জ্জররাজ্যবাসী সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে।” “প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

দশম পরিচ্ছেদ।

মণিদত্তের দান।

শ্রাদ্ধান্তে মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব অলিন্দে বিশ্রাম করিতেছেন, গর্গদেব সমবেত ব্রাহ্মণগণকে যথোপযুক্ত দানে সম্মানিত করিয়াছেন। প্রাসাদের অপরপ্রান্তে মহাকুমার বাক্-পাল ও প্রধান রাজপুরুষগণ লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন করিতেছেন। এই সময়ে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ ধীরে ধীরে অলিন্দে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মপাল সুখাসনে বসিয়া করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বিশ্বানন্দকে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন।

বিশ্বানন্দ ধর্ম্মপালের নিকটে আসিয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "ধর্ম্ম, তুমি অদ্য সন্ধ্যার পরে অন্তঃপুরে যাইও না।" সম্রাট্ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, প্রভু?" "অদ্য সন্ধ্যার পরে তোমাকে একস্থানে লইয়া যাইব।" "কোথায় প্রভু? অদ্য শ্রাদ্ধের দিন, অদ্য গ্রামান্তরে যাওয়া নিষেধ, নদীপার হওয়াও নিষেধ।" "গ্রামান্তরে যাইতে হইবে না, নদীও পার হইত হইবে না।" "তবে কোথায় লইয়া যাইবেন, প্রভু?" "এই নগরে।" "এই নগরে?" "হাঁ, ধর্ম্ম, গৌড়-নগরেরই একস্থানে যাইতে হইবে। অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিও না।" "কেন, প্রভু?" "তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে

না।” “আত্মরক্ষার আবশ্যক হইবে না ত?” “ধর্ম্ম, বিশ্বানন্দ জীবিত থাকিতে কেহ তোমার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিবে না।” “প্রভু, আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করুন। কিন্তু গন্তব্যস্থান অবগত হইবার জন্য আমি বড়ই উৎসুক হইয়াছি।” “যাত্রাকালে প্রাসাদের সীমার বাহিরে গিয়া বলিব।”

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইল, গৌড়েশ্বর ভোজনান্তে পুনরায় অলিন্দে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তখনও প্রাসাদের অঙ্গনে শত শত দরিদ্র অনাথ ভিক্ষোপজীবী ভোজন করিতেছিল, গর্গদেব ও বাক্‌পাল তখনও কার্য্যশেষ করিতে পারেন নাই। অন্ধকার হইয়া আসিলে চারিদিকে দীপমালা প্রজ্বলিত হইল, কিন্তু গৌড়েশ্বর অলিন্দের আলোকগুলি নির্ব্বাপিত করিতে আদেশ করিলেন। অর্দ্ধদণ্ড-পরে নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে বিশ্বানন্দ অলিন্দে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী অদ্য গৈরিকের পরিবর্ত্তে রক্তাম্বর ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের পরিবর্ত্তে মহাশঙ্খের মালা ও হস্তে অস্থি-নির্ম্মিত যষ্টি। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ধর্ম্মপালদেব গাত্রোত্থান করিলেন, বিশ্বানন্দ দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ধর্ম্ম, তুমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত?” উত্তর হইল, “হাঁ, প্রভু।” “তবে আইস।” উভয়ে আলোকমালাশোভিত প্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বানন্দ দুইখণ্ড উত্তরীয়বস্ত্র আনিয়াছিলেন, উভয়ে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন। প্রাসাদের সীমা অতিক্রম করিয়া

ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, অদ্য কোথায় যাইতে হইবে?" সন্ন্যাসী অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "মণিদত্তের গৃহে। ধর্ম্ম, অদ্য মণিদত্তের দান গ্রহণ করিতে হইবে।" "প্রভু, এখন ত তাহারা দিবে না বলিয়াছে, আমি ত এখনও সে ধনের যোগ্যপাত্র হই নাই?" "তুমি অদ্য হইতে সুযোগ্যপাত্র হইয়াছ।" "কেন, প্রভু?" "প্রভাতের কথা স্মরণ কর।" "কি কথা?" "চক্রায়ুধকে আশ্রয় দান।" "ওঃ, ইহা কি তাহাদিগের কর্ণে পৌছিয়াছে?" "নিশ্চয় পৌছিয়াছে।" উভয়ে বাক্যব্যয় না করিয়া প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণ গলিপথ অবলম্বন করিলেন। অন্ধকারময় বক্রপথ অতিবাহন করিয়া প্রায় একদণ্ড পরে একটি জীর্ণ আলোকশূন্য অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপালদেব তাহা দেখিয়া চিনিলেন, তাহাই বণিক্ মণিদত্তের গৃহ।

জীর্ণগৃহদ্বারে কেহই নাই, তাহা কবাটকশূন্য, নগরের সে অংশে তখন গৃহে গৃহে দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, অধিবাসিগণ সুষুপ্তিমগ্ন। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে দুই একটা নিশাচর পক্ষী সশব্দে আকাশমার্গে উড়িয়া যাইতেছে। ধর্ম্মপাল অভ্যাসবশতঃ অসির অন্বেষণে কটিদেশে হস্তার্পণ করিলেন। কটিদেশে অসি নাই দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার স্মরণ হইল যে বিশ্বানন্দের আদেশে প্রাসাদে অস্ত্র রাখিয়া আসিয়াছেন।

বিশ্বানন্দ অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিলেন, কিয়দ্দূর

অগ্রসর হইয়া উভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, কারণ সেই স্থান হইতে বহু মানবের পদশব্দ শ্রুত হইতেছিল। চারিদিকে অন্ধকার, সূচীভেদ্য অন্ধকার, পুরাতন গৃহে আবর্জ্জনারাশির মধ্যে বারবার তাঁহাদের পদস্খলন হইতেছিল। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ধর্ম্মপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, কিছু শুনিতে পাইতেছেন কি?" সন্ন্যাসী অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "হাঁ, পাইতেছি, কিন্তু ভয় পাইও না।" গৌড়েশ্বর হাসিয়া কহিলেন, "না, ভয় পাই নাই। মনে হইতেছে যেন অনেক মানুষ পথ চলিতেছে, অথচ গৃহ অন্ধকার, আবর্জ্জনাপূর্ণ, যেন বহুকাল ইহাতে জনমানব পদার্পণ করে নাই।" "সত্য সত্যই বহু মানব অদ্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছে, অবিলম্বেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে।"

উভয়ে পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটি অন্ধকারময় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রবেশ করিতেই পূর্ব্বদিনের মত দ্বার হারাইয়া গেল, মনে হইল গৃহের চারিদিকে ইষ্টকময় প্রাচীর, তাহাতে প্রবেশের কোন উপায় নাই। এই সময়ে দূরে নগরতোরণে রজনীর দ্বিতীয় যামের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, দেবমন্দিরসমূহে মধ্যরাত্রির আরত্রিকের শঙ্খঘণ্টার ক্ষীণধ্বনি আসিয়া তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল। তোরণের বাদ্য শেষ হইবামাত্র অন্ধকার হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "আমি চক্ররাজ বিশ্বানন্দ।" "আর কে?" "গৌড়েশ্বর

মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব।” “স্বাগত।” নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া করুণ কোমল কণ্ঠে ক্ষীণ সঙ্গীতধ্বনি উঠিয়া গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিল, ধর্ম্মপালের মনে হইল বহুদূরে বামাকণ্ঠে সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীত শেষ হইল, অন্ধকার হইতে পুনরায় জিজ্ঞাসা হইল, “চক্ররাজ বিশ্বানন্দ ও গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল, তোমরা কি চাহ?” “বণিক্ মণিদত্তের সম্পত্তি।”

সহসা তীব্র নীল আলোকে কক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মপালদেব দেখিলেন পূর্ব্বে তাঁহারা যে কক্ষে আসিয়াছিলেন, আজিও সেই কক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। গৃহের এক পার্শ্বে দেবপ্রতিমা, তাহার পশ্চাৎ হইতে নীল আলোক আসিতেছে এবং প্রতিমার সম্মুখে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপরিচিত কুব্জপৃষ্ঠ শীর্ণকায় খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আছে। কক্ষ আলোকিত হইলে বৃদ্ধ পুনরায় কহিল, “স্বাগত।” তাহার পর নতজানু হইয়া ধর্ম্মপালদেবকে প্রণাম করিল, বিশ্বানন্দের দিকে চাহিয়াও দেখিল না। বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “মহারাজাধিরাজ, দীনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন, মহাসঙ্গীতির আদেশে আপনাকে অন্ধকারে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অদ্য আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভট্টারক আর্য্যমহাসঙ্গীতি ভট্টারকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আপনি এই পথে আসুন।”

ধর্ম্মপাল ও বিশ্বানন্দ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে

অধিকদূর অগ্রসর হইতে হইল না, তাঁহাদিগের সম্মুখে চিত্রপটের ন্যায় কক্ষের একদিকের প্রাচীর সরিয়া গেল। ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে আলোকমালায় সজ্জিত বিস্তৃত কক্ষ, তাহাতে অর্দ্ধবৃত্তাকারে দণ্ডায়মান শতাধিক মুণ্ডিতশীর্ষ ভিক্ষু। কক্ষমধ্যে গৃহতলে স্বর্ণনির্ম্মিত বেদী এবং তাহার উপরে একটি ক্ষুদ্র চৈত্য, একখানি পুস্তক ও একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। ধর্ম্মপাল ও বিশ্বানন্দ সাষ্টাঙ্গে রত্নত্রয়কে প্রণাম করিলেন।

তখন ভিক্ষুমণ্ডলীর মধ্যস্থল হইতে একজন ভিক্ষু অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "গৌড়েশ্বর, স্বাগত, ভারতবর্ষের ভট্টারক আর্য্যমহাসঙ্গীতি আপনার দর্শনলাভের জন্য অদ্য এইখানে সমাগত।"

ধর্ম্মপালদেব ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া ভিক্ষুগণকে প্রণাম করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত বর্ষীয়ান্ মহাস্থবিরগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া গৌড়েশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মপাল তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষু অগ্রসর হইয়া ধর্ম্মপালের হস্তধারণ করিলেন ও তাঁহাকে লইয়া বেদীর নিকটে আসিলেন এবং কহিলেন, "গৌড়েশ্বর, ত্রিরত্ন স্পর্শ করিয়া শপথ করুন অদ্য যাহা দেখিবেন বা শুনিবেন তাহা কখনও জনসমাজে প্রকাশ করিবেন না।" ধর্ম্মপাল ত্রিরত্ন স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন। তখন বৃদ্ধ ভিক্ষু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন "গৌড়েশ্বর, আমি মহাসঙ্গীতির স্থবির, আমার নাম বুদ্ধভদ্র; আপনার সম্মুখে যাঁহারা দণ্ডায়মান আছেন, ইঁহারাই

আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধসঙ্ঘের নেতা। অদ্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে গৌড়বাসী বণিক্ মণিদত্ত রাঢ়ে গঙ্গাতীরে আপনাকে তাহার অতুল সম্পত্তি দান করিয়াছিল, কেমন?" "হাঁ।" "আপনি ও চক্ররাজ বিশ্বানন্দ কিছুদিন পূর্ব্বে মণিদত্তের ধন গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন?" "হাঁ।" "তখন সঙ্ঘের আদেশে এই বৃদ্ধ আপনাকে কহিয়াছিল যে আপনি এখন ধন পাইবেন না, উপযুক্ত হইলে পাইবেন?" "হাঁ।" "অদ্য কান্যকুব্জের নিরাশ্রয় রাজকুমারকে আশ্রয় দিয়া আপনি মণিদত্তের উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য হইয়াছেন। দুর্ব্বলের অধিকার প্রবলের গ্রাসমুক্ত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনি যে মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, স্থবিরগণ তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে মণিদত্তের উত্তরাধিকার আপনার হস্তে অপব্যয় হইবে না। গৌড়েশ্বর, আর্য্যাবর্ত্তে সদ্ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, বঙ্গে ও লাটদেশে শাক্যরাজকুমারের ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র আছে, তাহাও ধ্বংসোন্মুখ। দক্ষিণাপথে অনার্য্য হীনযান প্রচলিত, সেস্থানেও মহাযানের আদর নাই। সদ্ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, সদ্ধর্ম্মীমাত্রেরই বাসনা যে জীব জন্মবন্ধনমুক্ত হইয়া প্রকৃত নির্ব্বাণ লাভ করে। মহারাজাধিরাজ হর্ষের তনুত্যাগের পর হইতে আর্য্যাবর্ত্তে সদ্ধর্ম্ম অবলম্বনহীন। মহাসঙ্গীতি তদবধি আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছেন। আর্য্যাবর্ত্তে বৈশ্যগণ সদ্ধর্ম্মানুরাগী, সদ্ধর্ম্মানুসারে পুত্রহীন বৈশ্যের সম্পত্তি সদ্ধর্ম্মের সেবায় ব্যয় হয়, সুতরাং

মণিদত্তের সম্পত্তি মহাসঙ্গীতির সম্পত্তি। মহাসঙ্গীতি বহু বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই সম্পত্তি যদি সদ্ধর্ম্মের সেবায় ব্যয় হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত।” “সদ্ধর্ম্মের সেবা কি?” “বৌদ্ধের রক্ষণ।” “সদ্ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে অন্য ধর্ম্মের উৎপীড়ন আবশ্যক নহে ত?” “না।” “তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।” “গৌড়েশ্বর-সমীপে মহাসঙ্গীতির আর একটি নিবেদন আছে।” “কি?” “গৌড়েশ্বর সদ্ধর্ম্মনিরত, পরাক্রান্ত ও ন্যায়পরায়ণ। মহাসঙ্গীতি অনুরোধ করিতেছেন যে গৌড়েশ্বর সমগ্র ভারতবর্ষে অত্যাচারপীড়িত সদ্ধর্ম্মীর রক্ষার ভার গ্রহণ করুন।” “সানন্দে গ্রহণ করিলাম।” “দ্বিতীয়বার বিবেচনা করুন।” “কোন বাধা দেখিতেছি না।” “তৃতীয়বার বিবেচনা করুন।” “দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।”

ধর্ম্মপালের কথা শেষ হইবামাত্র সমবেত স্থবিরমণ্ডলী ও বুদ্ধভদ্র পুনরায় ধর্ম্মপালকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তখন বুদ্ধভদ্র পুনরায় কহিলেন, “মহারাজাধিরাজ, সত্য রক্ষার জন্য পুনরায় শপথ করিতে হইবে। বলুন, আমি মহারাজাধিরাজ গোপালদেবের পুত্র, পরমেশ্বর, পরমসৌগত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল রত্নত্রয়কে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অদ্য হইতে সদ্ধর্ম্মের রক্ষায় ও সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলাম।” ধর্ম্মপাল বুদ্ধভদ্রের উক্তি পুনরুচ্চারণ করিলেন। শপথ শেষ হইবামাত্র সঙ্গীতধ্বনি

উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া ত্রিরত্ন ও ধর্ম্মপালকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে বুদ্ধভদ্র ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।" সকলে ত্রিশরণমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রত্নত্রয়কে প্রণাম করিলেন। তখন বুদ্ধভদ্র কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, ভাণ্ডারে আসুন।" ধর্ম্মপাল অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে দূরে নগরতোরণে চতুর্থযামের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, দেবালয়ে দেবালয়ে আরত্রিকের শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিত হইল। ধর্ম্মপাল বিশ্বানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, এখন কত রাত্রি?" সন্ন্যাসী কহিলেন, "রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে।" বুদ্ধভদ্র, বিশ্বানন্দ ও ধর্ম্মপাল ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ভাণ্ডার শূন্য। ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাস্থবির, মণিদত্তের ধন কোথায়?" বৃদ্ধ মহাস্থবির হাসিয়া কহিলেন, "তাহা সিংহবাহিনী ঘাটে নৌকায় প্রেরিত হইয়াছে, নৌকা প্রাসাদে লইয়া যান।"

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মদৈত্য।

অতি প্রত্যূষে রাজপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মা দ্রুতপদে গৌড়নগরের রাজপথ অতিবাহন করিয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিয়াছেন। গৌড়বাসিগণের তখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, পথে মাত্র দুই এক জন লোক দেখা যাইতেছে। সেই সময়ে পূজার উপকরণ মস্তকে বহন করিয়া প্রাসাদের দিক্ হইতে একটি রমণী আসিতেছিল, সে পুরুষোত্তমকে দ্রুতপদে আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইল এবং পুরোহিত নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিল "পুরুষোত্তম ঠাকুর নাকি? এত প্রত্যূষে দ্রুতপদে কোথায় চলিয়াছ?" পুরোহিত তাহার কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। ব্রাহ্মণ চলিয়া যায় দেখিয়া রমণী পুনরায় কহিল "ঠাকুর, বলি ও ঠাকুর? এত তাড়াতাড়ি যাও কোথায়?" ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না। তখন রমণী পুনরায় কহিল "ঠাকুর কি চিনিতে পারিতেছ না না কি?" ব্রাহ্মণ বিরক্তিব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুই কে?" রমণী হাসিয়া উত্তর করিল "আমি গো আমি, এমন করিয়া কি

মানুষকে ভুলিতে হয় ?" "কে তুই ? আমি ত কখনও তোকে দেখি নাই ? তুই প্রকাশ্য রাজপথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আমার সহিত অবজ্ঞাসূচক কথা কহিতেছিস কেন ? তুই জানিস্ আমি কে ?" "জানি গো জানি, যখন বুড়া শিবের পূজা করিতে তখন তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখ দুইটা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তুমি ত সেই পুরুষোত্তম ঠাকুর ? মিন্‌সে রাজবাড়ীতে পুরোহিত হইয়াছে বলিয়া অহঙ্কারে মাটিতে পা দিতেছে না। এখন মহারাজের পুরোহিত হইয়া আমাকে চিনিতে পারিতেছ না বটে ? এখন রাজপথে দাঁড়াইয়া আমার সহিত কথা কহিতে তোমার আপমান বোধ হয় ? তবে রে বামুন, থাক তুমি, আমি এখনই গৌড় নগরের পথে পথে তোমার বিদ্যা প্রকাশ করিয়া দিতেছি—" "আগে বলিতে হয় !—দোহাই তোমার—মাধবী—মাধু—বলি ও মাধি—আমার ভুল হইয়া গিয়াছে—বড়ই ভুল হইয়াছে—এই ভোরের বেলা কি না—এখনও ভাল করিয়া চোখের ঘুম ছাড়ে নাই—সেইজন্যই চিনিতে পারি নাই। মাধবী, তুমি রাগ করিলে ?" "যাও—যাও—তোমার আর খোসামোদে কাজ নাই।" "মাধু—তোমার হাতে ধরি ; না না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি,—এমন কাজ আর কখনও করিব না—যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে, তুমি দয়া করিয়া এইবারটি আমাকে ক্ষমা কর।"

মাধবী তাহার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিল, কিন্তু প্রকাশ্যে অতি গম্ভীর ভাবে কহিল "ঠাকুর, সকাল বেলা ছুটিতে

ছুটিতে কোথায় চলিয়াছিলে ?" ব্রাহ্মণ দশনপঙ্‌ক্তি বিকাশ করিয়া সহাস্যে কহিল "তুমি কি নূতন সংবাদ শুন নাই ? মহারাজের যে বিবাহ, আমাকে এখনই সশীর্ষ নারিকেল লইয়া গোকর্ণে যাত্রা করিতে হইবে। গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলাম, এখন মহাদেবীর নিকট পত্র আনিতে যাইতেছি, প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে যাত্রা করিব।" মাধবী দাসী কহিল "আবার কবে আসিবে ?" "দশ দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।" দাসী কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া কহিল "এখন কি প্রাসাদে যাইবে ?" "হাঁ।" "একা যাইতে পারিবে ত ?" "কেন ?" "পথে যে ভয় আছে, তাহা বুঝি ভুলিয়া গিয়াছ ?" "কোথায় ? আমি ত তাহা জানি না।" "তবে আর তোমার শুনিয়া কাজ নাই।" "না না—বল বল বল ; মাধবী, মাধবী, আমার মাথা খাও, ভয়ের কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিতেছে।" "ভয় এমন আর কি, তবে লোকে বলে যে চণ্ডীর মন্দির-শিখরে যমজ বটাশ্বত্থের গাছে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করে।" রমণীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুরুষোত্তম শর্ম্মা তাহার নিকটে আসিয়া সবলে তাহার হস্তদ্বয় ধারণ করিল এবং কহিল "মাধবী, ও মাধবী !" "কেন ?" "আমি যে যাইতে পারিতেছি না।" "আমি কি করিব ?" "তুমি আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আইস।" "আমি শিবমন্দিরে যাইব না ?" "তুমি না হয় একটু বিলম্বে যাইও।" "তাহা কেমন করিয়া হইবে ? তোমার পরিবর্ত্তে যে পূজারী হইয়াছে সে বড় কড়া লোক।"

এই সময়ে দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। পুরুষোত্তম তাহা শুনিয়া "বাবারে" বলিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল। ইহার এক মুহূর্ত্ত পরেই একজন অশ্বারোহী অশ্বখুরোত্থিতধূলিতে রাজপথ অন্ধকারময় করিয়া প্রাসাদের দিকে চলিয়া গেল। ইহার পরেই মাধবী পুরুষোত্তমের কণ্ঠনিঃসৃত আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে সেইদিকে অগ্রসর হইল এবং কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল যে সে পথের ধূলায় পড়িয়া "গোঁ গোঁ" করিতেছে। পুরুষোত্তম মাধবীর পদশব্দ শুনিয়া ঈষৎ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইল, তাহার পরে অধিকতর বেগে শব্দ করিতে আরম্ভ লইল। মাধবী তাহা দেখিতে পাইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর, কি হইয়াছে ?" অনেকক্ষণ পরে পুরুষোত্তম কহিল "ব্রহ্মদৈত্য।" তখন মাধবী কহিল "একটা ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছ, আরও যে দশটা আসিতেছে—" ইহা শুনিয়া পুরুষোত্তম শর্ম্মা দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সেইস্থান হইতে পলায়ন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মিলনে বাধা।

বৃদ্ধ অমাত্য উদ্ধব ঘোষ গোকর্ণদুর্গদ্বারের সম্মুখে বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষতলে সুখাসনে বসিয়া ছিলেন, দুই একজন বৃদ্ধ সেনা,

দুই একজন প্রাচীন কর্ম্মচারী এবং দুই একজন প্রজা বৃক্ষতলের পরিষ্কৃত ভূমিতে বসিয়া ছিল। তাঁহারা কল্যাণী দেবীর বিবাহের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। একজন গ্রামবৃদ্ধ বলিতেছিলেন যে, কুমারী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখা উচিত নহে। তাহা শুনিয়া উদ্ধব ঘোষ কহিলেন "কুমারী বাগ্‌দত্তা হইয়া আছেন, মহারাজাধিরাজের সময় হইলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। আমারও বয়স হইয়া আসিল, কখন আছি কখন নাই, মানুষের জীবনের কথা ত কিছু বলা যায় না। আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে কুমারীর বিবাহ হইলেই ভাল হয়।" একজন বৃদ্ধ সেনানায়ক কহিল "আমার বোধ হয় অন্যত্র কল্যাণীদেবীর বিবাহ দিলে শুভ হইত।" উদ্ধব ঘোষ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?" "শুভকার্য্যে দুই তিনবার বাধা পড়িয়া গেল, কুলমহিলারা বলিতেছেন যে এই বিবাহে শুভ ফল হইবে না।" "না না বাধা পড়ে নাই। প্রথমবার স্বর্গীয় মহারাজ যখন গোকর্ণ হইতে রাজধানীতে ফিরিলেন, তখন বিবাহ অসম্ভব বলিয়াই করণক্রিয়া হইয়া গেল। স্বর্গীয় মহারাজ গোপালদেব গৌড়ে ফিরিলেই দেশের সমস্ত সামন্তরাজগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া বরণ করিলেন। আমাদের গোবর্দ্ধনমঠের বিশ্বানন্দ স্বামীই ত তাহার মূল। সম্রাট্ হইয়া নূতন রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে করিতে এই কয়বৎসর কাটিয়া গেল। এতদিন সকলেই যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম। ব্যস্ত না থাকিয়া উপায় কি? কি বল হে

কেশবদাস? দস্যু তস্কর শাসন না করিলে, আর তস্করের মত দুই একজন রাজাকে সমুচিত শিক্ষা না দিলে ত নিরাপদে দেশে বাস করিবার উপায় নাই।"

গোকর্ণের বৃদ্ধ মণ্ডল কেশব দাস, অমাত্যের সম্মুখে ভূমিতে বসিয়া ছিল, সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "প্রভু, সমস্তই মনে আছে, আমি কি কখনও তাহা ভুলিতে পারিব! আমি যে তখন দুই পুত্র ও পাঁচটি পৌত্র হারাইয়াছি প্রভু!"

উদ্ধবঘোষ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "সত্য কেশব, অরাজকতার কথা সর্ব্বাপেক্ষা তোমারই অধিকদিন মনে থাকিবে। তাহার পর দেশে যখন শান্তি স্থাপিত হইল, তখন কল্যাণীদেবীর বিবাহেরও স্থির হইল; কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ বিবাহের পূর্ব্বেই হঠাৎ স্বর্গীয় মহারাজের স্বর্গলাভ হইল। এখন মহারাজের শ্রাদ্ধাদি শেষ হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই কল্যাণীদেবীর বিবাহ হইবে। দেখ বলদেব, আমি প্রত্যহই গৌড় হইতে দূত অথবা ঘটক আসিবে মনে করিতেছি।" পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ সেনানায়ক জিজ্ঞাসা করিল "গৌড় হইতে পূর্ব্বাহ্নে কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?" "না, সংবাদ পাই নাই বটে, তবে কি জানি কেন আমার নিত্যই মনে হয়,—আজি যেন সশীর্ষ নারিকেল লইয়া রাজধানী হইতে ঘটক আসিবে।" "প্রভু, নূতন মহারাজ কি এতদিন কোন সংবাদই লয়েন নাই?" "কেশব, নূতন মহারাজের গোকর্ণের সংবাদ লওয়া একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। গৌড় হইতে প্রায়ই সংবাদ লইবার

জন্য দূত আসে। মহাদেবীও মধ্যে মধ্যে দুর্গস্বামিনীর নিকট দাসী পাঠাইয়া থাকেন”—“ইহারা কি বিবাহের সংবাদ লইয়া আসে?” “না বলদেব, তুমি বুঝিলে না, আমি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, ইহারা মহারাজের বিবাহের কোন সংবাদই রাখে না।” “প্রভু, তবে ইহারা কি করিতে আসে?” “কেশব, তুমি যখন এখনও বুঝিতে পারিলে না, তখন তুমি কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না। ইহারা পূর্ব্বে যুবরাজের নিকট হইতে আসিত, এখন নূতন মহারাজের নিকট হইতে আসে। কখনও বা কিছু উপহার লইয়া আসে, কখনও বা মহাদেবীর নিকট হইতে পত্র আনে, আর কখনও কখনও তীর্থযাত্রার ছলে গোকর্ণ দেখিয়া যায়।” “কাহার জন্য পত্র লইয়া আসে?” “মহাদেবীর নিকট হইতে দুর্গস্বামিনীর নামে পত্র আসে।” “ওঃ!” “তবে শুনিয়াছি, যাহারা রাঢ়ে তীর্থভ্রমণ করিতে আসে তাহারা নাকি দুই একবার যুবরাজের নিকট হইতে পত্র লইয়া আসিয়াছিল।” “যুবরাজ কি দুর্গস্বামিনীকে পত্র লিখিয়াছিলেন?” “কেশব, বয়সদোষে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হইয়া গিয়াছে, যুবরাজের পত্র চন্দন-কুঙ্কুম-সুবাসিত চীনাংশুকের আবরণের মধ্যে আসিয়াছিল।” “বটে?” “প্রভু, আমি ত কিছুই বুঝিলাম না, রাজামহারাজার পত্র ত চিরকালই বহুমূল্য আবরণে আসিয়া থাকে, রাজধানী হইতে আর কবে তালপত্রের আবরণে পত্র আসিয়াছে?” “কেশব, তোমার এ-সকল কথা বুঝিয়া কাজ নাই।”

এই সময়ে খর্ব্বাকার কৃশকায় একজন বর্শাধারী সেনা আসিয়া উদ্ধবঘোষকে অভিবাদন করিল ও কহিল, "প্রভু, এই মাত্র গৌড় হইতে একখানি নৌকা আসিয়াছে, সেই নৌকায় একজন স্থূলকায় ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, তিনি কোন মতে নৌকা হইতে তীরে নামিতে পারিতেছেন না।" উদ্ধবঘোষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন কেদার?" "প্রভু, বর্ষার পরে নদীর জল কমিয়া গিয়া কাদা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তিনি কাদায় নামিতে ভরসা পাইতেছেন না। প্রভু, ঠাকুরটির দেহখানি নিতান্ত সূক্ষ্ম নয়, তিনি কাদায় নামিলে বোধ হয় হাতীর মত তাহাতে বসিয়া যাইবেন।" "লোকটি কে কেদার?" "পরিচয় ত জিজ্ঞাসা করি নাই প্রভু! তবে আকার দেখিয়া বোধ হয় তিনি একজন বড়লোক।" "কি রকম?" "প্রভু, একখানি গরুরগাড়ী-বোঝাই।" "চল কেশব, রাজধানী হইতে কে লোকটা আসিল দেখিয়া আসি। মহাদেবী বোধ হয় মহারাজের বিবাহের দিনস্থির করিয়া ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছেন।" সকলে বৃক্ষচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং নদীতীরে পৌছিয়া দেখিতে পাইলেন যে পুরুষোত্তম শর্ম্মা কাতরনেত্রে চতুর্দ্দিকে কর্দ্দমাক্তভূমি নিরীক্ষণ করিতেছেন! উদ্ধবঘোষ তীরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?" "পুরুষোত্তম।" "মহাশয়ের নিবাস?" "গৌড় নগরে।" "কি উপলক্ষে রাঢ়দেশে মহাশয়ের আগমন হইয়াছে?" "উদ্দেশ্য অতি বিস্তৃত, ব্যক্ত করিতে অধিক সময়ের আবশ্যক।

তীরে নামিয়া সকল কথা নিবেদন করিব। সম্প্রতি তীরে নামিবার পথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন কি?" আগন্তুকের অবস্থা দেখিয়া বলদেব অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া ছিলেন, তিনি উদ্ধবঘোষের কর্ণমূলে অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "প্রভু, অত গুরুভার স্কন্ধে বহন করিয়া আনা অসম্ভব, পঙ্কে হস্তী নামাইলে তাহারা আর উঠিতে পারিবে না, অতএব আপনি ঠাকুরটিকে নৌকার উপরেই শুইয়া পড়িতে বলুন, আমরা রজ্জু দিয়া বন্ধন করিয়া তাঁহাকে তীরে টানিয়া আনিব।" বলদেবের কথা শুনিয়া উদ্ধবঘোষ হাসিয়া ফেলিলেন।

নৌকার উপর হইতে পুরুষোত্তম দেখিলেন যে কেহই তাঁহার কথার উত্তর দেয় না, তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আমার উপায় কি হইবে?" উদ্ধব ঘোষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে,—তাহা ত বলিলেন না?" "এই ত বলিলাম,—আমার নাম পুরুষোত্তম শর্ম্মা।" "তাহা ত শুনিয়াছি।" "আমি মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের পুরোহিত।" "তাহা এতক্ষণ বলেন নাই কেন?" "আমি ত এখনও আমার গোকর্ণ আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি নাই।"

উদ্ধবঘোষ ভাবিলেন যে মহাদেবী নিশ্চয়ই বিবাহের দিনস্থির করিয়া কুলপুরোহিতকে গোকর্ণে পাঠাইয়াছেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলদেবকে কহিলেন "ওহে বলদেব, ইনি মহারাজের কুলপুরোহিত, নিশ্চয়ই কল্যাণীদেবীর বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে এবং ইনি সেই সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন।

ইঁহাকে ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ করা উচিত হয় নাই। যাহা হউক, ভবিষ্যতে আর কিছু বলিও না। কেদার, দুর্গের নিকটে একটা বড় আমগাছ এই বর্ষার জলে পড়িয়া গিয়াছে, সেইখানে নৌকা লইয়া যাও, তাহা হইলে পুরোহিতঠাকুর সহজে নামিতে পারিবেন।

নাবিকগণ নৌকা ফিরাইয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলদেব ও কেদারের সহিত পুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মা সুস্থদেহে ও শুষ্কপদে গোকর্ণের দুর্গতোরণে আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে উদ্ধবঘোষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। গৌড়ের মহাপুরোহিত দুর্গাভ্যন্তরে একটি কক্ষে আসন গ্রহণ করিয়া সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

সংবাদ গুরুতর!—আবার যুদ্ধ উপস্থিত, গৌড়েশ্বর হৃতসর্ব্বস্ব কান্যকুব্জরাজকে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই আক্রোশে তাঁহার খুল্লতাত গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; গৌড়েশ্বর সসৈন্য সামন্তরাজদিগকে আহ্বান করিবার জন্য চারিদিকে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্রায়ুধ মণ্ডলাদুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন।

শুষ্ককণ্ঠে উদ্ধবঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে বিবাহ?" প্রভুভক্তিপরায়ণ বৃদ্ধ মনে করিয়াছিলেন যে এইবার তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইবে, কল্যাণীদেবীর বিবাহ হইবে। পুরুষোত্তম ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "মহাশয়, মহাদেবী বিবাহের দিনস্থির করিয়া আমাকে গোকর্ণে পাঠাইতেছিলেন। যেদিন

আমি যাত্রা করিব, সেই দিনই প্রভাতে একজন অশ্বারোহী আসিয়া সংবাদ দিল যে মণ্ডলাদুর্গ অবরুদ্ধ। অমনই গর্গদেব, আর সেই নেড়া মহারাজকে ধরিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সে বেচারীর বিবাহের পূর্ব্বে যাইবার কোন ইচ্ছাই ছিল না।”

উদ্ধবঘোষ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন, সংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছিল, দুর্গস্বামিনীর কর্ণে পৌঁছিল, কল্যাণীদেবীর নিকটেও পৌঁছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাটলিপুত্রে।

শীতের প্রারম্ভে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পাঁচজন মনুষ্য পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে। ভারতের পুরাতন রাজধানী তখন জনমানবশূন্য, ঘনবনে আচ্ছন্ন ও শ্বাপদগণের আবাসভূমি। চারিদিক ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন, পাষাণাচ্ছাদিত রাজপথ শ্যামল তৃণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, পথের উভয় পার্শ্বে ঘন বন, বৃক্ষরাজির মধ্যে স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর, প্রস্তরস্তম্ভ বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে রাজপথের পার্শ্বে শৈবালাচ্ছন্ন

পুষ্করিণী, অথবা কুমুদকহ্লারবনে আবৃত দীর্ঘিকাও দেখা যাইতেছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে মগধের রাজধানী, উত্তরাপথের রাজধানী, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী পাটলিপুত্র-নগরের এই অবস্থা হইয়াছিল। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি রাজগণ কোটি কোটি সুবর্ণব্যয়ে যে পাটলিপুত্রনগর সুশোভিত করিয়াছিলেন, তাহা এই আখ্যায়িকার সময়ে ভীষণ বনে আচ্ছাদিত হইয়া ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শৃগালের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

পথিকদের মধ্যে একজন বলিল "চল আমরা গঙ্গাতীর ধরিয়া যাই।" দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল "কিন্তু শকটগুলি আসিবে কি করিয়া?" "এখানে একজনকে রাখিয়া যাই।" কিন্তু কেহই একাকী সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে সম্মত হইল না। অগত্যা দুইজনকে সেইস্থানে রাখিয়া অবশিষ্ট তিনজন গঙ্গাতীরে গমন করিতে প্রস্তুত হইল। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "গঙ্গাতীরের পথ চিনিব কি করিয়া?" "কেন? এই ডাহিন দিকের পথ ধরিয়া গেলে গঙ্গাতীরে পৌছিব।" "তুই কেমন করিয়া জানিলি ভাই?" "আমরা যে পথ ধরিয়া চলিতেছি, ইহাই বারাণসী ও প্রতিষ্ঠানের পথ। আমরা পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে চলিয়াছি, গঙ্গা উত্তরদিকে, সুতরাং আমাদিগের ডাহিনের পথ ধরিয়া গেলে গঙ্গাতীর পাইব। তুই যদি বনমধ্যে পথ ভুলিয়া যাস, তাহা হইলে তোর কি দশা হইবে?" "দেখ

ভাই, বনের মধ্যে, কি মাঠের মাঝখানে সূর্য্য দেখিয়া দিক নির্ণয় করিতে পারি; কিন্তু এখানে মনে হইতেছে যে আমি যেন বিস্তীর্ণ মহানগরের শতদিকে প্রসারিত রাজপথসমূহের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি। চাহিয়া দেখ, সত্য সত্যই চারিদিকে শত শত রাজপথ, যেখানে বন নাই সেই স্থানই পথ, পথের পাষাণাচ্ছাদন ভেদ করিয়া এখনও বড় বড় গাছ জন্মায় নাই। সকল পথের দুইপাশে সারি সারি গৃহ, সুতরাং ভুল হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে।"

পথিকত্রয় উত্তর দিকের পথ অবলম্বন করিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নগরের ধ্বংসাবশেষ পশ্চাতে রাখিয়া তাহারা গঙ্গাবক্ষের প্রশস্ত বালুকাক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে একটি প্রাচীন ঘাটের পার্শ্বে শতাধিক অশ্বারোহী-সেনা বস্ত্রাবাস স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা তাহাদিগকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিল এবং তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে একজন সেনা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কোথায় যাইতেছ?" পথিকত্রয়ের মধ্যে একজন কহিল, "কে, জয়নাগ নাকি?" সৈনিক কহিল, "হাঁ। তুমি কে?" "চিনিতে পারিতেছ না? আমি মোহন।"

ইত্যবসরে পান্থত্রয় স্কন্ধাবারের নিকটবর্ত্তী হইল। মোহন জিজ্ঞাসা করিল, "জয়নাগ, পথে শত্রুসেনার দেখা-পাইয়াছিলে?" জয়নাগ কহিল, "উদ্দণ্ডপুরের দুর্গ ছাড়িয়া আসিয়া একজনও অস্ত্রধারী মানুষ দেখি নাই, শত্রু ত দূরের

কথা।” “কনৌজিয়ারা নাকি ভারি বীর? তাহারা গেল কোথায়?” “তাঁহারা একবার সাহস করিয়া মণ্ডলাদুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু বিমলনন্দীর সেনা দেখিয়া তাহারা যে কোথায় পলাইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। তাহারা বোধ হয় একেবারে দেশে ফিরিয়াছে, কেহই তাহাদিগের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিতেছে না।” “বিমলনন্দী কোথায়?” “তিনি শোণ-সঙ্গমে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া মহারাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সহিত পাঁচসহস্র সেনা আছে, তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলে যে পঞ্চসহস্রসেনা লইয়া স্বর্গীয় মহারাজ গোপালদেব মরুবাসী গুর্জ্জরদিগকে বরেন্দ্রভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং পঞ্চসহস্র সেনা অনায়াসে বারাণসী ও চরণাদ্রি অধিকার করিতে পারিবে। কিন্তু বিমলনন্দী মহারাজের আদেশ ব্যতীত শোণ পার হইতে পারিতেছেন না।” “মহারাজের সেনা দুই একদিনের মধ্যে শোণ-সঙ্গমে পৌছিবে।” “মহারাজের সঙ্গে আর কে কে আসিলেন?” “গৌড়ের সকলেই আসিয়াছেন। মহাকুমার বাক্‌পাল দেব ও মহামাত্য গর্গদেব গৌড়নগরে আছেন। উদ্ধারণপুরের কমলসিংহ, দণ্ডভুক্তির রণসিংহ, ঢেক্করীর প্রমথসিংহ, দেবগ্রামের বীরদেব, পট্টবম্বার জয়বর্দ্ধন, গৌড় হইতে মহারাজের সঙ্গে আসিয়াছেন। উদ্দণ্ডপুর হইতে বুড়া ভীষ্মদেবও মহারাজের সঙ্গে আসিয়াছেন। এইবারে বোধ হয় যুদ্ধটা ভাল করিয়া বাধিবে।” “মোহন,

তুমিও যেমন পাগল। শত্রু কোথায় যে যুদ্ধ বাধিবে ?" শুনিলাম তীরভুক্তির সামন্তগণ দলে দলে বিমলনন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের মহারাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। মহারাজ কখন আসিবেন ?" "বোধ হয় মধ্যাহ্নভোজনের সময়ে।"

দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইলে, দুই তিনখানি শকট বস্ত্রাবাস লইয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবিলম্বে গঙ্গাতীরে বট ও অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় বহু বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইল। মোহন ও তাহার সঙ্গীগণ রন্ধনে ব্যাপৃত হইল। তৃতীয় প্রহরে পঞ্চসহস্র অশ্বারোহীর সহিত ধর্ম্মপালদেব ও গৌড়ীয় সামন্তগণ আসিয়া পৌছিলেন; তাঁহারা স্নানাহার করিয়া তৎক্ষণাৎ বিমলনন্দীর স্কন্ধাবারে যাত্রা করিলেন। শত শরীররক্ষী সেনা তাঁহাদিগের সহিত চলিয়া গেল, অবশিষ্ট সেনা সেইস্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মগধে গৌড়েশ্বর।

পরদিবস অতি প্রত্যুষে গৌড়ীয় সামন্তগণ একে একে ধর্ম্ম পালদেবের বস্ত্রাবাসের সম্মুখে সমবেত হইলেন। তাঁহারা

দেখিলেন যে স্বয়ং বিমলনন্দী উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে মহারাজের পটবাসের দ্বারে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার পাদদেশে ধর্ম্মপালদেবের পরিচারক কৈবর্ত্ত গোবিন্দ দাস তখনও নিদ্রিত রহিয়াছে। বৃদ্ধ ভীষ্মদেব শিশিরসিক্ত তৃণক্ষেত্রে তরবারি রাখিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন, তাহা দেখিয়া সকলে আর্দ্রভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। কমলসিংহ কহিলেন, "মহারাজের বোধ হয় নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই?" বৃদ্ধ উদ্ধবঘোষ কহিলেন, "না। তাহা হইলে বিমলনন্দী এতক্ষণ বস্ত্রাবাসের দ্বার পরিত্যাগ করিতেন।" ভীষ্মদেব কহিলেন "দেখ কমল, এখানে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। শত্রু-সেনার যখন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তখন যত শীঘ্র সম্ভব বারাণসী আক্রমণ করা উচিত।" উদ্ধবঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, কান্যকুব্জ রাজ্য আক্রমণ করা কি উচিত হইবে?" "দেখ উদ্ধব, কান্যকুব্জরাজ সংবাদ না দিয়া মণ্ডলা আক্রমণ করিয়াছেন, সুতরাং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি। যখন যুদ্ধ বাধিয়াছে, তখন সামনীতি অবলম্বন করা মূর্খতামাত্র। কান্যকুব্জের সেনা বোধ হয় করুষদেশে, না হয় বারাণসীতে অপেক্ষা করিতেছে। ইন্দ্রায়ুধের দ্বিতীয় সেনাদল আসিয়া পৌঁছিলে, তাহারা পুনরায় অগ্রসর হইবে।" কমলসিংহ কহিলেন "প্রভু, সত্য কহিয়াছেন। উদ্ধবঘোষ, অদ্যই শোণ পার হইয়া করুষদেশে প্রবেশ করা উচিত।" রণসিংহ বলিলেন "আমারও সেই মত; কিন্তু মহারাজের আদেশ না পাইলে কিছুই করিতে পারিব না।" জয়বর্দ্ধন

কহিলেন "দেখুন ভীষ্মদেব, বেলা বাড়িয়া চলিল, মহারাজের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। তিনি বাহিরে আসিলেই পরামর্শ করিয়া যাত্রার আদেশ প্রচার করিতে করিতে প্রথম প্রহর অতীত হইয়া যাইবে। আমরা ততক্ষণ নিজ নিজ দলের অশ্বারোহীসেনা অগ্রে প্রেরণ করি। যে পঞ্চ সহস্র সেনা পাটলিপুত্রে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহারা অদ্য এখানে আসিয়া পৌঁছিবে; তাহারাই শোণ-সঙ্গম রক্ষা করিবে। ঢেক্করীয়রাজ কি বলেন?" প্রমথসিংহ কহিলেন "দেখুন ভীষ্মদেব, আমরা রাঢ়ের লোক, আমরা যুদ্ধ করিতে জানি; কিন্তু বারেন্দ্রগণ রাষ্ট্রনীতিতে ও বুদ্ধিমত্তায় চিরকাল আমাদিগকে পরাজিত করিয়া আসিয়াছে। দেখুন, এই সামান্য কথাটা আমাদিগের কাহারও মনে হয় নাই।" ভীষ্মদেব বলিলেন "প্রমথ, পতুবন্নারাজের কথা সত্য। দেখ, গোপালদেবকে সামান্য লোকে হয়ত ভীরু বলিয়া মনে করিত; কিন্তু তাঁহার ন্যায় ধীর, চিন্তাশীল ও ভবিষ্যদ্দর্শী পুরুষ বোধ হয় বরেন্দ্রভূমিতেও বিরল। তিনি অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না। তুমি বিমলনন্দীকে উঠাও। কমল, তুমি আমাদের দণ্ডধরগণকে ডাকিয়া আন।"

প্রমথসিংহের আহ্বানে বিমলনন্দী চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে উঠিয়া বসিলেন এবং বস্ত্রাবাসের সম্মুখে ভূমিতে উপবিষ্ট সামন্তরাজগণকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কমলসিংহের আহ্বানে কয়েকজন দণ্ডধর বস্ত্রাবাসের সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইল, রাজগণ তাহাদিগকে স্ব স্ব সেনা যাত্রার জন্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। বিমলনন্দী বিস্মিত হইয়া ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, ব্যাপার কি?" ভীষ্মদেব হাসিয়া কহিলেন, "আমরা এখনই শোণ পার হইবার আয়োজন করিতেছি। তুমি তোমার সেনাদলকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া পাঠাও। মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইলেই যাত্রার আদেশ প্রচারিত হইবে।" বিমলনন্দী বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া প্রমথসিংহ কহিলেন, "ওহে নন্দীপুত্র! আমরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে এখানে বসিয়া আছি এবং যাত্রার বিষয়ে আমরা সকলেই একমত, সুতরাং মহারাজ কখনই আমাদিগকে বারণ করিবেন না।" বিমলনন্দী একজন অশ্বারোহীকে স্বীয় সেনাদলে পাঠাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে গোবিন্দদাস সামন্তরাজগণের জন্য আসন লইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া প্রমথসিংহ কহিলেন, "আর আসনে প্রয়োজন নাই, যুদ্ধযাত্রীর পক্ষে দূর্ব্বাদলই সুখাসন।" এই সময়ে যুদ্ধযাত্রার সংবাদ শুনিয়া স্কন্ধাবারে সেনাদল উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল; কেহ কেহ গৌড়েশ্বরের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল; কোলাহলে ধর্ম্মপালদেবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বস্ত্রাবাসের বাহিরে আসিবামাত্র সামন্তরাজগণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে প্রমথসিংহ দেখিতে পাইলেন যে, বৃদ্ধ উদ্ধবঘোষ কাহাকে প্রণাম করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনি পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে,

বিশ্বানন্দ ও মহারাজ চক্রায়ুধের সহিত জনৈক শীর্ণকায় মুণ্ডিত-মস্তক বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ধর্ম্মপালদেব ও সামন্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চক্রায়ুধকে অভিবাদন করিলেন। ধর্ম্মপালদেব কহিলেন, "প্রভু কখন আসিলেন? আমি কল্য রাত্রিতে দ্বিতীয় প্রহরাবধি জাগিয়া ছিলাম, কিন্তু আপনাদের আগমনসংবাদ ত পাই নাই?" বিশ্বানন্দ উত্তর করিলেন "মহারাজ, আমরা এইমাত্র আসিলাম, আমাদিগের সঙ্গে একজন নূতন লোক আসিয়াছেন।" "কে?" "চিনিতে পারেন কি?" সন্ন্যাসী সরিয়া দাঁড়াইলেন। ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, গৌড়ের মণিদত্তের জীর্ণ গৃহে যে বৃদ্ধ ভিক্ষু তাঁহাকে ত্রিরত্ন স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইয়াছিলেন,—তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মহাস্থবির বুদ্ধভদ্র ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, মগধদেশে প্রকাশ্য রাজসভায় শত শত বর্ষ পরে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু স্বেচ্ছায় আগমন করিয়াছে।" ধর্ম্মপাল-দেব সহাস্যে কহিলেন, "মহাস্থবির! স্বাগত।"

এই সময়ে অবসর বুঝিয়া বৃদ্ধ উদ্দণ্ডপুররাজ কহিলেন, "মহারাজ! আমরা বহুক্ষণ রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতেছি।" "তাত, অপরাধ মার্জ্জনা করুন"—"যদি অদ্যই শোণ পার হইবার অনুমতি দেন, তাহা হইলে চেষ্টা করিতে পারি।" "অদ্যই?" "এখনই। আমরা সমস্ত অশ্বারোহীসেনা প্রস্তুত রাখিয়াছি।" "ব্যবস্থা করিয়া তবে ত যাত্রা করিতে হইবে? ঢেক্করীরাজ! আপনি রণনীতিতে সুপণ্ডিত, পৃষ্ঠরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া

কেমন করিয়া শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিব ?” জয়বর্দ্ধন বলিলেন “মহারাজ! অধীনের নিবেদন এই যে, ভীষ্মদেবের সমস্ত কথা শুনিয়া আদেশ করিবেন।” ভীষ্মদেব বলিতে লাগিলেন “মহারাজ! কান্যকুব্জরাজের সেনা মণ্ডলাদুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা মণ্ডলা ছাড়িয়া পলায়ন করিবার পরে আর তাহাদিগের দেখা পাওয়া যায় নাই। মণ্ডলার পরে মুদ্গগিরিতে অথবা হিরণ্যপর্ব্বতে, রোহিতাশ্বদুর্গে অথবা শোণ-সঙ্গমে তাহারা কোন স্থানেই মহারাজের সেনাকে বাধা দিতে ভরসা করে নাই। বিমলনন্দী পক্ষাধিককাল পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া শোণসঙ্গমে অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও শত্রুসেনার সাক্ষাৎ পায় নাই। কান্যকুব্জরাজের সেনা সংখ্যায় অধিক নহে বলিয়া তাহারা দ্বিতীয় সেনাদলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই অবসরে তাহাদিগকে নির্ম্মূল করা কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় সেনাদল আসিয়া পড়িলে, শত্রুসৈন্য দুর্জ্জয় হইয়া উঠিবে।” ধর্ম্মপাল কহিলেন “তাত! এই মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া কিরূপে শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিব ?” “শত্রুরাজ্য কোথায় ? করূষদেশ কখনও কান্যকুব্জরাজের অধীনতা স্বীকার করে নাই।” জয়বর্দ্ধন বলিলেন “মহারাজের সহিত পঞ্চ সহস্র সেনা আসিয়াছে, বিমলনন্দী পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া শোণ-সঙ্গমে অপেক্ষা করিতেছে, এই দশ সহস্র সাম্রাজ্যের সেনা। এতদ্ব্যতীত আমাদিগের শরীররক্ষী অশ্বারোহীসেনার সংখ্যাও দুই সহস্রের অধিক হইবে। এই দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী কি বারাণসী অধিকার

করিতে পারে না?" বিমলনন্দী কহিলেন "নিশ্চয় পারে। দ্বাদশ সহস্র কেন, আমি অনুমতি পাইলে আমার পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া বারাণসী ছাড়াইয়া কান্যকুব্জে উপস্থিত হইতে পারিতাম।" প্রমথসিংহ কহিলেন "আমাদিগের পদাতিক সেনা এখনও কত দূরে আছে?" বিশ্বানন্দ উত্তর করিলেন "তাহারা চেষ্টা করিলে তিন চারি দিনে এই স্থানে আসিতে পারিবে।" ভীষ্মদেব বলিলেন "পদাতিক সেনা আসিয়া পড়িলে চরণাদ্রি অথবা বারাণসী অবরোধ করা যাইবে; কিন্তু এখন শোণসঙ্গম হইতে চরণাদ্রি পর্য্যন্ত প্রদেশ অশ্বারোহী সেনার সাহায্যে করায়ত্ত হইতে পারে।" কমলসিংহ বলিলেন "মহারাজ, যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত; আপনি আদেশ করিলেই নাসীরগণ অগ্রসর হয়।" "শোণ-সঙ্গম রক্ষা করিবে কে?" বিমলনন্দী বলিলেন "মহারাজ, আমি পারিব না; আমাকে রাখিয়া গেলে আমি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব।" "তবে কে থাকিবে? ভীষ্মদেব, আপনি?" "মহারাজ! অসম্ভব; বৃদ্ধ ভীষ্ম আজীবন অশ্বারোহী সেনা পরিচালনা করিয়াছে, দুর্গ রক্ষা অথবা তীর্থ রক্ষা তাহার কার্য্য নহে। মহারাজ, এই যুদ্ধে কেহই শোণতীরে পড়িয়া থাকিতে প্রস্তুত নহে। সকলেই ভরসা করিয়া আসিয়াছে যে, বারাণসী, চরণাদ্রি, প্রতিষ্ঠান অথবা কান্যকুব্জের যুদ্ধে জয়লাভ করিবে।" "কিন্তু পৃষ্ঠরক্ষা ত আবশ্যক?" উদ্ধবঘোষ কহিলেন "মহারাজ, আপনারা সকলেই যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত, সুতরাং আপনারা সকলেই অগ্রসর হউন,

আমি পৃষ্ঠরক্ষার জন্য শোণ-সঙ্গমে অপেক্ষা করিব। কিন্তু মহারাজের চরণে নিবেদন করিয়া রাখিতেছি যে, পদাতিক সেনা আসিয়া উপস্থিত হইলেই আমি তাহাদিগের সহিত যাত্রা করিব।” ভীষ্মদেব কহিলেন “উদ্ধব! তখন আর শোণ-সঙ্গম রক্ষার জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না।” ধর্ম্মপাল বলিলেন “উত্তম।” ভীষ্মদেব বলিলেন “মহারাজ! যাত্রার আদেশ করুন।” “উদ্ধবঘোষের সহিত কত সৈন্য থাকিবে?” “দুই সহস্র থাকিলেই যথেষ্ট।” “তাহা হইলে অবশিষ্ট পাঁচসহস্র এখন নদ পার হইতে পারে?” ধর্ম্মপাল কহিলেন “হাঁ।” ভীষ্মদেব বলিলেন “যে পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী পাটলিপুত্রে আছে, তাহারা অদ্য সন্ধ্যায় এখানে আসিয়া পৌছিবে। উদ্ধব! তুমি অদ্যই তাহাদিগকে নদী পার হইতে আদেশ করিও।”

ভীষ্মদেবের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রমথসিংহ ও রণসিংহ শঙ্খধ্বনি করিলেন। শঙ্খধ্বনি শ্রবণমাত্র সেনাদলে শত শত শঙ্খ ও শৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল; তূরী ও ভেরী-বাদকগণ তীরভূমি পরিত্যাগ করিয়া শোণের বালুকাময় গর্ভে অবতীর্ণ হইল। পরক্ষণেই সহস্র সহস্র অশ্বখুরোত্থিত ধূলি শোণ-গর্ভ অন্ধকার করিয়া তুলিল, গৌড়ীয় নাসীরগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে সার্দ্ধক্রোশব্যাপী বালুকাক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া শোণের পরপারে পৌছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বারাণসীর যুদ্ধ।

গৌড়ীয় অশ্বারোহী সেনা শোণ পার হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইল। সহস্র সেনা লইয়া ধর্ম্মপালদেব, ভীষ্মদেব, বীরদেব ও প্রমথসিংহ নদের অনতিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। রণসিংহ, কমলসিংহ, জয়বর্দ্ধন ও বিমলনন্দী প্রত্যেকে পঞ্চশত সেনা লইয়া শত্রুসৈন্যের সন্ধানে ধাবিত হইলেন। সহস্র অশ্বারোহী লইয়া চক্রায়ুধ ধীরে ধীরে বারাণসীর পথে অগ্রসর হইলেন। অপর সহস্র লইয়া বিশ্বানন্দ পরদিন তাঁহার অনুগমন করিবেন স্থির হইল। ভীষ্মদেবের পরামর্শে ধর্ম্মপাল-দেব আদেশ করিলেন যে, কোন সেনাপতি দুই দিনের অধিক-কাল স্কন্ধাবার হইতে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। বিমলনন্দী আদেশ শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে শিবির হইতে নির্গত হইলেন।

গৌড়ীয়সেনা দুইদিবসের মধ্যে করুষদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অবশিষ্ট পঞ্চসহস্র সেনা আসিয়া পৌছিলে, ধর্ম্মপাল-দেব স্কন্ধাবার লইয়া অগ্রসর হইলেন। দ্বিতীয় দিবসে দ্বিসহস্র সেনা লইয়া ভীষ্মদেব ও ধর্ম্মপাল স্কন্ধাবারে রহিলেন; অবশিষ্ট চারিসহস্র প্রমথসিংহ ও বীরদেবের সহিত বারাণসীর পথে অগ্রসর হইল। তৃতীয় দিবসে বিমলনন্দী স্কন্ধাবারে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলেন না দেখিয়া ভীষ্মদেব পঞ্চশত সেনা লইয়া চতুর্থ দিবস প্রভাতে তাঁহার সন্ধানে যাত্রা করিলেন। পঞ্চমদিবসে বারাণসীর নিকটে আসিয়া ধর্ম্মপালদেব দেখিতে পাইলেন যে, ভাগীরথীর পরপারে গৌড়ীয় সেনার বিস্তৃত স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছে এবং নৌকাযোগে সহস্র সহস্র সেনা নদী পার হইয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। ধর্ম্মপালদেব বিস্মিত হইয়া দ্রুতবেগে অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন। পথে প্রমথ-সিংহ, বিশ্বানন্দ ও বীরদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সম্রাট্ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, ব্যাপার কি? কাহার সেনা পার হইতেছে?" "মহারাজ! ব্যাপার অতি গুরুতর। গৌড়ীয়সেনা নদী পার হইতেছে।" প্রমথসিংহ বলিলেন "বিমলনন্দী তিনদিনে সপ্ততি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, চতুর্থ দিবসে গঙ্গা পার হইয়া বারাণসী আক্রমণ করিয়াছে। নগরে কান্যকুব্জরাজের দশসহস্রের অধিক সৈন্য আছে, কিন্তু বিমলনন্দী পঞ্চশত সেনা লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। মহারাজ চক্রায়ুধ সেই দিন সন্ধ্যাকালে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া বিমলনন্দীর সংবাদ পাইয়া নদী পার হইয়াছেন। তাঁহার সেনা উপস্থিত না হইলে পঞ্চশত গৌড়ীয় বীরের একজনও জীবিত থাকিত কি না সন্দেহ। কান্যকুব্জরাজের আদেশে বারাণসীভুক্তির অধিকাংশ নৌকা দগ্ধ হইয়াছে। যে কয়-খানি নৌকা আছে, তাহাতে একদিনে পঞ্চশতের অধিক সেনা পার হইতে পারে না।" "উপায়?" বিশ্বানন্দ উত্তর

করিলেন "ভীষ্মদেব নদীতীরে উপস্থিত আছেন। তাঁহার আদেশে রণসিংহ তাঁহার সেনা লইয়া নৌকার সন্ধানে চরণাদ্রি অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। জয়বর্দ্ধনের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।" "আমাদিগের কত সৈন্য পার হইয়াছে?" "বিমলনন্দীর সেনা লইয়া সার্দ্ধ দ্বিসহস্র।" "নদীতীরে কত সৈন্য আছে?" "প্রায় সপ্ত সহস্র।"

সকলে অগ্রসর হইয়া জাহ্নবীতীরে স্কন্ধাবারে পৌঁছিলেন। গৌড়ীয়সেনা সম্রাটের আগমনসংবাদ শুনিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সপ্তসহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে বিশ্বনাথের পাষাণনির্ম্মিত মন্দির-চূড়া কম্পিত হইল। জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বরণা-সঙ্গমে গৌড়ীয়সেনা সিংহনাদ করিয়া উঠিল। সম্রাট্ আসিয়া-ছেন বুঝিতে পারিয়া বিমলনন্দী ও চক্রায়ুধ দ্বিগুণ উৎসাহে নগরপ্রাকার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দশসহস্রের সহিত দ্বিসহস্রের যুদ্ধ অধিকক্ষণ সম্ভব নহে। বরণানদী ও আদি-কেশবের ঘাট গৌড়ীয়সেনার রক্তে রঞ্জিত হইল, দুর্গপ্রাকার অধিকৃত হইল না।

সন্ধ্যাকালে নৌকাগুলি বারাণসী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, সম্রাট্ ভীষ্মদেব ও বিশ্বানন্দকে স্কন্ধাবারে রাখিয়া দ্বিশত সেনা সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিলেন। প্রমথসিংহ, বীরদেব ও কমলসিংহ সম্রাটের সহিত বারাণসী যাত্রা করিলেন। রজনীর প্রথম প্রহরে ধর্ম্মপাল বরণাসঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। রুধিরাপ্লুতদেহে বিমলনন্দী ও চক্রায়ুধ নদীতীরে তাঁহাকে

অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। বিমলনন্দীর অবস্থা দেখিয়া সম্রাটের ক্রোধ দূর হইল। তিনি বিমলনন্দীকে আলিঙ্গন করিয়া যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিমলনন্দী কহিলেন, "মহারাজ, যে পঞ্চশত শোণতীর হইতে আমার সহিত যাত্রা করিয়াছিল, তাহাদিগের একজনও জীবিত নাই, তাহারা সকলেই মহারাজের কার্য্যে পুণ্য বারাণসীধামে শিবত্ব পাইয়াছে। মহারাজ! পঞ্চশত গৌড়ীয় বীরের মধ্যে একজনও বরণার পরপারে দেহত্যাগ করে নাই, তাহারা বারাণসী অধিকার করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সকলেই বারাণসীর দুর্গপ্রাকারে অথবা আদি কেশবের ঘাটের পাষাণনির্ম্মিত সোপানে দেহত্যাগ করিয়াছে।" বলিতে বলিতে বিমলনন্দীর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! ইন্দ্রায়ুধের আদেশে সমস্ত নৌকা দগ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি? যে কয়খানি নৌকা আছে তাহাও যদি দগ্ধ হইত তাহা হইলেও কোন ক্ষতি ছিল না। আপনার সম্মুখে অদ্য রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই বারাণসী অধিকার করিব, নতুবা"— ধর্ম্মপালদেব বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নতুবা কি বিমল?" "নতুবা কল্য প্রভাতে সূর্য্যদেব জাহ্নবীর উত্তরতটে একজনও গৌড়ীয় সেনা জীবিত দেখিতে পাইবেন না।" "তাহাই হউক বিমল; যদি বারাণসী অধিকৃত হয়, তাহা হইলে অদ্য রাত্রিতেই হইবে, নতুবা নহে।" প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া চক্রায়ুধ শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন "মহারাজাধিরাজ! একি

ভীষণ প্রতিজ্ঞা? আমার জন্য কি অদ্য গৌড়ের সিংহাসন শূন্য হইবে?" "মহারাজ! অদ্য রজনীতে গৌড়সিংহাসন শূন্য করা যদি বিধাতার ঈপ্সিত হয়, তাহা হইলে কে তাহা নিবারণ করিতে পারিবে? নন্দীপুত্রের কথা সত্য হইবে। অদ্য রাত্রিতে ঐ ধূসরবর্ণ পাষাণপ্রাকারে বিশ্রাম করিব, নতুবা"—"কল্য প্রভাতে জাহ্নবীর উত্তরতীরে অস্ত্রধারণক্ষম একজন গৌড়বাসীও জীবিত থাকিবে না।" "তাহাই হউক বিমল, চক্রধ্বজ-হস্তে আমি নাসীরগণের অগ্রগামী হইব। তুমি সমস্ত সেনাকে তরবারি ও জাহ্নবীজল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে বল, অদ্য রাত্রিতে বারাণসী অধিকৃত না হইলে যেন কোন অস্ত্রধারণক্ষম গৌড়বাসী শিবিরে প্রত্যাগমন না করে।"

খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর শেষভাগে যে সকল গৌড়বাসী ধর্ম্ম-পালদেবের সহিত চক্রায়ুধের সাহায্যার্থ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বে কখনও গৌড় বা মগধ হইতে বিদেশে যায় নাই। এতদিন তাহারা হয়ত কেবল আত্মরক্ষা করিয়াছে, নতুবা আক্রমণকারীকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, কিন্তু অদ্যা-বধি গৌড়ীয়সেনা শত্রুরাজ্য আক্রমণ করে নাই। এই কারণে ভীষ্মদেব, প্রমথসিংহ প্রভৃতি বিজ্ঞ সেনানায়কগণ বিমলনন্দীর কার্য্যে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট্ স্বয়ং ও অল্পবয়স্ক নায়কগণ কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। গৌড়ীয় সেনা বিদেশে যুদ্ধাভিযানের আস্বাদন পাইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত পুরাতনসেনা যে স্থানে যাইতে বা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ

করিতে ভীত অথবা চিন্তিত হইত, নূতন গৌড়ীয় সেনা তাহা অবিচলিতভাবে সম্পন্ন করিতেছিল।

নবীন সম্রাটের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া প্রমথসিংহ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন; তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিয়া বাধা দিতে ভরসা করিলেন না। তিনি কয়েকজন উল্কাধারী লইয়া শিবির রক্ষার জন্য বরণানদীর পূর্ব্বকূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, বারাণসীর শত শত মন্দিরে আরত্রিকের শঙ্খঘণ্টা-নিনাদ যখন থামিয়া গেল, তখন চক্রধ্বজ-হস্তে ধর্ম্মপাল বরণার জলে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে কমলসিংহ, বীরদেব, চক্রায়ুধ ও বিমলনন্দী, তাঁহাদিগের পশ্চাতে দ্বিসহস্র গৌড়ীয়সেনা। কান্যকুব্জের সেনা রাত্রিকালে বিপক্ষপক্ষের আগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রাচীরে শত শত উল্কা জ্বলিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র অস্ত্রধারী পুরুষে ধূসরবর্ণ নগরপ্রাকার আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সম্রাট্ নিরাপদে নদী পার হইয়া প্রাকারতলে উপস্থিত হইলেন। মুষলধারে শিলা ও অস্ত্রবৃষ্টি হইতেছিল, কটাহ কটাহ উত্তপ্ত তৈল ও গলিত সীসক দুর্গপ্রাকার হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি প্রাচীরে শত শত অবরোহণী লগ্ন হইল। নক্ষত্রবেগে গৌড়ীয় সেনা বারাণসীর প্রাচীরে আরোহণ করিল, অপরিমিত লোকসংখ্যা সত্ত্বেও কান্যকুব্জের সেনা হটিতে লাগিল। তাহাদিগের অগ্রভাগে একজন বর্ষীয়ান্ যোদ্ধা যুদ্ধ করিতেছিল, সে বিমলনন্দী কর্ত্তৃক নিরস্ত্র হইল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করিল না; তাহা দেখিয়া বিমলনন্দী তাহাকে সংহার করিবার

জন্য খড়্গ উত্তোলন করিলেন। কিন্তু উত্তোলিত অসি শূন্যমার্গে রহিয়া গেল, এক লম্ফে চক্রায়ুধ তাহাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "বিমল, জয়সিংহ আমার বন্দী, ইহাকে রক্ষা কর।"

ধর্ম্মপাল ও কমলসিংহ, চক্রায়ুধের আচরণে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নগরের অন্যস্থানে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং গৌড়ীয় সেনা জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া কান্যকুব্জের সেনা প্রাকার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সম্রাট্ প্রাকার হইতে অবতরণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে রক্তাক্তকলেবর জনৈক যোদ্ধা তাঁহাকে অভিবাদন করিল; তাহার হস্তে গৌড়ীয় চক্রধ্বজ দেখিয়া ধর্ম্মপাল বুঝিতে পারিলেন যে, সে ব্যক্তি স্বপক্ষীয়। সম্রাট্ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" সৈনিক হাসিয়া উত্তর করিল, "মহারাজ! ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন, আমি জয়বর্দ্ধন।" তখন সম্রাট্, কমলসিংহ, বীরদেব ও বিমলনন্দী তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন।

জয়বর্দ্ধন নৌকার অনুসন্ধানে চরণাদ্রি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু পথে কতকগুলি নৌকা পাইয়া নদী পার হইয়াছিলেন। তিনি অসিসঙ্গমে আসিয়া শুনিয়াছিলেন যে, গৌড়ীয়সেনা বরণাসঙ্গম আক্রমণ করিয়াছে। নগরপ্রাকারের অন্য কোন স্থান আক্রান্ত হয় নাই দেখিয়া অধিকাংশ নগররক্ষী-সেনা বরণাসঙ্গমে আসিয়াছিল; তিনি সেই অবসরে অসিসঙ্গমের নিকটে মুষ্টিমেয় শত্রুসৈন্য পরাজিত করিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া-

ছিলেন। পরাজিত, ভীত, নেতৃহীন কান্যকুব্জের সেনা অনতি বিলম্বে আত্মসমর্পণ করিল। তখন প্রমথসিংহ আসিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া প্রাকার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে ধর্ম্মপাল ও প্রমথসিংহ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সহস্র সহস্র অশ্ব সন্তরণে নদী পার হইতেছে। তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অশ্বগুলি নিকটবর্ত্তী হইলে প্রমথসিংহ কহিলেন, "মহারাজ! ইহারা গৌড়ীয়সেনা, দেখুন বহু অশ্বপৃষ্ঠে চক্রধ্বজ স্থাপিত আছে।" অর্দ্ধদণ্ডপরে দেখা গেল, অশ্বের বল্গা দন্তে লইয়া বৃদ্ধ ভীষ্মদেব মণিকর্ণিকার পাষাণনির্ম্মিত সোপানে আরোহণ করিতেছেন। সম্রাট্ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভীষ্মদেব, কি হইয়াছে?" ভীষ্মদেব বলিলেন "মহারাজ, দ্বিসহস্র সেনা লইয়া চক্রধ্বজ হস্তে বারাণসী আক্রমণ করিয়াছেন শুনিয়া সমগ্র গৌড়ীয়বাহিনী সন্তরণে নদীপার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ, অসাধ্যসাধনের উদাহরণ জগতে দুর্ল্লভ। আপনার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, আপনার সেনাদল রণোন্মত্ত হইয়াছে। ক্লান্ত, শীতার্ত্ত, সিক্ত, অনশনক্লিষ্ট গৌড়ীয়সেনা এখনই প্রতিষ্ঠান যাত্রা করিতে প্রস্তুত।" ভীষ্মদেবের কথা শুনিয়া প্রমথসিংহ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ! ভুল বুঝিয়াছিলাম। গৌড়ীয়সেনা দীর্ঘাভিযানে অনভ্যস্ত হইলেও দুর্জ্জেয়। কান্যকুব্জযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। বারাণসীর যুদ্ধের ফল শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রায়ুধের সেনা আমাদিগের সম্মুখীন হইবে না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভিল্লমালে ইন্দ্রায়ুধ।

রজনীর শেষভাগে ভিল্লমাল নগরের পূর্ব্বতোরণে বাদকগণ মঙ্গলবাদ্য আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তোরণে তখনও প্রদীপ জ্বলিতেছে, চতুর্থযামের প্রতীহারগণ অবসরপ্রাপ্তির ভরসায় আনন্দিত হইয়াছে। দূরে নগরের পশ্চাদ্ভাগে গিরিশীর্ষ উষার শুভ্র আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, দুইএকজন নগরবাসী পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু নগরের তোরণ-চতুষ্টয় তখনও রুদ্ধ। মঙ্গলবাদ্যের বংশীবাদক বংশীধ্বনি আরম্ভ করিবামাত্র বহির্দ্দেশ হইতে পূর্ব্বতোরণের কবাটে কে করাঘাত করিলেন। একজন প্রতীহার জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?" "শীঘ্র তোরণ মুক্ত কর।" "এখনও সময় হয় নাই।" "তাহা হউক, শীঘ্র কবাট মুক্ত কর।" প্রতীহার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?" "কেন ?" "তুমি কি বিদেশী ?" "কেন বল দেখি ?" "তুমি বোধ হয় গুর্জ্জর রাজ্যের রীতিনীতি জান না ? রাত্রি শেষ না হইলে স্বয়ং মহারাজ গুর্জ্জরেশ্বর আসিলেও রাত্রিকালে ভিল্লমাল নগরের তোরণ মুক্ত হয় না।" "রাত্রি ত শেষ হইয়া গিয়াছে ?" "এখনও অর্দ্ধদণ্ড বিলম্ব আছে।" "তবে তুমি গিয়া রাজসমীপে নিবেদন কর যে, মহারাজাধিরাজ পরম-

ভট্টারক পরম মাহেশ্বর অশেষ-ভূপাল মৌলি-মুকুটমণি"—"কি বলিলে ?" "কান্যকুব্জেশ্বর আসিয়াছেন।" "ভাল, আর একটু অপেক্ষা করিতে বল।" "সে কি ?" "ঐখানে একটু বসিতে বল।" "তুমি কি ভাল শুনিতে পাও নাই ? স্বয়ং কান্যকুব্জেশ্বর নগরদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।" "উত্তম ; আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে।" "অসম্ভব। তুমি শীঘ্র তোরণ মুক্ত করিয়া মহারাজ নাগভট্টকে সংবাদ দাও, বলিয়া আইস যে, স্বয়ং মহারাজাধিরাজ ভিল্লমাল-নরপতির অতিথি।" "ভাল ; কিঞ্চিৎ বিলম্বে অতিথিশালায় যাইতে বলিও।" তোরণের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া যে ব্যক্তি প্রতীহারের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল, সে হতাশ হইয়া ফিরিল। পাষাণনির্ম্মিত বিশাল তোরণের অনতিদূরে একখানি চতুরশ্ববাহিত বিচিত্রকারুকার্য্যখচিত রথ অপেক্ষা করিতেছিল। আগন্তুক রথের নিকটে আসিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজাধিরাজ কি জাগিয়া আছেন ?" রথের ঘন যবনিকার অন্তরাল হইতে এক ব্যক্তি কহিলেন, "হাঁ, আমি জাগিয়া আছি। ভানুগুপ্ত ! তুমি নিকটে আইস।" আগন্তুক নিকটে সরিয়া গিয়া কহিল, "মহারাজ !" রথারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় আসিয়াছি ?" "ভিল্লমাল নগরে।" "তবে যবনিকা উঠাও, আমি নামিব।" "মহারাজ ! রথ নগর তোরণের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।" "কেন ?" "তোরণদ্বার রুদ্ধ।" "আমার আগমনসংবাদ জানাইয়াছ ?" "হাঁ ; কিন্তু প্রভাত হয় নাই বলিয়া তোরণ এখনও রুদ্ধ রহিয়াছে।"

"গুর্জ্জররাজকে কি সংবাদ পাঠাইয়াছ ?" "পাঠাইয়াছি ; কিন্তু তাঁহার বোধ হয় এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।"

এই সময়ে দিবসের প্রথম প্রহরের আরম্ভসূচক মঙ্গলবাদ্য শেষ হইল, সশব্দে অসংখ্য-লৌহকীলকবদ্ধ গুরুভার কবাটদ্বয় মুক্ত হইল। সারথি ইন্দ্রায়ুধের আদেশ লইয়া রথ চালনা করিল, প্রতীহারগণ তাহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না ; ভানু-গুপ্ত অশ্বারোহণে রথের পশ্চাতে পুরপ্রবেশ করিল।

ভিল্লমাল নগরের পথে বহু অশ্ব, রথ ও শকট দেখিয়া রথা-রোহী সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরুণ, গুর্জ্জররাজ আমার অভ্যর্থনার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?" সারথি সবিস্ময়ে কহিল, "কিছুই না।" "বহু রথচক্র ও অশ্বখুরের শব্দ পাইতেছি ?" "মহারাজাধিরাজ, ইহারা সার্থবাহ, নগরদ্বার মুক্ত হইয়াছে বলিয়া বাহিরে যাইতেছে।" অবিলম্বে রথ গুর্জ্জররাজপ্রাসাদের তোরণে আসিয়া দাঁড়াইল ; রথের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দুই একজন দণ্ডধর অগ্রসর হইয়া আসিল ও ভানুগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁহার রথ ?" "মহারাজাধিরাজ কান্যকুব্জমহোদয় কুশস্থলেশ্বর ইন্দ্রায়ুধ-দেবের।" ইন্দ্রায়ুধের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একজন দণ্ডধর দ্রুতপদে প্রাসাদে প্রবেশ করিল, দ্বিতীয় দণ্ডধরের আদেশে দৌবারিকগণ তোরণ হইতে প্রাসাদের সোপান পর্য্যন্ত বহুমূল্য বস্ত্র বিছাইয়া দিল। তাহার পরে ইন্দ্রায়ুধ রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি যেমন সোপানশ্রেণীতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময়ে প্রাসাদের প্রথম কক্ষের দ্বার

উন্মুক্ত হইল, একজন শুভ্রবসনপরিহিত পুরুষ দ্রুতপদে সোপান-শ্রেণী অবলম্বন করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহার পশ্চাতে দশজন রাজপুরুষ ছত্র, চামর, সুবর্ণনির্ম্মিত রাজদণ্ড প্রভৃতি রাজ-চিহ্ন হস্তে লইয়া নামিয়া আসিল। ইন্দ্রায়ুধ তাহাদিগকে দেখিয়া নিম্নের সোপানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুভ্রবসনপরিহিত পুরুষ সহাস্যে কহিলেন, "মহারাজ, স্বাগত। পথে কোন বাধা উপ-স্থিত হয় নাই ত ?" "না। তবে নগরতোরণে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, কারণ যখন আমার রথ আসিয়া পৌছিল তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই।" শুভ্রবসনপরিহিত পুরুষ কান্যকুব্জ-রাজের কথার উত্তর না দিয়া কহিলেন, "মহারাজ! প্রাসাদে প্রবেশ করুন।" ইন্দ্রায়ুধ গুর্জ্জররাজের হস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধপথে নাগভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের ছত্রধর ও দণ্ডধর কি সঙ্গে আসে নাই ?" ইন্দ্রায়ুধ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "না।" "চক্রায়ুধ কি কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছে ?" "না।" উত্তর শুনিয়া নাগভট্ট বিস্মিত হইয়া ইন্দ্রায়ুধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; ইন্দ্রায়ুধ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। গুর্জ্জররাজের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ দশজন পরিচারক ছত্র, দণ্ড, চামর প্রভৃতি রাজচিহ্ন লইয়া কান্যকুব্জরাজকে বেষ্টন করিল। উভয়ে পুনরায় সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিঞ্চিৎদূর অগ্রসর হইয়া নাগভট্ট পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, চক্রায়ুধ এখন কোথায় ?" ইন্দ্রায়ুধ কহিলেন, "বোধ হয় প্রতিষ্ঠানে।"

গুর্জ্জররাজ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আপনি নগর ত্যাগ করিলেন কেন?" খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উত্তরপথে নগর বলিতে কান্যকুব্জ বা মহোদয় বুঝাইত। ইন্দ্রায়ুধ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "চক্রায়ুধকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, আমি মহারাজের সৈন্য লইয়া যাইবার জন্য ভিল্লমালে আসিয়াছি। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নগর পরিত্যাগ করিয়াছিলাম বলিয়া ভৃত্যবর্গ সঙ্গে আসিতে পারে নাই।" "মহারাজের সেনা কি কোন স্থানে চক্রায়ুধের গতিরোধ করিয়াছিল?" "হাঁ, বারাণসীতে দশ সহস্র সেনা ছিল, কিন্তু ধর্ম্মপাল দুই তিন সহস্র সেনা লইয়া অনায়াসে বারাণসী অধিকার করিয়াছে।" "চরণাদ্রি বা প্রতিষ্ঠানে কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কি?" "হাঁ, চরণাদ্রি অধিকৃত হইয়াছে।" "প্রতিষ্ঠান?" "বোধ হয়, এখনও শত্রুহস্তগত হয় নাই।" নাগভট্ট বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। ইন্দ্রায়ুধ অতি দীনভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কবে যুদ্ধযাত্রা করিবেন?" গুর্জ্জররাজ ধীরভাবে কহিলেন, "মহারাজ এখন পরিশ্রান্ত। অগ্রে বিশ্রাম করুন, পরে যুদ্ধাভিযানের মন্ত্রণা করিব।"

প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া নাগভট্ট কান্যকুব্জরাজকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া গেলেন ও তাঁহার সেবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিয়া স্বয়ং বাহিরে আসিলেন। ইন্দ্রায়ুধের কক্ষের দ্বারে জনৈক প্রৌঢ়যোদ্ধা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া নাগভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহুক,

কতক্ষণ আসিয়াছ?” যোদ্ধা কহিলেন, “এই মাত্র। ইন্দ্রায়ুধ আসিয়া পৌছিয়াছে?” “হাঁ; তোমার কথাই সত্য, চক্রায়ুধ বারাণসী ও চরণাদ্রি অধিকার করিয়াছে শুনিয়া এই কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয়াধম রাজা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। বাহুক, এখন কান্যকুব্জ অধিকার করাই শ্রেয়। ইন্দ্রায়ুধ পুরুষ নহে, রমণী; তাঁহাকে কান্যকুব্জে রাখিয়া কোনও ফল নাই।” “পিতৃপিতামহের রাজধানী কি ত্যাগ করিতে আছে? গুর্জ্জরের বাহুতে যদি বল থাকে, তাহা হইলে ভিল্লমালই কালে কান্যকুব্জ হইয়া উঠিবে।” “কিন্তু ইন্দ্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করা বৃথা। ইহাকে শতবার কান্যকুব্জের অধিকার প্রদান করিলেও কোন ফল হইবে না। চক্রায়ুধ যতবার কান্যকুব্জ আক্রমণ করিবে, এই ব্যক্তি ততবারই আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া পলায়ন করিবে।” “তবে ইহাকে বন্দী করিয়া চক্রায়ুধের পক্ষ অবলম্বন করা যাউক।” “এখন আর চক্রায়ুধকে কোথায় পাইবে? সে এখন বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া কান্যকুব্জে ফিরিতেছে, গৌড়রাজ ধর্ম্মপাল তাহার সহায়। আমরা চিরদিন তাহার পিতার ও তাহার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া আসিয়াছি। এখন কি আর চক্রায়ুধ গুর্জ্জরের কথায় বিশ্বাস করিবে?” “সত্য বটে। চক্রায়ুধ এখন কোথায়?” “শুনিয়াছি প্রতিষ্ঠানে। বারাণসী ও চরণাদ্রি ধর্ম্মপালের হস্তগত হইয়াছে। আর ইন্দ্রায়ুধ যখন পলাইয়া আসিয়াছে তখন এতদিন সমস্ত কান্যকুব্জরাজ্যই বোধ হয়

ধর্ম্মপালের অধীন হইয়াছে। ইন্দ্রায়ুধ কি বলিল?" "জিজ্ঞাসা করিল আমরা কবে যুদ্ধে যাইব।" "কি বলিলে?" "কিছুই না।" "উত্তম; উহাকে কিছুদিন ভিল্লমালে বন্দী করিয়া রাখ।" "কিন্তু যুদ্ধে ত যাইতে হইবে?" "তুমি পাগল হইয়াছ? এই রমণীর অধম রাজার জন্য কেন বৃথা পরিশ্রম করিব?" "সত্য ভঙ্গ হইবে না?" "নাগ, তোমার বুদ্ধিটি অতি স্থূল। রাষ্ট্রনীতিতে কি সত্যাসত্য আছে?" "তবে কি করিব?" "নিশ্চিন্ত মনে অতিথিসৎকার।" "দেখ বাহুক, তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদী, ক্রূর-স্বভাব নিষ্ঠুর মনুষ্য আমি আর কখনও দেখি নাই।" "দেখ নাগ, এই বাহুকধবল না থাকিলে বৎসরাজের দিগ্বিজয় সম্পন্ন হইত কি না জানি না এবং তাঁহার পুত্রের রাজ্যও বোধ হয় চলিত না।" "সত্য। চল সভায় যাই।" "চল।" "ইন্দ্রায়ুধকে সঙ্গে লইব?" "না।" "দেখ বাহুক, গৌড়গণ নিতান্ত সামান্য নহে, ধর্ম্মপাল দ্বিসহস্র সেনা লইয়া দশ সহস্র কর্ত্তৃক রক্ষিত বারাণসীদুর্গ অধিকার করিয়াছে।" "সত্য নাকি? কিন্তু বৎসরাজের সময়ে গৌড়বাসী অশ্বারোহী দেখিলে ভয়ে পলায়ন করিত।" "বাহুক, নাগসেন কোথায়?" "কারাগারে; অদ্য তাহার বিচার হইবে। নাগ, বৃদ্ধ পুরোহিতের প্ররোচনায় অধর্ম্মাচরণ করিও না।" "তুমি যে বলিলে রাষ্ট্রনীতিতে সত্যাসত্য নাই?" "ইহা রাষ্ট্রনীতি নহে; রাজনীতি।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুর্জ্জর-রণনীতি।

বারাণসী অধিকৃত হইবার দুইদিন পরে চরণাদ্রি হইতে সংবাদ আসিল যে, জয়বর্দ্ধন পঞ্চশতসেনা লইয়া দুর্গ অধিকার করিয়াছেন। তিনি দুর্গরক্ষার জন্য সম্রাটের নিকট সেনা ভিক্ষা করিয়াছেন এবং দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা হইলে প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। বারাণসীর যুদ্ধের ফল দেখিয়া চরণাদ্রি দুর্গের পতনে ভীষ্মদেব বা প্রমথসিংহ বিস্মিত হন নাই। তাঁহারা দূতমুখে জয়বর্দ্ধনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, পদাতিক সেনা ভিন্ন দুর্গরক্ষা সুকর নহে, অতএব পদাতিকগণের আগমনপ্রতীক্ষায় সপ্তাহকাল অপেক্ষা করাই সুব্যবস্থা।

পদাতিক সেনা যখন বারাণসীতে আসিয়া পৌছিল, তখন কান্যকুব্জ-যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। চরণাদ্রি শত্রুহস্তগত হইয়াছে শুনিয়া সম্রাট্-উপাধিধারী কুলাঙ্গার ইন্দ্রায়ুধ প্রতিষ্ঠান রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়াই রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন; তিনি যে অবস্থায় গুর্জ্জর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট্ রাজ্যত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া কান্যকুব্জের সামন্তরাজগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া চক্রায়ুধকে রাজধানীতে আহ্বান

করিলেন। বিনাযুদ্ধে প্রতিষ্ঠান ও কান্যকুব্জ গৌড়ীয় সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ বারাণসী, চরণাদ্রি ও প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য সামান্য সেনা রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ যাত্রা করিলেন।

ইন্দ্রায়ুধ গুর্জ্জররাজ নাগভট্টের অতিথিরূপে ভিল্লমালনগরে বাস করিতে লাগিলেন ও প্রতিদিন গুর্জ্জররাজকে গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একমাস অতিবাহিত হইল; কিন্তু গুর্জ্জররাজ্যে যুদ্ধাভিযানের কোনই উদ্যোগ দেখা গেল না। নাগভট্ট ও বাহুকধবল শীঘ্রই যাত্রা করিব বলিয়া কান্যকুব্জরাজকে আশ্বাস দিতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন গৌড়েশ্বরের সহিত বিবাদ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদিগের ছিল না।

কান্যকুব্জরাজ্যের সামন্তগণ বজ্রায়ুধের পুত্রকে যথাবিধি অভিষিক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ ও ভীষ্মদেবের পরামর্শে ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ তাহাতে সম্মত হইলেন না। বজ্রায়ুধের মৃত্যুর পরে গুর্জ্জররাজের সাহায্যে ইন্দ্রায়ুধ কান্যকুব্জসিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নাগভট্টের পিতা বৎসরাজ দিগ্বিজয়-যাত্রায় নির্গত হইয়া যখন সমস্ত উত্তরাপথ অধিকার করিয়াছিলেন তখন বজ্রায়ুধ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বৎসরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও তিনি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। বহুকাল পরে দক্ষিণাপথরাজ রাষ্ট্রকূটবংশীয় ধ্রুব যখন বৎস-

রাজকে পরাজিত করিয়া মরুভূমিতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন তখন বজ্রায়ুধ স্বীয় অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বজ্রায়ুধের সহিত যুদ্ধে তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা ইন্দ্রায়ুধ গোপনে বহুবার গুর্জ্জররাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ ইন্দ্রায়ুধ বজ্রায়ুধের মৃত্যুর পরে কান্যকুব্জের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জবাসিগণ বলিত যে, গুর্জ্জররাজের সাহায্যে ইন্দ্রায়ুধ ভ্রাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের সামন্তগণ বজ্রায়ুধের অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা ক্ষীণচেতা, অত্যাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ইন্দ্রায়ুধকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। প্রজাবৃন্দ গুর্জ্জররাজের ভয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রোহাচরণ করিত না, কিন্তু তাহারা গোপনে গোপনে উদারচেতা সদয়-হৃদয় বজ্রায়ুধের জন্য শোকপ্রকাশ করিত। কান্যকুব্জরাজ্যের সামন্তগণ হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত বজ্রায়ুধের পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছিল। গৌড়ীয়সেনা সঙ্গে লইয়া চক্রায়ুধ যখন পিতৃরাজ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন দেশে ইন্দ্রায়ুধের পক্ষপাতী একব্যক্তিও ছিল না। ইন্দ্রায়ুধ পলায়ন করিলে রাজ্যের প্রধান প্রধান দুর্গের নায়কগণ সৈনিকগণের হস্তে নিহত হইল, প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া কর্ম্মচারিগণকে হত্যা করিল, একদিনে কান্যকুব্জে ইন্দ্রায়ুধের অধিকার লোপ পাইল। বজ্রায়ুধের সময়ের কর্ম্মচারী ও সেনানায়কগণ বহুকাল পরে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, ইন্দ্রায়ুধ

গুর্জ্জররাজের সহিত ফিরিয়া আসিলেও, বিনা আয়াসে রাজ্য অধিকার করিতে পারিবেন না, কিন্তু তথাপি তাঁহারা রাজধানীতে অভিষেকোৎসব আরম্ভ করিতে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্মপাল ও ভীষ্মদেবকে বিশ্বানন্দ কহিয়াছিলেন যে, যতদিন কান্যকুব্জরাজ্যের চতুর্দ্দিকের রাজগণ চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জরাজ বলিয়া স্বীকার না করিবেন ততদিন যুদ্ধ শেষ হইবে না। ধর্ম্মপালদেব তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারিয়া কান্যকুব্জরাজ্যের সামন্তগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ ভীষ্মদেব বুঝিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই ভীষণযুদ্ধের আয়োজন করিতে হইবে। তিনি যমুনার উত্তরতীরে প্রতি ঘাটে ঘাটে গৌড়ীয়সেনা সমাবেশ করিয়া বিমলনন্দী ও প্রমথসিংহের সাহায্যে নূতন সেনা সংগ্রহ করিতেছিলেন। প্রতিষ্ঠানে রণসিংহ, কৌশাম্বীতে বীরদেব, মথুরায় কমলসিংহ ও স্থাণ্বীশ্বরে জয়বর্দ্ধন চক্রায়ুধের রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করিতেছিলেন। প্রতিষ্ঠান হইতে স্থাণ্বীশ্বর পর্য্যন্ত শত শত ক্রোশব্যাপী সীমান্তের পরপারে গুর্জ্জররাজ্যের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। গৌড়ীয় সামন্তরাজগণ দেখিতে পাইলেন যে, সর্ব্বত্র গুর্জ্জরসৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে; ঘাটে ঘাটে অশ্বারোহী ও পদাতিকসেনা সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

সীমান্ত হইতে এই-সকল সংবাদ পাইয়া ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ বুঝিলেন যে, বিশ্বানন্দের কথা সত্য, যুদ্ধ তখনও শেষ হয় নাই। ধর্ম্মপাল ভাবিলেন যে, গুর্জ্জররাজ বোধ হয় আত্মরক্ষার

জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তিনি হয়ত ভাবিয়াছেন যে, ইন্দ্রায়ুধকে সাহায্যপ্রদানের জন্য চক্রায়ুধ পিতৃবৈরীকে আক্রমণ করিবেন। গৌড়েশ্বর একদিন মন্ত্রণাসভায় মনোভাব প্রকাশ করিয়া ভিল্লমালে দূত প্রেরণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। বিশ্বানন্দ, ভীষ্মদেব, চক্রায়ুধ ও বিমলনন্দী একবাক্যে কহিলেন যে, দূতপ্রেরণ বৃথা। চক্রায়ুধ জানাইলেন যে, বিশ্বাসঘাতক গুর্জ্জররাজগণ যখন যুদ্ধের আয়োজন করে তখন দীর্ঘকাল এইরূপভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সুযোগ বুঝিয়া যুদ্ধঘোষণা না করিয়া সহসা পররাজ্য আক্রমণ করিয়া বসে। ধর্ম্মপাল নিরস্ত না হইয়া ভিল্লমালে দূত প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভীষ্মদেবের অনুরোধে সেইদিনই জনৈক অশ্বারোহী গৌড়ে মহাকুমার বাক্‌পালের নিকট প্রেরিত হইল। সম্রাট্ বাক্‌পালকে নূতন সেনা সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রেরণ করিলেন।

তখন বর্ত্তমান পঞ্জাব ও রাজপুতানা গুর্জ্জরজাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ভোজ, মৎস্য, অবন্তী, গান্ধার, মদ্র, কুরু, যদু ও কীর প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য গুর্জ্জর সামন্তগণের হস্তগত হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই ভিল্লমালের গুর্জ্জররাজের আধিপত্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা স্বাধীন রাজা ছিলেন। গৌড়েশ্বর গুর্জ্জররাজচক্রের সমস্ত রাজার নিকট দূত প্রেরণ করা স্থির করিলেন। যথাসময়ে দূতগণ বজ্রায়ুধের পুত্র চক্রায়ুধের সিংহাসনারোহণ-বার্ত্তা বহন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গুর্জ্জররাজধানীতে যাত্রা করিল।

সর্ব্বপ্রথমে দূত ভিল্লমাল হইতে ফিরিয়া আসিল। ভিল্লমালরাজ গৌড়েশ্বরকে গুর্জ্জররাজধানী হইতে অভিবাদন করিয়াছেন, বজ্রায়ুধের পুত্র পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। শীঘ্রই গুর্জ্জরদূত নবীন কান্যকুব্জেশ্বরকে অভিবাদন করিতে আসিবে। শরণাগত রক্ষা রাজধর্ম্ম, সেইজন্য গুর্জ্জররাজ ইন্দ্রায়ুধকে রক্ষা করিবেন, তবে তিনি ইন্দ্রায়ুধের পক্ষাবলম্বন করিয়া কান্যকুব্জরাজ্য আক্রমণ করিবেন না; কিন্তু ইন্দ্রায়ুধ যদি রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন, গুর্জ্জরেশ্বর তাহাতেও বাধা দিবেন না। গৌড়েশ্বর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গুর্জ্জররাজের সহিত তাঁহার প্রীতিবন্ধন ছিন্ন হইবে না।

গুর্জ্জর-রাজচক্রের অন্য কোন রাজধানী হইতে দূত ফিরিল না। নাগভট্টের উত্তর শুনিয়া ধর্ম্মপাল গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু গৌড়ীয় সামন্তগণ সকলেই প্রত্যাবর্ত্তনের বিরোধী হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বানন্দের গৃহত্যাগ।

ধর্ম্মপালদেব যখন চক্রায়ুধের রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, তখন গৌড়দেশে শান্তি বিরাজিত। বৈশাখ

মাস, বরেন্দ্রভূমিতে অসহ্য গ্রীষ্ম, ফলভারে অসংখ্য সহকার বৃক্ষ অবনত হইয়া পড়িয়াছে, চারিদিক নিস্তব্ধ, রাজপথ জনশূন্য, পক্ষী-গুলি পর্য্যন্ত নীরব। এই সময়ে গঙ্গাতীরবর্ত্তী পালিতক গ্রামে জনৈক যুবক বংশদণ্ডনির্ম্মিত অঙ্কুশ হস্তে গৃহ হইতে নির্গত হইতেছিল। যুবক গৌরবর্ণ, তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বর্ষের অধিক নহে, তাহার কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র দেখিয়া বোধ হয় সে জাতিতে ব্রাহ্মণ। গৃহখানি তৃণাচ্ছাদিত, চারিদিকে মৃন্ময় প্রাচীর, তাহা গোময় লেপনে চিক্কণ। গৃহের চারিদিকে পুষ্পোদ্যান ও বংশনির্ম্মিত বেষ্টনী ; বেষ্টনীর পার্শ্বে এক পঙ্‌ক্তি তাল ও নারিকেল বৃক্ষ।

যুবক গৃহদ্বারের বাহির অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এই সময়ে গৃহমধ্য হইতে তাহাকে কে ডাকিল, "বলি, দ্বিপ্রহর বেলায় যাও কোথায় ?" যুবক বিরক্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিলে কেন ?" এই সময়ে তাহার পশ্চাতে পদশব্দ হইল, যুবক ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিংশতিবর্ষবয়স্কা একটি তরুণী কক্ষান্তর হইতে যুবকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার অধরে ঈষৎ হাস্যরেখা, নয়ন-কোণে ক্রূর কটাক্ষ এবং চম্পকদামসদৃশ ক্ষুদ্র অঙ্গুলিগুলিতে বস্ত্রাঞ্চল জড়িত। তাহাকে দেখিয়া যুবকের ভ্রূভঙ্গী দূর হইল। বদন প্রসন্ন হইয়া উঠিল, বিরক্তির পরিবর্ত্তে সহাস্যে যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিলে কেন ?" তরুণী হাস্যে হাস্যের উত্তর প্রদান করিয়া কহিল, "এই দ্বিপ্রহরের ভীষণ রৌদ্রে অঙ্কুশ লইয়া কোথায় চলিলে ?" "তোমার জন্য।

"আমার জন্য?" "হাঁগো, তোমারই জন্য।" "আমি কি গাছের পাকা ফলটি যে তুমি অঙ্কুশ লইয়া আমার উদ্দেশে চলিয়াছ?" "অমল, তুমি সত্য সত্যই"—"রসিকতা রাখ; অঙ্কুশ লইয়া কোথায় যাইতেছিলে? আম পাড়িতে?" "কথাটা শেষ করিতেই দাও। সত্য সত্যই তুমি পূর্ণ যৌবনের ভারে নুইয়া পড়িয়াছ।" "আবার বাজে কথা! তুমি পাগল হ'লে নাকি? এই রৌদ্রে আম পাড়িতে চলিয়াছ?" "দেখ, পুষ্করিণীর ধারে বড় গাছটাতে তুইটা আম পাকিয়া উঠিয়াছে। ভূমিতে পড়িলে নষ্ট হইয়া যাইবে।" "তা যাক, তুমি এখন যাইতে পাইবে না।"

যুবতী এই বলিয়া যুবকের হাত ধরিয়া বসাইল। যুবক অঙ্কুশ রাখিয়া উপবেশন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, যুবতীর কর্ণমূল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তরুণী লজ্জায় অধোবদন হইয়া কহিল, "অমন করিয়া কি দেখিতেছ?" "তোমাকে।" "যাও।" 'আমি ত যাইতেছিলাম, তুমি ত ধরিয়া বসাইলে।" 'এখন যাইতে পারিবে না, আমার কাছে বসিয়া থাকিতে হইবে।" "তবে চক্ষু মুদিয়া থাকি?" "এত দেখিয়াও কি তোমার সাধ মিটিল না?" "সাধ আর মিটিল কই?" "তবে দেখ, প্রাণ ভরিয়া দেখ, যতক্ষণ তোমার প্রাণ চায় দেখ।" যুবতী এই বলিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল, যুবক তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এমন ভাবে অধিকক্ষণ কাটিল না, তরুণীর অধরপ্রান্তে হাসি ফুটিয়া উঠিল। প্রথমে কর্ণমূল, তাহার পরে গণ্ডস্থল ও

তাহার পরে সমস্ত মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায় ঈষৎ রক্তাক্ত হইয় উঠিল। তরুণী পুনরায় কহিল, "যাও।" যুবক তখন তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল, "অনুমতি পাইয়াছি, এইবার তবে যাইতে পারি?" যুবতী তাহার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া কহিল, "না।" যুবক তখন জিজ্ঞাসা করিল, "অমল, ব্যাপার কি?" "দাদার বাড়ী গিয়াছিলাম।" "কি দেখিয়া আসিলে?" "দাদা বাড়ী আসিয়াছেন।" "ভাল। তাহার পর সমস্ত কুশল ত?" "হাঁ।" "তবে আমার ছুটি? অমল, আমাকে এখন অৰ্দ্ধদণ্ডের জন্য ছাড়িয়া দাও, বাতাস উঠিয়াছে, আম দুইটি মাটিতে পড়িয়া যাইবে।" "তুমি তবে তোমার আমের কাছে যাও।" "রাগ করিলে?" "আমি রাগ করিলাম বা না করিলাম তাহাতে কি তোমার কিছু আসে যায়?" "তবে যাইব না।" "না, তুমি যাও; তোমার মন ত পুষ্করিণীর ধারে পড়িয়া আছে, দেহখানা ধরিয়া রাখিয়া আর আমার লাভ কি বল?" "অমল, ব্যাপার কি খুলিয়াই বল না?" "একটা কথা আছে।" "তাহা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি, কি কথা?" "বল, রাগ করিবে না?" "আমার কি তোমার উপর রাগ করিবার শক্তি আছে?" "যাও। বল কথাটা রাখিবে?" "কি কথা?" "বল রাখিবে? তবে বলিব।" "আমার সাধ্যায়ত্ত হইলেই রাখিব।" "তুমি পুষ্করিণীর ধারে যাও, আমার বলা হইল না।" "ভাল, রাখিব।" "বল, রাখিবে?" "এইমাত্র ত বলিলাম?" "তিনবার বল।" "রাখিব, রাখিব,

রাখিব।” “আমাকে ছুঁইয়া শপথ কর।” “শপথ করিতেছি, কিন্তু ছুঁইয়া শপথ করিতে পারিব না।” “রাখিবে ত?” “নিশ্চয়।” “দাদা গৌড় হইতে আসিয়াছেন।” “তার পর?” “বউয়ের জন্য দুইখানি নূতন স্বর্ণ বলয় আনিয়াছেন।” “তার পর?” “আর আমি বলিব না।” “যুবক একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—“অমল, আমি যে দরিদ্র। তোমার দাদা দেশবিখ্যাত পণ্ডিত”—“আর আমার স্বামী কি মূর্খ?” “মূর্খ নহি অমল! কিন্তু”—“কিন্তু কি? পিতা বলিতেন ন্যায়শাস্ত্রে তোমার ন্যায় পণ্ডিত দেশে বিরল।” “কিন্তু—কি জান অমল—তোমাকে দেখিয়া আমি অধীত বিদ্যা বিস্মৃত হইয়াছি। গৌতম, কণাদ ভুলিয়া গিয়াছি। অমল, আমি ইচ্ছা করিলে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারি, কিন্তু”—“আবার কিন্তু?” “অমল, তুমি আমার স্বর্ণ শৃঙ্খল, আমি শৃঙ্খল ছিঁড়িতে পারিব না; সুতরাং আমার বন্ধনদশা ঘুচিবে না।” “তুমি এই মাত্র শপথ করিয়াছ আমাকে স্বর্ণ বলয় আনিয়া দিবে?” “শপথ করিয়াছি সত্য, কিন্তু”—“আবার কিন্তু?” “অমল, তুমি অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই আসিব।” যুবক অঙ্কুশ হস্তে গৃহ হইতে বাহির হইল, যুবতী হৃষ্টচিত্তে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তিনি পালিতক গ্রামে অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিলেন। সদ্বংশজাত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুপণ্ডিত সর্ব্বানন্দকে আচার্য্য কন্যাদান করিয়া স্বগ্রামে বাস করাইয়াছেন। পত্তবম্বারাজ জয়বর্দ্ধন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভূমিদান

করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই সর্ব্বানন্দের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত। তিনি অন্য উপায়ে অর্থার্জ্জনের চেষ্টা করিতেন না। অমলাদেবীর প্রার্থিত স্বুবর্ণবলয় তখন সর্ব্বানন্দের সাধ্যাতীত। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষ হইতে আম্র দুইটি সংগ্রহ করিলেন এবং পুনরায় ধীরপদে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শপথভঙ্গের আশঙ্কা ও অসহ্য বিরহব্যথার ভয় পত্নীবৎসল ব্রাহ্মণকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি গৃহের পথ অবলম্বন না করিয়া গ্রামসীমায় অবস্থিত প্রান্তরের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সেই দিন পালিতক গ্রামের সীমায় একটি ক্ষুদ্র স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছিল, গঙ্গাতীরে আম্র পনসের ছায়ায় বস্ত্রাবাস-গুলির নিকটে কয়েকজন সৈনিক বসিয়াছিল। তাহাদিগের কথোপকথন ও উচ্চহাস্য শুনিয়া সর্ব্বানন্দের জ্ঞান হইল, চমক ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মণ দেখিল যে, সে বিপরীত পথে আসিয়াছে। বস্ত্রাবাস ও সৈনিকগণকে দেখিয়া সর্ব্বানন্দের বড়ই কৌতূহল হইল, একজন সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কোথায় যাইবে?" সৈনিকগণ সমস্বরে উত্তর দিল, "কান্যকুব্জে।" তখন সর্ব্বানন্দের মনে পড়িয়া গেল যে, গৌড়েশ্বর সত্যরক্ষার জন্য কান্যকুব্জে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন; তিনি ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলেন।

অপরাহ্নে অমলাদেবী রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সর্ব্বানন্দ গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "অমল, তুমি কোথায়?"

অমলাদেবী সহাস্যবদনে কহিল, "এই যে আমি রন্ধনশালায়।" "একবার উঠিয়া আইস।" পত্নী উঠিয়া আসিয়া পতির সম্মুখে দাঁড়াইলে, সর্ব্বানন্দ কহিল "অমল, আজ তোমাকে একটা কথা রাখিতে হইবে।" "বলনা কি কথা?" "অমল, তুমি অলঙ্কারের কথা ভুলিয়া যাও, আমি দরিদ্র, তোমাকে অলঙ্কার দিতে হইলে, আমাকে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হইবে—অমল, সে বড় কষ্ট—আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। তোমাকে শঙ্খের বলয়ে যেমন সুন্দর দেখায়, হীরকমণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারেও তেমনটি দেখাইবে না। অমল, তুমি আমাকে শপথ-মুক্ত কর, এই দেখ তোমার জন্য সর্ব্বমঙ্গলার গাছের দুইটি আম আনিয়াছি।"

সর্ব্বানন্দের কথা শুনিয়া অমলাদেবীর সহাস্যবদন সহসা অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে আম্র দুইটি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা গৃহকোণে নিক্ষেপ করিল এবং সর্ব্বানন্দের কথার উত্তর না দিয়াই রন্ধনশালায় পুনঃ প্রবেশ করিল। সর্ব্বানন্দ কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পরে আবার ডাকিল, "অমল?" উত্তর নাই।

সর্ব্বানন্দ তখন ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে স্কন্ধাবারাভিমুখে যাত্রা করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

গুর্জ্জর যুদ্ধ।

গুর্জ্জররাজের নিকট হইতে দূত ফিরিয়া আসিলে ধর্ম্মপাল গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভীষ্মদেব ও বিশ্বানন্দ অনিচ্ছা-সত্ত্বে তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। গৌড়েশ্বর সেনা সমভি-ব্যাহারে প্রতিষ্ঠানে আসিতে লাগিলেন। মধ্যপথে একদিন সন্ধ্যা-কালে গঙ্গাতীরে শিবির স্থাপিত হইয়াছে; চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রাবাস, তাহার মধ্যস্থলে বহুসুবর্ণকলসশোভিত বিচিত্র পট্টাবাস, ইহাই গৌড়েশ্বরের বস্ত্রাবাস। সন্ধ্যাকালে গ্রীষ্মা-তিশয্যপ্রযুক্ত ধর্ম্মপাল সামন্তগণের সহিত শিবিরের বহির্দ্দেশে বসিয়া আছেন, চারিদিকে গৌড়ীয় সেনাগণ রন্ধন করিতেছে। গঙ্গাতীরে ক্রোশব্যাপী বিস্তৃত স্কন্ধাবার ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে স্কন্ধাবারের পশ্চিম প্রান্তে রক্ষিগণ অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইল, পরক্ষণেই একজন অশ্বারোহী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইল। আরোহী অবরোহণ করিবামাত্র অশ্বটি পড়িয়া গেল। রুদ্ধশ্বাস আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ কোথায়?" জনৈক রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে, কোথা হইতে আসিতেছ?"

আগন্তুক ব্যগ্র হইয়া কহিল "আমি কান্যকুব্জরাজের দূত, বিষম বিপদ উপস্থিত, আমাকে শীঘ্র সম্রাট্-সকাশে লইয়া

চল।” তখন রক্ষিগণের মধ্যে একজন আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া সম্রাটের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিল। পথে সে জিজ্ঞাসা করিল, “সংবাদ কি?” আগন্তুক কহিল, “সংবাদ গুরুতর। গুর্জ্জরগণ তিন দিক্ হইতে সীমান্ত আক্রমণ করিয়াছে, আমাদিগের সেনা ক্রমাগত পাছু হটিতেছে। মহারাজ সেইজন্য গৌড়েশ্বরকে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন।”

সম্রাটের বস্ত্রাবাসের সম্মুখে বসিয়া ভীষ্মদেব ও প্রমথ সিংহ ভবিষ্যৎ গুর্জ্জরযুদ্ধের কল্পনা করিতেছিলেন। ভীষ্মদেব বলিতেছিলেন, “শীঘ্রই আবার আসিতে হইবে, আবার এই সমস্ত সেনা গৌড় হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত শত শত ক্রোশ চলিয়া মরিবে।” “সত্য সত্যই কি আবার যুদ্ধ বাধিবে?” “নিশ্চয়ই। যুদ্ধ বাধিল বলিয়া। হয়ত আমরা গৌড়ে ফিরিবার পূর্ব্বেই গুর্জ্জরগণ কান্যকুব্জ অধিকার করিতে অগ্রসর হইবে।” “তবে আপনি মহারাজকে দেশে ফিরিতে দিতেছেন কেন?” “আমি ত দেশে ফিরিতে চাহি নাই; সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ ও আমি ভীষণ আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহা মানিলে কই? আমি অধিক আপত্তি করিলে হয়ত গৌড়ীয় সেনা বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। আরও একটা কথা আমার মনে হইয়াছিল, তাহা তোমাকে পরে বলিব।” “জয়বর্দ্ধন এতক্ষণ রণসিংহ ও ধর্ম্মপালদেবের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, “ভীষ্মদেব, এখন যদি গুর্জ্জর সেনা আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেও সম্রাট্‌কে

গৌড়ে ফিরিতে হইবে। আপনারা কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সম্রাট্ বিবাহ না করিয়া আর যুদ্ধ করিতে পারিবেন না?" ধর্ম্মপাল লজ্জায় অধোবদন হইলেন; ভীষ্মদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "দেখ প্রমথ, এই বারেন্দ্রগণ বড়ই দুষ্ট।" জয়বর্দ্ধন কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, "প্রমথদেব, আমার কথা মিথ্যা নহে, সম্রাট্ কান্যকুব্জে প্রবেশ করিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন যে, ফিরিবার সময়ে রাঢ়ে কয়েকটি স্থান দর্শন করিয়া ফিরিতে হইবে। আমি বলিলাম, মহারাজ, গোকর্ণ দর্শন করিলেই সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফল হইবে ত? তাহাতে মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে গৌড়েশ্বরের অন্তঃপুরে শীঘ্রই মহাদেবীর আবির্ভাব হইবে!"

ধর্ম্মপালদেব লজ্জায় বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরে পলায়ন করিলেন। এই সময়ে স্কন্ধাবারের পশ্চিম প্রান্ত হইতে রাজদূত ও প্রতীহার সম্রাটের বস্ত্রাবাসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীষ্মদেব দূতকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" দূত অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "প্রভু, আমি কান্যকুব্জরাজ মহারাজাধিরাজ চক্রায়ুধের নিকট হইতে গৌড়েশ্বরের সমীপে আসিয়াছি। বিপদ উপস্থিত; ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীরদেশের গুর্জ্জর রাজগণ নাগভটের আদেশে যুদ্ধঘোষণা না করিয়াই কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়াছে। একই সময়ে শত শত স্থানে গুর্জ্জরগণ

যমুনাতীর আক্রমণ করায় আমাদিগের সেনা পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছে। মহারাজাধিরাজ পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তের সেনা সংগ্রহ করিয়া কান্যকুব্জে আসিতেছেন। তিনি গৌড়েশ্বরের সমীপে আমাকে নিবেদন করিতে আদেশ করিয়াছেন যে, শীঘ্রই তিনি সসৈন্যে রাজধানীতে অবরুদ্ধ হইবেন এবং ভরসা করেন যে, গৌড়েশ্বর শীঘ্রই তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন।” ভীষ্মদেব দূতের কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা দেখিয়া সামন্তরাজগণ সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমথ সিংহ বস্ত্রাবাসের দ্বারে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, “মহারাজ, শীঘ্রই বাহিরে আসুন।” ধর্ম্মপাল তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাবাসের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভীষ্মদেব ও প্রমথ-সিংহ কহিলেন, “মহারাজ, চক্রায়ুধ দূত প্রেরণ করিয়াছেন; যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে; গুর্জ্জরগণ যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই কান্যকুব্জরাজ্য আক্রমণ করিয়াছে।”

তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া ধর্ম্মপালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, “উত্তম। তাত ভীষ্মদেব, আপনার কথাই সত্য। গৌড়ীয় সামন্তগণ, গৌড়ীয় সেনার গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের এখনও বিলম্ব আছে। আপনারা প্রস্তুত হউন; কল্য প্রাতে কান্যকুব্জের পথ ধরিব।” ভীষ্মদেব কহিলেন “মহারাজ, কান্যকুব্জে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন উদ্ধবঘোষ প্রতিষ্ঠান দুর্গে আছে, তাঁহাকে নূতন যুদ্ধের

কথা জানাইতে হইবে ও গৌড়ে মহাকুমার বাক্‌পালদেবের নিকট সত্বর নূতন সেনা পাঠাইবার জন্য দূত প্রেরণ করিতে হইবে।” প্রমথসিংহ কহিলেন “কৌশাম্বী হইতে স্থাণ্বীশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সীমান্তের সকল স্থানেই যুদ্ধ হইবে। গৌড়ীয় সেনা ভাগ করিয়া লইলে হইত না?” ভীষ্মদেব উত্তর করিলেন “প্রমথ, তুমি এখনও বালক, তুমি গুর্জ্জরদিগের রণনীতি অবগত নহ। গুর্জ্জরযুদ্ধ সীমান্তে হইবে না; অন্তর্ব্বেদীর মধ্যে পঙ্গপালের ন্যায় গুর্জ্জর সেনা আমাদিগকে বেষ্টন করিবার চেষ্টা করিবে। আমরা যদি তাহাদিগের ব্যূহ ভেদ করিতে পারি তাহা হইলেই দেশে ফিরিব, নতুবা সহস্র সহস্র গৌড়ীয় সেনার একজনও গৌড়ে ফিরিবেনা।” ধর্ম্মপাল কহিলেন “তাত, কান্যকুব্জ-দূতকে ফিরিয়া যাইতে বলিব কি?” “মহারাজ, দূত ফিরিবার আবশ্যক নাই, তাহা হইলে গুর্জ্জরগণ গুপ্তচরমুখে আমাদিগের আগমন-সংবাদ পাইবে।” “উত্তম। দূত, তুমি বিশ্রাম কর। কল্য প্রাতে আমরা সকলে কান্যকুব্জে ফিরিব।”

রজনীর প্রথম প্রহরে সম্রাটের বস্ত্রাবাসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জয়বর্দ্ধন কমলসিংহকে কহিলেন, “কমল, তোমার ভগ্নীর বিবাহের এখনও বিলম্ব আছে দেখিতেছি। ধর্ম্মপাল ব্যস্ত হইলে কি হইবে? বিধাতা এখন কল্যাণীর বিবাহের জন্য মোটেই ব্যস্ত নহেন।” “বিষণ্ণবদনে কমলসিংহ কহিলেন, “জয়, কল্যাণী বড়ই অভাগিনী; মহারাজ কল্যাণীকে বড়ই প্রীতির চক্ষে দেখেন। আমি উদ্ধবের মুখে শুনিয়াছি, কল্যাণী নাকি মহারাজকেই বরণ

করিয়াছে।” “মহারাজ যে গোকর্ণে মনটি হারাইয়া আসিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি যখন গোকর্ণে তীর্থদর্শনের কথা বলিলাম তখন মহারাজের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, দেখিয়াছিলে কি?” “দেখিয়াছিলাম।” “প্রেমের আর একটা লক্ষণ দেখিয়াছিলে?” “আবার কি?” “তুমি অন্ধ নাকি? কান্যকুব্জের দূত যখন আসিল তখন মহারাজ বস্ত্রাবাসের মধ্যে। তিনি বাহির হইয়া আসিলে প্রমথসিংহ ও ভীষ্মদেব যখন গুর্জ্জর-যুদ্ধের কথা জানাইলেন, তখন ধর্ম্মপালের মুখ দেখিয়াছিলে?” “না।” “তখন মিলনে বাধা দেখিয়া নবীন বিরহীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।”

দশম পরিচ্ছেদ।

আর কতদিন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তথাপি সর্ব্বানন্দ ফিরিলেন না; তখন অমলাদেবী অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন। সর্ব্বানন্দ কখনও এত অধিকক্ষণ গৃহের বাহিরে থাকিতে পারিতেন না; তিনি দণ্ডে দণ্ডে গৃহে আসিয়া অমলাকে দেখিয়া যাইতেন। সেই সর্ব্বানন্দ যখন রজনীর প্রথম প্রহরেও গৃহে ফিরিলেন না, তখন অমলাদেবী প্রদীপ হস্তে তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলেন। একা-

কিনী স্বামীর বয়স্যগণের গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিয়া অমলা অবশেষে ভ্রাতৃগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। নিশীথরাত্রিতে একাকিনী প্রদীপ হস্তে গৃহদ্বারে অমলাকে দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃ-জায়া অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। অমলাদেবীর ভ্রাতা শয়ন করিয়া ছিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিলেন। তাঁহার আহ্বানে দুইচারিজন প্রতিবেশী শয্যাত্যাগ করিয়া বাহির হইল। সন্ধ্যার পরে কেহই সর্ব্বানন্দকে দেখিতে পায় নাই। নিশীথ রাত্রিতে গ্রামসীমা হইতে গ্রামসীমা পর্য্যন্ত সর্ব্বানন্দের অন্বেষণ হইল; কিন্তু সর্ব্বানন্দকে মিলিল না। অমলা কুটীরদ্বার রুদ্ধ করিয়া অশ্রু-অন্ধনয়নে ভ্রাতার সহিত পিতৃগৃহে আসিলেন।

কিছুদিন পরে অমলাদেবীর ভ্রাতা বরাহরাতভট্ট রাজ-ধানীতে আহূত হইলেন। তাঁহার পিতা বিশ্বরাতভট্ট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য জগদ্বিখ্যাত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন; গৌড়েশ্বরের প্রধান সচিব গর্গদেব বহু অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে রাজধানীতে বাস করাইতে পারেন নাই। বিশ্বরাতের মৃত্যুর পরে বরাহরাতকে ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে প্রায়ই গৌড়ে যাইতে হইত। তিনি অল্প দিনের মধ্যে গর্গদেবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়মগধে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, অনেক নূতন রাজপদের সৃষ্টি হইয়া-ছিল। গর্গদেব বরাহরাতকে একটি রাজপদ গ্রহণের জন্য বহুদিন হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, মূর্খ, নির্ব্বোধ পুরুষোত্তমের পরিবর্ত্তে বরাহরাতভট্টকে পুরোহিতের

পদে নিযুক্ত করেন ; কিন্তু রাজ্ঞী দেদ্দদেবী কোন মতেই কুল-পুরোহিত ত্যাগে স্বীকৃত না হওয়ায় গর্গদেবকে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে মহাক্ষপটলিকের পদ শূন্য হওয়ায় গর্গদেব বরাহরাতকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। প্রধান অমাত্যের অনুরোধে বরাহরাতভট্ট রাজপদ গ্রহণ করিয়া সপরিবারে গৌড়ে আসিলেন। দুঃখিনী অমলাও সেই সঙ্গে পিতৃগৃহ ও শ্বশুরগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সহিত রাজধানীতে আসিলেন। সুচতুর, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল, কর্ম্মপটু ভট্টপুত্র অতি অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে গর্গদেব তাঁহাকে বর্দ্ধমানভুক্তির ধর্ম্মাধিকারপদ প্রদান করিয়া রাঢ়দেশে প্রেরণ করিলেন। বরাহরাত রাঢ়দেশে আসিয়া ঢেক্করীয় নগরে বাস করিতে লাগিলেন। অমলাদেবীও ভ্রাতার সহিত রাঢ়ে আসিলেন।

কান্যকুব্জ হইতে ধর্ম্মপালদেবের বিজয়যাত্রার সংবাদ গৌড়রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিল। বহু নূতন গৌড়ীয় সেনা কান্যকুব্জে প্রেরিত হইল। রাঢ়দেশ হইতে যাহারা কান্যকুব্জে যাইত, বরাহরাত তাহাদিগকে সর্ব্বানন্দের অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেন, তথাপি সর্ব্বানন্দের কোন সন্ধান মিলিল না। ক্রমে সংবাদ আসিল যে, সমবেত গুর্জ্জররাজচক্র কান্যকুব্জরাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন, গুর্জ্জরযুদ্ধে বহু সৈন্যের আবশ্যক। সেনা সংগৃহীত হইতেছে, অবিলম্বে মহাকুমার বাক্‌পাল লক্ষ সেনা লইয়া কান্যকুব্জে যাইবেন। ইহা শুনিয়া বরাহরাত মধ্যদেশে

সর্ব্বানন্দের অনুসন্ধানের জন্য রাজপুত্রকে অনুরোধ করিতে গর্গদেবকে পত্র লিখিলেন। মহামন্ত্রী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বাক্‌পাল সর্ব্বানন্দের সন্ধান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বর্ষান্তে বাক্‌পালদেব কান্যকুব্জ যাত্রা করিলেন।

একদিন অপরাহ্ণে ঢেক্করীয় নগরে একটি অট্টালিকার সম্মুখে বসিয়া জনৈক মলিনবেশা যুবতী নারায়ণের সান্ধ্যপূজার আয়োজন করিতেছিলেন; অট্টালিকার অলিন্দে বসিয়া আর একটি যুবতী শিশুপুত্র ক্রোড়ে লইয়া প্রথমার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। দ্বিতীয়া বলিতেছিলেন, "ঠাকুরঝি, এত দাস-দাসী থাকিতে তুমি নিজে পরিশ্রম করিয়া শরীর নষ্ট করিতেছ কেন?" প্রথমা নূতন প্রদীপে ঘৃত দিতে দিতে কহিলেন, "কি করিব বউ, কাজ লইয়া ভাল থাকি। যদি একা বসিয়া থাকিতে হইত তাহা হইলে এতদিনে বোধ হয় পাগল হইয়া যাইতাম।" "অত ভাবিও না, সে কোথায় যাইবে? এইখানে তাহার মন বাঁধা আছে। সে একদিন ফিরিবেই ফিরিবে।" "কৈ ফিরিলেন বউ, দেখিতে দেখিতে বৎসর ফিরিতে চলিল! যিনি আমাকে না দেখিলে আত্মহারা হইতেন, একদণ্ডে জগৎ অন্ধকার দেখিতেন, তিনি কেমন করিয়া এতদিন আমাকে না দেখিয়া আছেন? তিনি কি আর আছেন? থাকিলে এতদিন নিশ্চয়ই ফিরিতেন। বউ, আমাকে দেখিতে পাইবেন না বলিয়া তিনি বিদেশে যাইতেন না। এই হতভাগিনীর জন্যই সেই ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরখানি তাঁহার এত মধুর বোধ হইত। তিনি কেমন করিয়া

আমাকে ছাড়িয়া এতদিন আছেন? তিনি নাই। তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়া রাখিয়াছ, থাকিলে এত দিনের মধ্যে একদিন আবার অমল বলিয়া কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেন।" প্রথমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, দ্বিতীয়ার নয়নকোণেও দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি অলক্ষিতে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া ননদিনীর নিকটে নামিয়া আসিলেন এবং অমলাদেবীর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "ছি দিদি, কাঁদিও না। তাঁহার অমঙ্গল করিও না। পুরুষ মানুষ, অনেকদিন গৃহে বসিয়া ছিলেন, সেইজন্যই বোধ হয় অর্থোপার্জ্জন করিতে বিদেশে গিয়াছেন।"

ভ্রাতৃজায়ার কথা শুনিয়া অমলাদেবীর পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, অশ্রুর উৎস আর বাধা মানিল না, তিনি আবেগরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বউ, আমি আপন হাতে আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি; তিনি স্বেচ্ছায় বিদেশে যান নাই, আমিই তাঁহার দেশত্যাগের মূল।" কণ্ঠরুদ্ধ হইল, অমলাদেবীর ভ্রাতৃজায়া ননদিনীকে শান্ত করিবার জন্য কহিলেন, "তাহাতে তোমার দোষ কি বোন?" কিন্তু তাঁহার কথায় বিপরীত ফল হইল। অমলাদেবী আকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও কথা বলিও না বলিও না, আমিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। তিনি এই হতভাগিনীকে ছাড়িয়া যাইতে চাহেন নাই, আমিই তাঁহাকে গৃহত্যাগী করিয়াছি। বউ, তখনও দেবতা চিনিতে পারি নাই, তিনি কে তাহা বুঝিতে পারি নাই, সেইজন্যই আমার এমন সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি ইচ্ছা

করিয়া সিংহাসন হইতে দেবতা টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছি; এখ আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। সে দেবতা কি আর ফিরিবে? তিনি কি আবার ফিরিয়া আসিবেন? আ কি কখনও কুটীরদ্বারে দাঁড়াইয়া অমলা বলিয়া ডাকিবেন; তাঁহার চঞ্চল নয়ন দুইটি আর কি কখনও গৃহকোণে আমা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবে?"

ননদিনী ও ভ্রাতৃজায়া অট্টালিকার সম্মুখে বসিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অমলার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র পূজার উপকরণ লইয়া চারিদিকে ছড়াইতে লাগিল। দুইজনের একজনও তাহা দেখিতে পাইলেন না। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, গৃহে গৃহে দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল, ঢেক্করীয় গ্রামের গৃহে গৃহে শঙ্খঘণ্টার মঙ্গলধ্বনি আরম্ভ হইল। তখন অমলাদেবীর জ্ঞান হইল, তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পূজার আয়োজন করিতে বসিলেন। এমন সময় কে ডাকিল। তাঁহার ভ্রাতৃজায়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া আহ্বানকারী দূর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "অমলা, ভয় নাই, আমি।" অমলাদেবী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "কে? দাদা?" উত্তর হইল, "হাঁ।" "আমরা তোমার কণ্ঠস্বর চিনিতে না পারিয়া বড় ভয় পাইয়াছিলাম। ফিরিতে এত রাত্রি হইল যে?" "গৌড় হইতে বড় দুঃসম্বাদ আসিয়াছে, সেইজন্য কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইল।" "কি সংবাদ দাদা? তিনি কি তবে নাই?" "না

অমলা, সে কথা নহে। আমাদিগের নূতন সেনা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, মহারাজাধিরাজ গুর্জ্জরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন, তাহারা কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া লইয়াছে।” অমলাদেবী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “ওঃ।” ভ্রাতা, ভগিনী ও ভ্রাতৃজায়া নীরবে অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

খাদ্যান্বেষণে।

ধর্ম্মপালদেব সসৈন্যে কান্যকুব্জের দিকে ফিরিলেন। দুই তিন দিনের পথ অগ্রসর হইয়াই তাঁহারা গুর্জ্জর রণনীতির বিশেষ পরিচয় পাইলেন। তাঁহারা যতই কান্যকুব্জের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই দেখিতে লাগিলেন যে, দেশ জনশূন্য, গ্রাম ও নগরসমূহ অগ্নিদাহে বিনষ্ট, ক্ষেত্রসমূহে নবজাত শস্য হস্তী ও অশ্বের পদদলিত। দুই তিন দিন পরে সেনাগণের এবং ভারবাহী পশুগণের আহার্য্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ভীষ্মদেব অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। গৌড়ীয় সেনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। অশ্বারোহী সেনা লইয়া জয়বর্দ্ধন, বিমলনন্দী, কমলসিংহ প্রভৃতি নায়কগণ প্রতিদিন প্রভাতে দূরে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে যাইতেন। তাঁহারা দেখিতে পাইতেন যে, গুর্জ্জর অশ্বারোহিগণ দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া গ্রামবাসিগণকে হত্যা করিয়া গিয়াছে, গ্রামে বা নগরে অগ্নিসংযোগ করিয়া গিয়াছে, আহার্য্যদ্রব্য ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা আহার্য্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে গুর্জ্জরগণ তাঁহাদিগকে বাধা দিত না, কিন্তু আহার্য্য সংগৃহীত হইলে শকুনির ন্যায়

সহস্র সহস্র গুর্জ্জর অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিত। অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গৌড়ীয় সেনানায়কগণকে সংগৃহীত আহার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইত। গৌড়ীয় সেনাদলে দিন দিন অশ্বারোহীর সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল, অথচ এইরূপ যুদ্ধে অশ্বারোহী সেনারই আবশ্যক, পদাতিক সেনা নিষ্প্রয়োজন। অর্দ্ধাহারে, কখনও অনশনে, পথ চলিয়া গৌড়েশ্বর দশম দিবসে কান্যকুব্জ নগরে পৌঁছিলেন। গুর্জ্জর নায়কগণ তাঁহাকে বিনা বাধায় অবরুদ্ধ নগরে প্রবেশ করিতে দিলেন। বিজ্ঞ সেনাপতি ভীষ্মদেব গঙ্গাতীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে, লক্ষ লক্ষ গুর্জ্জরসেনা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল, ভীষ্মদেব বাধ্য হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন পঙ্গপালের ন্যায় গুর্জ্জরসেনা কান্যকুব্জ নগরের চারিদিক বেষ্টন করিল।

নগরে প্রবেশ করিয়াই ভীষ্মদেব মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। নূতন গৌড়ীয়সেনা তখনও বহুদূরে, শতক্রোশের মধ্যেও কোনস্থানে মিত্রসেনা নাই। নগরে পানীয় যথেষ্ট আছে, কিন্তু আহার্য্য সামগ্রী অধিক নাই; সুতরাং পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ভীষ্মদেব সকলকে এই কথা বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন, "যুদ্ধে কোন ক্ষত্রিয়ই ইচ্ছা করিয়া পশ্চাৎপদ হয় না, কিন্তু অনর্থক বলক্ষয়ের কোনই আবশ্যক নাই। নগরে সহস্র সহস্র অধিবাসী আছে, সহস্র সহস্র সেনা আছে, তাহাদিগের অন্নসংস্থান কতদিন হইতে পারে?" চক্রায়ুধ কহিলেন, "একমাসের অধিক নহে।"

"তাহার পরে কি হইবে?" "পরাজয় অথবা মৃত্যু!" "মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই যোদ্ধা অস্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং সে মৃত্যুকে ভয় করে না। পরাজয়ে অপমান আছে, দীর্ঘকাল অর্দ্ধাশনে অবরুদ্ধ থাকিলে নাগরিকগণ স্থির থাকিবে না, সুতরাং তখন ভিতরে বাহিরে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে।" এই সময়ে ধর্ম্মপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে উপায় কি?" "আমার মতে কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত। নূতন সেনা লইয়া মধ্যদেশ অধিকার করিতে অধিক দিন লাগিবে না। তবে অধিকৃতভূমি বিনাযুদ্ধে পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই দুঃখের বিষয়।" "ভীষ্মদেব! আমি বিনাযুদ্ধে কান্যকুব্জরাজ্য পরিত্যাগ করিতে অশক্ত। আমরা যদি যুদ্ধে নিহত হই, তাহা হইলে গৌড়ের কোন ক্ষতি হইবে না; কিন্তু পশ্চাৎপদ হইলে গুর্জ্জরগণ চিরকাল গৌড়ীয়সেনার অপযশ ঘোষণা করিবে।" "কিন্তু মহারাজ, পশ্চাৎপদ হওয়া পরাজয় নহে—" "তাহা হইবে না ভীষ্মদেব। নগর-মধ্যে সহস্র সহস্র গৌড়ীয়সেনা আছে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা মরিতে প্রস্তুত আছে তাহারা আমার সহিত থাকুক, অবশিষ্ট সেনা লইয়া আপনারা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া যান। নূতন সেনা ও আহার্য্য লইয়া আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।" "মহারাজ, আমি বৃদ্ধ, আমি ফিরিয়া যাইব, আর আপনাকে এই শত্রুবেষ্টিত দুর্গ-মধ্যে রাখিয়া যাইব? ইহাই কি গৌড়েশ্বরের ন্যায়বিচার?" "ভীষ্মদেব, এই আমার প্রথম অভিযান, আমি বিনাযুদ্ধে পশ্চাৎ-

পদ হইব না।” “মহারাজ, আমি আপনাকে শত্রুবেষ্টিত কান্যকুব্জে রাখিয়া কোন্ মুখে দেশে ফিরিব?”

সেই স্থানে প্রধান প্রধান গৌড়ীয় সামন্ত ও নায়কগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কৌতুকপূর্ণ নেত্রে উভয়ের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এই সময়ে জয়বর্দ্ধন বলিয়া উঠিলেন, “তাহা হইলে কাহারও ফিরিবার প্রয়োজন নাই।” পশ্চাৎ হইতে রণসিংহ কহিলেন, “আছে জয়বর্দ্ধন। অবরুদ্ধ দুর্গে প্রতিদিন বলক্ষয় হইয়া থাকে, নূতনসেনা ও আহার্য্য সংগ্রহের জন্য ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক।” তখন ভীষ্মদেব কহিলেন “তবে তাহাই হউক। দুর্গে এখন কত অশ্বারোহী আছে?” বিমলনন্দী বলিলেন “পঞ্চবিংশ সহস্রের অধিক নহে।” ভীষ্মদেব বলিলেন “পঞ্চবিংশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া কে প্রতিষ্ঠানে ফিরিতে প্রস্তুত আছে?” “সকলেই।” “নন্দীপুত্র কি ব্যঙ্গ করিতেছ?” “প্রভু, আপনাকে বিদ্রূপ করে এমন সাহস কাহার আছে? তবে বিমলনন্দী পঞ্চবিংশ সহস্র অশ্বারোহী পাইলে ভিল্লমালে যাইতে প্রস্তুত আছে, প্রতিষ্ঠান তুচ্ছ কথা।” ভীষ্মদেব কহিলেন “বিমল, অবরুদ্ধ নগরে অশ্বারোহী সেনার কোনই প্রয়োজন নাই। সমস্ত অশ্বারোহী না পাঠাইলে অশ্বের আহার্য্য যোগাইতে হইবে। ধর্ম্মপাল বলিলেন “তাত, তাহার জন্য চিন্তিত হইবেন না। দশ সহস্র সেনা লইয়া কে গুর্জ্জর স্কন্ধাবার ভেদ করিতে প্রস্তুত আছে?” জয়বর্দ্ধন উত্তর করিলেন “আমি।” কমলসিংহ বলিলেন “আমি মহারাজ।” বিমলনন্দী কহিলেন

"মহারাজ, আমি পঞ্চসহস্র সৈন্য পাইলেও যাইব।" ভীষ্মদেব বলিলেন "একাধিক সামন্তের যাইবার আবশ্যকতা নাই।" ধর্ম্মপাল বলিলেন "বিমল, তুমি যাইতে পাইবে না।" বিমলনন্দী ক্ষুণ্ণমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আমি কি অপরাধ করিয়াছি?" "অপরাধ নহে বিমল, অন্য কার্য্য আছে।" ভীষ্মদেব বলিলেন "জয় ও কমল উভয়েই যাইতে প্রস্তুত আছে, মহারাজ কি আদেশ করেন?" "জয়বর্দ্ধনকে প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করুন।" কমলসিংহ বলিলেন "আমি কি অপরাধ করিলাম মহারাজ?" "তোমরা আমাকে পাগল করিবে দেখিতে পাইতেছি। অপরাধ নহে কমল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধে যাইবে।" "আপনার সহিত?" "মহারাজ, কোথায় যুদ্ধে যাইবেন?" "সে কথা পরে বলিতেছি। জয়, তুমি কল্য প্রত্যূষে যাত্রা করিবে, যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিবে, যত শীঘ্র পার প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইবে। নূতন সেনা যত পার সংগ্রহ করিয়া আনিবে এবং অশ্বারোহী সেনা লইয়া প্রতিষ্ঠানের পথ মুক্ত রাখিবে। প্রয়াগ হইতে গৌড়ে বলিয়া পাঠাইও যে লক্ষ পদাতিক ও পঞ্চাশৎসহস্র অশ্বারোহী সেনা আবশ্যক।" "উত্তম। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" ভীষ্মদেব কহিলেন "মহারাজ, অবশিষ্ট অশ্বারোহী?" "তাত, কল্য প্রাতে আমিও যুদ্ধে যাইব।" "মহারাজ?" "হাঁ। আমি, কমল ও বিমল অবশিষ্ট অশ্বারোহী সেনা লইয়া পশ্চিমদিকে আহার্য্যের সন্ধানে যাইব।" "পশ্চিম দিকে?" "হাঁ। জয় পূর্ব্বদিকে যাইতেছে,

আমি পশ্চিমদিকে যাইব।" এই সময়ে রণসিংহ, প্রমথসিংহ, বীরদেব প্রভৃতি প্রৌঢ় সেনানায়কগণ বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, আমরাও যাইব!" ধর্ম্মপাল সহাস্যবদনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আপনারা ভীষ্মদেবের পার্শ্বরক্ষা করিবেন। আমরা অধিকদূর যাইব না, দুই-এক দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।"

পরদিন প্রভাতে কান্যকুব্জ নগরের পূর্ব্বতোরণ হইতে দশসহস্র গৌড়ীয় অশ্বারোহী বাহির হইয়া গুর্জ্জর স্কন্ধাবার আক্রমণ করিল, গুর্জ্জরসেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা স্কন্ধাবার ভেদ করিয়া পূর্ব্বদিকে পলায়ন করিল। গুর্জ্জর অশ্বারোহিগণ দুই চারি ক্রোশ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ফিরিয়া আসিল। যে মুহূর্ত্তে জয়বর্দ্ধন প্রতিষ্ঠানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ধর্ম্মপালদেব পঞ্চদশসহস্র সেনা সঙ্গে লইয়া নগরের পশ্চিম তোরণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রবল ঝটিকার সম্মুখে মেঘপুঞ্জ যেমন ইতস্ততঃ ক্ষিপ্ত হয়, গুর্জ্জরসেনা সহসা আক্রান্ত হইয়া সেইরূপ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে পঞ্চদশসহস্র অশ্বারোহী অশ্বখুরোত্থিত ধূলির মেঘমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চক্রের পরিবর্ত্তন।

রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। বারাণসী নগরীর পথগুলি অন্ধকার, বিপণিসমূহের আলোকমালা নিভিয়া গিয়াছে। এই সময়ে একটি বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে একজন মুণ্ডিতশীর্ষ সন্ন্যাসী অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সন্ন্যাসী বোধ হয় কাহারও আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, কারণ সে দণ্ডে দণ্ডে অগ্রসর হইয়া জনশূন্য পথ পরীক্ষা করিতেছিল। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে তোরণে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, বারাণসীর অসংখ্য দেবালয়ে নৈশ-পূজার শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিত হইল। ক্রমে সমস্ত শব্দ থামিয়া গেল, অন্ধকারাচ্ছন্ন নগর পুনরায় নিঃশব্দ হইল। এই সময়ে পাষাণাচ্ছাদিত পথে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল, সন্ন্যাসী তাহা শুনিয়া দ্বারের পার্শ্বে লুকাইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জনৈক অস্ত্রধারী পুরুষ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ন্যাসী অট্টালিকার অভ্যন্তর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" উত্তর হইল, "আমি ভিল্লমালের অতিথি।" "প্রমাণ কি?" "আর্য্যসঙ্ঘের আদেশে আমার নিকট ধর্ম্মচক্র প্রেরিত হইয়াছিল।" "সঙ্গে আনিয়াছ?" "হাঁ।" "দেখি?" সৈনিক বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে

গোলাকার ধাতুখণ্ড বাহির করিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান করিল, সন্ন্যাসী তাহা পরীক্ষা করিয়া কহিল, “ভিতরে আইস।” সৈনিক অট্টালিকার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। সে পথ দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কোন্ পথে যাইব?” সন্ন্যাসী উত্তর না দিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন কয়েকটি কক্ষ পার হইয়া উভয়ে অট্টালিকার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। সৈনিক লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, বৃহৎ অট্টালিকা ধ্বংসোম্মুখ, উপরের তলের কিয়দংশ পড়িয়া গিয়াছে, প্রাঙ্গণে বহু লতা গুল্ম জন্মিয়াছে এবং অট্টালিকার অবশিষ্টাংশ জনশূন্য। তাহারা প্রাঙ্গণ পার হইয়া আর-একটি অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিল এবং সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসী অভ্যাসবশতঃ অনায়াসে সোপান বাহিয়া নামিয়া গেল। সুড়ঙ্গ পথে অর্দ্ধদণ্ড চলিয়া উভয়ে পুনরায় সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিল, সন্ন্যাসী উপরের সোপানে দাঁড়াইয়া সম্মুখে রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে জিজ্ঞাসা হইল, “কে?” “বুদ্ধমিত্র।” “একা আসিয়াছ?” “সঙ্গে ভিল্লমালের অতিথি আছেন।” “প্রমাণ পাইয়াছ?” “হাঁ।” রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইল, উভয়ে আর-একটি অন্ধকার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল। সৈনিক ভীত হইয়া অসিতে হস্ত স্থাপন করিল। তখন দ্বাররক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে?”

"আমি ভিল্লমালের অতিথি।" "কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ?" "উত্তরাপথের আর্য্যসঙ্ঘের চরণ দর্শনের মানসে আসিয়াছি।" "তুমি কি জাতি?" "গুর্জ্জর প্রতীহার।" "তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?" "আমি সদ্ধর্ম্মী, পুরুষানুক্রমে ত্রিরত্নের অর্চ্চনা করিয়াছি।" "কি উদ্দেশ্যে আর্য্যসঙ্ঘের দর্শন কামনা কর?" "পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ গুর্জ্জরেশ্বর নাগভটদেবের আদেশে দূতস্বরূপ আর্য্যসঙ্ঘের সমীপে আসিয়াছি।" "নিদর্শন আনিয়াছ?" "হাঁ।" "কি?" "পরমেশ্বর পরমসৌগত মহামণ্ডলেশ্বর বাহুকধবলের মুদ্রাঙ্কিত পত্র।" "দেখি।" সহসা আলোক জ্বলিয়া উঠিল, সৈনিক চক্ষুমার্জ্জনা করিতে করিতে প্রশ্নকর্ত্তার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। সে ব্যক্তিও একজন মুণ্ডিতশীর্ষ সন্ন্যাসী, তাহার পরিধানে গৈরিকরঞ্জিত বস্ত্র। গুম্ফ, শ্মশ্রু ও মস্তক মুণ্ডিত ও দক্ষিণ হস্তে জপমালা। দ্বিতীয় সন্ন্যাসী পত্র পাঠ করিয়া কহিল, "উত্তম। তুমি আমার সঙ্গে আইস।" তিনজনে কক্ষ পার হইয়া একটি দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দ্বার রুদ্ধ, দ্বিতীয় সন্ন্যাসী তাহাতে করাঘাত করিলে কক্ষাভ্যন্তর হইতে প্রশ্ন হইল, "কে?" দ্বিতীয় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন. "ভিক্ষু জিনদাস, ভিক্ষু বুদ্ধমিত্র ও গুর্জ্জরেশ্বরের প্রতিনিধি নায়ক রুদ্রেণ।" "গুর্জ্জররাজের প্রতিনিধি কি অভিপ্রায়ে নিশীথ রাত্রিতে এখানে আসিয়াছেন?" "উত্তরাপথের আর্য্যসঙ্ঘের দর্শনের মানসে।" "উপযুক্ত প্রমাণ ও নিদর্শন

পাইয়াছ কি?" "হাঁ।" দ্বার মুক্ত হইল, রুদ্রেণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল। দ্বারের পার্শ্বে আর একজন মুণ্ডিতশীর্ষ ভিক্ষু দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি রুদ্রেণকে লইয়া কক্ষের মধ্যস্থলে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে কক্ষের চারিদিকে চারিটি উল্কা জ্বলিয়া উঠিল। রুদ্রেণ দেখিতে পাইলেন যে, তিনি পাষাণনির্ম্মিত বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। বেদীর উপরে ত্রিরত্নের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে ও তাঁহার পশ্চাতে তিনজন অতি বৃদ্ধ ভিক্ষু কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগের পশ্চাতে কিঞ্চিদ্দূরে কুশাসনে আরও একাদশ জন ভিক্ষু বসিয়া আছেন। বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বাররক্ষক রুদ্রেণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নায়ক রুদ্রেণ, আপনি কি সদ্ধর্ম্মী?" "হাঁ।" "ত্রিরত্নে আপনার বিশ্বাস আছে কি?" উত্তরস্বরূপ রুদ্রেণ রত্নত্রয়কে তিনবার প্রণাম করিলেন। তখন ভিক্ষু পুনরায় কহিলেন, "ত্রিরত্ন স্পর্শ করিয়া শপথ করুন।" "কি শপথ করিব?" "শপথ করুন যে, আপনি অদ্য রাত্রিতে যাহা দর্শন করিবেন বা শ্রবণ করিবেন তাহা অন্যের নিকটে প্রকাশ করিবেন না।" "শপথ করিলে মহারাজাধিরাজকে দৌত্যের ফলাফল জানাইব কেমন করিয়া?" বৃদ্ধ ভিক্ষুত্রয়ের মধ্যে একজন কহিলেন, "গুর্জ্জরেশ্বর ও মহামণ্ডলেশ্বর বাল্লকধবল ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে কোন কথা প্রকাশ করিবেন না।" তিনি সঙ্ঘনায়ক বুদ্ধভদ্র। রুদ্রেণ তখন ত্রিরত্ন স্পর্শ করিয়া তিনবার শপথ করিলেন।

বুদ্ধভদ্র তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুর্জ্জরেশ্বর আপনাকে কি অভিপ্রায়ে আর্য্যসঙ্ঘের সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন? আমরা আর্য্যসঙ্ঘের প্রতিনিধি।" তাঁহার কথা শুনিয়া রুদ্রেণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ নাগভটদেব আর্য্যসঙ্ঘের সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রয়াসী। পরম সৌগত মহামণ্ডলেশ্বর বাহুকধবলদেবের পরামর্শানুসারে মহারাজাধিরাজ বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, আর্য্যসঙ্ঘের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে অচিরে গৌড়যুদ্ধের অবসান হইবে এবং মহারাজাধিরাজের মিত্র কান্যকুব্জেশ্বর পুনরায় অপহৃত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।" "আর্য্যসঙ্ঘের সহিত গৌড়যুদ্ধের সম্পর্ক কি?" "পরমসৌগত সঙ্ঘনায়কগণ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; আমি দূত মাত্র। মহারাজাধিরাজের বিশ্বাস যে, আর্য্যসঙ্ঘের আনুকূল্য ব্যতীত ক্ষুদ্র গৌড়েশ্বর কখনই মধ্যদেশ অধিকার করিতে পারিত না।" "গুর্জ্জরেশ্বর আর্য্যসঙ্ঘের সহিত কি ভাবে সন্ধি-স্থাপনে প্রয়াসী?" "মহারাজাধিরাজ আপনাদিগকে জানাইতে আদেশ করিয়াছেন যে, সন্ধি স্থাপিত হইলে, গুর্জ্জররাষ্ট্রে সঙ্ঘের অপহৃত সম্পত্তি প্রত্যর্পিত হইবে এবং গুর্জ্জররাজ আর্য্যসঙ্ঘের আদেশানুসারে সদ্ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাবর্গের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।" "সন্ধি স্থাপিত হইলে, গুর্জ্জরেশ্বর যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন তাহার প্রমাণ কি?" "পরম

সৌগত মহামণ্ডলেশ্বর বাহুকধবলদেব সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং গুর্জ্জরেশ্বরের প্রতিভূস্বরূপ স্বীয় পুত্রদ্বয়কে আর্য্যসঙ্ঘে প্রেরণ করিবেন।" "উত্তম। আর্য্যসঙ্ঘ সন্ধি-স্থাপনে সম্মত। সন্ধিপত্রে অন্য কোন লক্ষণ থাকিবে কি?" "থাকিবে। সন্ধিবন্ধনের পরে আর্য্যসঙ্ঘ গৌড়রাজকে অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন না।" "উত্তম। আর্য্যসঙ্ঘ ইহাতেও সম্মত আছেন। সন্ধিপত্র কি আপনার সঙ্গে আছে?"

রুদ্রেণ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সন্ধিপত্র বাহির করিয়া সঙ্ঘ-নায়কের হস্তে প্রদান করিলেন। বুদ্ধভদ্র তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বস্থিত অপর বৃদ্ধকে সন্ধিপত্র প্রদান করিলেন। সঙ্ঘনায়কত্রয়ের পাঠ শেষ হইলে, একজন ভিক্ষু উহা পশ্চাৎস্থিত একাদশজন স্থবিরকে প্রদান করিলেন। তাঁহারা সন্ধিপত্র পাঠ করিয়া, উহা পুনরায় সঙ্ঘনায়কগণকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সঙ্ঘনায়ক তখন স্থবিরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ধি সম্বন্ধে চক্ররাজগণের কোন আপত্তি আছে কি?" একজন স্থবির কহিলেন, "আর্য্য, চক্ররাজ বিশ্বানন্দ এখানে উপস্থিত নাই।" "একজন চক্ররাজের অনুপস্থিতির জন্য আর্য্যসঙ্ঘের কার্য্য স্থগিত থাকিতে পারে না। সমবেত চক্ররাজগণের অভিপ্রায় কি?"

কিয়ৎক্ষণ পরে স্থবিরগণ কহিলেন যে, গুর্জ্জরেশ্বরের সহিত সন্ধিবন্ধনে তাঁহাদিগের কোনই আপত্তি নাই। তখন সঙ্ঘনায়কগণ বেদীর তলদেশ হইতে লেখনী ও মস্যাধার

গ্রহণ করিয়া গুর্জ্জররাজের স্বাক্ষরের নিম্নে স্বাক্ষর করিলেন। রুদ্রেণ সন্ধিপত্র গ্রহণ করিবামাত্র কক্ষের আলোক নির্ব্বাপিত হইল, পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিল এবং অন্য পথ অবলম্বনে তাঁহাকে রাজপথে আনয়ন করিল। রুদ্রেণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি বিশ্বেশ্বরের বিশালকায় মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

দুইদিন পরে ধর্ম্মপালদেব কান্যকুব্জনগরের প্রান্তে ফিরিয়া আসিলেন এবং বিনা আয়াসে অবরুদ্ধ নগরে প্রবেশ করিলেন।

সিংহ স্বেচ্ছায় বিবরে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া গুর্জ্জরসেনা তাঁহাকে বাধা দিল না। গৌড়েশ্বর পঞ্চাশৎ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াও আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, যাহা পাইয়াছিলেন তাহা পথেই পঞ্চদশ সহস্রের জন্য ব্যয় হইয়াছে। ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া সামন্তগণ বুঝিতে পারিলেন যে, গৌড়েশ্বরের

যুদ্ধযাত্রা বিফল হইয়াছে। ভীষ্মদেব তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিয়া স্থির করিলেন যে, সময় থাকিতে থাকিতে প্রত্যাবর্ত্তন করাই শ্রেয়। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের দুইদিন পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি যথাসম্ভব দ্রুতবেগে প্রতিষ্ঠানের পথে অগ্রসর হইলেন। গুর্জ্জরসেনা গৌড়গণকে পরিত্যাগ করিল না, তাহারা মধুমক্ষিকার ন্যায় প্রত্যাবর্ত্তনশীল গৌড়ীয়সেনাকে বেষ্টন করিয়া চলিতে লাগিল। তখন নাগভটের অত্যাচারে মধ্যদেশ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, গ্রাম ও নগরসমূহ জনশূন্য, ক্ষেত্রসমূহ হস্তী ও অশ্বের পদদলিত, অধিবাসিগণ সমতল ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের উপত্যকাসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অনশনক্লিষ্ট, ভীত, নিরাশ গৌড়ীয়সেনা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানাভিমুখে চলিতে লাগিল। গুর্জ্জর সেনা অবসর পাইলেই তাহাদিগকে আক্রমণ করে, খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইলে তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায় এবং সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া শর, বর্শা ও ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া প্রাণহানি করে। এইরূপে সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইল, বৃথা যুদ্ধে অর্দ্ধসৈন্য ক্ষয় করিয়া গৌড়েশ্বর প্রতিষ্ঠান-দুর্গে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে খাদ্যাভাবে প্রতিষ্ঠানদুর্গে গৌড়ীয়সেনার অবস্থান অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। ভগ্নহৃদয়ে ধর্ম্মপাল সামন্ত-চক্রের সহিত বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বারাণসীতে সহস্র সহস্র গৌড়ীয়সেনা কান্যকুব্জে যাত্রার জন্য একত্র হইয়া-

ছিল; সেইজন্য মহাকুমার বাক্‌পাল বারাণসী দুর্গে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া নগরে বহুস্থানে সহস্র সহস্র পদাতিক সেনা স্থাপন করিলেন। তাহারা হিমালয়ের চরণপ্রান্ত হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত মৃন্ময় প্রাকার নির্ম্মাণ করিল। এইবার গুর্জ্জর অশ্বারোহিগণের গতি রুদ্ধ হইল। প্রতিষ্ঠান হইতে সমগ্র গৌড়ীয়সেনা বারাণসীতে আসিয়া পৌছিলে, ধর্ম্মপালদেব নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইলেন। অবসর পাইয়া গৌড়ীয় অশ্বারোহিগণ প্রতিষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ে রাজধানী হইতে মহামন্ত্রী গর্গদেবের দূত ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তনের সংবাদ লইয়া গৌড়েশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইল।

কান্যকুব্জযুদ্ধে মণিদত্তের সঞ্চিত ধনরাশি বহুপূর্ব্বে ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। মহাস্থবির বুদ্ধভদ্র গৌড়েশ্বরকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে বৌদ্ধসঙ্ঘে সঞ্চিত অর্থ হইতে তিনি গুর্জ্জর যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। ধর্ম্মপাল যখন বারাণসীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন গর্গদেব জানাইলেন যে, বুদ্ধভদ্রের প্রদত্ত অর্থ প্রায় শেষ হইয়াছে, দ্বিতীয়বার অর্থ প্রদানের সময় অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধভদ্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিশ্বানন্দ, ভীষ্মদেব ও ধর্ম্মপাল অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। বিশ্বানন্দ স্বয়ং বহু চেষ্টা করিয়াও সঙ্ঘনায়কগণের সাক্ষাৎ পাইলেন না, তখন বাধ্য হইয়া গৌড়েশ্বর গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিলেন।

গৌড়ীয় অশ্বারোহী সেনা বাধ্য হইয়া প্রতিষ্ঠান ভুক্তির সীমা হইতে ফিরিয়া আসিল।

গৌড়ীয় পদাতিকগণ পরাজিত গুর্জ্জরসেনার হস্তে মৃন্ময় প্রাকার সমর্পণ করিয়া শোণ ও গণ্ডকীতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। গৌড়রাজ্যে মুদ্গগিরি, মণ্ডলা, গৌড় ও কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ দুর্গসমূহ অবরোধের জন্য সুসজ্জিত হইল। কান্যকুব্জ-রাজ্যের যে সমস্ত সামন্ত যুদ্ধের প্রারম্ভে চক্রায়ুধের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গৌড়রাজ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।

বাক্‌পালদেবকে তীরভুক্তি রক্ষার্থ নিয়োজিত করিয়া ধর্ম্মপাল স্বয়ং শোণতীরে শিবির স্থাপন করিলেন। লুণ্ঠনতৎপর গুর্জ্জরসেনা বহুদিন শোণ বা গণ্ডকী অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিল না। যখন মধ্যদেশে লুণ্ঠন করিবার আর কিছু রহিল না, তখন গুর্জ্জরসেনানায়কগণ গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। তখন গৌড়ীয় সামন্তগণ নদীদ্বয়ের তীরে দুর্ভেদ্য মৃন্ময়দুর্গের মালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গুর্জ্জরসেনা মগধ ও তীরভুক্তিতে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া বার বার পরাজিত হইল। পরাজয়বার্ত্তা যথাসময়ে নাগভটের শ্রুতিগোচর হইল। গুর্জ্জররাজ তখন কান্যকুব্জে অবস্থান করিতেছিলেন। কান্যকুব্জরাজ্য বিজিত হইলেও গুর্জ্জররাজ ইন্দ্রায়ুধকে মুক্তি প্রদান করেন নাই; তিনি তখনও সামান্য বন্দীর ন্যায় ভিল্লমালে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গৌড়রাজ্য অধিকারের চেষ্টা বিফল হইয়াছে

শুনিয়া, নাগভট ও বাহুকধবল কান্যকুব্জ হইতে শোণতীরে যাত্রা করিলেন। গুর্জ্জররাজ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়াও মগধে প্রবেশলাভ করিতে পারিলেন না। নিশীথরাত্রিতে বিমলনন্দী ও চক্রায়ুধ অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া গুর্জ্জররাজের বস্ত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ করিয়া আসিলেন। নাগভট পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এই সময়ে সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ শত্রুনাশের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

গোপালদেবের সম্রাট্‌পদবী লাভের পূর্ব্বে গৌড়দেশ বহু বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। কামরূপের রাজা হর্ষদেব ও নাগভটের পিতা বৎসরাজ এক সময়ে প্রায় সমস্ত গৌড়রাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন। গৌড়বাসীর সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণাপথেশ্বর রাষ্ট্রকূটবংশীয় ধ্রুবধারাবর্ষ এই সময়ে গুর্জ্জররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ধ্রুবের বাহুবলেই গৌড়রাজ্য বৎসরাজের কবলমুক্ত হইয়াছিল। বিশ্বানন্দ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, গুর্জ্জরযুদ্ধে ধর্ম্মপালের পক্ষ অবলম্বন করে উত্তরাপথে এমন কোন রাজা নাই। সহসা তাঁহার ধ্রুবের কথা স্মরণ হইল। ধ্রুব তখন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র গোবিন্দ রাষ্ট্রকূট রাজ্যের অধীশ্বর। বিশ্বানন্দ দেখিলেন যে গোবিন্দের সাহায্য ব্যতীত গুর্জ্জরযুদ্ধে জয় অসম্ভব। তিনি ভীষ্মদেব, বীরদেব, কমলসিংহ, প্রমথসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান গৌড়ীয় সামন্তগণকে এই কথা জানাইলেন। বিশ্বানন্দের কথা শুনিয়া ভীষ্মদেব শোণতীরে বস্ত্রাবাসে

মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিলেন। বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, গুর্জ্জরযুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া গোবিন্দের নিকট দূত প্রেরণ করা হউক। বিশ্বানন্দ স্বয়ং গৌড়েশ্বরের দূতস্বরূপ রাষ্ট্রকূটরাজের নিকটে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ধর্ম্মপাল বিশ্বানন্দ ও উদ্ধবঘোষকে দূতস্বরূপ গোবিন্দের নিকট প্রেরণ করিলেন।

বিশ্বানন্দের দক্ষিণাপথ যাত্রার এক পক্ষ পরে কৌশলময় নাগভটের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর পরাজিত হইলেন। মগধের দক্ষিণে বনময় প্রদেশে তখন বহু বর্ব্বরজাতি বাস করিত। বাহুকধবল তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া বহু অশ্বারোহী সেনা লইয়া মগধে প্রবেশ করিলেন। অসংখ্য, অগণিত গুর্জ্জর অশ্বারোহী মগধ ও অঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করিল। উদ্দণ্ডপুরে ভীষ্মদেব, মুদ্গগিরিতে জয়বর্দ্ধন, গয়ায় বীরদেব ও মণ্ডলায় রণসিংহ সসৈন্যে আবদ্ধ হইলেন। ধর্ম্মপাল, প্রমথসিংহ, কমলসিংহ ও বিমলনন্দীর সহিত রাঢ় রক্ষা করিতে লাগিলেন। গুর্জ্জর সেনা তীরভুক্তিতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া বার বার পরাজিত হইল। বাক্‌পাল মগধের অবস্থা দেখিয়া গৌড় রক্ষার জন্য চিন্তিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোকর্ণ দুর্গে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোকর্ণদুর্গের বাহিরে নদীতীরে বসিয়া একজন কৃষ্ণকায় বৃদ্ধ বাঁশ কাটিতেছিল। গোকর্ণদুর্গের তোরণ উন্মুক্ত ও জনশূন্য। এই বৃদ্ধ ব্যতীত দুর্গের সম্মুখে আর কেহই নাই। বৃদ্ধ হঠাৎ অস্ত্র ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ঝিল্লীরবের জন্য অন্য শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না, সে ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া দূরে সরিয়া আসিল। সরিয়া আসিয়া বৃদ্ধ দূরে অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইল। তখন সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিকটস্থিত একটি আম্রবৃক্ষে আরোহণ করিল।

তখন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। বৃদ্ধ দেখিতে পাইল যে, রণগ্রামের ঘাটের পথ অবলম্বন করিয়া-মাত্র একজন অশ্বারোহী গোকর্ণদুর্গের দিকে আসিতেছে। তাহা দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইয়া নামিয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণপরে অশ্বারোহী দুর্গে আসিয়া পৌঁছিল। সে দুর্গদ্বারের সম্মুখে কেদারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? দুর্গে এখন কে আছেন?" বৃদ্ধ কহিল, "আমার নাম কেদার, আমি গোকর্ণদুর্গের পদাতিক। অমাত্য উদ্ধবঘোষ মহারাজের সহিত যুদ্ধে গিয়াছেন, শুনিয়াছি তিনি মহারাজের আদেশে দক্ষিণদেশে গিয়াছেন।" "এখন দুর্গরক্ষার ভার কাহার উপরে আছে?" "নবীন সাম-

ন্তের উপরে।” “দুর্গস্বামিনী কোথায়?” “দুর্গমধ্যে, অন্তঃপুরে।” “তুমি অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহাকে বল যে, মহারাজ ধর্ম্মপাল দুর্গদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। নবীন সামন্তকে বল যে, শীঘ্র তূর্য্যধ্বনি করুক ও গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দুর্গমধ্যে লইয়া আসুক। শত্রুসেনা বোধ হয় শীঘ্রই দুর্গ আক্রমণ করিবে।”

কেদার গৌড়েশ্বরকে একাকী সন্ধ্যাকালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত দেখিয়া এতই আশ্চর্য্য হইয়াছিল যে, সে তাঁহাকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল। বৃদ্ধ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণপরে গোকর্ণের পদাতিক সেনার নায়ক নবীনসামন্ত দুর্গদ্বারে আসিয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিল। নবীন পূর্ব্বে গোকর্ণের যুদ্ধে ধর্ম্মপালদেবকে দেখিয়াছিল। সে তাঁহাকে একাকী দেখিয়া কহিল, “মহারাজের কি কোন বিপদ্ হইয়াছে? আপনাকে একাকী দেখিতেছি কেন?”

ধর্ম্মপাল কহিলেন, “সামন্তসেনা যুদ্ধ করিতে করিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য আমি একাই সংবাদ দিতে আসিয়াছি। তুমি শীঘ্র তূর্য্যধ্বনি কর।” এই সময়ে কেদার অন্তঃপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, “মহারাজ, অন্তঃপুরে আসুন, দেবী আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।”

ধর্ম্মপাল কেদারের সহিত অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন। নবীন তোরণে দাঁড়াইয়া তূরী বাজাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের বালক বৃদ্ধ বনিতা দুর্গমধ্যে পলাইয়া আসিল, অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষগণ দুর্গে আসিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিল। সন্ধ্যার

পূর্ব্বে বহু অশ্বারোহী আসিয়া গোকর্ণদুর্গের সম্মুখে সমবেত হইল; তাহা দেখিয়া গ্রামবাসিগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। এই সময়ে একজন অশ্বারোহী দুর্গের তোরণের নিকটে আসিয়া কহিল, "মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের জয় হউক; আমরা গৌড়ীয় সেনা, দুর্গ রক্ষার জন্য আসিয়াছি। মহারাজ কি গোকর্ণদুর্গে আসিয়াছেন?" নবীন সামন্ত তোরণের নিম্নে দাঁড়াইয়াছিল, সে প্রাকারে আরোহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা যে গৌড়ীয় সেনা তাহার প্রমাণ কি?" "গোবর্দ্ধনের সন্ন্যাসী অমৃতানন্দ আমাদিগের সঙ্গে আছেন। তোমরা দূত পাঠাইয়া দাও, অদ্যকার সঙ্কেতের কথা বলিতেছি।" নবীন গোবর্দ্ধন-মঠের সন্ন্যাসী অমৃতানন্দকে চিনিত, কিন্তু সে সঙ্কেতের কথা জানিত না। সে বলিল, "তুমি অপেক্ষা কর, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" অশ্বারোহী কহিল, "শীঘ্র ফিরিয়া আইস, শত্রু সেনা বোধ হয় আসিয়া পড়িল।" নবীন দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দিকে চলিল। ধর্ম্মপালদেব গোকর্ণদুর্গের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, রঘুসিংহের বিধবাপত্নী শুভ্রবসনে আবৃতা হইয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মা, বড়ই বিপদ উপস্থিত। গুর্জ্জরসেনা গঙ্গাতীরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারা বোধ হয় শীঘ্রই দুর্গ আক্রমণ করিবে।" "তুমি যখন আসিয়াছ, তখন আর কিসের বিপদ বৎস?" "আমি বিপদ বুঝিতে পারিয়া একাকী সংবাদ দিতে আসিয়াছি, আমার সঙ্গে সৈন্য সামন্ত কিছুই নাই।"

"তাহার জন্য চিন্তা কি বৎস! স্বর্গীয় মহারাজের প্রসাদে গোকর্ণের শ্রী ফিরিয়াছে। গ্রামবাসিগণ দুই দশদিন দুর্গরক্ষা করিতে পারিবে।" "মা, গুর্জ্জরসেনা দুর্গ আক্রমণ করিলে বোধ হয় দুই দশদিনে সে যুদ্ধ শেষ হইবে না।" "ততদিনে কি তোমার সৈন্যসামন্ত আসিয়া পৌঁছিবে না?" "পৌঁছিবে। কিন্তু—" "কিন্তু কি?" "আমি বলিতেছিলাম ভীষণ গুর্জ্জর-যুদ্ধে—"

ধর্ম্মপালদেব কথা শেষ না করিয়াই অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া বিধবা দুর্গস্বামিনীর হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন "পুত্র, কি বলিতেছিলে বল।" "আমি বলিতেছিলাম যে যুদ্ধের সময়ে পুরমহিলাদিগকে স্থানান্তরিত করা উচিত।" "মহিলাদিগকে কোথায় পাঠাইবে?" "ঢেক্করীতে।" "কে লইয়া যাইবে?" "দেখি কি ব্যবস্থা করিতে পারি।" এই সময়ে নবীন সামন্ত অন্তঃপুরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল, "মা, দুর্গের বাহিরে অনেক অশ্বারোহী সেনা আসিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, তাহারা মহারাজের সেনা এবং গোবর্দ্ধন মঠের সন্ন্যাসী অমৃতানন্দ তাহাদিগের সঙ্গে আছেন।" দুর্গস্বামিনী কহিলেন, "তোরণ উন্মুক্ত কর, প্রভু অমৃতানন্দকে অন্তঃপুরে লইয়া আইস এবং মহারাজের সেনাগণকে প্রবেশ করিতে দাও।" "মা"! "কেন, নবীন?" "গৌড়ীয়সেনা চিনিব কেমন করিয়া?" ধর্ম্মপালদেব কহিলেন, "তাহাদিগকে অদ্যকার সঙ্কেতের কথা জিজ্ঞাসা কর।" নবীন

উত্তর করিল, "প্রভু, আমি ত সঙ্কেতের কথা জানি না।" "অদ্যকার সঙ্কেতের কথা—"গৌড়েশ্বর কথা শেষ না করিয়াই অবনতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে নবীন কহিল, "প্রভু—?" গৌড়েশ্বর মস্তকোত্তলন না করিয়াই কহিলেন, "অদ্যকার সাঙ্কেতিক কথা 'কল্যাণী'।" নবীন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণপরে অমৃতানন্দ ও জনৈক বস্ত্রাবৃতসৈনিক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ধর্ম্মপাল অমৃতা-নন্দকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনি কি করিয়া এখানে আসিলেন?" "আমি ময়ূরাক্ষিতীরে শিবিরে ছিলাম। ভীষ্মদেব মহারাজের অদর্শনে চিন্তিত হইয়া আমাকে গোকর্ণে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" "আপনার সহিত কত লোক আছে?" অমৃতানন্দ সৈনিকের দিকে চাহিলেন। সৈনিক গৌড়েশ্বরকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "সহস্র অশ্বারোহী।" ধর্ম্মপাল কহিলেন, "প্রভু, সহস্র সেনা দুর্গরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। আমি পুরমহিলাদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইবার চেষ্টা করিতে-ছিলাম।" "কোথায় পাঠাইবে?" "ঢেক্করিতে।" "দুর্গস্বামিনী কি বলেন?" রঘুসিংহের বিধবাপত্নী অবগুণ্ঠন টানিয়া দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি অমৃতানন্দকে প্রণাম করিয়া কহিলেন "প্রভু, কল্যাণী ব্যতীত আর কাহাকেও পাঠাইবার আবশ্যক নাই। কল্যাণীকে বহুপূর্ব্বে মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি, সুতরাং কল্যাণীর জন্য গৌড়েশ্বর যে ব্যবস্থা করিবেন তাহাই হইবে, এ বিষয়ে আমার মতামত অনাবশ্যক।" অমৃতা-

নন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি?" "প্রভু! আমি গোকর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। বিবাহের দিনে এই গৃহে আসিয়াছি, আর চিতারোহণের দিনে বাহির হইব। আপনারা আমাকে কোন অনুরোধ করিবেন না। কল্যাণীর ভদ্রবংশজাতা দুই তিনটি সখী আছে, তাহাদিগকেও কল্যাণীর সহিত লইয়া যান।" অমৃতানন্দ কহিলেন, "তবে তাহাই হউক। মহারাজ! কল্যাণীদেবীর সহিত কে যাইবে? আমি স্বয়ং দুর্গরক্ষায় থাকিব।" ধর্ম্মপালদেব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" উত্তর হইল। "গুরুদত্ত।" "তুমি কল্যাণীদেবীকে ঢেক্করীতে লইয়া যাইতে পারিবে?" "মহারাজ, আমি সৈনিক, যুদ্ধ আমার ব্যবসা, কিন্তু অপরিচিতা কুলকামিনীকে কেমন করিয়া রাত্রিকালে লইয়া যাইব?" "তোমার সহিত সেনা থাকিবে—" "মহারাজ, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি ভয়ে এ কথা বলি নাই—"

এই সময়ে দুর্গস্বামিনী সৈনিকের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পুত্র, কল্যাণী যুবতী, রাত্রিকালে তুমি তাহার সহিত না থাকিলে লোকে কুৎসা রটাইবে।" ধর্ম্মপাল কহিলেন "তবে তাহাই হউক।" অর্দ্ধদণ্ড পরে শিবিকারোহণে কল্যাণীদেবী ও তাঁহার সহচরী চতুষ্টয় গোকর্ণদুর্গ ত্যাগ করিলেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেব স্বয়ং পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে ঢেক্করী নগরে লইয়া চলিলেন। তাঁহারা দুর্গত্যাগ করিবার

এক দণ্ড পরে দুর্গ হইতে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল, গৌড়েশ্বর বুঝিতে পারিলেন যে, গুর্জ্জরসেনা গোকর্ণদুর্গ আক্রমণ করিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিশীথে বিপদ।

অন্ধকারময় বনপথে একের পর একখানি করিয়া পাঁচখানি শিবিকা চলিয়াছে। সম্মুখে পঁচিশজন অশ্বারোহী; অবশিষ্ট পঁচিশজন শিবিকাগুলি বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। মধ্যদেশে কল্যাণীদেবীর শিবিকা, গৌড়েশ্বর অশ্বারোহণে তাহার পার্শ্বে চলিয়াছেন। রজনীর দ্বিতীয়প্রহর অতীত হইয়াছে, গোকর্ণ-দুর্গ তখন তিনচারি ক্রোশ পশ্চাতে পড়িয়াছে। বাহকগণ নিশ্চিন্তমনে চলিয়াছে, অশ্বারোহিগণ সতর্কতা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই সময়ে চারিদিকের অন্ধকার-ময় বনভূমি হইতে ভীষণ জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। শত শত অশ্বারোহী বন হইতে বাহির হইয়া গৌড়েশ্বরের ক্ষুদ্রসেনার দিকে অগ্রসর হইল। যে সকল অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রে চলিতেছিল, তাহারা অস্ত্রধারণ করিবার পূর্ব্বেই অশ্বারোহিগণ তাহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। তাহাদিগের পশ্চাতে যখন

শত শত অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন গৌড়েশ্বরের মুষ্টিমেয় শরীররক্ষীসেনা প্রবল স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সহস্রাধিক অপরিচিত সেনা সঙ্কীর্ণ বনপথে শিবিকাগুলি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। এক নিমেষের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়া গেল, ধর্ম্মপাল কোষ হইতে তরবারি বাহির করিবার অবসর পাইলেন না। তাঁহার অশ্ব তাঁহাকে লইয়া কল্যাণীর শিবিকার নিকট হইতে চলিয়া যায় দেখিয়া, তিনি লম্ফ দিয়া অশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যখন অপরিচিত অশ্বারোহীর দল চলিয়া গেল, তখন ধর্ম্মপাল দেখিলেন যেন, অপর চারিখানি শিবিকা নাই, বাহক নাই, শরীররক্ষী নাই, শত্রুসেনা নাই, তাঁহার অশ্ব নাই। অন্ধকার বনমধ্যে আছে কেবল কল্যাণীদেবীর ভগ্নশিবিকা এবং তিনি তাহার পার্শ্বে অক্ষতদেহে দাঁড়াইয়া আছেন। গৌড়েশ্বর ভাবিলেন যে, শত্রুসেনা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, সুতরাং এই অবসরে পলায়ন করাই শ্রেয়। ধর্ম্মপাল ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন, "দেবি? কল্যাণি?" শিবিকার অভ্যন্তর হইতে উত্তর হইল, "কি?" বহুকাল পরে কল্যাণীদেবীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া হর্ষে ধর্ম্মপালের দেহ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি উত্তর পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অঙ্গে কি আঘাত লাগিয়াছে?" তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল, "না।"

ধর্ম্মপাল তখন আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "তবে শীঘ্র শিবিকা হইতে বাহির হইয়া আসুন, শত্রুসেনা হয়ত এখনই ফিরিয়া

আসিবে, আমরা এইবেলা পলায়ন করি।” কল্যাণী শিবিকার যবনিকা সরাইয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। বিলম্ব দেখিয়া ধর্ম্মপাল কহিলেন, “শীঘ্র আসুন।” ধীরে ধীরে উত্তর হইল, “বড় অন্ধকার।” “আমি আছি, ভয় নাই, আপনি আসুন।” “কিছুই যে দেখিতে পাইতেছি না।” “আপনি আমার হাত ধরিয়া আসুন।”

কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া কল্যাণী অবশেষে ধর্ম্মপালের হস্তধারণ করিলে উভয়ে বনপথ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষরাজির নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, চন্দ্রকিরণ নাই। অনন্ত আকাশে অন্ধকারে অসংখ্য তারকা হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে। এক-স্থানে অধিকক্ষণ অবস্থান করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া ধর্ম্মপাল কল্যাণীকে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে কল্যাণী যন্ত্রণাব্যঞ্জক অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে পতনোন্মুখ দেখিয়া ধর্ম্মপাল ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে?” কাতর-কণ্ঠে উত্তর হইল, “পদতলে কণ্টকবিদ্ধ হইয়াছে।” ধর্ম্মপাল তখন একহস্তে কল্যাণীকে ধারণ করিয়া, অপরহস্তে চরণতল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন কোমল পদপল্লবতলে সূচীবৎ তীক্ষ্ণ সুদীর্ঘ কণ্টক আমূলবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মপাল কৌশলে কণ্টক টানিয়া বাহির করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, অনুভবে

বুঝিতে পারিলেন যে, ক্ষতস্থান হইতে শোণিতস্রাব হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে এক বাপীতীরে উপস্থিত হইলেন।

ধর্ম্মপাল কল্যাণীকে পরিষ্কৃতস্থানে বসাইয়া পুষ্করিণী হইতে উষ্ণীষ ভিজাইয়া আনিলেন এবং বস্ত্রখণ্ড ছিন্ন করিয়া ক্ষতস্থান বন্ধন করিলেন। কল্যাণীদেবী কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহুমূলে মস্তকরক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন। ধর্ম্মপাল ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে কল্যাণী নিদ্রিতা হইয়াছেন, তখন তিনি উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে রজনীর অবশিষ্টাংশ জাগিয়া থাকিবেন, সেই জন্যই উপবেশন না করিয়া পাদচারণ করিতেছিলেন; কিন্তু সমস্তদিনের ঘোর পরিশ্রমে গৌড়েশ্বর অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পাদচারণ অসম্ভব হইয়া উঠিল, ধর্ম্মপাল নিদ্রিতা কল্যাণীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তৎক্ষণাৎ নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। গৌড়েশ্বর কোষমুক্ত অসির উপরে মস্তক স্থাপন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ক্রমে পাখী ডাকিল, পূর্ব্বদিক হইতে অন্ধকার পলাইয়া গেল। ধর্ম্মপাল ও কল্যাণী তখনও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। পূর্ব্বাকাশে খণ্ড মেঘগুলি রক্তরঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, শিশিরস্নাত তরুশীর্ষগুলি নবীন তপনের কিরণে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইল, তখনও তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। ক্রমে রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ মুখমণ্ডল স্পর্শ করিবামাত্র ধর্ম্মপাল

জাগিয়া উঠিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে জনশূন্য প্রশস্ত দীর্ঘিকাতীরে শ্যামল তৃণক্ষেত্রে কল্যাণীদেবী তখনও নিদ্রিতা রহিয়াছেন। গৌড়েশ্বর চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া অসি হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কল্যাণীর সুন্দর মুখমণ্ডল হইতে তাঁহার দৃষ্টি অন্যত্র যাইতে চাহিল না। ধর্ম্মপাল দেখিলেন, কল্যাণীর মুখখানি অতি সুন্দর, এমন মুখ তিনি বোধ হয় আর কখনও দেখেন নাই।

এই সময়ে রৌদ্র আসিয়া কল্যাণীদেবীর নিদ্রা-নিমীলিত নয়নদ্বয়ের উপরে পড়িল, কল্যাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখিলেন ধর্ম্মপাল সাগ্রহে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। কল্যাণীর সুন্দর মুখখানি লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া উঠিয়া বসিলেন। ধর্ম্মপালও লজ্জিত হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

এতক্ষণে গৌড়েশ্বরের দৃষ্টি অন্য পথে চলিল, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অদূরে ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রশস্ত ঘাট। ঘাটের বোধ হয় ব্যবহার হয় না, কারণ সোপানসমূহ ঘন শ্যামল তৃণরাজিমণ্ডিত। ঘাটের অদূরে একটি বৃহৎকায় অশ্বত্থবৃক্ষ, তাহার নিম্নে বহু শুষ্ক পত্র পতিত রহিয়াছে। অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিয়া ধর্ম্মপালের মনে হইল যে, স্থানটি তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত। এক মুহূর্ত্ত পরে সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল। আর একদিন কল্যাণীদেবীর সহিত পলায়ন ও এই দীর্ঘিকার ঘাটে আশ্রয় গ্রহণ, একে একে গৌড়েশ্বরের মানসপটে চিত্রিত হইল। তখন

তাঁহার মনে হইল যে, দীর্ঘিকার তীরে তখন জনশূন্য গ্রাম ছিল; এতদিন গ্রামের লোক নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিয়াছে, সুতরাং গ্রামে নিশ্চয় আশ্রয় মিলিবে। ধর্ম্মপাল তখন কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! পায়ের বেদনা কমিয়াছে কি?" কল্যাণী অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "হাঁ।" "চলিয়া যাইতে পারিবেন?" "বোধ হয় পারিব।" "তবে চলুন গ্রামে যাই।"

কল্যাণী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, এই স্থান চিনিতে পারেন কি?" অস্ফুটস্বরে উত্তর হইল, "হাঁ।" "আর-একদিন—আর-একদিন আপনার সহিত এইস্থানে আসিয়াছিলাম।" কল্যাণী দেবী উত্তর না দিয়া মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন।

ধর্ম্মপাল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। কল্যাণী অতি কষ্টে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপাল পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন যে কল্যাণী তখনও চলিতে অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিতেছেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। কল্যাণী ভাবী ভর্ত্তার স্কন্ধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

গ্রাম তখনও জনশূন্য। অরাজকতা দূর হইলেও গ্রামবাসিগণ আর ফিরিয়া আসে নাই। তাহা দেখিয়া ধর্ম্মপাল অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কল্যাণী দেবী চলিতেছেন বটে, কিন্তু বোধ হয় অধিকদূর চলিতে পারিবেন না। ধর্ম্মপাল ভরসা করিয়াছিলেন যে, গ্রামে কোন গৃহস্থের আশ্রয়ে তাঁহাকে

রাখিয়া তিনি একটি গৌড়ীয় সেনার অন্বেষণে যাইবেন, কিন্তু এখন তাহা অসম্ভব। কল্যাণী কিয়দ্দূর চলিয়া স্থির হই দাঁড়াইলেন। ধর্ম্মপাল বুঝিলেন যে, তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কল্যাণীকে বসিতে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং তৃণক্ষেত্রে উপবেশন করিলেন। তখন দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে, শেষ বসন্তের সূর্য্য প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে গৌড়েশ্বর ক্রমে তৃষ্ণাতুর হইয়া উঠিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কল্যাণীকে কহিলেন, "দেবি! সেবারে এই গ্রামে ফলমূল পাইয়াছিলাম, আপনি এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।" কল্যাণী কহিলেন, "একা আমার বড় ভয় করিবে।" আমি নিকটেই থাকিব, আপনার কোন ভয় নাই।"

কল্যাণীদেবী সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন, ধর্ম্মপাল আহার্য্যের অন্বেষণে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহুক্ষণ অন্বেষণ করিয়া গৌড়েশ্বর কোনই আহার্য্য সামগ্রী দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি হতাশ হইয়া গ্রাম্যপথে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কল্যাণী যে-স্থানে বসিয়াছিলেন সে-স্থান শূন্য। ধর্ম্মপাল ভীত হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই কল্যাণীদেবীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কল্যাণীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কেহই উত্তর দিল না। কল্যাণীর সন্ধানে বিজন-গ্রামের সীমায় আসিয়া ধর্ম্মপাল পৃষ্ঠে সহসা দারুণ আঘাত

অনুভব করিলেন, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন যে পৃষ্ঠে কে শরাঘাত করিয়াছে, দেখিতে দেখিতে আরও দুই তিনটি শর তাঁহার দেহে বিদ্ধ হইল। গৌড়েশ্বর চেতনা হারাইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মাধিকারের ভগিনীপতি।

সন্ধ্যাকালে জনৈক বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী দ্রুতবেগে উত্তর হইতে ঢেক্করী নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। নগরের নিকটে অশ্ব সহসা ভূমিতে পতিত হইল। তখন অশ্বারোহী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। নগরতোরণে উপস্থিত হইলে দৌবারিকগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" আগন্তুক কহিল, "গোকর্ণদুর্গ হইতে। এ নগরে কি মহারাজ আসিয়াছেন?" "কে মহারাজ?" "মহারাজ আবার কয়টা হয় হে বাপু? আমাদের মহারাজ, মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক শ্রীধর্ম্মপালদেব।" "না, মহারাজ গৌড়েশ্বর নগরে আসেন নাই।" "নগরে এখন কোন মহানায়ক আছেন কি?" "হাঁ, কমলসিংহ আছেন।" "তিনি কোথায় আছেন আমাকে বলিয়া দাও।" "আমরা ত তোরণ

ছাড়িয়া যাইতে পারিব না, তুমি এই রাজপথ ধরিয়া চলিয়া যাও।" এই সময়ে আর-একজন দৌবারিক বলিয়া উঠিল "তুমি ত খুব পথ দেখাইয়া দিলে দেখিতেছি; দেখুন, মহাশয় আপনি প্রথমে উত্তরে যাইবেন, তাহার পর পূর্ব্বে, তাহার প দক্ষিণে, আর শেষে পশ্চিমে ফিরিয়া এই তোরণে আসিয় পৌঁছিবেন—ইহাই রাঢ় দেশের সোজা পথ।" দৌবারি রহস্য করিতেছে দেখিয়া আগন্তুক কহিল, "দেখ, আমি বিশেষ রাজকার্য্যে আসিয়াছি, তোমরা রঙ্গরস ছাড়িয়া শী আমাকে কমলসিংহের বস্ত্রাবাসের বা গৃহের পথ বলিয়া দাও নতুবা বড়ই ক্ষতি হইবে।" তাহার কথা শুনিয়া তোরণে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে একজন বৃদ্ধ দৌবারিক উঠিয়া আসিল তাহাকে দেখিয়া অন্যান্য দৌবারিকগণ পথ ছাড়িয়া দিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? কি চাও?" "আমি গোকর্ণদু হইতে আসিতেছি, প্রভু অমৃতানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন আমাকে মহানায়ক কমলসিংহের গৃহে পৌঁছাইয়া দিলে বড় উপকার হয়।" "যুদ্ধের সময়ে নগরতোরণ পরিত্যাগ করিয় যাইবার আদেশ নাই, নতুবা আমরা একজন তোমার সঙ্গে যাইতাম। মহানায়ক কমলসিংহ ধর্ম্মাধিকারের গৃহে বা করিতেছেন। তুমি এই পথ ধরিয়া উত্তর দিকে চলিয়া যা পথে নাগরিকগণের নিকট ধর্ম্মাধিকারের গৃহের সন্ধান করিও

আগন্তুক বৃদ্ধ দৌবারিকের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করি চলিল; কিয়ৎক্ষণ পরে একজন নাগরিককে জিজ্ঞাসা করি

ধর্ম্মাধিকারের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। আগন্তুক অন্ধকারে ধর্ম্মাধিকারের অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণে জনৈক মহিলা সান্ধ্যপূজার আয়োজন করিতেছিলেন। আগন্তুক ডাকিল, "গৃহে কে আছ?" রমণী তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইলেন, তিনি কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" উত্তর হইল, "আমি বিদেশী; এই কি ধর্ম্মাধিকারের গৃহ?" আগন্তুকের কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার শ্রবণ করিয়া রমণীর হস্ত হইতে পুষ্পপাত্র সশব্দে ভূমিতে পতিত হইল। তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কোথায় তুমি—?" আগন্তুকের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইল; সে কহিল, "আমি গৌড়ীয় সেনানায়ক, আমার নাম গুরুদত্ত।" "তবে তুমি—তুমি সে—" রমণীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আগন্তুক বলিয়া উঠিল, "মহানায়ক কমলসিংহ কি এখানে আছেন?" রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অনেকক্ষণ উত্তর না পাইয়া আগন্তুক ধর্ম্মাধিকারের গৃহের অন্যপার্শ্বে গিয়া কমলসিংহের সন্ধান পাইলেন। কমলসিংহ তখন গৃহের সম্মুখে সুখাসনে বিশ্রাম করিতেছিলেন। আগন্তুক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। কমলসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" "প্রভু কান্যকুব্জ দুর্গে আমাকে দেখিয়াছেন।" "গুরুদত্ত? কি সংবাদ?" "গোকর্ণ হইতে প্রভু অমৃতানন্দ মহারাজের সংবাদ লইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। মহারাজ কি ঢেক্করী নগরে আসিয়াছেন?"

"মহারাজ? না?" "মহাদেবী কল্যাণীকে লইয়া পরশ্ব রাত্রিতে মহারাজ গোকর্ণ হইতে যাত্রা করিয়াছেন, কল্য সন্ধ্যায় তাঁহার এখানে পৌঁছিয়া দূত প্রেরণের কথা ছিল।" "গুরুদত্ত, মহারাজ ত এখানে আসেন নাই!"

কমলসিংহ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সম্মুখে একজন প্রতীহার দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে কহিলেন, "আমার অশ্ব আনিতে বল। গুরুদত্ত! তোমার অশ্ব কোথায়?" "পথে মরিয়া গিয়াছে।" "তুমি আমার অশ্ব লইয়া যাও, মহারাজের সহিত কত শরীররক্ষী সেনা ছিল?" "পঞ্চাশৎ জন।" "তোমার সেনা কোথায়?" "অজয়তীরে শিবিরে।" "আমার সেনা হইতে পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া মহারাজকে সন্ধান করিতে যাও।" গুরুদত্ত পুনরায় অভিবাদন করিলেন ও প্রতীহারের সঙ্গে শিবিরে যাত্রা করিলেন। ভীষ্মদেব ও জয়বর্দ্ধনের নিকট ধর্ম্মপালের নিরুদ্দেশের সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য কমলসিংহ দূত আহ্বান করিলেন। দূত আসিয়াছে, এমন সময়ে উত্তরীয়-বিহীন, নগ্নপদ ধর্ম্মাধিকার বরাহরাত কমলসিংহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কমলসিংহ তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতেছিলেন, বরাহরাত তাঁহাকে বাধা দিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, সে কোথায়?" "কাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" "কেন, আমার ভগিনীপতির কথা?" "আপনার ভগিনীপতি?" "হাঁ, সর্ব্বানন্দ ন্যায়ালঙ্কার?" "তিনি ত এখানে আসেন নাই।" "অমলা বলিল, সে এই মাত্র

এই দিকে আসিয়াছে।” “ঠাকুর! গত দুই দণ্ডের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত আমার নিকট আসেন নাই।” “নূতন লোক কেহ আসিয়াছিল কি?” “হাঁ আসিয়াছিল, সে গুরুদত্ত, আমাদের একজন সেনানায়ক।” “মহারাজ, তাহার আকৃতি কিরূপ?” “ঠাকুর, তাহাকে বর্ম্মাবৃতই দেখিয়াছি, সুতরাং তাহার আকৃতি ত বলিতে পারিব না।” “সে কোথায় গেল?” “এইমাত্র প্রতীহারের সঙ্গে শিবিরে গেল।” ধর্ম্মাধিকার বরাহরাত শর্ম্মা নগ্নপদে নগ্নশীর্ষে ঊর্দ্ধশ্বাসে শিবিরের দিকে ছুটিলেন। পথে যাইতে যাইতে ধর্ম্মাধিকারের অন্তঃপুরদ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া গুরুদত্ত প্রতীহারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কাহার গৃহ?” প্রতীহার কহিল, “এ ধর্ম্মাধিকারের অন্তঃপুর।” “ধর্ম্মাধিকারের নাম কি?” “বরাহরাত শর্ম্মা।”

গুরুদত্ত সেস্থান হইতে দ্রুতপদে শিবিরে যাত্রা করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে পঞ্চশত অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া গৌড়েশ্বরের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

চেতনা ফিরিলে ধর্ম্মপাল দেখিলেন যে, তিনি একটি অট্টালিকার ক্ষুদ্র কক্ষের আবর্জ্জনাময় গৃহতলে শয়ন করিয়া

আছেন। কক্ষটি জনশূন্য, কিন্তু কক্ষের জীর্ণদ্বার সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। অনেকগুলি ক্ষতস্থান হইতে শোণিতস্রাব হওয়ায় তাঁহার পরিচ্ছদ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে।

গৌড়েশ্বর গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অসি অপহৃত হইয়াছে। তখন তিনি কক্ষে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে গৃহটি ধনীর গৃহ, কিন্তু তাহা বহুকাল মনুষ্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় নাই। বাতায়নপথগুলি লৌহকীলকদ্বারা সুরক্ষিত, কিন্তু তাহাদিগের কবাটগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাতায়নপথ দিয়া অট্টালিকার পার্শ্বের উদ্যান দেখা যাইতেছে। কক্ষের প্রাচীরে অনেকগুলি অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ জন্মিয়াছে, অট্টালিকা তাহাদিগের ভারে পতনোন্মুখ।

ধর্ম্মপাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, বাতায়নপথে পলায়ন করিবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ। তিনি একটি একটি করিয়া বাতায়নের কীলকগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কক্ষের এক প্রান্তে একটি বাতায়নে এক বৃহদাকার অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মিয়াছিল, তাহার ভারে কক্ষের প্রাচীর হেলিয়া পড়িয়াছিল। এই বাতায়নের কীলকগুলির বন্ধন শিথিল হইয়াছে দেখিয়া, গৌড়েশ্বর সেগুলিকে স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই একটি কীলক নড়িল বটে, কিন্তু স্থানচ্যুত হইল না। তখন ধর্ম্মপাল একটি কীলকে সবেগে পদাঘাত করিলেন। কীলক স্থানচ্যুত হইল, সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানি ইষ্টক ভূমিতে পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া কক্ষের বাহির হইতে

একজন পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে?" ধর্ম্মপাল উত্তর না দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রশ্নকারী আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। অর্দ্ধদণ্ডপরে তিনি দ্বিতীয় কীলক স্থানচ্যুত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইষ্টকগুলি পড়িয়া যাওয়াতে কীলকগুলির বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, দ্বিতীয় কীলক সহজেই খুলিয়া আসিল। ধর্ম্মপাল ধীরে ধীরে বাতায়নপথে দেহ বাহির করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন।

সেই স্থানে অট্টালিকার প্রাচীরে জাত অশ্বত্থবৃক্ষের শাখাগুলি উদ্যানের সহকারবৃক্ষের শাখাগুলিকে ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছিল। গৌড়েশ্বর অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে আম্রবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া ভূমিতে নামিয়া আসিলেন। ধর্ম্মপাল বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে মানুষের শব্দ না পাইয়া অতি সন্তর্পণে জীর্ণ অট্টালিকার চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

গৌড়েশ্বর দেখিলেন যে, অট্টালিকার বাহিরে লোক নাই, লতাগুল্মে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আছে। চারিদিক ঘুরিয়া ধর্ম্মপাল অবশেষে ভগ্ন বাতায়নপথে অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। তিনি যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন সে কক্ষে কেহ ছিল না, কিন্তু সেই স্থান হইতে একজন মনুষ্যের ঘোর নাসিকাগর্জ্জন শুনা যাইতেছিল। ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গৌড়েশ্বর দেখিতে পাইলেন যে, পার্শ্বের একটি কক্ষের দ্বারে জনৈক অস্ত্রধারী পুরুষ নিদ্রা যাইতেছে। তাহার ধনুর্ব্বাণ ও

অসি চর্ম্ম ভূমিতে পড়িয়া আছে, মুখে শত শত মক্ষিকা বসিয়াছে। গৌড়েশ্বর বুঝিতে পারিলেন যে, সে সুরাপানে অচেতন হইয়া আছে। তখন তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহার অস্ত্র অপহরণ করিলেন এবং ফিরিয়া গিয়া সহসা তাহার বক্ষে জানু পাতিয়া তাহার গলদেশ টিপিয়া ধরিলেন। সে জাগিয়া উঠিল বটে, কিন্তু কোনরূপ শব্দ করিতে পারিল না; গৌড়েশ্বর তখন তাঁহার মহার্ঘ উষ্ণীষ দিয়া তাহার মুখ হস্ত ও পদ বন্ধন করিয়া তাহাকে প্রথম কক্ষের এক কোণে নিক্ষেপ করিলেন।

সে ব্যক্তি যে কক্ষের দ্বারে শয়ন করিয়াছিল, সে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। ধর্ম্মপাল দ্বারের নিকটে গিয়া অস্ফুটস্বরে ডাকিলেন, "কল্যাণি?" কক্ষ হইতে সাগ্রহে উত্তর হইল, "হাঁ।" ধর্ম্মপাল বুঝিতে পারিলেন যে, কল্যাণীদেবী তাঁহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়াছেন। তিনি পুনরায় ধীরে ধীরে কহিলেন, "ভয় নাই কল্যাণি! আমি ধর্ম্ম।" কল্যাণীদেবী কক্ষের দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা শুনিতে পাইয়া ধর্ম্মপাল কহিলেন, "কল্যাণি! এখন কোন কথা কহিও না, তোমার দৌবারিককে বাঁধিয়া রাখিয়াছি বটে, কিন্তু গৃহে বোধ হয় এখনও দুই একজন লোক আছে। আমি দ্বারের বন্ধন মোচন করিতেছি, তুমি ভিতর হইতে খুলিবার চেষ্টা কর।" উভয়ের চেষ্টায় রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইল। কল্যাণী কহিলেন, "তাহারা এখনই ফিরিয়া আসিবে।" গৌড়েশ্বর বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, কল্যাণীর সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন, পরিধেয় বস্ত্র

শতধা ছিন্ন ও কেশপাশ আলুলায়িত। উভয়ে ত্রস্তপদে জীর্ণ অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া বনমধ্যে লুকাইলেন। কল্যাণী-দেবী অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মপাল বহুকষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিতেছিলে তাহারা আসিবে, তাহারা কাহারা?" "দস্যুরা।" "তাহারা কি গুর্জ্জর?" "না; তাহারা গৌড়ীয়, তবে তাহাদিগের সঙ্গে একজন গুর্জ্জর ছিল।" "সে গুর্জ্জরের কোন কথাবার্ত্তা শুনিলে?" "হাঁ, শুনিলাম; সে গুর্জ্জর সেনাপতির দূত। গুর্জ্জরেরা অর্থ দিয়া সমস্ত দস্যুগণকে বশীভূত করিতেছে, এবং তাহাদিগের দ্বারা দেশ লুণ্ঠন করাইতেছে।" "তবে আমরা গুর্জ্জর সেনার হাতে পড়ি নাই?" "না, তবে সন্ধ্যা অবধি বন্দী থাকিলে নিশ্চয় পড়িতে হইত, কারণ আজি সন্ধ্যায় গুর্জ্জর সেনা এই বনে শিবির স্থাপন করিবে।" "আমি যখন ফল আনিতে গিয়াছিলাম, তখন তুমি কোথায় গিয়াছিলে কল্যাণি?" "আমি ভয় পাইয়া বনে লুকাইতে যাইতেছিলাম, সেই বন হইতে একজন দস্যু বাহির হইয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি তাহার নিকট হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া এই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছি।"

কল্যাণীদেবী এই বলিয়া তাঁহার দেহের ক্ষত ও আঘাতের চিহ্নগুলি দেখাইলেন, তাহার পরে কহিলেন, "তখন আপনার কথা মনে হইল, আমি কাঁদিতে লাগিলাম।" "আমার কথা

কেন মনে হইল, কল্যাণি?" "ধর্ম্মপালের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কল্যাণী কহিলেন, "তাহা জানি না।" তখন ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর কি হইল?" কল্যাণী অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে অবনত মস্তকে কহিলেন, "আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া দস্যুরা আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল।" "তাহার পর?" 'তাহার পর আপনি আসিলেন; দস্যুরা দূর হইতে আপনাকে শরবিদ্ধ করিল, আপনি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। দুইজন দস্যু আপনাকে বহন করিয়া জীর্ণ অট্টালিকায় লইয়া গেল। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, উঠিয়া দেখি রাত্রি হইয়াছে।" "তবে কি একদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে?" "হাঁ, আপনি অচেতন হইয়াছিলেন, সেইজন্য জানিতে পারেন নাই।" "কল্যাণি, তুমি কিছু আহার করিয়াছ কি?" উত্তর পাইলেন না দেখিয়া ধর্ম্মপাল বুঝিলেন দুইদিন যাবৎ কল্যাণীর আহার হয় নাই। উভয়ে ধীরে ধীরে নিবিড় বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বনমধ্যে একটি পুরাতন পুষ্করিণী দেখিতে পাইয়া উভয়ে আকণ্ঠ জলপান করিলেন এবং পিপাসা শান্ত হইলে তীরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া ধর্ম্মপাল শুষ্ক কাষ্ঠ ঘাস ও লতা সংগ্রহ করিয়া একটি বৃক্ষতলে কল্যাণীর জন্য আশ্রয় নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ে একমনে কুটীর নির্ম্মাণ করিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া

ধর্ম্মপাল ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। গৌড়েশ্বর বিস্মিত হইয়া দেখিলেন অদূরে একজন বর্ম্মাবৃত যোদ্ধৃপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। তিনি ফিরিবামাত্র সে ব্যক্তি অসি নিষ্কাসন করিয়া সামরিক প্রথানুসারে অভিবাদন করিয়া কহিল, "গৌড়েশ্বরের জয় হউক।" ধর্ম্মপাল কোষ হইতে অসি নিষ্কাসন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" "মহারাজ, অধীনের নাম গুরুদত্ত। গৌড়ীয় সেনাদলে অধীন 'মূক' নামে পরিচিত।" ক্ষুধার্ত্ত, ক্লান্ত, আহত তরুণ গৌড়েশ্বর ছুটিয়া গিয়া সৈনিকের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "গুরুদত্ত, ভাই!" তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইল। এই সময়ে নির্জ্জন বনস্থলী কম্পিত করিয়া ভীষণ জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। গৌড়েশ্বর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদত্ত, ব্যাপার কি?" গুরুদত্ত উত্তর করিল, "মহারাজ, পঞ্চশত সেনা লইয়া আপনার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, তাহারা বোধ হয় শত্রুসেনা দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।" "তাহারা কোথায়?" "পুষ্করিণীর উত্তর তীরে।" "আমার সহিত মহাদেবী কল্যাণী আছেন।" "তাঁহার জন্য শিবিকা আনিয়াছি।" তিন জনে দ্রুতপদে শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দের চক্রধারণ।

সহসা যুদ্ধ থামিয়া গেল। গুর্জ্জরসেনা যখন প্রায় গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, তখন গৌড়ীয় সেনাপতিগণ একদিন বিস্মিত হইয়া শুনিলেন যে দলে দলে গুর্জ্জরসেনা পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। রাঢ় ও বরেন্দ্রের সর্ব্বত্র একই সময়ে গুর্জ্জরসেনা আক্রমণ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে ফিরিল। গৌড়ীয় সেনানায়কগণ নগর বা দুর্গ ছাড়িয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে সাহসী হইলেন না। প্রমথসিংহের সাবধানতা সকলের মনঃপূত হইল না, বিমলনন্দী অশ্বারোহী সেনা লইয়া রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়া গুর্জ্জরসেনার অনুসরণ করিলেন। ধর্ম্মপাল তখন নিরুদ্দেশ।

গুরুদত্ত যেদিন নিরুদ্দিষ্ট গৌড়েশ্বর ও ভাবী পট্টমহাদেবী কল্যাণীদেবীকে লইয়া ঢেক্করী নগরীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন গুর্জ্জরসেনা গৌড় অঙ্গ মগধ ছাড়িয়া করূষদেশে চলিয়া গিয়াছে। দুইদিন পরে বিমলনন্দী সংবাদ পাঠাইলেন যে, শোণ পার হইবার সময়ে গুর্জ্জরদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল, যুদ্ধকালে জয়বর্দ্ধন ও ভীষ্মদেব আসিয়া পড়ায় গুর্জ্জরগণ পরাজিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র গুর্জ্জরসেনা বন্দী হইয়াছে।

ধর্ম্মপাল ও কল্যাণীকে লইয়া গুরুদত্ত যখন ঢেক্করীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন নগরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া নগরে আসিতেছেন। দলে দলে নাগরিক ও নাগরিকা উৎসবের বেশে সজ্জিত হইয়া রাজা ও রাজ্ঞীর সম্বর্দ্ধনার জন্য তোরণের বাহিরে পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাল্য পুষ্প পত্র দিয়া গৃহের সম্মুখ সাজাইল, দুয়ারে দুয়ারে পূর্ণঘট ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইল। সকলেই জানিল যে, মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এমন কি কমলসিংহও বিশ্বাস করিলেন যে, কল্যাণীর সহিত ধর্ম্মপালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

সম্রাট্ আসিলেন। ঢেক্করী নগরে তাঁহার উপযুক্ত গৃহ ছিল না, সুতরাং নগরমধ্যে তাঁহার জন্য বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইল; কল্যাণীদেবী ধর্ম্মাধিকারের গৃহে আসিলেন। ধর্ম্মপাল যেদিন ঢেক্করীতে আসিয়া পৌছিলেন, সেই দিন অপরাহ্ণে কমলসিংহ শিবিরে বসিয়া গৌড়েশ্বরের সহিত আলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যখন কল্যাণীর স্বামী, তখন সম্পর্কে আপনি আমার কনিষ্ঠ। আমার স্বর্গীয়া পিতৃব্যপত্নী যে কল্যাণীর বিবাহ দিয়া মরিতে পারিয়াছেন— ইহাই আমাদিগের সৌভাগ্য।" ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? গোকর্ণের দুর্গস্বামিনীর কি মৃত্যু হইয়াছে?" "হাঁ; আপনি কি সে সংবাদ পান নাই?"

"না।" "তবে কল্যাণীও তাহার মাতার মৃত্যুর কথা জানে না?" "না।" "গুরুদত্ত কি এ সংবাদ আপনাকে দেয় নাই?" "না; দুর্গস্বামিনীর কি প্রকারে মৃত্যু হইল?" "মহারাজ! আপনার শ্বশ্রূ পতিকুলের দুর্গ রক্ষার্থ অসি হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন।" "গোকর্ণদুর্গ কি তবে গুর্জ্জরেরা অধিকার করিয়াছিল?" "না; পিতৃব্যপত্নী শক্রসেনার গতিরোধের জন্য অমৃতানন্দ ও গুরুদত্তের সহিত দুর্গপ্রাকারে দাঁড়াইয়া সৈন্য চালনা করিতেছিলেন; এই সময়ে শক্রপক্ষের শরাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গুরুদত্ত আপনাকে এই সংবাদ দিতে গোকর্ণ হইতে ঢেক্করী আসিয়াছিল।" "কিন্তু গুরুদত্ত ত আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলে নাই? সে কোথায়?" "মহারাজ যখন নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন গুরুদত্ত আপনার পার্শ্বে ছিল।" "তাহার পর হইতে তাহাকে আর দেখিতে পাই নাই।" "তাহার সন্ধান করিব কি?" "আপনি অপেক্ষা করুন, আমিই সন্ধান করিতেছি।"

গৌড়েশ্বরের আহ্বানে জনৈক দণ্ডধর বস্ত্রাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিল। ধর্ম্মপাল তাহাকে গুরুদত্তের সন্ধানে যাইতে আদেশ করিলেন। দণ্ডধর প্রস্থান করিলে, গৌড়েশ্বর কহিলেন, "মহানায়ক! আপনিই এখন মহাদেবীর নিকট আত্মীয়। কল্যাণীর মাতৃবিয়োগসংবাদ আপনিই তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া আসুন।" কমলসিংহ কহিলেন, "মহারাজ! কল্যাণী ধর্ম্মাধিকার বরাহরাতের অন্তঃপুরে আছেন, এ সংবাদ ধর্ম্মাধিকারের পত্নী

অথবা ভগিনীর মুখে ব্যক্ত হওয়াই উচিত।" গৌড়েশ্বরের আদেশে আর-একজন দণ্ডধর ধর্ম্মাধিকার বরাহরাতের সন্ধানে গেল। ধর্ম্মপাল তখন কমলসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন গোকর্ণদুর্গের কি ব্যবস্থা করিবেন?" "মহারাজ, আমি কি ব্যবস্থা করিব? গৌড়েশ্বরের পট্টমহাদেবী কল্যাণীই এখন গোকর্ণদুর্গের অধীশ্বরী, গৌড়েশ্বরীর অধিকার রক্ষা করিবার জন্য মহারাজকে একজন রাজভৃত্য নিয়োগ করিতে হইবে।" ধর্ম্মপাল উত্তর না দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন দণ্ডধর আসিয়া সংবাদ দিল যে, মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের সমীপে বর্দ্ধমানভুক্তির ধর্ম্মাধিকার বরাহরাত শর্ম্মা সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে কক্ষে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে বরাহরাত শর্ম্মা সশীর্ষ নারিকেল লইয়া গৌড়েশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন দিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাধিকার! অদ্য একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। আপনার সাংসারিক সমস্ত কুশল ত?" বরাহরাত কহিলেন, "মহারাজ, গত দুই বৎসর যাবৎ আমরা বড়ই মানসিক অশান্তিতে দিনযাপন করিতেছি।" "কি হইয়াছে?" "মহারাজ, গুর্জ্জরযুদ্ধের প্রারম্ভে আমার ভগিনীপতি সর্ব্বানন্দ ন্যায়ালঙ্কার সামান্য কারণে গৃহত্যাগ করিয়াছেন।" "তাঁহার কি কোন সন্ধান পান নাই?" "শুনিয়াছি সর্ব্বানন্দ গৌড়েশ্বরের সেনাদলে

প্রবেশ করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া আমি গর্গদেবকে ও মহাকুমার বাক্‌পালদেবকে তাঁহার সন্ধান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন কোন সন্ধান পাই নাই। সম্প্রতি গুরুদত্ত নামক মহারাজাধিরাজের একজন সেনানায়ক আপনার সন্ধানে গোকর্ণ হইতে ঢেক্করীতে আসিয়াছিল; সে যখন মহানায়ক কমলসিংহের সন্ধানে আমার গৃহে আসিয়াছিল, তখন আমার ভগিনী কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহাকে চিনিয়াছিল। তদবধি গুরুদত্ত বা সর্ব্বানন্দের সন্ধানে ফিরিতেছি।” “মহানায়ক, গুরুদত্ত কি ব্রাহ্মণ?” কমলসিংহ বলিলেন “উদ্ধবের মুখে শুনিয়াছিলাম যে গুরুদত্ত ব্রাহ্মণ।” “সর্ব্বানন্দ ন্যায়ালঙ্কার ন্যায়শাস্ত্র ছাড়িয়া অসি ধারণ করিল কেন?” “মহারাজ! সর্ব্বানন্দ আমার ভগিনীকে বড়ই ভাল বাসিত; সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া অর্থোপার্জ্জনে মনোযোগী হয় নাই। কুক্ষণে একদিন আমার ভগিনী আমার পত্নীর অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া সর্ব্বানন্দের নিকটে সেইরূপ অলঙ্কার চাহিয়াছিল। তখন তাহার অলঙ্কার দিবার সঙ্গতি ছিল না। সেইদিন সর্ব্বানন্দ দুঃখে ক্ষোভে গৃহত্যাগ করিয়াছে।” “কিন্তু গুরুদত্ত অশ্বারোহণে ও অস্ত্রচালনে যেরূপ সুদক্ষ তাহাতে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয় না।” “মহারাজাধিরাজ! স্বর্গীয় গৌড়েশ্বরের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্বে দেশ যখন অরাজকতায় উৎসন্ন যাইতেছিল, তখন গৌড়বঙ্গবাসী জাতিনির্ব্বিশেষে অস্ত্রবিদ্যা শিখিত।

সর্ব্বানন্দ সুদক্ষ অশ্বারোহী, ধনুর্ব্বিদ্যায় আমাদিগের মণ্ডলে তাহার সমকক্ষ ছিল না, অসি চালনা করিয়া সে বহুবার গৌড়েশ্বরের সৈনিকদিগকে পরাজিত করিয়াছে।” “গুরুদত্তের আকৃতি কিরূপ?” কমলসিংহ বলিলেন “মহারাজের কি স্মরণ নাই যে গুরুদত্ত সর্ব্বদা বর্ম্মাবৃত হইয়া থাকিত?” “হাঁ; সে কখনও অধিক কথা কহিত না।” এই সময়ে একজন দণ্ডধর আসিয়া সংবাদ দিল যে, বিশ্বানন্দ ও উদ্ধবঘোষ দাক্ষিণাত্য হইতে যাত্রা করিয়াছেন। রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ গৌড়েশ্বরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া গুর্জ্জররাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। কমলসিংহ হাসিয়া কহিলেন, “মহারাজ, গোবিন্দ এতদিনে চক্রধারণ করিয়াছেন। এইবারে জয় অবশ্যম্ভাবী।”

ধর্ম্মপাল ম্লানমুখে কহিলেন, “মহানায়ক, শেষ রক্ষা হইয়াছে বটে, কিন্তু বৌদ্ধসঙ্ঘ আমাকে যে নীতি শিক্ষা দিয়াছে, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না।” এই সময়ে আর-একজন দণ্ডধর আসিয়া সংবাদ দিল যে, সেনানায়ক গুরুদত্ত স্কন্ধাবারে অনুপস্থিত, তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তখন গৌড়েশ্বর ধীরে ধীরে কহিলেন, “ধর্ম্মাধিকার, সর্ব্বানন্দ ন্যায়ালঙ্কার যদি সত্য সত্যই গুরুদত্ত নাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধরিয়া আনিয়া দিব, দুই একদিন বিলম্ব হইবে মাত্র। আপনাকে যে কার্য্যের জন্য আহ্বান করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন,—আমি ঢেক্করীতে আসিয়া শুনিলাম যে, মহাদেবী কল্যাণীর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। মহাদেবী গোকর্ণের

দুর্গস্বামিনীর একমাত্র সন্তান, তিনি মাতৃবিয়োগ-সংবাদ শ্রবণ মাত্র অতিশয় কাতরা হইয়া পড়িবেন, অতএব আমার অনুরোধ যে, মহাশয় আপনার পত্নী অথবা ভগিনীর দ্বারা এই সংবাদ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করুন।” বরাহরাত কিয়ৎক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিলেন, এবং তাহার পরে কহিলেন, “কার্য্যটি অত্যন্ত দুরূহ, তবে সম্রাট্ যখন আদেশ করিতেছেন, তখন তাহা প্রতিপালিত হইবে।” ধর্ম্মাধিকার এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মপাল কমলসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহানায়ক, গুরুদত্ত কে?” “সমস্যা।” “পূরণ করিবে কে?” “প্রেম।”

নবম পরিচ্ছেদ।

চক্রের পরিবর্ত্তন।

সন্ধ্যাকালে পথিপার্শ্বে আম্রকুঞ্জে স্থাপিত শিবিরে বসিয়া একজন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ও একজন বর্ষীয়ান্ যোদ্ধা আলাপ করিতেছিলেন। গ্রীষ্মকাল। বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরে তাপ অসহ্য সেইজন্য পান্থদ্বয় বৃদ্ধ-সহকার-তলে শয্যা বিছাইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। কিঞ্চিদ্দূরে বৃক্ষতলে শতাধিক সেনা ও পরিচারক রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিল; বস্ত্রাবাসের চারিকোণে চারিজন অস্ত্রধারী সেনা প্রতীহার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। বৃদ্ধ বলিতেছেন, “প্রভু, জীবনের সকল কার্য্যই শেষ করিয়া আনিয়াছি, একটিমাত্র

অবশিষ্ট আছে।” সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেটি কি?” “কল্যাণীর বিবাহ। কল্যাণীকে গৌড়েশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিলেই, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।” “এইবারে যুদ্ধ শেষ হইবে, স্থতরাং কল্যাণীর বিবাহের অধিক বিলম্ব নাই।” “প্রভু, বহুকাল পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, জ্যোতিষশাস্ত্রে আপনার অসাধারণ অধিকার আছে। কবে কল্যাণীর বিবাহ হইবে, কবে আমার মুক্তি হইবে—অনুগ্রহ করিয়া গণিয়া বলিয়া দিবেন কি?” সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “কল্যাণীকে না দেখিয়া কেমন করিয়া তাহার ভাগ্য গণনা করিব? চল দেশে ফিরিয়া কল্যাণীর ভাগ্য পরীক্ষা করিব।” “প্রভু, আমার মুক্তি কবে হইবে তাহা কি গণিয়া বলিতে পারেন না?” “পারি, তুমি অগ্রসর হইয়া আইস।” বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকটে সরিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ তাঁহার হস্ত পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, “উদ্ধব! কল্যাণী কবে জন্মিয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ আছে?” “আছে; যে বৎসর আশ্বিন মাসের ঝড়ের দিন ভূমিকম্প হইয়াছিল, সেই বৎসর ভূমিকম্পের অর্দ্ধদণ্ড পরে কল্যাণীর জন্ম হইয়াছিল।” সন্ন্যাসী উদ্ধবঘোষের হস্ত পরিত্যাগ করিলেন এবং শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করিয়া ভূমিতে রেখাঙ্কন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, “উদ্ধব, কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।” “অসম্ভব প্রভু! আমার অনুপস্থিতিতে কি কখনও কল্যাণীর বিবাহ হইতে পারে?” “হাঁ, কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, নয় তাহার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে।”

এই সময়ে আম্রকুঞ্জ মুখরিত করিয়া করুণ কোমলকণ্ঠ হইতে সঙ্গীতধ্বনি উঠিল। সন্ন্যাসী কাষ্ঠখণ্ড ফেলিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া গান শুনিতে লাগিলেন। সঙ্গীতধ্বনি ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল। উদ্ধবঘোষ দেখিলেন, একটি কৃষ্ণকায় মলিন ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত শীর্ণদেহ বালক পথ ধরিয়া উত্তর দিকে চলিয়াছে। উদ্ধবঘোষ ও সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ যে পথ অবলম্বন করিয়া গৌড়ে ফিরিতেছিলেন, সে পথ পুরুষোত্তমের পথ। পথে দরিদ্র ভিক্ষুকের অভাব ছিল না, সুতরাং সঙ্গীতধ্বনি তেমন আশ্চর্য্যজনক ছিল না। বিশ্বানন্দ ও উদ্ধবঘোষ গায়কের সুশিক্ষা ও মধুর কণ্ঠ শুনিয়াই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের মধ্যে সচরাচর এমন সুশিক্ষিত ও সুকণ্ঠ গায়ক দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিবিরের নিকটে আসিয়া বালক রাজপথ ছাড়িয়া বস্ত্রাবাসের দিকে আসিতে লাগিল। বালক নিকটে আসিয়া বস্ত্রাবাসের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং আর-একবার গীতটি গাহিল, তাহার পরে ভিক্ষাপাত্র বাহির করিয়া কহিল, "ভিক্ষা দাও।" তখন বিশ্বানন্দ কহিলেন, "বালক! এই দিকে আইস।" বালক তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বৃদ্ধ সহকারের নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, তুমি কে?" "আমি ভিখারী—" "তোমার নাম কি?" "আমার নাম কাণা।" "তোমার কি অন্য কোন নাম নাই?" "না; সবাই ত এই বলিয়া ডাকে।" "তোমার নিবাস কোথায়?" "এখন পথে পথে।" "পূর্ব্বে কোথায় ছিল?" "মা বলিত কোথায়

যেন আমাদের নিবাস ছিল।” “সে কোথায় ?” “তাহা ত জানি না।” “তুমি কোথায় যাইবে ?” “গৌড়ে।” “তোমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি গৌড়ীয়। গৌড়নগরে কি তোমাদের বাস ছিল ?” “তাহা ত জানি না, তবে গৌড়ের নাম করিলে মা কাঁদিত।” “তোমার মাতা ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন কেন ?” “পিতা মরিয়া গেলে অন্নাভাবে।” “তোমাদের কি আর কেহ ছিল না ?” “তাহা ত জানি না। আপনারা কি ভিক্ষা দিবেন ?” “দিব; সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?” “বাবা, অনেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে তাড়াইয়া দেয়।” “তোমার পিতা কি কাজ করিতেন জান ?” “জানি; তিনি রাজার সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধ করিতে গিয়া মরিয়া গিয়াছেন।” “তাহার পর ?” “তাহার পর মা অন্নাভাবে আমাকে কোলে লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইতেন। গ্রামের লোক নিত্য ভিক্ষা দিত না, সেইজন্য মা আমার দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।” উদ্ধবঘোষের শীর্ণগণ্ডস্থল বাহিয়া দুই-এক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল। বিশ্বানন্দের কণ্ঠস্বর গাঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজা কি তোমাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই ?” “যে রাজার জন্য বাবা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইয়াছিল।” “তোমার কেমন করিয়া দিন চলে ?” “ভিক্ষা করিয়া; বাবা, কে যেন দিন চালাইয়া দেয়; কোন দিন ভিক্ষা মিলে; যে দিন মিলে

না, সে দিন কে যেন কোথা হইতে আহার জুটাইয়া দেয়; যখন তৃষ্ণা পায় তখন কে যেন কোথা হইতে আমাকে জলাশয়তীরে আনিয়া রাখিয়া যায়। কে যেন আমাকে পথ দেখাইয়া দেয়, অথচ দূরে দূরে পলাইয়া বেড়ায়, আমি সারাদিন তাহাকে ধরিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াই, তাহার ছায়ামাত্র দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাকে ত দেখিতে পাই না!”

বৃদ্ধ বিশ্বানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ বালককে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। বালক বিস্মিত হইয়া দৃষ্টিহীন নেত্র তাঁহার মুখের দিকে ফিরাইল। বিশ্বানন্দ কহিলেন “বৎস, আমি গৌড়ীয়, আমি সন্ন্যাসী, তুমি কোমল বয়সে অনেক কষ্ট পাইয়াছ, তুমি আমার সহিত গৌড়ে আইস; যদি পারি তাহা হইলে তোমার দুর্ব্বল জীবনের গুরুভার লঘু করিব।” বালক বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “বাবা, তুমি অমন করিতেছ কেন? কত লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কত লোককে এই কথা বলিয়াছি, কেহ বা ভিক্ষা দিয়াছে, কেহ বা প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু কেহ ত তোমার মত কাতর হয় নাই?” বিশ্বানন্দ আবেগভরে বালককে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “বাপ, তুমি আমার সহিত গৌড়ে চল।” অন্ধবালক ক্ষুণ্ণমনে কহিল, “যাইতাম বাবা, কিন্তু এখন ত পারিব না।” উদ্ধবঘোষ অবনত মস্তকে বসিয়া ঘন ঘন চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছিলেন। তিনি বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন যাইবে না?”

বালক কহিল, "আমি এক বুড়ার সঙ্গে তাহাকে পথ দেখাইয়া গৌড়ে লইয়া যাইতেছি। আমি চলিয়া গেলে, খাইতে না পাইয়া সে মরিয়া যাইবে।" বিশ্বানন্দ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি অন্ধ, তুমি আবার কাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাও?" "সে এক বুড়া, চলিতে পারে না; সে বলে যে, সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে গৌড়ে যাইতেছে। আমাকে যে পথ দেখায়, সে তাহাকে পথ দেখায় না; কেন দেখায় না তাহা আমি বুঝিতে পারি না।" "কেন?" "সে বলে যে, সে মহাপাতকী, তাহার জন্য নাকি লক্ষ লক্ষ লোকের জীবননাশ হইয়াছে।" "তাহাকে লইয়া আইস; আমরা তাহাকেও গৌড়ে লইয়া যাইব।" বালক বিশ্বানন্দের বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া পথের দিকে চলিল। বৃদ্ধ উদ্ধবঘোষ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "চল, আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতেছি।" বালক কহিল, "না, পথ দেখাইয়া দিতে হইবে না, সে ছায়ার মত আমার আগে আগে চলিয়াছে, আমি তাহাকে দেখিয়া পথ চিনিয়া লইব।"

বালক গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। উদ্ধবঘোষ কহিলেন, "বেশ গীতটি।" বিশ্বানন্দ উত্তর না দিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বালক জনৈক শীর্ণকায় বৃদ্ধের হস্ত ধরিয়া ফিরিয়া আসিল। বিশ্বানন্দ স্থির নেত্রে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া উদ্ধবঘোষও দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ নিকটে

আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল এবং বিশ্বানন্দের পদদ্বয় আলিঙ্গন করিয়া কহিল, “বিশ্বানন্দ, রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর।” সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি?” বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে কহিল, “আমি বুদ্ধভদ্র।” বিস্মিত হইয়া বিশ্বানন্দ বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবিরের হস্তধারণ করিয়া উঠাইলেন এবং আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সঙ্ঘস্থবির, আপনি এখানে কেন?” “তোমার নিকট আশ্রয়ভিক্ষা করিবার জন্য।” “সে কি কথা! আপনি উত্তরাপথের সঙ্ঘস্থবির, আমি সামান্য চক্ররাজ মাত্র।” “বিদ্রূপ করিও না বিশ্বানন্দ, আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। আমার জন্য সদ্ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, আমার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন বিনষ্ট হইয়াছে! আমাকে আশ্রয় দাও, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে দাও।” বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবির এই বলিয়া পুনরায় সন্ন্যাসীর পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন। বিশ্বানন্দ পুনর্ব্বার তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন; তখন বুদ্ধভদ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন, “বিশ্বানন্দ, আমি সুবর্ণবণিকের পুত্র, বৃদ্ধ বয়সে সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়াও সুবর্ণের লালসা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। বহু অর্থব্যয় হইতেছে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, গুর্জ্জররাজের সহিত সন্ধি করিয়া বিনা অর্থব্যয়ে সদ্ধর্ম্মের কার্য্যসিদ্ধি করিব। বিশ্বানন্দ, বিশ্বাসঘাতকতার ফল ফলিয়াছে। গুর্জ্জর নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারীর রক্তে উত্তরাপথ রঞ্জিত হইয়াছে। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, আমাকে রক্ষা কর। গৌড়েশ্বর ভিন্ন সদ্ধর্ম্মের গতি

নাই, ধর্ম্মপাল ভিন্ন উত্তরাপথের গতি নাই। বিশ্বানন্দ, আমাকে পুনরায় গৌড়েশ্বরের সকাশে লইয়া চল।” সহসা বিশ্বানন্দের মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “চলুন। কিন্তু প্রভু অন্ধবালকের আশ্রয় লইয়াছেন কেন?” “ভাগ্যচক্র, বিশ্বানন্দ! গণনায় দেখিয়াছি; আমার ও তোমার ভাগ্যচক্রের সহিত এই অন্ধবালকের ভাগ্যচক্র আবদ্ধ। যতদিন ইহার সাক্ষাৎ পাই নাই, ততদিন তোমার সন্ধান পাই নাই; যেদিন ইহার সাক্ষাৎ পাইলাম, সেইদিন গণনায় জানিলাম যে, ইহার সহিত গৌড়ের পথে যাত্রা করিলে তোমার সাক্ষাৎ পাইব।” বিশ্বানন্দ ঈষৎ হাস্য করিলেন।

পঞ্চম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেবমন্দিরে।

ঢেক্করী নগরের অনতিদূরে নদীতীরে একটি পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীন দেবালয় ছিল, কালক্রমে বহু নিম্ব অশ্বত্থ বট প্রভৃতি দীর্ঘাকার বৃক্ষ তাহাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; অশ্বত্থবৃক্ষের ভারে মন্দিরের চূড়াটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মন্দিরের ভিতরের শিবলিঙ্গ মন্দির অপেক্ষাও পুরাতন। প্রতিষ্ঠাতা যে নাম দিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গিয়া নাগরিকগণ তাহাকে বুড়াশিব বলিয়া ডাকিত।

বৈশাখ মাস। সমস্ত দিন ভীষণ রৌদ্রে জগৎ দগ্ধ হইয়াছে। অপরাহ্নে বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, মৃতকল্প জগতে জীবনীশক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে। এই সময়ে একজন পথিক নদীতীর অবলম্বন করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আসিতেছিল। তাহার পরিচ্ছদ মলিন, ধূলিধূসরিত, সে ধীরে ধীরে বহুকষ্টে দেহভার বহন করিয়া মন্দিরের দিকে যাইতেছিল। মন্দিরের নিকটে আসিয়া সে ব্যক্তি আর চলিতে পারিল না, একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিল।

এই সময়ে কলহাস্যে দিগন্ত মুখরিত করিয়া কতকগুলি পুরাঙ্গনা কলস কক্ষে লইয়া নদীতীরে আসিতেছিল। পথিক তাহাদিগকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া মন্দিরের নিম্নে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মহিলাগণ নদীর জলে নামিয়া রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। একজন কহিলেন, "আর শুনেছিস্? ধর্ম্মাধিকারের ভগিনীপতি নাকি ফিরিয়া আসিয়াছে?" দ্বিতীয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাধিকারের গৃহে গিয়া ত দেখিতে পাইলাম না?" রঙ্গ-প্রিয়া তৃতীয়া কহিলেন, "ওরে, জামাতা অনেকদিন পরে শ্বশুরগৃহে আসিয়াছিল, সেইজন্য লজ্জায় দিবালোকে মুখ দেখাইতে পারে নাই, সন্ধ্যাকালে আসিয়া রাত্রি-শেষে পলায়ন করিয়াছে।" "তোরা ত কোন কথা জানিস্ না? ধর্ম্মাধিকারের ভগিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে শুনিয়া আমি সেদিন সন্ধ্যাকালে তাহাদিগের গৃহে গিয়াছিলাম।" "সে কত-দিন পূর্ব্বে দিদি?" "অষ্টাহ পূর্ব্বে। গিয়া দেখি মূর্চ্ছা টুর্চ্ছা কিছুই নহে, মাগী মূর্চ্ছার ভান করিয়া উঠানে শুইয়া আছে। শুনিলাম পূজার সজ্জা করিতে করিতে হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঠাকুরাণীর মূর্চ্ছা হইয়াছে। আগাগোড়া সমস্ত মিথ্যা।" বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া পথিক রমণীগণের কথালাপ সমস্তই শুনিল। বিরক্ত হইয়া বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া স্নানের জন্য নদীর জলে নামিল। রমণীগণ দূরে থাকিয়া তাহাকে দেখিল। পথিকের পৃষ্ঠে একটি দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ছিল, তাহা দেখিয়া প্রথমা রমণী দ্বিতীয়াকে কহিল, "ঐ মানুষটার পৃষ্ঠে কত বড়

একটা দাগ দেখিয়াছিস্ ভাই ?” দ্বিতীয়া কহিল, “হাঁ, বোধ হয় ওটা জড়ুল।” পথিক তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্নানান্তে অশ্বত্থমূলে ফিরিয়া গেল।

এই সময়ে চারিজন নীচজাতীয়া রমণী সম্মার্জ্জনী হস্তে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে নগর হইতে নদীতীরে আসিল; তাহাদিগের পশ্চাতে চারিজন পরিচারক পথের ধূলি নিবারণের জন্য কলস হইতে বারিসিঞ্চন করিয়া গেল। রমণীগণ তাহা দেখিয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “কি ভাই, এত উদ্যোগ কেন ?” প্রথমা কহিল, “উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর না কেন ?” দ্বিতীয়া একজন পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এত উদ্যোগ কেন গা ? রাজা আসিবেন নাকি ?” পরিচারিকা সগর্ব্বে উত্তর করিল, “পট্টমহাদেবী গৌড়েশ্বরী দেবদর্শন-মানসে আসিবেন।” প্রথমা উত্তর শুনিয়া মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, “একবার সাধুভাষার ঘটাটা শুনিয়াছিস্ ? রাজবাড়ীর পরিচারিকা কি না, অহঙ্কারে চোখে দেখিতে পাইতেছে না।” দ্বিতীয়া সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পরিচারিকাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাণী আসিবেন, তাঁহার সঙ্গে আর কে কে আসিবেন ?” পরিচারিকা কহিল, “মহারাণীর সঙ্গে ধর্ম্মাধিকারের ভগিনী অমলাদেবী, তাঁহার পত্নী চিত্রমতিকাদেবী এবং রাজপুরীর অন্যান্য দুই-একজন মহিলা আসিবেন।” দ্বিতীয়া তাহা শুনিয়া সোল্লাসে প্রথমাকে কহিল, “দিদি, আজি আর একটু থাকিয়া যা; মহারাণীর সহিত দেখা করিয়া দুই একটা

কথা কহিয়া যাইব।" প্রথমা অবজ্ঞাভরে উত্তর দিল, "তোর ত ভরসা কম নহে, তুই নদীর ঘাটে মহারাণীর সহিত কথা কহিবি? এখনই মহল্লিকারা আসিয়া তোকে দূর করিয়া দিবে।" পরিচারিকাগন তাহাদিগের কথা শুনিতে পাইয়া কহিল, "আপনারা স্বচ্ছন্দে থাকুন, আমাদিগের মহাদেবী তেমন নহেন, তিনি আপনাদিগের সহিত আলাপ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।" প্রথমা পুনরায় মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "দেখ ভাই! ইতর লোকের মুখে সাধুভাষা আমার গায়ে কাঁটার মত বিঁধিতেছে।"

এই সময়ে সাত আট খানি শিবিকা রক্ষীদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মন্দিরের নিকটে আসিল। রক্ষিগণ দূরে দাঁড়াইয়া রহিল, বাহকগণ নদীতীরে শিবিকা নামাইয়া দূরে চলিয়া গেল। কল্যাণী, চিত্রমতিকাদেবী, মঞ্জরীদেবী ও অমলা সখীগণের সহিত জলে নামিলেন। মঞ্জরী উপস্থিত কুলমহিলাদিগের সহিত কল্যাণী ও চিত্রমতিকাদেবীর পরিচয় করাইয়া দিলেন। নূতন পট্টমহাদেবীর অপরূপ সৌন্দর্য্য ও বিনয়-নম্র কথালাপ দেখিয়া শুনিয়া ঢেক্করীর নাগরিকাগণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেল। অমলাদেবী স্নানান্তে দূরে দাঁড়াইয়া পূজা করিতেছিলেন, তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিলেন না। স্নান শেষ হইলে মহাদেবী ও অন্যান্য মহিলাগণ আর্দ্র বস্ত্রে মহাদেবের মন্দিরে গমন করিলেন। নাগরিকাগণ নগরে ফিরিল। পথে যাইতে যাইতে প্রথমা দ্বিতীয়াকে কহিল, "মাগীর অহঙ্কার দেখিয়াছিস্, আমা-

দিগের সহিত একটাও কথা কহিল না।” দ্বিতীয়া কহিল, “মহারাণীর মত মানুষ কিন্তু ভাই দেখা যায় না।” তাহা শুনিয়া প্রথমা দন্তে অধরোষ্ঠ চাপিয়া “হুঁ” বলিলেন।

কল্যাণী ও অন্যান্য মহিলাগণ দেবদর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলেন, কিন্তু অমলা তখনও গর্ভগৃহে রহিলেন। কল্যাণী মন্দিরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি, তুমি ঠাকুরের কাছে নিত্য নিত্য এত কি প্রার্থনা কর?” মন্দিরাভ্যন্তর হইতে অমলাদেবী কহিলেন, “দেবি, আমি কি প্রার্থনা করি, তাহা তুমি কি বুঝিবে? ভগবান্ করুন যেন কখনও তোমাকে তাহা বুঝিতে না হয়।” কল্যাণী ক্ষুণ্ণমনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “নিত্য নিত্য কি প্রার্থনা কর বলনা?” অমলাদেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “দেবি, তুমি বালিকা, আমি নিত্য এই মন্দিরে আসিয়া দেবাদিদেবের চরণে এই নিবেদন করি,—দেব, আমার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আর আমার মোহ নাই, বাসনা নাই, আমি যেমন ভাবে ছিলাম সেই ভাবে আমাকে রাখিয়া দাও, আমার সেই অবস্থা ফিরাইয়া দাও। আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না, সম্পদ চাহি না, আর কখনও অলঙ্কার চাহিব না—।” বলিতে বলিতে অমলাদেবীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল। কল্যাণী অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অমলা গর্ভগৃহের বাহিরে আসিলেন। রক্ষীদিগের দ্বারা পরিবৃত শিবিকাগুলি নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত পথিক মন্দির-

শীর্ষের অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিল, সে রক্ষিগণের ভয়ে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল ; বৃক্ষে থাকিয়া সে অমলা ও কল্যাণীর সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিল। সে নামিয়া আসিয়া বুড়াশিবের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, "দেব, বল দাও, অমলার দুঃখ আর সহ্য হয় না। আমার মনে বল দাও, নতুবা হয়ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। গৌড়েশ্বরের কার্য্যে জীবনপণ করিয়াছি, বহু শোণিতপাত করিয়াছি, কিন্তু প্রভু, অদৃষ্টদোষে আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। কবে হইবে তাহা বলিতে পারি না। দেবাদিদেব মহাদেব, তুমি অন্তর্যামী, আমার মনে বল দাও। যে অলঙ্কারের জন্য সাধের সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে অলঙ্কার সংগ্রহ না করিয়া অমলাকে মুখ দেখাইব না, মনে বল দাও প্রভু!"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে অন্ধকারে তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া একজন কহিল, "গুরুদত্ত, গৃহে ফিরিয়া চল, আমি অলঙ্কার দিব।" গুরুদত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্দিরদ্বারে বহু উল্কা জ্বলিয়া উঠিল, গুরুদত্ত উজ্জ্বল আলোকে বিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে, মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাগ্য গণনা।

রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ যখন ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গুর্জ্জররাজ্য আক্রমণ করিলেন, তখন গুর্জ্জর-সেনা গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু কান্যকুব্জ রাজ্য রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। ভীষ্মদেব, জয়বর্দ্ধন, বিমলনন্দী ও রণসিংহ পুনরায় বারাণসীভুক্তি আক্রমণ করিলেন। প্রমথ-সিংহ গৌড়রাজ্য রক্ষার্থ শোণতীরে নূতন মৃন্ময়দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। মহাকুমার বাক্‌পাল দ্বিতীয় সেনাদল লইয়া মণ্ডলাদুর্গে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গুরু-দত্ত অথবা সর্ব্বানন্দ, উদ্ধবঘোষ, কমলসিংহ এবং কল্যাণীদেবীর সহিত গৌড়েশ্বর দীর্ঘকাল পরে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পট্টমহাদেবীকে লইয়া নবীন সম্রাট্ রাজধানীতে ফিরিতে-ছেন শুনিয়া রাঢ় ও বরেন্দ্রমণ্ডলের প্রজাবৃন্দ মহা সমারোহে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার আয়োজন করিল। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রজাবৃন্দ গৌড়েশ্বর ও গৌড়েশ্বরীর আগমনের দিনে নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি মহোৎসব আরম্ভ করিয়া দিল। গৌড়-নগরে সম্রাটের বিবাহ ও রাজধানীতে আগমনের সংবাদ যথা-সময়ে প্রচারিত হইল। গৌড়ীয় নাগরিকগণ গৌড়েশ্বর ও পট্টমহাদেবীর অভ্যর্থনার জন্য বিশাল সমারোহের উদ্যোগ

করিল। নগরসজ্জা আরম্ভ হইয়াছে, রাজপথসমূহে শত শত দারুময় তোরণ নির্ম্মিত হইতেছে, নাগরিকগণ স্ব স্ব গৃহের জীর্ণ-সংস্কার করিয়াছে। সম্রাটের আগমনের দিনে রাজমাতা দেদ্দ-দেবী গৌড়নগরের নাগরিক ও নাগরিকাগণকে ভোজন করাই-বেন, মহামন্ত্রী গর্গদেব তাহার আয়োজন করিতেছেন। গৌড়ে সকলেই প্রফুল্লমনে মহোৎসবে যোগদান করিয়াছে। এই সময়ে একদিন প্রভাতে জনৈক স্থূলকায় ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ বদনে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে ব্রাহ্মণ দেখিতে পাই-লেন যে, প্রাসাদের দিক হইতে একজন দাসী পূজার সজ্জা লইয়া কোন মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, "মাধবী, বলি ও মাধবী!" দাসী কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুতপথে চলিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ তখন ক্ষিপ্রগতিতে তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দাসী দ্রুততরবেগে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ হ্রস্বাকার এবং স্থূলকায়, স্থতরাং তাঁহার দ্রুতগতি ক্রমে ধাবনে পরিণত হইল। দাসী তাহার পদশব্দ শুনিয়া হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ব্রাহ্মণ যখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে দাসীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে, শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইয়াছে। দাসী তাঁহাকে দেখিয়া ক্রোধের ভান করিয়া কহিল, "কে রে? কে তুই? জানিস্ আমি রাজবাড়ীর দাসী? রাজবাড়ীর লোকে

এখনই মারিতে মারিতে তোর বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিবে।” ব্রাহ্মণের বাক্‌শক্তি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি কহিলেন, “মাধবি, আমার সময়টা এখন বড়ই মন্দ, সময়ের গুণে সবই হয়, তুমিও আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, সেই জন্য প্রভাতে উঠিয়া ভাগ্য গণাইতে চলিয়াছি।” “কি হইয়াছে বল দেখি?” “দেখ, অতবড় রাজাটাকে গৌড়ে লইয়া আসিলাম; ভাবিয়াছিলাম সে কান্যকুব্জের রাজা হইলে কোন্ না আমাকে দুই দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিবে। আমার সময় মন্দ বলিয়া সে রাজা হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল।” “তা বটে।” “আবার দেখ, সকলেই জানিত যুদ্ধ শেষ হইলে মহারাজের বিবাহ হইবে। এখন শুনিতেছি, মহারাজের নাকি বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ফলাহার, দক্ষিণা, দান, উপহার, পুরস্কার, সমস্ত ভরসাই গেল।” “ফলাহার ত একদিন মিলিবে।” “কোথায় অষ্টাহ, আর কোথায় একদিন! মাধবি, আমার সময় বড়ই মন্দ পড়িয়াছে, সেই জন্য দৈবজ্ঞের গৃহে যাইতেছি। ভাগ্য গণাইয়া গ্রহ-শান্তি করাইতে হইবে। তুমি কোথায় যাইবে?” “প্রভাতে আর কোথায় যাইব—মন্দিরে।” “তবে চল আমিও সেই দিকে যাইব।” উভয়ে রাজপথ ধরিয়া দক্ষিণদিকে চলিল। কিয়দ্দূর গিয়া মাধবী দেখিতে পাইল যে, একজন জটাজূটধারী সন্ন্যাসী আসিতেছে। মাধবী তাহাকে কহিল, “ঠাকুর, ইনি আমার প্রভু, ইনি বড় বিপদে পড়িয়াছেন, আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া ইঁহার ভাগ্য পরীক্ষা করিবেন?”

সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “তুমি ভাবিতেছ কেন? গৌড়েশ্বরের প্রকৃত বিবাহ হয় নাই। মাত্র গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছে। দক্ষিণাপথের রাজকন্যার সহিত ধর্ম্মপালের বিবাহ হইবে। তখন তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। মন হইতে পাপচিন্তা দূর কর, হৃদয় প্রশস্ত কর, মহাপুরোহিত পদের উপযুক্ত হও।” পুরুষোত্তম ও মাধবী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পথের মাঝে দাঁড়াইয়া রহিল, সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। যখন পুরুষোত্তমের জ্ঞান হইল, তখন তাহারা উভয়ে বহু সন্ধান করিয়াও সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিত্রতার মূল্য।

গুর্জ্জরসেনা যেমন বিদ্যুদ্বেগে আসিয়াছিল, তেমনই বিদ্যুদ্বেগে অন্তর্হিত হইল। নাগভট্ট আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত গুর্জ্জরসেনা মরুভূমিতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বিমলনন্দী ও জয়বর্দ্ধন অবলীলাক্রমে বারাণসী ও প্রতিষ্ঠান পুনরধিকার করিলেন। ক্রমে চক্রায়ুধের সমগ্র অধিকার গৌড়ীয় সামন্তগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইল। গৌড়েশ্বর সামন্তচক্রসমভিব্যাহারে গৌড়নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গৌড়েশ্বরের বিবাহ। গৌড় নগর উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। সমগ্র সাম্রাজ্য—রাঢ় বঙ্গ মগধ ও গৌড়—উৎসুক-চিত্তে নবীন সম্রাটের বিবাহ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে। সম্রাটের সহিত বৃদ্ধ উদ্ধব ঘোষ কল্যাণীকে লইয়া গৌড়ে আসিয়াছেন। প্রমথসিংহ, রণসিংহ, কমলসিংহ প্রমুখ রাঢ়ীয় সামন্তরাজগণ কল্যাণীর বিবাহের অপেক্ষায় গৌড়ে আছেন; বিবাহ সম্পন্ন হইলেই, তাঁহারা মহাকুমার বাক্‌পালের সহিত গুর্জ্জররাজ্য আক্রমণ করিতে যাইবেন। প্রতিদিন রাজসভায় কলিঙ্গ, ওড্র, কামরূপ ও চেদিরাজগণের দূতসমূহ উপহার-সম্ভার লইয়া উপস্থিত হইতেছে। অদ্য রাজসভায় মহাসমারোহ, রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দের দূত যুদ্ধের সমাচার লইয়া দক্ষিণাপথ হইতে গৌড়ে আগমন করিয়াছেন। সম্রাট্ সভায় তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন, সেই জন্য পাত্র মিত্র কর্ম্মচারী সেনানী ও সৈনিকগণ প্রত্যূষে রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। নাগরিকগণ দলে দলে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, পুরমহিলাগণ শুভ্র লাজ ও শ্বেতপুষ্প বর্ষণ করিয়া ধূসরবর্ণ রাজপথ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছেন।

যখন তোরণে তোরণে দিবসের প্রথম প্রহরান্তে মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন নগর-প্রান্তের শিবির হইতে সপ্তদশজন অশ্বারোহী নগর-তোরণে প্রবেশ করিল। সর্ব্ব-প্রথমে গৌড়ের মহাপ্রতীহার পদব্রজে চলিয়াছেন, তাঁহার পরে দ্বাদশজন দণ্ডধর সুবর্ণদণ্ড হস্তে চলিয়াছে। তাহা-

দিগের পরে শ্বেতবর্ণ বনায়ুজ অশ্বপৃষ্ঠে শুভ্রবর্ম্মাবৃত রাষ্ট্রকূট রাজদূত, তাঁহার পশ্চাতে শ্বেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে শুভ্রবর্ম্মাবৃত ষোড়শজন রাষ্ট্রকূট অশ্বারোহী এবং সকলের শেষে দলে দলে গৌড়ীয় অশ্বারোহী। মহাপ্রতীহার নগরে প্রবেশ করিবামাত্র সহস্র সহস্র মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র তূরী ও ভেরীর শব্দে নাগরিকগণের কর্ণ বধির হইল বাতায়ন ও গবাক্ষ হইতে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় রাশি রাশি শ্বেতপুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল।

শোভাযাত্রা যখন প্রাসাদের তোরণে পৌঁছিল, তখন অশ্বারোহিগণ অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন। প্রাসাদ তোরণে মহানায়ক প্রমথসিংহ ও মহামন্ত্রী গর্গদেব তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্বেতপুষ্প ও মুক্তার সুদীর্ঘ চন্দ্রাতপতল দিয়া মহাপ্রতীহার ও রাজদূত রক্ষিগণে পরিবৃত হইয়া সভামণ্ডপের দ্বারে আসিলেন। মণ্ডপের তোরণে কান্যকুব্জরাজ মহারাজাধিরাজ চক্রায়ুধদেব ও মহাকুমার পরম ভট্টারক মহারাজ শ্রীবাক্‌পালদেব তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। চক্রায়ুধ ও বাক্‌পাল দূতকে মধ্যে লইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভামণ্ডপে সমবেত জনসঙ্ঘ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল, সেনানী ও সৈনিকগণ অসি কোষমুক্ত করিয়া অভিবাদন করিল, সহস্র সহস্র শঙ্খ ঘণ্টা ও তূরী বাজিয়া উঠিল।

রাজদূত সিংহাসনের বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তরবারি কোষমুক্ত করিয়া সম্রাটের চরণতলে স্থাপন করিলেন। বাক্‌পাল ও চক্রায়ুধ স্ব স্ব অসি কোষমুক্ত করিয়া ললাটে স্পর্শ করাইলেন। সম্রাট্ রাজদূতের অসি নিজ মস্তকে স্পর্শ করাইয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং নিজ খড়্গ কোষ হইতে বাহির করিয়া তিন্ জনকেই অভিবাদন করিলেন। গৌড়েশ্বরের পিতৃদত্ত অসি গুর্জ্জরযুদ্ধে ভগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মপাল তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। ভগ্নশীর্ষ অসি দেখিয়া গৌড়ীয় সেনাগণ তুমুল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সামরিক রীতির অভিবাদনে সহস্র সহস্র অসি কোষমুক্ত হইয়া সূর্য্যকিরণে জ্বলিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া সপ্তদশ রাষ্ট্রকূটবীরের অসিও অভিবাদনের জন্য কোষমুক্ত হইল, সৈনিক ও নাগরিকগণ পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তদনন্তর সম্রাটের আদেশে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজদূত বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "গৌড়েশ্বর, ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দ, গোবিন্দের কৃপায় দক্ষিণাপথের যিনি একমাত্র অধীশ্বর, নারায়ণের কৃপায় যিনি গুর্জ্জর-সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন, কেশিমথনের দাসানুদাস গোবিন্দ আপনাকে কিঞ্চিৎ উপহার প্রেরণ করিয়াছেন।" দূতের ইঙ্গিতে গৌড়ীয় মহাপ্রতীহার সভামণ্ডপের বাহির হইতে চারিজন উপহারবাহী রাষ্ট্রকূট-পরিচারককে ডাকিয়া আনিলেন। তাহারা বেদীর সম্মুখে চারিটি গুরুভার আধার স্থাপন করিল। রাষ্ট্রকূটদূত স্বহস্তে আধারের আবরণ মোচন করিলেন, গৌড়েশ্বর ও সমবেত সভা-

সদগণ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে আধার-চতুষ্টয় শত শত ভগ্ন অসি ও শিরস্ত্রাণে পরিপূর্ণ। এই সময়ে বৃদ্ধ ভীষ্মদেব আসন ত্যাগ করিয়া বেদীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দূতকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "দূতপ্রবর, আজ গৌড়েশ্বর সম্মানিত, ইহাই বীরের উপযুক্ত উপহার। মহারাজাধিরাজ রাষ্ট্রকূটরাজ গুর্জ্জরযুদ্ধে লব্ধ ধনরত্ন মিত্রকে উপহার দিয়াছেন।" গৌড়েশ্বর আসন ত্যাগ করিয়া অভিবাদন করিলেন। জনসঙ্ঘ উঠিয়া রাষ্ট্রকূটরাজের অপূর্ব্ব উপহারকে অভিবাদন করিল। গৌড়েশ্বর উপবেশন করিলে, রাষ্ট্রকূটরাজদূত পুনরায় কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দ, দাসানুদাসের মুখে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, নাগভট্টের রাজ্য প্রায় অধিকৃত হইয়াছে, মরুবেষ্টিত ভিল্লমালনগরী তাঁহার করতলগত হইলে দ্বিতীয় দূত আসিবে।" ধর্ম্মপাল কহিলেন, "উত্তম! রাষ্ট্রকূটরাজের নিকটে আমি দুশ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ আছি।" "মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের সেনানায়ক বিমলনন্দী ও জয়বর্দ্ধন যমুনা ও চর্ম্মণ্বতীর মধ্যে বার বার গুর্জ্জরগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বাহুবলে পঞ্চনদের গুর্জ্জর-নায়কগণ নাগভট্টের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাষ্ট্রকূটরাজের সমস্ত সেনা নাগভট্টের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দ সবিনয়ে গৌড়েশ্বরকে পঞ্চনদে নূতন সেনা প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, গান্ধার হইতে কীর পর্য্যন্ত বিজিত হইলে গুর্জ্জররাজচক্র অতি শীঘ্র দন্তে তৃণ ধারণ করিবে।" "দূতপ্রবর, বাক্‌পাল অতি শীঘ্র লক্ষাধিক

সেনা লইয়া পঞ্চনদ আক্রমণ করিবে'।” “মহারাজাধিরাজের জয় হউক। ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দ মিত্ররাজ গৌড়েশ্বরের নিকট একটি প্রার্থনা জানাইয়াছেন, গৌড়েশ্বর-সমীপে তাঁহার একটি ভিক্ষা আছে।” “দূতপ্রবর, রাষ্ট্রকূটরাজ বোধ হয় আমাকে উপহাস করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহে আজি আমি উত্তরাপথের অধীশ্বর, তাঁহার অনুগ্রহে আজি ভণ্ডীর বংশধর কান্যকুব্জ-সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁহারই জন্য সুন্দর গৌড়ীয় সাম্রাজ্য শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইতে পারে নাই, তিনি আমার নিকট কি প্রার্থনা করিবেন?” “মহারাজাধিরাজ, দাস দূত মাত্র, রাজ্যেশ্বর যদি রাজ্যেশ্বরকে উপহাস করিয়া থাকেন তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমার নাই। গৌড়েশ্বর, ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দ সত্য সত্যই গৌড়েশ্বরের সমীপে কিঞ্চিৎ যাজ্ঞা করিয়াছেন।”

ধর্ম্মপাল সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কোষ হইতে অসি ও মস্তক হইতে মুকুট গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রকূটরাজদূতের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, “দূত, মুকুটাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ দ্রব্য রাজার আর কিছুই নাই, খড়্গ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই নাই; যদি গোবিন্দের আবশ্যক হয় তাহা হইলে পিতৃদত্ত মুকুট এবং বহু গুর্জ্জরযুদ্ধে ভগ্ন অসি রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপিত হইবে।” সভাসদ্‌গণ বিস্মিত হইয়া ধর্ম্মপালের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহার উক্তি শেষ হইলে সকলে সমস্বরে জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিল। রাষ্ট্রকূটদূত মুকুট ও খড়্গ গৌড়েশ্বরের

হস্তে ফিরাইয়া দিয়া অভিবাদন করিলেন এবং অতি বিনীভাবে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দের প্রার্থনা অতি সামান্য—"

এই সময়ে মণ্ডপের তোরণে কোলাহল উত্থিত হইল। গৌড়েশ্বর দূতের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কহিলেন, "দূতপ্রবর, গোবিন্দের প্রার্থনা যাহাই হউক না কেন তাহা পূর্ণ হইবে।" এই সময়ে জনৈক কৃশকায় বৃদ্ধ দ্রুতপদে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "মহারাজ, সর্ব্বনাশ করিবেন না, সর্ব্বনাশ করিবেন না।" ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কি বলিতেছ?" বৃদ্ধ সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আমি বিশ্বাসঘাতক, আমি নরঘাতী, আমি বুদ্ধভদ্র।" ধর্ম্মপাল ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে? সঙ্ঘস্থবির? আপনি গৌড়রাজ্যে কেন? গুর্জ্জররাজ কি দূত প্রেরণ করিয়াছেন?" বৃদ্ধ মস্তক উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "গৌড়েশ্বর, তুমি বালক, বৃদ্ধকে উপহাস করিও না। আমি সঙ্ঘস্থবির নহি, নরঘাতক পিশাচ, ভগবান্ বুদ্ধ আমার শাস্তি বিধান করিয়াছেন। চক্রের পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি নাই। আমি বণিকের পুত্র, স্বর্ণের লালসায় অন্ধ হইয়া গুর্জ্জররাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। সহস্র সহস্র নরনারীর রক্তস্রোতে আর্য্যাবর্ত্ত প্লাবিত করিয়া আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। বৃদ্ধকে উপহাস করিও না। তুমি গৌড়েশ্বর হইলে কি হয়,

সামান্য জীবের ন্যায় তুমিও চক্রে আবদ্ধ। আপনার সর্ব্বনাশ করিও না, গোবিন্দের প্রার্থনা পূরণ করিও না, তাহা হইলে জন্মের মত শান্তি হারাইবে—ইহাই বিধিলিপি।"

এই সময়ে বিশ্বানন্দ সিংহাসনের নিকটে গিয়া বৃদ্ধকে কহিলেন, "সঙ্ঘস্থবির, আপনি কি বলিতেছেন?" বৃদ্ধ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কহিলেন, "সত্য কহিতেছি, গণনা মিথ্যা হইবার নহে; গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল, তুমি যদি অদ্য ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দের প্রার্থনায় কর্ণপাত কর, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।" গৌড়েশ্বর ধীর স্বরে কহিলেন, "সঙ্ঘস্থবির, আপনি গৌড়রাজ্যের মিত্র কি শত্রু তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ আমার রক্ষাকর্ত্তা, তিনি আর্য্যাবর্ত্তের পরিত্রাতা, তাঁহাকে অদেয় আমার কিছুই নাই, আমি এইমাত্র মহারাজাধিরাজ গোবিন্দের প্রার্থনা পূরণ করিব স্বীকার করিয়াছি।" বৃদ্ধ ধীরে ধীরে অবনত মস্তকে কহিলেন, "ধর্ম্মপাল, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়; আমি কীটাণুকীট, চক্রের গতি-রোধ করি আমার কি সাধ্য আছে?" বৃদ্ধ এই বলিয়া ধীরে ধীরে সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গৌড়েশ্বর রাষ্ট্রকূটরাজদূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দূতপ্রবর, রাষ্ট্রকূটরাজ কি প্রার্থনা করেন?" দূত কহিলেন, "গৌড়েশ্বর, ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দের প্রার্থনা এই যে, গৌড়েশ্বর এক রাষ্ট্রকূট-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গৌড়-সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবীরূপে গ্রহণ করেন।"

পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় সিংহাসনে পতিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোক্ষমার্গ।

সভামণ্ডপে গৌড়েশ্বর যখন রাষ্ট্রকূটরাজদূতের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন, তখন মহাদেবী দেদ্দদেবী কল্যাণীদেবী ও অমলা অন্তঃপুরে লোকনাথের মন্দিরের সম্মুখে মণ্ডপে উপবেশন করিয়া পুরমহিলাদিগের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। সেই সময়ে একজন মহল্লিকা আসিয়া মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া কহিল, "দেবি, জনৈক ভিক্ষু দেবদর্শন মানসে অন্তঃপুরের তোরণে দাঁড়াইয়া আছেন, আপনারা লোকনাথের মন্দিরে আছেন শুনিয়া অন্তঃপ্রতীহার তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারিতেছেন না। ভিক্ষু, মহাদেবী ও পট্টমহাদেবীর সমীপে দেব-দর্শন-বাঞ্ছা জ্ঞাপন করিতে কহিয়াছেন।" দেদ্দদেবী কহিলেন, "ভিক্ষু দেবদর্শনে আসিবেন ইহাতে দোষ কি? তুমি অন্তঃ-প্রতীহারকে পথ ছাড়িয়া দিতে বল।" মহল্লিকা পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। দেদ্দদেবী তখন পুরমহিলাদিগের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন।

সেদিন যুদ্ধের কথা হইতেছিল। 'গুর্জ্জরযুদ্ধে বহু গৌড়ীয় বীর প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল, তাহাদিগের স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। যে যে যুদ্ধে তাহারা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল, সেই সকল যুদ্ধের কথা তাঁহারা সাশ্রুনেত্রে বলিতেছিলেন। মহাদেবী, বাকৃপাল কর্ত্তৃক গুর্জ্জর রাজ্য আক্রমণের কথাই বলিতেছিলেন। এইবার গৌড়ীয় সেনা কান্যকুব্জ পার হইয়া বহু দূরে যাইবে। ইতিহাসপুরাণবিশ্রুত শতদ্রু বিপাশা ও ইরাবতী পার হইয়া সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। যাহারা যাইবে তাহাদিগের কয়জন ফিরিবে? ধর্ম্মপালের সহিত যাহারা চক্রায়ুধের রাজ্য উদ্ধার করিতে গিয়াছিল, তাহাদিগের অর্দ্ধেকও ফিরে নাহি, যাহারা ফিরিয়াছিল, তাহারা মগধে গৌড়ে এবং রাঢ়ে স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। রাষ্ট্রকূটরাজ-সাহায্যে যুদ্ধ জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু চারিদিকে হাহাকার ব্যতীত অন্য শব্দ শুনা যায় না। বাকৃপালের সহিত যাহারা পঞ্চনদে যাইবে তাহারা পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। একজন বিধবার চারি পুত্র সমরক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছে, কনিষ্ঠ পুত্র মহাকুমারের সহিত যুদ্ধে যাইবে বলিয়া মাতার নিকট বিদায় লইয়াছে। অভাগিনী মাতা সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মহাদেবীর আশ্রয়ে আসিয়াছে। এই সময়ে একজন ভিক্ষু লোকনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্দিরাভ্যন্তর হইতে গম্ভীর মধুর কণ্ঠে লোকনাথসাধন উচ্চারিত হইতে লাগিল :—

"লোকনাথং শশিপ্রভং
হ্রীঃ কারাক্ষরসম্ভূতং জটামুকুটমণ্ডিতং
বজ্রধর্ম্মজটান্তঃস্থং অশেষরোগনাশনং
বরদং দক্ষিণে হস্তে বামে পদ্মধরং তথা
ললিতাক্ষেপসংস্থং তু মহাসৌম্যং প্রভাস্বরং
বরদোৎপলকা সৌম্যা তারা দক্ষিণতঃ স্থিতা
বন্দনা দণ্ডহস্তস্তু হয়গ্রীবোথ বামতঃ
রক্তবর্ণো মহারৌদ্রো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর প্রিয়ঃ
ওঁ হ্রীঃ স্বাহা।"

সে শব্দ শ্রবণ মাত্র রমণীগণের কথালাপ বন্ধ হইয়া গেল। দুই একজন পুরমহিলা মন্দিরের নিকটে আসিয়া স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুর পূজা দেখিতে লাগিলেন। পূজা সমাপ্ত হইলে ভিক্ষু মন্দিরের বাহিরে আসিয়া অবনত মস্তকে প্রস্থান করিতেছিলেন, এই সময়ে যে বিধবা রমণীর চারি পুত্র হত হইয়াছে, সে ভিক্ষুর সম্মুখে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ভিক্ষু বাধা পাইয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি চাও?" রমণী কহিল, "প্রভু, অভাগিনীর চারি পুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, সর্ব্বশেষে পঞ্চম পুত্র মহাকুমারের সেনাদলে যোগদান করিয়াছে, সে কি ফিরিবে?" "মা, আমি কেমন করিয়া বলিব?" "প্রভু, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, আমি অনাথিনী, এই যুদ্ধে আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমার সংসার ছিল, গুর্জ্জর যুদ্ধে তাহা ছারখার হইয়া গিয়াছে। প্রভু, তিনটি

বিধবা বধূ, আর বৃদ্ধ বয়সের শেষ অবলম্বন অন্ধের যষ্টি সপ্তদশ বর্ষীয় বালক লইয়া বাস করিতেছিলাম, রাজার আহ্বানে সেও যুদ্ধে চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে বুকের ভিতরে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু সে বন্ধন ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রভু, সে কি আর আসিবে না? বলুন, আপনার কথা অচল।” রমণী এই বলিয়া ভিক্ষুর পদযুগল ধারণ করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণের পাষাণে মস্তক ঠুকিতে লাগিল। তখন ভিক্ষু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “মা, অধীরা হইও না, উঠ।” রমণী উঠিল, তাহার কপাল কাটিয়া গিয়াছিল, রক্তধারায় শুভ্র বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। ভিক্ষু কহিলেন, “মা, তোমার হাত দেখাও।” রমণী তাহার বাম হস্ত প্রসারিত করিল, ভিক্ষু তাহা পরীক্ষা করিয়া মন্দিরের পাষাণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে বসিয়া রেখাঙ্কন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পুরমহিলাগণ আসিয়া ভিক্ষু ও পূর্ব্বোক্তা রমণীকে বেষ্টন করিলেন, সকলেই ভাগ্যগণনার জন্য ব্যস্ত। ভিক্ষু কিয়ৎক্ষণ পরে গণনা শেষ করিয়া কহিলেন, “মা, কোন ভয় নাই, তোমার কনিষ্ঠপুত্র ফিরিয়া আসিবে।” রমণী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভিক্ষুর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে দুই দণ্ড অতিবাহিত হইয়া গেল; ভিক্ষু মহিলাগণের হস্ত পরীক্ষা করিয়া ভাগ্যফল বলিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে অমলাদেবী কল্যাণীদেবীর হস্তধারণ করিয়া ভিক্ষুর নিকটে আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পুরমহিলাগণ পথ ছাড়িয়া

দিলেন। অমলাদেবী কহিলেন, "ঠাকুর! অনুগ্রহ করিয়া এই বালিকাটির ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" ভিক্ষু কল্যাণী-দেবীর বাম হস্ত লইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মহাদেবীর জয় হউক, আপনি গৌড়েশ্বরী।" অমলাদেবী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, ইঁহার এখনও বিবাহ হয় নাই।" "তথাপি ইনি গৌড়েশ্বরী। দেবি! আপনি শীঘ্রই গৌড় সিংহাসনে পট্টমহাদেবীরূপে অভিষিক্তা হইবেন।" "ঠাকুর, ইঁহার ভবিষ্যতে আর কি দেখিতে পাইতেছেন?" "দেবি, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, অনিশ্চিত কর্ম্মফলের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু বর্ত্তমান উজ্জ্বল। মহাদেবি, শত শত জন্মের সুকৃতির ফলে জীব এমন অদৃষ্ট লইয়া জগতে আসিয়া থাকে। সহস্র সহস্র করকোষ্ঠি গণনা করিয়াছি, কিন্তু এমন রেখাঙ্কন কখনও দেখি নাই। দেবি! মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনার জন্ম হইয়াছে। আপনার দ্বারা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের কল্যাণ সাধিত হইবে। দেবি, সার্দ্ধ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আচার্য্যগণ শাক্যসিংহ বোধিসত্ত্বের কোষ্ঠি গণনা করিয়া এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। শত শত জীবন আর্ত্ত দরিদ্র বিপন্ন-ত্রাণের জন্য উৎসর্গ করিয়া গৌতম মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল সত্ত্বের মোক্ষমার্গ নির্দ্দেশ করিয়া-ছিলেন। দেবি, আপনি নির্ব্বাণের পথে; আপনি বালিকা, কিন্তু সত্বর আপনি জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি অতিক্রম করিবেন, অনন্তজালচক্রে আপনার পরিক্রমণ শেষ হইয়া আসি-

তেছে। নির্ব্বাণ-মার্গের উদ্দেশ পাইয়া বৃদ্ধ ভিক্ষুকে বিস্মৃত হইবেন না।”

বৃদ্ধ বলিতে বলিতে কল্যাণীদেবীর চরণযুগল জড়াইয়া ধরিল। অমলাদেবী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “ঠাকুর, কর কি? বালিকার অকল্যাণ করিও না।” ভিক্ষু কহিলেন, “রমণি, এই বালিকা সামান্য নহে, একদিন শত শত ভিক্ষু, স্থবির, মহাস্থবির, ও অর্হৎ ঐ চরণযুগলের উদ্দেশ্যে নতশির হইবে। শুন দেবি, সময় নিকট, কোমলহৃদয় দৃঢ় কর, তুমি অনন্তশূন্যের তোরণে উপস্থিত, আমি লক্ষ যোজন দূরে থাকিয়া তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি। দেবি, মহাশূন্যের দ্বারচিররুদ্ধ, আত্মোৎসর্গ ব্যতীত তাহা মুক্ত হয় না। পরীক্ষা সন্নিকট, প্রস্তুত হও। হৃদয় কঠিন কর। দেবি, সর্ব্বার্থসিদ্ধি করিয়া বৃদ্ধকে মনে রাখিও, জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণ দর্শন পাই।” বৃদ্ধভিক্ষু কল্যাণী দেবীকে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। কল্যাণী ও অমলা বিস্মিতা হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই সময়ে মহাদেবী দেদ্দদেবী তাঁহাদের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “অমলা, কি হইয়াছে?” অমলাদেবী কহিলেন, “দেবি, বৃদ্ধ ভিক্ষু দুইবার কল্যাণী দেবীকে প্রণাম করিলেন এবং কত কথা কহিয়া গেলেন তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।” “কি কথা?” “মোক্ষ, নির্ব্বাণ, এই সমস্ত।” “অমঙ্গলের কথা কিছু বলেন নাই ত?” “দেবি, মঙ্গল কি অমঙ্গল তাহা কিছু বুঝিলাম না।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রগৃহ।

সন্ধ্যাকালে গৌড়নগরে রাজপ্রাসাদে গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি কক্ষে মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর, মন্ত্রী নায়ক ও সামন্তগণে বেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন। দূরে স্বতন্ত্র আসনে মহাস্থবির বুদ্ধভদ্র ও চক্ররাজ বিশ্বানন্দ আসীন রহিয়াছেন। সকলেরই মুখ গম্ভীর ও দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট। সম্রাট্ সামান্য কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার কপোল দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন, পার্শ্বে মহাকুমার বাক্‌পাল অলিন্দের স্তম্ভে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সম্রাটের সম্মুখে বৃদ্ধমন্ত্রী গর্গদেব অবনত মস্তকে বসিয়া আছেন। সামন্তচক্রের সম্মুখে রাঢ়রাজ রণসিংহ, প্রমথসিংহ ও কমলসিংহ আসীন, সকলের পশ্চাতে বৃদ্ধ উদ্ধবঘোষ উপবিষ্ট।

বহুক্ষণ পরে বিশ্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কি করিবেন স্থির করিলেন? সমস্যা পূরণের অধিক সময় নাই। এখনই রাষ্ট্রকূটরাজদূত গৌড়েশ্বরের উত্তর শ্রবণের জন্য সভায় আগমন করিবেন, তাঁহাকে উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হউন।" গৌড়েশ্বর ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়া কহিলেন, "কি উত্তর দিব প্রভু, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।" বিশ্বানন্দ কহিলেন "গৌড়েশ্বর, দুইটি মাত্র পথ দেখিতেছি, প্রথম পথ সরল—ইহার অর্থ রাষ্ট্রকূটরাজের প্রার্থনা পূরণ এবং রঘুসিংহের কন্যাকে প্রত্যাখ্যান; দ্বিতীয় পথ বন্ধুর—

ইহার অর্থ রাষ্ট্রকূটরাজের সহিত যুদ্ধ, গুর্জ্জরের সহিত যুদ্ধ, চক্রায়ুধের রাজ্যনাশ এবং বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফলনাশ। তৃতীয় পন্থা নাই।” কমলসিংহ কহিলেন, “মহারাজ, এই দুই পথ ভিন্ন অন্য পথ নাই, প্রভু বিশ্বানন্দ সত্য কহিয়াছেন। রাষ্ট্রকূটরাজদূত শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, চিত্ত স্থির করুন।”

ধর্ম্মপাল ভীষ্মদেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “তাত, আপনি পিতৃতুল্য, এই বিষম বিপদ হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। পিতা গোকর্ণের দুর্গস্বামিনীকে বাক্যদান করিয়া গিয়াছেন যে, স্বর্গীয় রঘুসিংহের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন, সময়াভাবে বিবাহ হয় নাই। পিতা যে রাত্রিতে রঘুসিংহের দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে তাঁহার আদেশে কল্যাণীকে লইয়া আমি একাকী গোকর্ণদুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। দুইদিন জনশূন্য বনে ভ্রমণ করিয়া প্রভুদত্ত ও বিমলনন্দীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, তদবধি কল্যাণী আমার ভাবী পত্নীরূপে পরিচিতা। গুর্জ্জরসেনা যেদিন গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল, সেদিন দুর্গস্বামিনী কুমারী কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কল্যাণীকে লইয়া ঢেক্করী যাত্রার কালে গুর্জ্জর-সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম, সঙ্গীহীন হইয়া দুইজনে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছি। কল্যাণী দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে, আমি একাকী তাহাকে উদ্ধার করিয়াছি, অবশেষে গুরুদত্ত আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে। ঢেক্করী

নগরে কল্যাণীদেবী আমার ধর্ম্মপত্নীরূপে গৌড়সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবীরূপে পরিচিতা হইয়াছে। মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কল্যাণীর সহিত আমার বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু নিখিল জগতের চক্ষে কল্যাণী আমার ধর্ম্মপত্নী। পক্ষান্তরে, হর্ষবর্দ্ধনের মাতুলপুত্র ভণ্ডীর বংশধর মহারাজাধিরাজ চক্রায়ুধ আমার আশ্রিত। গঙ্গাতীরে পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে চক্রায়ুধকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছি। সহস্র সহস্র গৌড়ীয় বীর চক্রায়ুধের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া গৌড়দেশের নাম উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ গুর্জ্জরসেনা বার বার পরাজিত হইয়াছে। অবশেষে বৌদ্ধ সঙ্ঘস্থবিরগণের সুবর্ণ-লালসার জন্য আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। বহুকষ্টার্জ্জিত কান্যকুব্জরাজ্য যখন গুর্জ্জর-করকবলিত, গুর্জ্জরসেনা যখন বর্দ্ধমান ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি অধিকার করিয়াছে, তখন নিরুপায় হইয়া রাষ্ট্রকূটরাজের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলাম। গৌড়সাম্রাজ্যের ঘোর দুর্দ্দিনে সদাশয় দক্ষিণাপথেশ্বর নাগভট্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে শত্রুসেনা গৌড়সাম্রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাঁহারই জন্য চক্রায়ুধের রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। অসময়ের মিত্র গোবিন্দ আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা অন্য সময়ে হইলে অতি সামান্য কথা, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় অতি গুরুতর। কল্যাণীকে পরিত্যাগ করিলে কোন ক্ষত্রিয় যুবক কি তাহার পাণিগ্রহণ করিবে? রঘুসিংহের কন্যা পিতৃমাতৃহীনা অনাথা; মৃতা দুর্গস্বামিনী আমার হস্তে

তাহাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, এখন আমি তাহার অভিভাবক। রাষ্ট্রকূটরাজের প্রার্থনা পূরণ না করিলে তিনি বিরূপ হইবেন, গুর্জ্জরসেনা হয়ত রাষ্ট্রকূটসেনার সহিত মিলিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করিবে, তাহা হইলে কান্যকুব্জ ও গৌড়সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইবে। তাত কি করিব?"

ভীষ্মদেব নীরবে অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ সঙ্ঘস্থবির উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মহারাজ, জীবনে একমাত্র পথ—ধর্ম্মপথ, অন্য পথ নাই। ইহা রাজা ও প্রজা উভয়ের পক্ষেই সমান।" ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্মপথ কি, প্রভু? তাহাত চিনিতে পারিতেছি না।" "আর্ত্তত্রাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌগতধর্ম্ম। কল্যাণী আশ্রয়হীনা, অনাথা, ধর্ম্মের নিকটে তিনি আপনার পত্নী। চক্রায়ুধ আপনার আশ্রিত বটে, কিন্তু চক্রায়ুধ রাজা। চক্রায়ুধের রাজ্যে চক্রায়ুধের পরিবর্ত্তে হয়ত অন্য রাজা আসিবে। চক্রায়ুধের ক্ষতিপূরণ হইবে, কিন্তু কল্যাণীর ক্ষতিপূরণ হইবার নহে। গৌড়েশ্বর, ইহাই ধর্ম্মপথ।" বৃদ্ধ ভীষ্মদেব একলম্ফে আসন ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সাধু মহাস্থবির, সাধু। সত্য সত্যই ইহা ধর্ম্মপথ। মহারাজ, ইহাই ক্ষত্রধর্ম্ম, এই কথা বৃদ্ধের জিহ্বাগ্রে আসিয়াছিল, কিন্তু গৌড়সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী দুরবস্থা কল্পনা করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেছিলাম না।"

তখন গৌড়েশ্বর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "সামন্তবর্গ, ইহাই ধর্ম্মপথ এবং একমাত্র পথ। আমি

লক্ষ্য স্থির করিয়াছি, সভায় চলুন। সমবেত নায়কমণ্ডলী যদি একবাক্যে কল্যাণীকে ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেন, তাহা হইলেও তাহা সম্ভব হইত না। গৌড়রাজ্যের মঙ্গলের জন্য গৌড়সিংহাসন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু বন্ধুবর্গ, কল্যাণীকে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প মনেও আনিতে পারি নাই।" সকলে স্থির হইয়া গৌড়েশ্বরের উক্তি শ্রবণ করিলেন। সহসা কমলসিংহ লম্ফ দিয়া আসন ত্যাগ করিয়া গৌড়েশ্বরকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্মদেব, প্রমথসিংহ, রণসিংহ প্রভৃতি অন্যান্য নায়কগণ আসন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপালকে বেষ্টন করিলেন। সহসা মন্ত্রগৃহ কম্পিত করিয়া ভীষণ জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। মন্ত্রগৃহের বহির্দ্দেশে সমবেত সেনাপতি ও সেনানায়কগণ যুদ্ধযাত্রার আদেশ হইয়াছে মনে করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গর্গদেব কহিলেন, "মহারাজ, সভামণ্ডপে যাইবার আবশ্যকতা নাই, রাষ্ট্রকূটরাজ দূতকে মন্ত্রগৃহে আহ্বান করুন, তিনি এই স্থানেই গৌড়েশ্বরের উত্তর শ্রবণ করিবেন।"

গৌড়েশ্বর সম্মতি প্রদান করিলেন। জনৈক দণ্ডধর গর্গদেবের আদেশে রাষ্ট্রকূটরাজদূতকে আনয়ন করিতে গেল। একদণ্ড পরে রাষ্ট্রকূটরাজদূত মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন সভা নীরব, নিস্তব্ধ। ধর্ম্মপালের একপার্শ্বে গর্গদেব ও অপর পার্শ্বে ভীষ্মদেব দণ্ডায়মান। দূত আসন গ্রহণ করিলে, ভীষ্মদেব কহিলেন, "দূতপ্রবর, পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম-

সৌগত মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের আদেশে তাঁহার সমক্ষে ও গৌড়ীয় সামন্তচক্রের সমক্ষে আপনার প্রার্থনার উত্তর প্রদান করিতেছি,—গৌড়েশ্বর গোকর্ণদুর্গস্বামীর কন্যার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। যথারীতি বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দেশান্তরে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে প্রথমা পত্নী ধর্ম্মপত্নী এবং পট্টাভিষিক্তা। লোকাচারানুসারে গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন না। সুতরাং গৌড়েশ্বরকে জামাতারূপে প্রার্থনা করিয়া রাষ্ট্রকূটরাজ যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা গৌড়েশ্বরের পক্ষে সম্ভব নহে। রাষ্ট্রকূটরাজ মিত্র, অসময়ের বন্ধু, বিপদে ত্রাণকর্ত্তা, তাঁহাকে অদেয় গৌড়রাজ্যে কিছুই নাই, তবে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া রাষ্ট্রকূটরাজকন্যার পাণিগ্রহণ ধর্ম্মপালের পক্ষে অসম্ভব। দক্ষিণাপথেশ্বরকে জানাইবেন যে, ধর্ম্মপাল ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার অপর সমস্ত আদেশ পালন করিবেন।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভীষ্মদেব।

যথাসময়ে কল্যাণীদেবীর সহিত ধর্ম্মপালের বিবাহ হইয়া গেল। কল্যাণীদেবী গৌড়-সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবীরূপে অভিষিক্তা হইলেন। বাক্‌পাল গৌড়ীয় সামন্তরাজগণের সহিত

লক্ষাধিক সেনা লইয়া পঞ্চনদে গুর্জ্জররাজচক্রের অধিকার আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। ছয়মাস নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল, গৌড়ীয় সেনা গঙ্গা যমুনা অতিক্রম করিয়া শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ আক্রমণ করিল। শীতের মধ্যভাগে সংবাদ আসিল যে, রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ ও মহানায়ক জয়বর্দ্ধন ভিল্লমাল নগর অধিকার করিয়াছেন, গুর্জ্জররাজ গোবিন্দের অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছেন।

বাক্‌পালের বাহুবলে শতদ্রু ও বিপাশাতীরে গুর্জ্জরের অধিকার লুপ্ত হইল। শত শত বর্ষ পরে কৌরব ও যাদব বংশীয় রাজগণ প্রাচীন অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত গৌড়ীয় বীরগণের যশঃসৌরভে পূর্ণ হইল। বাক্‌পালের সেনা যখন বিপাশা পার হইয়া বিশালকায়া ইরাবতী-তীরে পৌছিয়াছে, তখন গৌড়ে সংবাদ আসিল যে, অসংখ্য সেনা লইয়া দক্ষিণাপথেশ্বর গোবিন্দ কান্যকুব্জে আগমন করিয়াছেন। তিনি গুর্জ্জররাজের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবার জন্য গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধিকে কান্যকুব্জে আহ্বান করিয়াছেন। এই সন্ধিসূত্রে গুর্জ্জররাজ নাগভট্ট উত্তরে যমুনা এবং দক্ষিণে নর্ম্মদা গুর্জ্জর সাম্রাজ্যের সীমা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং পঞ্চনদবাসী গুর্জ্জরগণের সহিত যোগ দিবেন না অঙ্গীকার করিয়াছেন। বাক্‌পাল দূতমুখে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, প্রাচীন ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু, যবন, গান্ধার ও কীরদেশে গৌড়ীয় সেনার বাহুবলে ক্ষত্রিয়রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহামন্ত্রী গর্গদেব

সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবার জন্য গৌড় হইতে যাত্রা করিলেন। বসন্তকাল আসিল, সকলে ভাবিল যে অতি দীর্ঘকালস্থায়ী গুর্জ্জর-যুদ্ধের এতদিনে অবসান হইল।

হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল যে, ভীষ্মদেব মগধে ফিরিয়াছেন, তিনি সত্বর সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের জন্য গৌড়ে আসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া ধৰ্ম্মপাল অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি বৃদ্ধ মহানায়ককে বাক্‌পালের রক্ষার জন্য নিয়োজিত করিয়া পঞ্চনদে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এখন ভীষ্মদেব একাকী ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া ঘোরতর বিপদ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

একদিন অপরাহ্ণে ভীষ্মদেব প্রাসাদের তোরণে আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। প্রতীহার ও দণ্ডধরগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সম্রাট্‌সকাশে লইয়া গেল। ধৰ্ম্মপাল আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাত, সংবাদ কি? আপনি একাকী ফিরিলেন কেন?" বৃদ্ধ মহানায়ক আসন গ্রহণ করিয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিতে করিতে কহিলেন, "পুত্র, বিপদ উপস্থিত। গৌড়-সিংহাসন দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত নহে।" "কি হইয়াছে?" "আমি ইরাবতীতীরে শুনিতে পাইলাম যে রাষ্ট্রকূটসেনা যমুনার তীর্থগুলি অধিকার করিয়াছে, লক্ষাধিক সেনা স্থাণ্বীশ্বর ও পৃথুদক দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। ততোধিক সেনা লইয়া রাজপুত্র কক্ক মথুরায় সেনানিবাস স্থাপন

করিয়াছেন। কান্যকুব্জের রাষ্ট্রকূট-সেনা উৎসবে উন্মত্ত নহে, তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পঞ্চনদে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু বাকৃপালের ফিরিবার উপায় নাই। ভিল্লমালে জয়বর্দ্ধন ও বিমলনন্দী গুর্জ্জররাজের অনুমতি ব্যতীত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে না। গৌড়ে তুমি একা। সেই জন্য প্রমথসিংহ ও কমলসিংহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রকূটসেনার যুদ্ধোদ্যম কিসের জন্য? উত্তরাপথে বা দক্ষিণাপথে আর ত শত্রু নাই। নাগভট্ট বন্দী, চক্রায়ুধ গোবিন্দের করতলগত, এখন গোবিন্দ পুনরায় যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন কেন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। পুত্র, বিষম বিপদ উপস্থিত, সমগ্র গৌড়ীয় সেনা মালবে ও পঞ্চনদে। গোবিন্দ যদি গৌড়দেশ আক্রমণ করে, তাহা হইলে সাম্রাজ্য রক্ষা করিবে কে?" "গোবিন্দ বিরূপ হইলেন কেন?" "রাজকূট-রাজকন্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলে তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ?" "না।" "দক্ষিণাপথেশ্বর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাষ্ট্রকূটরাজকন্যাকে গৌড়েশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, গৌড়েশ্বর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে গ্রামে গ্রামে সে সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। রাষ্ট্রকূটরাজ সে অপমান বিস্মৃত হন নাই। গোবিন্দ রাষ্ট্রকূটনীতিকুশল। নাগভট্টের যতদিন শক্তি ছিল, ততদিন তিনি মিত্রবিচ্ছেদ করেন নাই। এখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ গৌড়েশ্বর এখন দুর্ব্বল, সমগ্র গৌড়ীয়সেনা বিদেশে, অবসর বুঝিয়া রাষ্ট্রকূটরাজ প্রতি-

শোধ লইতে উদ্যত। পুত্র, ভীষণ পরীক্ষার দিন সমাগত, এই-বার বৃদ্ধ ও বালক লইয়া গৌড়সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হইবে। বৃদ্ধ সেইজন্য পঞ্চনদ হইতে আসিয়াছে।" "তাত, নিরর্থক বল-ক্ষয়ে প্রয়োজন নাই, আমি সিংহাসন ত্যাগ করিতেছি। বাক্-পালকে সিংহাসন প্রদান করুন, সে অবিবাহিত, সুতরাং রাষ্ট্রকূট-রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পট্টমহাদেবীরূপে গৌড়সিংহাসনে বসাইতে পারিবে।" "পুত্র, তাহাতে গোবিন্দের অপমান-কালিমা ক্ষালন হইবে না। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।" "কেন? গোবিন্দ রাষ্ট্রকূটরাজকন্যাকে গৌড়ের পট্টমহাদেবীরূপে অধিষ্ঠিতা দেখিলেই ত সন্তুষ্ট হইবেন?" "না; কান্যকুব্জের পথে পথে রাষ্ট্রকূটগণ বলিয়া বেড়াইতেছে যে ধর্ম্মপালের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া রাঢ়ীয় সামন্তকন্যাকে গৌড়সিংহাসন হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজকন্যার পাণিগ্রহণ না করিলে তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।" "তবে যুদ্ধ।" "হাঁ পুত্র, যুদ্ধ। বিশাল রাষ্ট্রকূটবাহিনীর বিরুদ্ধে বৃদ্ধ ও বালকের যুদ্ধ। পুত্র, সেইজন্য দ্রুতবেগে পঞ্চনদ হইতে গৌড়ে আসিয়াছি, বৃদ্ধের যুদ্ধে বৃদ্ধ ব্যতীত কে সেনা চালনা করিবে? বৃদ্ধ ভীষ্ম গোপালের পুত্রের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে আসিয়াছে।"

বৃদ্ধ মহানায়কের শীর্ণ গণ্ডস্থল বাহিয়া দুইটি অশ্রুবিন্দু তুষারশুভ্র শ্মশ্রুরাজির মধ্যে পতিত হইল। ধর্ম্মপাল ভীষ্ম-দেবের পদবন্দনা করিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন, "দুঃখ কি পুত্র? দিন গিয়াছে, বৃদ্ধ বয়সে গোপালের পুত্রের

জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিব, ইহা অপেক্ষা গৌরব আর কি হইতে পারে? সময় নাই, প্রস্তুত হও, পঞ্চবিংশ সহস্র লইয়া লক্ষ লক্ষের গতিরোধ করিতে হইবে। শোণতীর ও মণ্ডলার গিরি-সঙ্কট ব্যতীত গৌড়সাম্রাজ্যের অপর যুদ্ধক্ষেত্র নাই; গুর্জ্জরযুদ্ধে শতবার তাহা পরীক্ষিত হইয়াছে। সামান্য সেনা লইয়া শোণ-তীর রক্ষা করা অসম্ভব। আমি মগধের সমস্ত সেনা মণ্ডলায় সমবেত করিয়াছি। গৌড়রাষ্ট্রে কে আছে? মাতৃভূমি রক্ষার্থ কে জীবনদান করিবে? যাহারা আসিবে তাহাদিগকে আমার সহিত পাঠাইয়া দাও। পুত্র, বারাণসী হইতে মণ্ডলা অধিক দূর নহে, আমি কল্যই যাত্রা করিব।" ধর্ম্মপাল সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "তাত, পঞ্চনদ অভিযানের ভীষণ পরিশ্রমের পরে আপনি যুদ্ধযাত্রা করিলে লোকে কি বলিবে? আমি জীবিত থাকিতে আপনাকে প্রেরণ করিলে আর্য্যাবর্ত্তবাসী চিরকাল আমার অপযশ ঘোষণা করিবে।" "শুন পুত্র, বৃদ্ধ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। তুমি এবং আমি ব্যতীত গৌড়সাম্রাজ্যে নায়ক নাই। একজনকে দ্বার রক্ষা করিতে হইবে, অপর জন গৌড় রক্ষা করিবে। আমি মগধের নায়ক, সুতরাং মগধ রক্ষা আমা-রই কার্য্য। যদি তুমি মণ্ডলায় যাও, তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর সহিত গৌড়সাম্রাজ্যের আশা-ভরসা শেষ হইবে, কিন্তু ভীষ্ম মরিলে তুমি থাকিবে।' বৃথা বাক্যব্যয় করিও না, প্রস্তুত হও, যাহারা প্রত্যাবর্ত্তনের আশা রাখে না, এমন সেনা আমার সহিত দিও।" ভীষ্মদেব বিদায় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু ধর্ম্মপাল

বিষণ্ণ বদনে কক্ষের বাতায়নে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে নূতন যুদ্ধের কথা গৌড়নগরময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গৌড়বাসী বিষাদে নিমগ্ন হইল। তখনও গৌড়ে জীবন ছিল। মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া শত শত বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ সৈনিক প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বৃদ্ধ মহানায়কের আহ্বান শুনিয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তনের আশা, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মদেবের সহিত গৌড়সাম্রাজ্যের তোরণ রক্ষার্থ যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আহ্বান।

গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী হইয়াও কল্যাণীদেবীর মুখে হাসি ছিল না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহারই জন্য ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজের সহিত বিবাদ করিয়াছেন। যাহাদিগের আত্মীয় স্বজন যুদ্ধে গিয়াছিল, অথবা যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহারা প্রকাশ্যে কিছু বলিত না বটে, কিন্তু কল্যাণী অন্তরে বুঝিতে পারিতেন যে সহস্র সহস্র কন্যা পত্নী ও মাতার অভিশাপ প্রতিনিয়ত তাঁহার শিরে বর্ষিত হইতেছে।

যাহারা স্বেচ্ছায় মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, গৌড়মণ্ডলের দ্বার রক্ষা করিতে ভীষ্মদেবের সহিত মণ্ডলায় গিয়াছিল, তাহাদিগের

সংখ্যা পঞ্চ সহস্রের অধিক নহে। অবশিষ্ট সেনা লইয়া গৌড়েশ্বর গৌড়নগরী রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষ ব্যতীত বৃদ্ধ বালক ও রমণীগণকে দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রেরণ করা হইল। তিন বৎসরের উপযোগী শস্য সংগৃহীত হইল এবং ভাগীরথী ও কালিন্দী হইতে প্রাকারবেষ্টিত নগরমধ্যে পানীয় জল আনয়নের জন্য পয়ঃপ্রণালী খাত হইল। গৌড়নগরী সুরক্ষিত করিয়া ধর্ম্মপাল রাজবংশীয়া মহিলাগণকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। স্থির হইল যে, উত্তররাঢ়মণ্ডলে ঢেক্করীয় দুর্গে দেদ্দদেবী ও কল্যাণীদেবী বাস করিবেন। যাত্রাদিনে মাতা ও পত্নী উভয়েই অবরোধকালে গৌড়নগর ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন। ধর্ম্মপাল কোনও উপায়ে তাঁহাদিগকে সম্মত করিতে না পারিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে মণ্ডলা রক্ষার জন্য দ্বিতীয় সেনাদলসংগ্রহে মনঃসংযোগ করিলেন।

মণ্ডলার জন্য যে দ্বিতীয় সেনাদল সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা দ্বিসহস্রের অধিক নহে। গৌড়েশ্বর স্বয়ং সেই সেনা লইয়া মণ্ডলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে দিন প্রভাতে ধর্ম্মপাল গৌড়নগর ত্যাগ করিলেন, সেই দিন কল্যাণীদেবী প্রাসাদশীর্ষে দাঁড়াইয়া গতিশীল গৌড়ীয় সেনার ধ্বজলাঞ্ছন পতাকা স্থির দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে অমলাদেবী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন, কল্যাণী চমকিয়া উঠিলেন। অমলা কহিলেন, "মহাদেবি, ভাবিয়া কি

হইবে? চল স্নান করিতে যাই।” “দিদি, আপনি আমাকে মহাদেবী বলেন কেন? আমার বড় লজ্জা করে।” “তবে কি বলিয়া ডাকিব?” “কেন, কল্যাণী বলিয়া।” “তাহাও কি কখনও হয়!” “কেন হইবে না?” “তুমি এখন গৌড়সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী; তোমাকে নাম ধরিয়া ডাকিলে লোকে আমাকে পাগল বলিবে।” “দিদি! আমাকে মহাদেবী বলিয়া ডাকিলে, আমার বক্ষের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠে—তখনই আমার মনে হয় যে, আমার জন্য শ্বশুরকুলের সর্ব্বনাশ হইতেছে, স্বামীর সর্ব্বনাশ হইতেছে, রাজ্য উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, শত সহস্র প্রজার জীবন নাশ হইতেছে। প্রতিদিন গৃহে গৃহে সহস্র সহস্র পুত্রহীনা মাতা, পতিহীনা বিধবা, পিতৃহীন পুত্রকন্যা আমাকে অভিসম্পাত করিতেছে। দিদি, আমি গৌড়রাজ্যের ক্রূরগ্রহ।” “ছি, ওকথা বলিতে নাই, তুমি রাজ্যের লক্ষ্মী। পূজার বিলম্ব হইয়া যায়, তোমার শাশুড়ী হয়ত তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, চল স্নানে যাই।”

উভয়ে প্রাসাদ-শিখর হইতে নিম্নতলে নামিয়া আসিলেন। অসংখ্য দাসী মহল্লিকা ও পুরমহিলা-পরিবৃতা হইয়া গৌড়েশ্বরী গঙ্গাস্নানে চলিলেন। প্রাসাদের যে ঘাটে একদিন ধর্ম্মপালদেব ভণ্ডীর বংশধর চক্রায়ুধকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, মহিলাগণ সেই ঘাটে স্নান করিতে নামিলেন। সর্ব্বাগ্রে পট্টমহাদেবীর স্নান শেষ হইল। কল্যাণীদেবী আর্দ্র বসনে ঘাটের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা আম্রবৃক্ষের ছায়া

হইতে একটি কৃষ্ণকায় অন্ধবালক বাহির হইয়া ডাকিল, "মা, তুমি কোথায় মা!" কল্যাণীদেবী বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বাবা?" "আমি কাণা।" "তুমি কি চাও?" "কিছু না, কেবল তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি, তুমি কবে যাইবে মা?" "কোথায় যাইব বাবা?" "যেখানে শোক দুঃখ জরা মৃত্যু নাই।" "সে কোথায়?" "তাহা জানি না; কে যেন বলিল সকলে সেখানে যাইতে পায় না, তবে তুমি যাইবে।" "বালক, তুমি কে?" "আমি অন্ধ।" "তোমার নাম কি?" "কেউ অন্ধ বলিয়া ডাকে, কেউ কাণা বলিয়া ডাকে। আর ত কোন নাম নাই মা!" "তোমার কে আছে?" "এই তুমি যেমন মা আছ, এমনি আমার কত মা, কত বাপ আছে।"

উভয়ে কথা কহিতে কহিতে ভাগীরথী-তীরস্থ আম্রকাননে প্রবেশ করিলেন। পট্টমহাদেবী আসিতেছেন দেখিয়া কাননরক্ষী মহল্লিকাগণ দূরে সরিয়া গেল। এক বিশালকায় প্রাচীন সহকার বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া গৌড়েশ্বরী অন্ধবালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, শোক নাই, দুঃখ নাই, সে কোন্ দেশ?" বালক কহিল, "মা, সে দেশ কোন্ পথে তাহা জানি না, তবে সে বলিয়াছে যে, সে দেশ আছে, সে তোমার দেশ, সে তোমার রাজ্য, সে রাজ্যের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া আছে, তুমি তাহা পূর্ণ করিবে।" "কে বলিল, কে সে?" "সে একজন, সে কে তাহা জানি না, তাহার রূপ রস গন্ধ নাই, তবে সে একজন আছে মা! যে অন্ধকে পথ দেখাইয়া দেয়,

পদে কণ্টকটি পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইতে দেয় না, দাসের মত ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল যোগাইয়া দেয়, সে সেই। তাহাকে দেখি নাই, তাহাকে স্পর্শ করি নাই, দূর হইতে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর-ধ্বনির মত তাহার বাক্য আমার কানে আসিয়া পৌঁছে, আমি শুনিয়াছি, দেখি নাই।” “সেই কি তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে? সে কি বলিল?” “এই মাত্র সে বলিয়া গেল যে, মা তুমি গঙ্গা-স্নান করিতেছ, তুমি যখন স্নান করিয়া উঠিবে, তখন তোমাকে এই কথা বলিতে বলিয়া গেল মা! তুমি শীঘ্র তোমার দেশে যাইবে। তোমার রাজ্যে যাইবে, তাহারা তোমাকে লইতে আসিবে। তোমার স্বামীর মনে ব্যথা লাগিবে, তোমার পিতার বৃদ্ধ ভৃত্যের মনে ব্যথা লাগিবে, কিন্তু তুমি তাহাতে ব্যথিত হইও না। সর্ব্বজগতের হিতসুখের জন্য তোমার জন্ম। তুমি কায়া পরিত্যাগ করিলে, তোমার জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্যফলে গৌড়দেশের উদ্ধার হইবে, গৌড়বাসীর দুঃখশোকের উপশম হইবে। সে বলিয়াছে, তুমি ভয় পাইও না, তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না। মা! তুমি এদেশের নহ, এ জগতের নহ; তোমার দেশ, তোমার জগৎ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, এদেশে বড় দুঃখ, বড় কষ্ট। তুমি শীঘ্র চলিয়া যাইবে।” “যাইব বাপ! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও আমি চলিয়া গেলে কি আমার শ্বশুরবংশের অমঙ্গল দূর হইবে? গৌড়রাজ্যে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিবে? গৌড়বাসীর শোকদুঃখ বিমোচন হইবে?” “হাঁ মা, সে তাহাও বলিয়াছে—যেদিন

তুমি গৌড়বাসীর জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে, এ জগৎ সেইদিন শান্ত হইবে, তোমার পুণ্যধারায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। আমি যাই মা, তুমি আসিও, আমিও সঙ্গে যাইব। সে ডাকিতেছে, আমি যাই।" অন্ধবালক নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া পলাইল, কল্যাণী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে বিশ্বানন্দ উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া ঘাটের উপরে দাঁড়াইলেন এবং অতি ব্যস্তভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। দূরে একজন মহল্লিকা দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই স্থানে এক অন্ধ বালককে দেখিয়াছ?" মহল্লিকা কহিল, "কই, প্রভু, না।" বিশ্বানন্দ তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কল্যাণী কোথায়?" উত্তর হইল, "পট্টমহাদেবী স্নান করিয়া এইমাত্র আম্রকাননে প্রবেশ করিয়াছেন।" তখন বিশ্বানন্দের আহ্বানে পরিচারিকা, মহল্লিকা ও পুরমহিলাগণ কল্যাণীর সন্ধানে ছুটিলেন। সর্ব্বাগ্রে বিশ্বানন্দ দেখিতে পাইলেন যে, সহকারতলে বেতসীলতার ন্যায় কম্পমানা গৌড়েশ্বরী কল্যাণীদেবী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কি হইয়াছে?" কল্যাণী উত্তর না দিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন। বিশ্বানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, দক্ষিণাপথ হইতে ফিরিবার সময়ে এক অন্ধ অনাথ বালককে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, সে কি তোমার নিকট আসিয়াছিল?"

"হাঁ পিতা, আসিয়াছিল।" "সর্ব্বনাশ, কল্যাণি! সে তোমাকে কি বলিয়া গিয়াছে?" "মঙ্গলসংবাদ পিতা! সে বলিয়া গিয়াছে যে আমার আহ্বান আসিয়াছে; স্বামীর মঙ্গলের জন্য, শ্বশুরকুলের মঙ্গলের জন্য, গৌড়রাজ্য ও গৌড়বাসীর শোকদুঃখ নিবারণের জন্য, আমাকে যাইতে হইবে। পিতা, আমি মোহমুগ্ধা, সে কোন্ পথ? আমাকে পথ দেখাইয়া দিন।"

সহসা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "মা, সে কোন্ পথ, সে কিসের পথ এবং কে আহ্বান করিল—এ ষষ্টিবর্ষ বয়সেও তাহা বুঝিতে পারি নাই। তোমার রাজ্য, তোমার সিংহাসন, তোমার স্বামী, তোমার ঐশ্বর্য্যসম্পদ ফেলিয়া কোথায় যাইবে মা?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মণ্ডলার যুদ্ধ।

একপার্শ্বে গঙ্গা, অপরপার্শ্বে গগনস্পর্শী বিন্ধ্যপর্ব্বত, মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ; এই পথ মগধ ও অঙ্গ হইতে গৌড়ে আসিবার একমাত্র পথ। এই স্থানের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে পথ বিন্ধ্যের পৃষ্ঠ লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে, সেইস্থানে গিরিশীর্ষে প্রস্তরনির্ম্মিত ভীষণদর্শন মণ্ডলাদুর্গ অবস্থিত। লোকে বলিত দুর্গ হইতে

লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে গৌড়-আক্রমণকারী সেনার গতিরোধ করা যায়।

এক দিন দিবসের প্রথম প্রহরে একজন অশ্বারোহী গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া দুর্গের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বক্র পার্ব্বত্যপথ অবলম্বন করিয়া দুর্গে উঠিতে লাগিল। তোরণের রক্ষিগণ তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া তোরণ মুক্ত করিল, অশ্বারোহী দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সময়ে উদ্দণ্ডপুরের মহাসামন্ত বৃদ্ধ মহানায়ক ভীষ্মদেব দুর্গপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট ছিলেন, অশ্বারোহী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহারাজ, রাষ্ট্রকূটসেনা কল্য সন্ধ্যাগমে চম্পানগর অধিকার করিয়াছে, তাহারা অদ্য মণ্ডলা আক্রমণ করিতে যাত্রা করিবে।" ভীষ্মদেব কহিলেন, "উত্তম। নগর প্রবেশকালে কেহ বাধা দিয়াছিল কি?" "না; নাগরিকগণ আপনার আদেশে নগরপ্রতীহারকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, রাষ্ট্রকূটরাজ নগরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন।" "রাষ্ট্রকূটসেনার সেনাপতি কে?" "রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ স্বয়ং এবং তাঁহার ভ্রাতা কক্করাজ।" "উত্তম; তুমি বিশ্রাম কর।"

ক্ষণকালপরে ভীষ্মদেবের আদেশে দুর্গরক্ষী দশসহস্র সেনা প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। বৃদ্ধ মহানায়ক প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন; "বন্ধুগণ, কল্য প্রাতে মণ্ডলাদুর্গ শত্রুসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে। দুর্গমধ্যে দশসহস্রের উপযোগী সপ্তাহের মাত্র আহার্য্য সঞ্চিত আছে, সুতরাং অর্দ্ধাশনে

থাকিলেও পঞ্চদশ দিনের অধিককাল দুর্গরক্ষা করা অসম্ভব এখনও যাহারা ফিরিয়া যাইতে চাহে, তাহারা ফিরিয়া যাউক যাহারা রাষ্ট্রকূটযুদ্ধে মণ্ডলা রক্ষা করিবে, তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না, সুতরাং এই যুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তন নাই। এই যুদ্ধে এই গিরিসঙ্কটে গৌড়সাম্রাজ্যের ভাগ্যপরীক্ষা হইবে।' যাহার প্রাণের মমতা আছে, পুনরায় আত্মীয়স্বজনের মুখ দেখিবার অভিলাষ আছে, তাহাদিগের জন্য তোরণ এখনও মুক্ত আছে; যাহারা দুর্গরক্ষা করিতে থাকিবে, তাহারা প্রস্তুত হউক। বন্ধুগণ, কল্যকার যুদ্ধে গৌড়েশ্বরের জয় হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন নাই।" দশসহস্রের মধ্যে একজন সেনাও উত্তর দিল না। একজন গৌড়ীয় ও একজন মাগধ সেনানীশ্রেণী হইতে অগ্রসর হইয়া মহানায়ককে অভিবাদন করিল এবং কহিল, "মহারাজ, যাহারা আপনার সহিত মণ্ডলা রক্ষা করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগের কেহই প্রত্যাবর্ত্তনের আশা রাখে না, দশসহস্রের মধ্যে একজনও দুর্গ পরিত্যাগ করিবে না।"

সন্ধ্যাকালে বিন্ধ্যের পাদমূলে সহস্র সহস্র অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। রাষ্ট্রকূটসেনা আসিয়াছে দেখিয়া ভীষ্মদেব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাষ্ট্রকূটসেনা দুর্গ আক্রমণ করিল। সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথে একত্র অধিক সেনার সমাবেশ অসম্ভব, এইজন্য দিবসের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে রাষ্ট্রকূটসেনা দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না। মুষ্টিমেয় গৌড়ীয় ও মাগধসেনা বার বার তাহাদিগকে পরাস্ত করিল।

তখন রাষ্ট্রকূটসেনানায়কগণ গিরিসঙ্কটের চতুষ্পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত-শীর্ষগুলি অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সহস্র সহস্র রাষ্ট্র-কূটসেনা পর্ব্বতের নানাস্থান আক্রমণ করিল। ভীষ্মদেবের অধীনে পঞ্চসহস্রের অধিক সেনা ছিল না, তিনি গিরিসঙ্কট ও দুর্গরক্ষার জন্য দ্বিসহস্র সেনা রাখিয়া অবশিষ্ট পর্ব্বতশীর্ষসমূহে সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। বৃহদাকার প্রস্তরাঘাতে শত শত রাষ্ট্রকূটসেনা নিহত হইল, সহস্র সহস্র আহত হইল, তথাপি গৌড়ীয়সেনা পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। একজন রাষ্ট্রকূট নিহত হইলে দশজন তাহার স্থানে অধিকার করে, কিন্তু একজন গৌড়ীয় বা মাগধ হত হইলে তাহার মৃতদেহ বহন করিবার লোকাভাব হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৌড়ীয়সেনা মণ্ডলাদুর্গের পশ্চিমদিকের গিরিশীর্ষসমূহ হইতে তাড়িত হইল। তখন রাষ্ট্রকূট-সেনা সাহস পাইয়া গিরিসঙ্কট আক্রমণ করিল। ভীষ্মদেব দেখিলেন যে, গিরিসঙ্কট রক্ষা করিতে হইলে বহু বলক্ষয় অবশ্য-ম্ভাবী। তিনি গৌড়ীয় সেনাকে দুর্গমধ্যে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন এবং হতাবশিষ্ট মাগধসেনাকে গৌড়ের পথ রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন।

সন্ধ্যা হইল, যুদ্ধ থামিল না। সহস্র সহস্র উল্কা জ্বলিয়া উঠিল। রাষ্ট্রকূটগণ গিরিসঙ্কটে প্রবেশাধিকার পাইয়া একই সময়ে দুর্গ ও গৌড়ের পথ আক্রমণ করিল। এইবার স্রোত ফিরিল। অন্ধকারে মুষ্টিমেয় গৌড়ীয়সেনা দুর্গের নিম্নে গিরি-সঙ্কটে রাষ্ট্রকূটগণকে বার বার পরাজিত করিল। গোবিন্দ

বুঝিলেন যে, অন্ধকারে মণ্ডলাদুর্গ অধিকার করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তখন ভীষ্মদেবের অর্দ্ধাধিক সেনা হত ও আহত হইয়াছে, অনুমান একসহস্র সেনা দুর্গমধ্যে এবং সার্দ্ধসহস্র দুর্গের পশ্চাতে গিরিসঙ্কটে অবস্থান করিতেছিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রিতে দুর্গাধিকার অসম্ভব দেখিয়া রাষ্ট্রকূটরাজ যখন রাত্রির মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতেছেন, তখন সহসা মণ্ডলাদুর্গের পশ্চাতে গঙ্গাতীরে পর্ব্বতশীর্ষে সহস্র সহস্র উল্কা জ্বলিয়া উঠিল। উল্লাসে রাষ্ট্রকূটসেনা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, জয়ধ্বনিতে পর্ব্বতশ্রেণী কম্পিত হইল। দ্বিসহস্র গৌড়ীয় বীর প্রমাদ গণিল। গোবিন্দ অপরাহ্নে দশ-সহস্র সেনার সহিত একজন নায়ককে বিন্ধ্যের পৃষ্ঠে অপরপথ সন্ধানের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মণ্ডলার পশ্চাতে গিরিশীর্ষে উল্কার আলোক দেখিয়া রাষ্ট্রকূটসেনা ভাবিল যে, তাহাদিগের সঙ্গীগণ অন্যপথে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মণ্ডলা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। গৌড়ীয় ও মাগধগণ জানিত যে, তাহা-দিগকে সাহায্য করিবার কেহই নাই; তাহারা ভাবিল যে অন্ধকারে দুরারোহ পর্ব্বতশীর্ষ অতিক্রম করিয়া আর-একদল রাষ্ট্রকূট সেনা পশ্চাৎ হইতে দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। যুদ্ধব্যবসায়ে পক্ককেশ ভীষ্মদেব ভাবিলেন যে, সম্মুখে রাষ্ট্রকূট ও পশ্চাতে রাষ্ট্রকূট, সুতরাং যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ মহানায়ক একবার গৌড়ের দিকে চাহিয়া অশ্রুমোচন করিলেন; তাহার পরে নায়কগণকে কহিলেন, "বন্ধুগণ, যাহা

হইয়াছে তাহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। অতঃপর গিরি-সঙ্কট রক্ষা করা অসম্ভব। আমরা দুর্গে বসিয়া থাকিলে হয়ত রাষ্ট্রকূটগণ সপ্তাহকাল আমাদিগের কিছুই করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দ দুর্গ অবরোধের জন্য সামান্য সেনা রাখিয়া অবশিষ্ট সেনা লইয়া আমাদের সম্মুখ দিয়া গৌড় আক্রমণ করিতে চলিয়া যাইবেন।" এই সময়ে মণ্ডলার পশ্চাতে বহু সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ভীষ্মদেব ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর সময় নাই, পশ্চাতের শত্রুসেনা দুর্গের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। বন্ধুগণ, আমরা যে কয়জন আছি, সেই কয়জন আজি মণ্ডলা শত্রুশূন্য করিয়া মরিব।" মহানায়কের সম্মুখে একজন সেনানায়ক দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিসহস্র সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ভীষ্মদেব সেনানায়ককে কহিলেন, "গুরুদত্ত, দুর্গে অগ্নি সংযোগ কর।" গুরুদত্তের আদেশে দুর্গের বাসগৃহসমূহের শত শত স্থানে শত শত উল্কা সংযুক্ত হইল, দেখিতে দেখিতে মণ্ডলাদুর্গ ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল। সশব্দে দুর্গের একমাত্র তোরণ মুক্ত হইল। গিরিসঙ্কটের গৌড়ীয়সেনা ও রাষ্ট্রকূটসেনা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, অশীতিপর মহানায়ক গুরুভার চক্রধ্বজ দক্ষিণহস্তে ধারণ করিয়া বিংশতি বর্ষীয় যুবকের ন্যায় লম্ফে লম্ফে সোপানশ্রেণী দিয়া অবতরণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তাহারা সিংহনাদ করিয়া উঠিল, সম্মুখের রাষ্ট্রকূটসেনা ভয়ে দুইপদ হটিয়া গেল। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, মণ্ডলার দুর্গশীর্ষের অগ্নিশিখা গগনস্পর্শ করিতে

ছিল, সেই আলোকে সমস্ত গৌড়ীয়সেনা বিদ্যুৎবেগে শত্রুসেনার উপরে গিয়া পড়িল। রাষ্ট্রকূটসেনা পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। স্বয়ং গোবিন্দ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তথাপি গৌড়ীয়সেনার গতিরোধ হইল না। রাষ্ট্রকূটসেনা সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় গৌড়ীয় সেনার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। তিন দিক হইতে সহস্র সহস্র রাষ্ট্রকূট আসিয়া সেই দ্বিসহস্র গৌড়ীয় ও মাগধ বীরকে আক্রমণ করিল, তথাপি তাহাদিগের গতিরোধ হইল না। গোবিন্দ স্বয়ং ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন।

দ্বি সহস্রের মধ্যে যখন চারিশতও অবশিষ্ট নাই, তখন গিরিসঙ্কট শত্রুশূন্য হইল। রাত্রির তৃতীয়প্রহর শেষ হইয়াছে, দুর্গশীর্ষে অগ্নি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে, এই সময়ে বৃদ্ধ মহানায়ক ভীষ্মদেব গিরিসঙ্কটের পশ্চিমমুখে সহসা ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। গুরুদত্ত তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন, তিনি বৃদ্ধের মস্তক গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধের দেহে ত্রয়োদশ স্থান হইতে অস্ত্রাঘাতজনিত রক্তস্রাব হইতেছিল, তথাপি তিনি কহিলেন, "গুরুদত্ত, চক্রধ্বজ তুলিয়া ধর, তাহা না দেখিতে পাইলে সেনাগণ হতাশ্বাস হইবে। উঠ, আমার স্থান গ্রহণ কর। সেনাগণকে বলিও যে, একজন সেনা জীবিত থাকিতেও যেন যুদ্ধ শেষ না হয়।" বৃদ্ধ এই বলিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঢলিয়া পড়িলেন। অবশিষ্ট সেনা ও সেনানীগণ 'শান্তনুনন্দন-তুল্য সত্যব্রত বৃদ্ধ মাগধ মহা-

নায়কের মৃতদেহের চারিপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই সময়ে রাষ্ট্রকূটসেনা পুনরায় ভীষণবেগে গিরিসঙ্কটের মুখ আক্রমণ করিল। সৈনিকগণ মৃতসেনানায়কের দেহ পশ্চাতে রাখিয়া গিরিসঙ্কট রক্ষার্থ ছুটিল, গুরুদত্ত গুরুভার চক্রধ্বজ স্কন্ধে তুলিয়া দাঁড়াইলেন। ভীষণ বেগে চারিশত বীর রাষ্ট্রকূট-সেনা আক্রমণ করিল। রাষ্ট্রকূটগণ সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল।

চতুর্থ প্রহরের শেষে পূর্ব্বাকাশে যখন উষার আলোক দেখা গিয়াছে, তখন রক্তস্রাবে ক্ষীণ, দীর্ঘযুদ্ধে পরিশ্রান্ত দ্বাবিংশ জন গৌড়ীয় ও মাগধসেনা চক্রধ্বজের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্গশীর্ষে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, ভস্মাবশেষ হইতে রাশি রাশি ধূম নির্গত হইতেছে, উষার আলোকে বিন্ধ্যের নীল শিখরগুলি শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে, আকাশের মেঘগুলি রক্তবর্ণ হইয়াছে। পঞ্চসহস্রের অবশিষ্ট দ্বাবিংশজন চক্রধ্বজ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। গুরুদত্তের দেহে তখন বহু অস্ত্রাঘাত হইয়াছে, চক্রধ্বজ টলিতেছে। গৌড়ীয়গণ একহস্তে চক্রধ্বজ ও অপরহস্তে অসি ধারণ করিয়া শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। এই সময়ে মণ্ডলা-দুর্গের সোপানাবলীর নিম্নে একজন অশ্বারোহী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পশ্চাতে বহুসেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন চতুর্দ্দশজন গৌড়ীয় অবশিষ্ট আছে, তাহারা চক্রধ্বজ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। ক্ষীণস্বরে গৌড়েশ্বরের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইল। অশ্বারোহী অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "উদ্ধব,

এ যে চক্রধ্বজ?" ধর্ম্মপাল ও উদ্ধবঘোষ অগ্রসর হইয়া আসিলেন, পশ্চাতে শত শত গৌড়ীয় সেনা গৌড়েশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। চতুর্দ্দশজন গৌড়ীয়সেনা গৌড়েশ্বরকে অভিবাদন করিল। গুরুদত্ত টলিতে টলিতে গৌড়েশ্বরের নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্তে চক্রধ্বজ প্রদান করিলেন। গৌড়সাম্রাজ্যের তোরণ রক্ষিত হইল, কিন্তু পঞ্চসহস্রের মধ্যে চতুর্দ্দশজন মাত্র সেনা অবশিষ্ট ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

তোরণরক্ষা।

অশ্রু-অন্ধনয়নে চক্রধ্বজ গ্রহণ করিয়া গৌড়েশ্বর অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভীষ্মদেবের মৃতদেহ দেখিতে চাহিলেন। একজন আহত সৈনিক দূরস্থিত মৃতদেহের স্তূপ দেখাইয়া দিল। ধর্ম্মপাল চক্রধ্বজ লইয়া বৃদ্ধ মহানায়কের শবের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পঞ্চসহস্র গৌড়ীয় সেনা পর্ব্বত পার হইয়া গিরিসঙ্কটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্ধবঘোষ সম্রাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, "মহারাজ, শত্রুসেনা এখনই হয়ত আক্রমণ করিবে, মহানায়কের দেহ সংকার করিতে আদেশ করুন।" সহসা গৌড়েশ্বরের মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি

বলিয়া উঠিলেন, "উদ্ধব, ভীষ্মদেবের দেহের সৎকার আমি করিব না, আমার পরে যিনি গৌড়েশ্বর হইবেন, ইহা তাঁহার কার্য্য। উদ্ধব, আমার জন্য পঞ্চসহস্র গৌড়ীয় বীর জীবন পণ করিয়া এই গিরিসঙ্কট রক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে চতুর্দ্দশজন মাত্র অবশিষ্ট আছে। তুমি কি ভাবিতেছ আমি গৌড়ে ফিরিব? আজি এই মণ্ডলায় গৌড়রাষ্ট্রকূটদ্বন্দ্ব শেষ করিয়া যাইব—আজি যুদ্ধের শেষ দিন।"

সম্রাটের কথা শুনিয়া বৃদ্ধের নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল, উদ্ধবঘোষ কহিলেন, "মহারাজ, সে ত আনন্দের কথা; উঠুন বিলম্বে প্রয়োজন নাই, অদ্যই যুদ্ধ শেষ হইবে।" উভয়ে ভীষ্মদেবের মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া গিরিসঙ্কটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, দূরে বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে রাষ্ট্রকূটশিবিরে যুদ্ধের উদ্যম বা উৎসাহ নাই, শিবির নীরব। কিঞ্চিদ্দূরে দুইজন অস্ত্রহীন ব্যক্তি নগ্নশীর্ষে, নগ্নপদে গিরিসঙ্কটের দিকে আসিতেছে। তাহারা নিকটে আসিয়া বস্ত্রখণ্ডদ্বারা স্ব স্ব চক্ষু আবদ্ধ করিল। গৌড়ীয় সেনাগণ তাহাদিগকে দূত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া নিকটে লইয়া আসিল। গৌড়েশ্বর তাহাদিগের চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তখন তাহারা কহিল, "আমরা মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, দক্ষিণাপথরাজ গোবিন্দের আদেশে গৌড়ীয় সেনাপতির নিকটে আসিয়াছি; আমাদিগকে সেনাপতিসকাশে লইয়া চলুন।" একজন সৈনিক কহিল, "ব্রাহ্মণ, মহারাজাধিরাজ

গৌড়েশ্বর স্বয়ং তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।” “রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের জয় হউক।” গৌড়েশ্বর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কি চাহ?” “কল্য রাত্রিতে যিনি মণ্ডলা রক্ষা করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি।” “কেন?” “দক্ষিণাপথেশ্বর গোবিন্দ তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।” “মগধের অধীশ্বর মহানায়ক ভীষ্মদেব কল্য মণ্ডলাদুর্গ ও গিরিসঙ্কট রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ! গোবিন্দ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন না, ভীষ্মদেব বহুদূরে গমন করিয়াছেন।” ধর্ম্মপাল ব্রাহ্মণদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মদেবের মৃতদেহের নিকটে গেলেন। তখন সৈনিকগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত শত শূল ও বর্শা সংগ্রহ করিয়া ভীষ্মদেবের জন্য শয্যা রচনা এবং শয্যার পার্শ্বে চিতা-রচনা করিতেছিল। ব্রাহ্মণদ্বয় শব দেখিয়া অধোবদন হইল এবং গৌড়েশ্বরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব-শিবিরে ফিরিল।

দুইদণ্ড পরে একজন সৈনিক আসিয়া গৌড়েশ্বরকে সংবাদ দিল যে, ব্রাহ্মণদ্বয় পুনরায় গিরিসঙ্কটের দিকে আসিতেছে। ধর্ম্মপাল কহিলেন, “তাহাদিগকে লইয়া আইস।” কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণদ্বয় আসিলে, গৌড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সংবাদ?” তাহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, “গৌড়েশ্বর জয়যুক্ত হউন। মহারাজাধিরাজ গোবিন্দ গৌড়েশ্বরের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন; অনুমতি পাইলে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় গৌড়েশ্বরের সকাশে উপস্থিত হইবেন।” ধর্ম্মপাল বিস্মিত

হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি জন্য?" "মহারাজ, আমরা তাহা অবগত নহি।" "উত্তম।" ব্রাহ্মণদ্বয় প্রস্থান করিল। দুইদণ্ড পরে একজন সৈনিক আসিয়া কহিল, "দুই ব্যক্তি রাষ্ট্রকূটশিবির হইতে গিরিসঙ্কটের দিকে আসিতেছে।" ধর্ম্মপাল এক বৃক্ষতলে তৃণক্ষেত্রে উপবেশন করিয়াছিলেন, তিনি সৈনিকের কথা শুনিয়া গিরিসঙ্কটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৌড়েশ্বর দেখিতে পাইলেন যে, শুভ্র-কৌষেয়বসন-পরিহিত একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ পুরুষ শিবিরের দিকে আসিতেছেন। ধর্ম্মপাল কখনও গোবিন্দকে দেখেন নাই, কিন্তু তথাপি বুঝিতে পারিলেন যে রাষ্ট্রকূটরাজ স্বয়ং আসিতেছেন। গৌড়েশ্বর তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একাকী গিরিসঙ্কটের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং গোবিন্দ নিকটে আসিলে অসিদ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অসি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দীর্ঘাকার পুরুষ দূর হইতে কহিলেন, "আপনিই কি গৌড়েশ্বর?" উত্তর হইল, "হাঁ, আমিই ধর্ম্মপাল।" পরক্ষণেই দীর্ঘাকার পুরুষ ধর্ম্মপালকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "গৌড়েশ্বর, মহাপুরুষের সাক্ষাৎ-লাভে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে আসিয়াছি।" গৌড়েশ্বর ধূলিমলিন ললাটের স্বেদমোচন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনি কি বলিতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" "গৌড়েশ্বর, কালিকার যুদ্ধ দেখিয়া দিবসে

বিস্মিত হইয়াছিলাম, রাত্রিতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, প্রভাতে বীরের পদধূলি গ্রহণ করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তখন শুনিলাম তিনি বহুদূরে। ধৰ্ম্মপালদেব, আমি প্রৌঢ়। কিশোর বয়স হইতে যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছি, পিতার সহিত সমগ্র উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে যুদ্ধ করিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত বীরত্ব, অপূর্ব্ব কৌশল ও অসাধারণ আত্মত্যাগ কখনও দেখি নাই। আমাকে ভীষ্মদেবের দেহের নিকটে লইয়া চলুন।” উভয়ে ধীরে ধীরে মহানায়কের মৃতদেহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ মৃতদেহকে প্রণাম করিয়া স্বীয় মস্তকে বৃদ্ধ মহানায়কের পদধূলি ধারণ করিলেন। ভীষ্মদেবের শিয়রে একজন আহত সৈনিক বসিয়াছিল, সে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চসহস্র গৌড়ীয় সেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

গোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গৌড়েশ্বরের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, “গৌড়েশ্বর, আমার অপরাধ মাৰ্জ্জনা করুন, আমার শোণিতপিপাসা মিটিয়াছে, দগ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত শান্ত হউক।” এই সময়ে সেই আহত সৈনিক ছুটিয়া আসিয়া রাষ্ট্রকূটরাজকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, “রাষ্ট্রকূটরাজ, তুমি বীর, বীরের পূজা করিতে শিখিয়াছ, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার মঙ্গল হউক।” সে গুরুদত্ত। সহসা ধর্ম্মপাল গুরুদত্তের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, “গুরুদত্ত, স্থির হও। মহারাজ, আপনি কি বলিতেছেন—আমি বুঝিতে পারিতেছি না; আপনি শিবিরে

প্রত্যাবর্ত্তন করুন, যুদ্ধ আরম্ভ হউক।” গোবিন্দ অবনত মস্তকে কহিলেন, “গৌড়েশ্বর, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, আর আরম্ভ হইবে না।” উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া গৌড়েশ্বর বলিয়া উঠিলেন, “না মহারাজ, তাহা হইবে না, যুদ্ধ চাই, গৌড়নগরে এ মুখ আর দেখাইব না। এই গিরিসঙ্কটে পঞ্চসহস্র প্রভুভক্ত ভৃত্য, স্বামিভক্ত পিতৃবন্ধু আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, আমি তাহা ভুলিতে পারিব না। রাষ্ট্রকূটরাজ, শিবিরে ফিরিয়া যাও, এই মণ্ডলা ধর্ম্মপালের সমাধিক্ষেত্র। সন্ধ্যাকালে দশসহস্র গৌড়ীয় সেনার চিতাশয্যা রচনা করিতে হইবে। অধিক সময় নাই, যুদ্ধ আরম্ভ হউক। গোবিন্দ, কল্য বাক্‌পাল গৌড়েশ্বর হইবে, তাহার সহিত রাষ্ট্রকূটনন্দিনীর বিবাহ দিও।”

কম্পিতকণ্ঠে রাষ্ট্রকূটরাজ কহিলেন, “ধর্ম্ম, তুমি পুত্রস্থানীয়, তোমার পাদস্পর্শ করিয়া অকল্যাণ করিব না। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, আমার পরাজয় হইয়াছে, ভীষ্মদেব এই মণ্ডলার গিরিসঙ্কটে কল্য রাত্রিতে বহুবার আমাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।” গৌড়েশ্বরের চরণদ্বয় টলিল। তাঁহাকে মূর্চ্ছিতপ্রায় দেখিয়া গোবিন্দ তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, “পুত্র, আমার জন্য তুমি অনেক সহ্য করিয়াছ, গোবিন্দ যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন তোমার পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।” ধর্ম্মপাল মূর্চ্ছিত হইলেন। রাষ্ট্রকূট, মগধ ও গৌড় সকলে মিলিয়া যে বিশাল চিতাশয্যা রচনা করিয়াছিল, সহস্র বৎসর পরে বিন্ধ্যের পাদমূলে বর্ব্বর হলকর্ষণকালে তাহার

ভস্মাবশেষ এখনও দেখিতে পায়। যতদিন ভারতে তথাগতের ধর্ম্ম ছিল, ততদিন সদ্ধর্ম্মিগণ সেই চিতাভস্মের উপরে নির্ম্মিত বিশাল চৈত্যের অর্চ্চনা করিতে আসিত।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে একজন ধূলিধূসরিত অশ্বারোহী গৌড়েশ্বরের নিকটে আসিয়া কহিল, "মহারাজ, আমি অমৃতানন্দ। প্রভু বিশ্বানন্দ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, প্রজার মঙ্গলের জন্য, মহাদেবী কল্যাণী লোকনাথের পাদমূলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।" সংবাদ শুনিয়া উদ্ধবঘোষ বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন, গৌড়েশ্বরের মস্তক ঘূর্ণিত হইল। সেই রাত্রিতে গোবিন্দ, ধর্ম্মপাল, উদ্ধবঘোষ, অমৃতানন্দ ও রাষ্ট্রকূটসেনাপতি কর্করাজ পঞ্চাশৎজন রক্ষী সমভিব্যাহারে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বলি।

প্রত্যূষে গৌড়নগরের প্রান্তে গঙ্গাতীরে এক দাসী পূজার সজ্জা লইয়া পুরোহিতের অপেক্ষায় বসিয়াছিল। উপনগরের রাজপথ তখনও জনশূন্য। দাসী থাকিয়া থাকিয়া নগরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। একদণ্ড পরে নগরের পথে একজন মনুষ্য দেখা গেল, দাসী উৎসুকচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। মনুষ্যমূর্ত্তি ক্রমে রাজপথ ছাড়িয়া মন্দিরের নিকটে আসিল। তখন দাসী জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আপনি এখানে?" আগন্তুক রাজপুরোহিত পুরুষোত্তম শর্ম্মা। তিনি কহিলেন, "কে মাধবি? অনেকদিন বুড়াশিবের পূজা করিয়া আসিয়াছি, কোন দিন কিছু চাহি নাই, আজি একটা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।" "কি প্রার্থনা ঠাকুর?" "প্রার্থনা আর কি? আজ মহারাজের আসিবার কথা; মহাদেব অনুগ্রহ করুন, মহারাজের সহিত মহাদেবীর যেন একবার শেষ সাক্ষাৎ হয়।" "ঠাকুর, মহাদেবী তবে বাঁচিয়া আছেন?" "হাঁ।" "আমি তবে চলিলাম, আপনি ধ্যান করুন। পূজার সজ্জা রাখিয়া গেলাম, পুরোহিত আসিলে পূজা করিতে বলিবেন।" "মাধবি, আজি আমার মন বড় চঞ্চল, কথা

হয়ত মনে থাকিবে না, তুমি কোথায় যাইবে?" "ঠাকুর, মহাদেবীকে একবার জন্মের শোধ শেষ দেখা দেখিয়া আসি অমন সতী দেখিলেও পুণ্য হয়। কত পাপ করিয়াছিলাম, সেইজন্য দাসী হইয়া জন্মিয়াছি, হয়ত মহারাণীর পাদস্পর্শে আমার মুক্তি হইবে।" দাসী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। পুরুষোত্তম শর্ম্মা গঙ্গাস্নান করিয়া মন্দিরদ্বারে শয়ন করিলেন। অর্দ্ধদণ্ড পরে দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন অশ্বারোহী মন্দিরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দিরে কে আছ?" পুরুষোত্তম শর্ম্মা তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, "কে অমৃতানন্দ? মহারাজ কি ফিরিয়াছেন?" অশ্বারোহী কহিল, "হাঁ, তুমি কে?" "আমি পুরুষোত্তম, জয় বিশ্বনাথ।" "সংবাদ কি?" "শীঘ্র লোকনাথের মন্দিরে যাও, মহাদেবী এখনও জীবিত আছেন।" অশ্বারোহী দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল। পরক্ষণেই রাজপথে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। তখন পুরুষোত্তম মন্দিরস্থিত শিব-লিঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৃদ্ধেশ্বর, আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না, আমিও মহাদেবীকে দেখিতে চলিলাম। তোমার পূজার ব্যবস্থা আজি তুমিই করিও।" পুরুষোত্তম শর্ম্মা মন্দিরদ্বারে পূজার সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

সেইদিন প্রত্যুষে গৌড়ের তোরণে প্রতীহারগণ গৌড়ে-

শ্বরকে মাত্র চারিজন সঙ্গী লইয়া ফিরিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা গোবিন্দকে কখনও দেখে নাই, অমৃতানন্দের নিকটে তাঁহার পরিচয় পাইয়া অধিকতর বিস্মিত হইল। জাগরিত গৌড়জানপদগণ পরক্ষণেই শ্রবণ করিল যে, রাষ্ট্রকূট যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রকূটরাজ, সমগ্র দক্ষিণাপথের একচ্ছত্র অধীশ্বর, ধ্রুবের পুত্র, গোবিন্দ একাকী গৌড়েশ্বরের সহিত গৌড় নগরে আগমন করিয়াছেন।

লোকনাথের মন্দির-সম্মুখে জনতার অন্ত নাই। মহামন্ত্রী গর্গদেব মন্দিরের মণ্ডপে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার সম্মুখে তখনও ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। দূরে স্তম্ভসমূহের অন্তরালে মহল্লিকা ও পরিচারিকাগণ বসিয়া আছে। মন্দিরদ্বারে বসিয়া বিশ্বানন্দ ধীরে ধীরে প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠ করিতেছেন। মন্দির-মধ্যে বৃদ্ধা মহাদেবী দেদ্দদেবী কল্যাণীদেবীর মস্তক অঙ্কে লইয়া বসিয়া আছেন। ব্রহ্মশিলানির্ম্মিত লোকনাথমূর্ত্তির পদতলে, মহাদেবী কল্যাণী কুশাসনে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে মঞ্জরীদেবী ও অমলাদেবী বসিয়া আছেন। মন্দিরমধ্যে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। সকলেই নীরব, কেবল দেদ্দদেবী মধ্যে মধ্যে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। কল্যাণী কয়দিনে শুখাইয়া গিয়াছে, কষিতকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে। কল্যাণী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, কে আসিতেছে?” দেদ্দদেবী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, “কৈ মা, কেহই ত আসে নাই?”

এই সময়ে গোবিন্দ, ধর্ম্মপাল, উদ্ধবঘোষ, সর্ব্বানন্দ ও

গুরুদত্ত এবং অমৃতানন্দ মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। পদশব্দে চমকিত হইয়া গর্গদেব আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিশ্বানন্দ পাঠত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "ধৰ্ম্ম, তুমি আসিয়াছ?" তাঁহার কথা শুনিয়া মঞ্জরীদেবী ও অমলাদেবী মন্দিরের এককোণে গমন করিলেন। ধৰ্ম্মপাল, গোবিন্দ ও বিশ্বানন্দ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেদ্দদেবীর শীর্ণগণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তিনি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "পুত্র, কল্যাণী যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল।" ধৰ্ম্মপাল আকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কল্যাণি, কি হইয়াছে?" কল্যাণীদেবীর নয়নদ্বয় সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি গৌড়েশ্বরকে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। ধৰ্ম্মপাল মন্দিরতলে ভূমিতে উপবেশন করিলেন, তাহা দেখিয়া গোবিন্দও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পশ্চাৎ হইতে বিশ্বানন্দ কহিলেন, "ধৰ্ম্ম, চক্রের পরিবর্ত্তন অনির্ব্বচনীয়। দেশব্যাপী হাহাকার কল্যাণীর কোমল হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। কল্যাণীর জন্য গৌড়রাজ্যের, গৌড়বাসীর, পালবংশের এবং তোমার সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া কল্যাণীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই জন্যই কল্যাণী চলিয়াছেন।"

ধৰ্ম্মপাল কল্যাণীকে আশ্বাস দিবার জন্য কহিলেন, "কল্যাণি, দুঃখের দিন অবসান হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এ

দেখ রাষ্ট্রকূটরাজ একাকী আমার সহিত গৌড়ে আসিয়াছেন।” ক্ষীণস্বরে কল্যাণীদেবী কহিলেন, “তোমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া এখনও যাইতে পারি নাই, তুমি আসিয়াছ, আমি চলিলাম।”

ধর্ম্মপাল কল্যাণীর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাইবে কল্যাণী?” “শুন, সে বলিয়াছে আমার সময় হইয়াছে, নূতন জগতের নূতন রাজ্য হইতে আমাকে আহ্বান করিতে আসিয়াছে।”

“এ কথা কে বলিয়াছে, কল্যাণী, সে কে?”

পশ্চাৎ হইতে বিশ্বানন্দ বলিয়া উঠিলেন, “ধর্ম্ম, দক্ষিণাপথ হইতে ফিরিবার সময়ে পথে এক অন্ধ বালককে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, তাহাকে গৌড়ে লইয়া আসিয়াছিলাম, সে কল্যাণীকে বলিয়াছে যে তাহার মুক্তির দিন আসিয়াছে। জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া সে নির্ব্বাণের পথ প্রশস্ত করিয়াছে, এই বার তাহার বন্ধন মুক্ত হইবে। কল্যাণীর আত্মত্যাগে গৌড়রাজ, গৌড়রাজ্য এবং গৌড়বাসীর ক্রূরগ্রহ শান্ত হইবে। ধর্ম্ম, সেই অন্ধ বালকের কথা শুনিয়া কল্যাণী লোকনাথের পাদমূলে আত্মবলি দিয়াছে।” বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, শীর্ণগণ্ড ও দীর্ঘ শ্মশ্রু বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

ক্ষীণতর কণ্ঠে কল্যাণীদেবী কহিলেন, “আমার জন্য যাহারা অনাথা হইয়াছে, যাহাদিগের স্বামী পুত্র আত্মবলি দিয়াছে, তাহাদিগকে আশ্রয় দিও।”

মন্দিরমধ্যে দীপশিখা ম্লান হইল, তখন গৌড়ীয় পট্টমহাদেবী কল্যাণীর জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। ধর্ম্মপাল কল্যাণীর মুখ বিবর্ণ হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "চিকিৎসক—বৈদ্য"— পশ্চাৎ হইতে বিশ্বানন্দ তখন স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "পুত্র, ইহা চিকিৎসকের সাধ্যাতীত। তুমি মণ্ডলা যাত্রা করিবার পরে কল্যাণী জলগণ্ডূষও গ্রহণ করে নাই।" তখন গৌড়েশ্বর উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "কল্যাণি, কল্যাণি!"

ধীরে ধীরে মুদিত চক্ষু পুনরায় উন্মীলিত হইল, ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "তুমি ডাকিতেছ—আমি যেন কোথায় গিয়াছিলাম।"

"কল্যাণি, কি অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিবে? সিংহাসন, রাজ্য, দেশ, জলধিজলে নিমগ্ন হউক, কল্যাণি তুমি আমার। নারায়ণঘোষ যে দিন গোকর্ণদুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল, সেই দিন হইতে তুমি আমার, আমি তোমাকে যাইতে দিব না।"

"অপরাধ লইও না। তোমাকে কষ্ট দিতে আসিয়াছিলাম, শেষ অবধি—। রাষ্ট্রকূটরাজকন্যাকে—বিবাহ—করিও।"

গোবিন্দ এতক্ষণ পাষাণ প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিলেন, এই বার তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, তিনি আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা, অপরাধ আমার, তাহার জন্য তুমি কেন প্রায়শ্চিত্ত করিবে? নাগভটের পরা-

জয়ের পরে বলহীন গৌড়ে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহার জন্য আমি অপরাধী। তুমি ভুল করিয়াছ। তোমার রাজ্য, তোমার সিংহাসন, তোমার স্বামী ছাড়িয়া জীবনের প্রারম্ভে কোথায় যাইবে মা ?”

“পিতা, কর্ম্মফল—আমায়—ক্ষমা—”

সহসা কল্যাণীদেবীর মুখ পুনরায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তথাপি বহুকষ্টে শুষ্ককণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, “বিবাহ—করিও—”

ধর্ম্মপাল কল্যাণীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন।

এই সময়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বৃদ্ধ উদ্ধবঘোষ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কল্যাণী দেবীর পদতলে আছাড়িয়া পড়িল এবং কহিল, “মা, তুই যাইবি আর আমি দাঁড়াইয়া দেখিব—ইহার জন্যই কি রঘুসিংহ আমাকে রাখিয়া গিয়াছিল ? কল্যাণি, তুই গৌড়ের পট্টমহাদেবী হইয়াও আমার নিকট সেই কল্যাণীই আছিস্। কল্যাণি, আমাকে সঙ্গে লইয়া যা। কল্যাণি, আমি কি গোকর্ণের শ্মশান দেখিতে বাঁচিয়া থাকিব ?”

ধীরে ধীরে কোটরগত চক্ষুদ্বয় আর একবার উন্মীলিত হইল; ক্ষীণতর কণ্ঠে কল্যাণীদেবী কহিলেন, “উদ্ধব, আনন্দ, সুখ—তুমি—প্রভু—যাই—”

গৌড়েশ্বর চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়াছিলেন, তিনি সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কল্যাণি, আমি ছাড়িব না, তুমি কোথায় যাইবে, আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না।”

বিশ্বানন্দ কহিলেন, "উদ্ধব, রঘুসিংহের কন্যা স্বামীর ক্রোড়ে, রাজ্যের, দেশবাসীর, শ্বশুরকুলের মঙ্গলের জন্য তাহার ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গ করিতেছে—ইহাই আনন্দ, উঠ অমঙ্গল করিও না।"

সহসা কল্যাণীর শীর্ণ মুখমণ্ডলে বিমল হাসি ফুটিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সমস্ত শেষ হইয়া গেল। তখন বিশ্বানন্দ কহিলেন, "ধর্ম্ম, কাহাকে ধরিয়া আছ? কল্যাণী চলিয়া গিয়াছে।"

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

কল্যাণীর মৃত্যুর পরে গৌড়ীয় সেনা চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জ সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিয়াছিল। ধর্ম্মপাল, রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের দুহিতা বণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ও তৎপুত্র দেবপালের রাজ্যকালে গুর্জ্জর সেনা আর কখনও যমুনা অতিক্রম করিতে পারে নাই। নাগভট ও তৎপুত্র রামভদ্র, গোবিন্দ ও তৎপুত্র অমোঘ বর্ষ এবং ধর্ম্মপাল ও দেবপালের ভয়ে সীমান্ত বিস্তৃতির চেষ্টা করেন নাই। দীর্ঘকাল গৌড় সাম্রাজ্য শাসন করিয়া ধর্ম্মপাল দেব দেহত্যাগ করিলে, বণ্ণাদেবীর গর্ভজাত পুত্র দেবপাল দেব গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সাম্রাজ্য তখন বৃদ্ধ সামন্ত ভীষ্মদেব ও রাঢ়া রাজকন্যা সরলা কল্যাণীদেবীর অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যত দিন গৌড়ীয় সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, যত দিন গৌড় রাষ্ট্রের সদ্ধর্ম্ম জীবিত ছিল, তত দিন সদ্ধর্ম্মী গৌড়বাসী কল্যাণীদেবী ও ভীষ্মদেবের অলৌকিক কীর্ত্তি কাহিনী গান করিত। ধর্ম্মপাল ও গোবিন্দের আদেশে মণ্ডলার পাদমূলে ভীষ্মদেবের অস্থিচয়ের উপরে নির্ম্মিত বিশাল চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কল্যাণীর সমাধি বৌদ্ধ জগতে ত্রিশরণবুদ্ধ ভট্টারকের মন্দির বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

বিশ্বানন্দ কহিলেন, "উদ্ধব, রঘুসিংহের কন্যা স্বামীর ক্রোড়ে, রাজ্যের, দেশবাসীর, শ্বশুরকুলের মঙ্গলের জন্য তাহার ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গ করিতেছে—ইহাই আনন্দ, উঠ অমঙ্গল করিও না।"

সহসা কল্যাণীর শীর্ণ মুখমণ্ডলে বিমল হাসি ফুটিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সমস্ত শেষ হইয়া গেল। তখন বিশ্বানন্দ কহিলেন, "ধৰ্ম্ম, কাহাকে ধরিয়া আছ? কল্যাণী চলিয়া গিয়াছে।"

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

কল্যাণীর মৃত্যুর পরে গৌড়ীয় সেনা চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জ সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিয়াছিল। ধর্ম্মপাল, রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের দুহিতা বণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ও তৎপুত্র দেবপালের রাজ্যকালে গুর্জ্জর সেনা আর কখনও যমুনা অতিক্রম করিতে পারে নাই। নাগভট ও তৎপুত্র রামভদ্র, গোবিন্দ ও তৎপুত্র অমোঘ বর্ষ এবং ধর্ম্মপাল ও দেবপালের ভয়ে সীমান্ত বিস্তৃতির চেষ্টা করেন নাই। দীর্ঘকাল গৌড় সাম্রাজ্য শাসন করিয়া ধর্ম্মপাল দেব দেহত্যাগ করিলে, বণ্ণাদেবীর গর্ভজাত পুত্র দেবপাল দেব গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সাম্রাজ্য তখন বৃদ্ধ সামন্ত ভীষ্মদেব ও রাঢ়া রাজকন্যা সরলা কল্যাণীদেবীর অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যত দিন গৌড়ীয় সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, যত দিন গৌড় রাষ্ট্রের সদ্ধর্ম্ম জীবিত ছিল, তত দিন সদ্ধর্ম্মী গৌড়বাসী কল্যাণীদেবী ও ভীষ্মদেবের অলৌকিক কীর্ত্তি কাহিনী গান করিত। ধর্ম্মপাল ও গোবিন্দের আদেশে মগুলার পাদমূলে ভীষ্মদেবের অস্থিচয়ের উপরে নির্ম্মিত বিশাল চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কল্যাণীর সমাধি বৌদ্ধ জগতে ত্রিশরণবুদ্ধঃ ভট্টারকের মন্দির বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

কগুলি অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

উড়িষ্যাদেশ।

দশ—বর্ত্তমান আরা ও সাসারাম।

ম্বী—কৌশাম্বী প্রাচীন গৌড়দেশের একটি বিভাগের নাম। ইহা মধ্যদেশের কৌশলী হইতে বিভিন্ন।

ক্ষুদ্র সেনাদলের নাম।

দ্র—বর্ত্তমান টুণার।

াদ্ধরণিক—পুলিশের অধ্যক্ষ।

—রাঢ়দেশের একটি নগর, বর্ত্তমান নাম ঢেকুরী।

—ক্ষুদ্র নৌকার অধ্যক্ষ।

ভুক্তি—বর্ত্তমান ত্রিহুত।

াশিক—শাস্তিরক্ষকগণের অধ্যক্ষ।

ধ্যক্ষ—নৌসেনার অধ্যক্ষ।

া—প্রাচীন গৌড়দেশের একটি বিভাগের নাম।

মাহেশ্বর
ভট্টারক — সার্ব্বভৌম রাজগণের উপাধি। বৌদ্ধরাজগণ পরম মাহেশ্বরের পরিবর্ত্তে পরম সৌগত, বৈষ্ণবগণ পরম বৈষ্ণব ও সৌরগণ পরম সৌর উপাধি ব্যবহার করিতেন।

বর্দ্ধন—উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন নাম।

ষ্ঠান—প্রয়াগ বা এলাহাবাদের প্রাচীন নাম।

গারাধিকৃত—ভাণ্ডারী।

ভিল্লমাল—বর্ত্তমান ভিলমাল, ইহা দক্ষিণ রাজপুতনায়

মরুমাড়—বর্ত্তমান মাড়বাড়।

মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রধান বিচারপতি, Chief Justice.

মহাপ্রতিহার—নগরপাল, পুররক্ষিগণের সেনাপতি
(Prefect of the City)।

মহামণ্ডলেশ্বর—করদ ভূপতি (Feudatory)।

মহাযান—বৌদ্ধধর্ম্মের মত বিশেষ।

মহাসঙ্গীতি—বৌদ্ধাচার্য্যগণের সমিতি।

মহাসন্ধিবিগ্রহিক—রাজমন্ত্রিগণের অন্যতম।

মহাস্থবির—বৌদ্ধাচার্য্য।

মহোদয়—কান্যকুব্জ বা কনোজের অপর নাম।

মাৎস্যন্যায়—অরাজকতা।

মুদ্গগিরি—মুঙ্গের।

রোহিতাশ্ব—রোহটস্ বা রোহতস্।

বনায়ুজ—বন্নু জেলার অথবা আরবদেশের অশ্ব।

সঙ্ঘস্থবির—মঠাধ্যক্ষ (Abbot), অথবা সম্প্রদায় বি
নায়ক (Grand Prior)।

সদ্ধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্ম।

সর্ব্বাস্তিবাদী—বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষের নাম।

হিরণ্যপর্ব্বত—মুঙ্গের।

হীনযান—বৌদ্ধধর্ম্মের মত বিশেষ।